



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
January 2019

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এখানে নির্বাসনে আছো, ভালো ভালো পোশাক পরিধান করা, খাওয়া --- এই ধরনের শখ বাচ্চারা, তোমাদের হওয়া উচিত নয়, ঈশ্বরীয় পাঠ আর চরিত্রের উপর সম্পূর্ণ নজর দিতে হবে"*

প্রশ্নঃ - জ্ঞান রত্নে সর্বদা ভরপুর থাকার সাধন কি ?

উত্তরঃ - দান । যতো অন্যকে দান করবে, ততই নিজে ভরপুর থাকবে । বুদ্ধিমান সেই, যে নিজে শুনে ধারণ করবে তারপর অন্যদের দান করবে । বুদ্ধিরূপী ঝুলিতে যদি ছিদ্র থাকে তাহলে বের হয়ে যাবে, ধারণা হবে না, তাই নিয়ম করে এই পড়া পড়তে হবে । পাঁচ বিকার থেকে দূরে থাকতে হবে । রূপ বসন্ত হতে হবে ।

ওম্ শান্তি । রুহানী বাবা রুহানী বাচ্চাদের বোঝান । রুহানী বাবাও কর্মেন্দ্রিয়র দ্বারা বলেন, আর রুহানী বাচ্চারাও কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারাই শোনে । এ হলো নতুন কথা । দুনিয়াতে কোনো মানুষই এমন কথা বলতে পারে না । তোমাদের মধ্যেও পুরুষার্থের নম্বর অনুসারেই তোমরা বুঝতে পারো, যেমন টিচার যখন পড়ায় তখন স্টুডেন্টদের রেজিস্টার দেখে । এই রেজিস্টার দেখেই স্টুডেন্টদের পড়া আর চালচলন সম্বন্ধে জানতে পারা যায় । আসল হলো পড়া আর চরিত্র, এ হলো ঈশ্বরীয় পড়া যা কেউই পড়াতে পারে না । রচয়িতা আর রচনার আদি - মধ্য - অন্ত, সৃষ্টিচক্রের জ্ঞান, সম্পূর্ণ দুনিয়ার কোনো মানুষই এ জানে না । ঋষি - মুনীরা, যাঁরা এতো পড়েছে, যাঁরা অথরিটি, সেই প্রাচীন ঋষি - মুনীরা নিজেরাই বলেন যে, আমরা রচয়িতা আর রচনাকে জানি না । বাবা এসেই সেই পরিচয় দিয়েছেন । এই কথাও আছে যে - এ হলো কাঁটার জঙ্গল । জঙ্গলে তো অবশ্যই আগুন লাগে । ফুলের বাগানে কখনোই আগুন লাগে না । জঙ্গল সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেছে । বাগান হলো সবুজ । সবুজ বাগানে কখনো আগুন লাগে না । শুকনো জিনিসে চট করে আগুন লেগে যায় । এ হলো বেহদের জঙ্গল, এখানেও আগুন লেগেছিলো । বাগানও স্থাপন হয়েছিলো । তোমাদের বাগান এখন গুপ্তভাবে স্থাপন হচ্ছে । তোমরা জানো যে, আমরা এই বাগানে সুগন্ধিত ফুলের সমান দেবতা তৈরী হচ্ছে, তার নাম হলো স্বর্গ । এখন সেই স্বর্গ স্থাপন হচ্ছে । এ হলো আশ্চর্য, তোমরা যতই মানুষকে বোঝাও না কেন, কারও বুদ্ধিতেই বসে না, যারা এই ধর্মের হবে না, তাদের বুদ্ধিতে বসবেও না । তারা এক কান দিয়ে শুনবে আর অন্য কান দিয়ে বের করে দেবে । সত্যযুগ আর ত্রেতাযুগে ভারতবাসী কতো অল্প হবে । এরপর দ্বাপর আর কলিযুগে কতো বৃদ্ধি হয়ে যায় । ওখানে একটি বা দুটি সন্তান আর এখানে চার - পাঁচটি সন্তান বৃদ্ধি হয়ে যায় । ভারতবাসীদেরই এখন হিন্দু বলা হয় । বাস্তবে তারা দেবতা ধর্মের ছিলো, অন্য কোনো ধর্মের মানুষ নিজের ধর্মকে ভোলে না । এই ভারতবাসীরাই সব ভুলে গেছে । দেখো, এখন কতো মানুষ । এতো সবাই তো এসে জ্ঞান শুনবে না । প্রত্যেকেই তার নিজের জন্মকে বুঝতে পারে । যারা সম্পূর্ণ ৮৪ জন্মগ্রহণ করেছে, তাঁরা অবশ্যই পুরানো ভক্ত হবে । তোমরা বুঝতে পারো যে, আমরা কতো ভক্তি করেছি । অল্প ভক্তি করলে জ্ঞানও অল্প ধারণ করবে আর অল্পকেই বোঝাতে পারবে । অনেক ভক্তি করলে অনেক জ্ঞান ধারণ করতে পারবে আর অনেককেই বোঝাতে পারবে । জ্ঞান ধারণ করতে না পারলে বোঝাতে পারবে না তাই তার ফলও অল্পই পাবে । এ তো হিসেব তাই না । বাবাকে এক বাচ্চা হিসাব দিয়ে দিয়েছিলেন যে, ইসলামীদের এতো জন্ম আর বৌদ্ধদের এতো জন্ম হওয়া উচিত । বুদ্ধও হলেন ধর্মস্থাপক । তাঁর পূর্বে কেউই বৌদ্ধ ধর্মের ছিলো না । বুদ্ধের আত্মা প্রবেশ করেছিলেন । তিনিই বৌদ্ধ ধর্ম স্থাপন করছিলেন । এরপর একের পর এক বৃদ্ধি হতে থাকে । তিনিও এক প্রজাপিতা । একের থেকে কতো বৃদ্ধি হয় । তোমাদের তো নতুন দুনিয়াতে রাজা হতে হবে । এখানে তো তোমরা নির্বাসনে আছো । তোমাদের কোনো জিনিসেরই শখ থাকা উচিত নয় । আমরা ভালো জামাকাপড় ব্যবহার করবো - এও হলো দেহ - অভিমান । যা পাবো, তাই ভালো । এই দুনিয়ার আর খুব অল্প সময় বাকি আছে । এখানে ভালো কাপড় পরলে ওখানে কম হয়ে যাবে । এই শখও ছাড়তে হবে । এর পরের দিকে বাচ্চারা, তোমাদের নিজে থেকেই সাক্ষাত্কার হতে থাকবে । তোমরা নিজেরাই বলবে, এ তো খুব ভালো সার্ভিস করে, আশ্চর্যের । এ নিশ্চয় উচ্চ নম্বর নেবে । তারপর নিজের মতো বানাতে থাকবে । দিনে দিনে এই বাগান তো বড় হতে থাকবে । সত্যযুগের আর ত্রেতাযুগের যেসবের দেবী দেবতা আছে, তারা গুপ্তভাবে এখানেই বসে আছে, এরপর তাঁরাও প্রত্যক্ষ হয়ে যাবে । এখন তোমরা গুপ্ত পদ পাচ্ছে । তোমরা জানো যে - আমরা মৃত্যুলোকে পড়ছি, পদ পাবো অমরলোকে । এমন পড়া কোথাও দেখেছো ? এ হলো আশ্চর্যের । পড়তে হবে পুরানো দুনিয়ায় আর পদ পাবে নতুন দুনিয়ায় । পড়ানও তিনি, যিনি অমরলোকের স্থাপনা করে মৃত্যুলোকের বিনাশ করান । তোমাদের এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ অত্যন্ত ছোটো, এই সময়েই বাবা আসেন পড়ানোর জন্য । তিনি এলেই পড়া শুরু হয়ে যায় । তখন বাবা বলেন -- তোমরা ফর্ম ভর্তি করাও, তাহলেই বোঝা যাবে যে কিছু শিখেছে । বাকি এখানে এসে কি করবে । মানুষ যেমন সাধু - সন্ত - মহাত্মাদের কাছে

যায়, এখানে তেমন কথা নেই। এনার রূপ তো তেমনই সাধারণ। পোশাকেও তেমন কোনো তফাৎ নেই তাই কেউই বুঝতে পারে না। মনে করে, ইনি তো জহুরি ছিলেন। ইনি প্রথমে ছিলেন বিনাশী রঞ্জের জহুরি। এখন হয়েছেন অবিনাশী রঞ্জের জহুরি। তোমরাও বেহদের বাবার থেকেই এই সমস্ত কিছু অর্জন করো। তিনি হলেন অনেক বড় সওদাগর, জাদুকর এবং রত্নাকর। তাই প্রত্যেকেই যেন নিজেকে মনে করে যে আমরা রূপ বসন্ত। আমাদের ভিতরে লাথ টাকার স্তান রত্ন আছে। এই স্তান রঞ্জের দ্বারা তোমরা পারস বুদ্ধির হয়ে যাও। এও বোঝার কথা। খুব ভালো বুদ্ধিমান বাচ্চাই এই কথাকে ধারণ করতে পারে। ধারণা যদি না হয় তাহলে সে কোনো কাজের নয়। মনে করবে তার ঝুলিতে ছিদ্র আছে, সবই বের হয়ে যাচ্ছে। বাবা বলেন যে, আমি তোমাদের অবিনাশী স্তান রঞ্জের দান দিচ্ছি। তোমরাও যদি দান দিতে থাকো, তাহলে ভরপুর থাকবে। না হলে, কিছুই নয়, সব খালি। পড়ে না, নিয়ম মেনে চলে না। এখানে সাবজেক্ট খুবই ভালো। পাঁচ বিকার থেকে তোমাদের সম্পূর্ণ দূরে যেতে হবে।

বাবা বোঝান যে, এই যে রাখী বন্ধন পালন করা হয়, তাও এই সময়ের। মানুষ কিন্তু অর্থ জানে না যে, কেন রাখী বাঁধা হয়। ওরা তো অপবিত্র থাকে আবার রাখীও বাঁধে। আগে ব্রাহ্মণরা রাখী বাঁধতো। এখন বোনেরা ভাইদের রাখী বাঁধে উপহারের জন্য। এখানে কোনো পবিত্রতা থাকে না। এখন অনেক সুন্দর আধুনিক রাখী বানানো হয়। এই দীপাবলী (দিওয়ালি), দশহরা সবই সম্রের উৎসব। বাবা যা অ্যাক্ট করেছেন, তাই ভক্তিমার্গে চলতে থাকে। বাবা তোমাদের প্রকৃত গীতা শুনিয়ে এমন লক্ষ্মী - নারায়ণ বানান। এখন তোমরা প্রথম বিভাগে যাচ্ছে। সত্যনারায়ণের কথা শুনে তোমরা নর থেকে নারায়ণ হও। বাচ্চারা, এখন তোমাদের সম্পূর্ণ দুনিয়াকে জাগাতে হবে। তাই কতো যোগের শক্তির প্রয়োজন। এই যোগের শক্তিতেই তোমরা কল্পে কল্পে স্বর্গের স্থাপনা করো। যোগবলের দ্বারা স্থাপনা হয় আর বাহুবলের দ্বারা হয় বিনাশ। অক্ষর কেবল দুটা - অঙ্ক (আল্লাহ), আর বে (বাদশাহী)। যোগবলের দ্বারা তোমরা বিশ্বের মালিক হও। তোমাদের স্তান হলো সম্পূর্ণ গুপ্ত। তোমরা যারা সতোপ্রধান ছিলে, তারাই এখন তমোপ্রধান হয়েছো। তোমাদের আবার সতোপ্রধান হতে হবে। প্রত্যেক বীজ অবশ্য করেই নতুন থেকে পুরানো হয়। নতুন দুনিয়াতে কি না হবে। পুরানো দুনিয়াতে তো কিছুই নেই যেন সব ফাঁকা। কোথায় ভারত একসময় স্বর্গ ছিলো, সেই ভারত এখন নরক হয়ে গেছে। রাত দিনের তফাৎ। মানুষ রাবণের ভূত বানিয়ে জ্বালায় কিন্তু কেউই অর্থ বোঝে না। তোমরা এখন বুঝতে পারছো, এরা কি কি করছে। তোমাদের মধ্যেও আগে অজ্ঞান ছিলো আজ স্তান আছে। কাল তোমরা নরকে ছিলে আজ সত্য করে স্বর্গে যাচ্ছে। এমন নয় যে, দুনিয়ার মানুষ যেমন বলে - উনি স্বর্গবাসী হয়েছেন। তোমরা এখন স্বর্গে যাবে তখন আর নরক পাবে না। এ কতো বোঝার কথা। এ হলো এক সেকেন্ডের কথা। বাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। তোমরা এইকথা সবাইকে বলতে থাকো। সবাইকে বলো, এই লক্ষ্মী - নারায়ণ যেমন ছিলেন, তাঁরই আবার ৮৪ জন্ম নিয়ে এমন হয়েছেন। তোমরা সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হয়েছো, আবার তোমাদের সতোপ্রধান হতে হবে। আত্মার তো বিনাশ হয় না। বাকি তাদের তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতেই হয়। বাবা অনেকভাবে তোমাদের বোঝাতে থাকেন। তিনি বলেন, আমার ব্যাটারি কখনোই পুরানো হয় না। বাবা কেবল বলেন, নিজেকে বিন্দু আত্মা মনে করো। মানুষ বলে, এর আত্মা শরীর ছেড়ে চলে গেছে। আত্মা সংস্কার অনুসারে এক শরীর থেকে অন্য শরীর ধারণ করে। এখন এই আত্মাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে। এও হলো ড্রামা। এই সৃষ্টিচক্র রিপিট হতে থাকে। পরের দিকে হিসেব করে বলে, দুনিয়াতে এতো মানুষ। এমন কেন বলে না যে, দুনিয়াতে এতো আত্মা। বাবা বলেন যে, বাচ্চারা আমাকে কিভাবে ভুলে গেছে। তবুও আমাদের সকলের কল্যাণ করতে হবে, তাই মানুষ বাবাকে ডাকতে থাকে। তোমরা বাবাকে ভুলে যাও কিন্তু বাবা তোমাদের ভোলেন না। বাবা আসেন পতিতদের পবিত্র বানাতে। এ হলো গোমুখ। বাকি ষাঁড় ইত্যাদির কোনো কথা নেই। ইনি হলেন ভাগ্যশালী রথ। বাচ্চারা, বাবা তোমাদের বলেন যে, শিববাবা তোমাদের শৃঙ্গার করেন এ কথা যেন তোমাদের খুব ভালোভাবে স্মরণে থাকে। শিববাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের অনেক লাভ হবে। বাবা আমাদের ব্রহ্মার দ্বারা পড়ান, তাই তোমরা এনাকে স্মরণ করবে না। শিববাবাই হলেন একমাত্র সঙ্গুরু, তাঁর কাছেই তোমাদের সমর্পণ (বলিহারি যেতে হবে) হতে হবে। ইনিও ওঁনার কাছেই সমর্পিত হয়েছেন। বাবা বলেন যে, একমাত্র আমাকে স্মরণ করো। বাচ্চারা সত্যযুগী ফুলের দুনিয়ায় যাচ্ছে তাহলে কাঁটার প্রতি তাদের এতো মোহ কেন থাকবে? ৬৩ জন্ম তো তোমরা ভক্তিমার্গে শাস্ত্র পড়ে, পূজা করে এসেছো। তোমরা পূজাও প্রথমে শিববাবারই করেছিলে, তাই তো সোমনাথ মন্দির বানানো হয়েছিলো। মন্দির তো সমস্ত রাজাদের ঘরেই ছিলো, সেখানে কতো হীরে জহরত ছিলো। পরের দিকে কমতে শুরু করেছে। এক মন্দির থেকে কতো সোনা ইত্যাদি লুণ্ঠ করে নিয়ে গিয়েছিলো। তোমরা এমনই এক ধনবান বিশ্বের মালিক হও। ইনি ধনবান ছিলেন, এই বিশ্বের মালিক ছিলেন কিন্তু এনার রাজত্বের কতো সময় হয়েছে তা কেউই জানে না। বাবা বলেন যে, পাঁচ হাজার বছর হয়েছে। ২৫০০ বছর রাজত্ব করেছিলো আর বাকি ২৫০০ বছরে এতো মর্চ, পথ ইত্যাদির বৃদ্ধি হয়েছে।

বাচ্চারা, তোমাদের অনেক খুশী হওয়া উচিত যে আমাদের বেহদের বাবা পড়াচ্ছেন। তোমরা অঁথে সম্পদ পাও। শান্ত্রে দেখানো হয় যে, সাগর ঠেকে রঞ্জের থালা ভরে দেবতা বের হয়ে এসেছিলো। এখন তোমরা ভরপুর করে জ্ঞানরঞ্জের থালা পাও। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর। কেউ ভালোভাবে ভরপুর করে, কারোর আবার বেরিয়ে যায়। যে ভালোভাবে পড়বে আর পড়বে সে নিশ্চই খুব ভালো ধনবান হতে পারবে। এখন রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। এই এই নাটকে লিপিবদ্ধ আছে। যে খুব ভালোভাবে পড়বে সেই স্কলারশিপ পাবে। এ হলো ঈশ্বরীয় অবিনাশী স্কলারশিপ। আর দুনিয়ার হলো বিনাশী। সিঁড়ি খুবই আশ্চর্যের। এ তো ৮৪ জন্মের কাহিনী তাই না। বাবা বলেন যে, সিঁড়িকে এতো বড় ট্রান্সলাইট বানাও যে দূর থেকে সব পরিষ্কার দেখা যায়। মানুষ দেখে আশ্চর্য হয়ে যাবে। এরপর তোমাদের নামও উজ্জ্বল হতে থাকবে। এখন যারা চক্র লাগিয়ে চলে যায় তারাই আবার পরের দিকে আসবে। দু চারবার ঘোরার পর ভাগ্যে যদি থাকে তাহলেই আকৃষ্ট হবে। প্রিয়তম তো একজনই, কোথায় আর যাবে। বাচ্চাদের খুবই মিষ্টি স্বভাবের হতে হবে। মিষ্টি তখনই হবে যখন যোগে থাকতে পারবে। যোগের থেকেই প্রচেষ্টা হয়। যতক্ষণ মরচে না দূর হবে ততক্ষণ কারোরই এই চেষ্টা আসবে না। এই সিঁড়ির রহস্য সমস্ত আত্মাদেরই বলতে হবে। নম্বর অনুসারে ধীরে ধীরে সকলেই জানতে পারবে। এই হলো ড্রামা। এই পৃথিবীর হিস্ট্রি - জিওগ্রাফী রিপোর্ট হতে থাকে। যিনি এইসব বুঝিয়েছেন তাঁকে তো অবশ্যই স্মরণ করা চাই, তাই না। বাবাকে ওমনি প্রেজেন্ট (সর্বত্র বিরাজমান) বলা হয় কিন্তু ওখানে তো ওমনি প্রেজেন্ট হলো মায়া, এখানে হলেন বাবা কেননা তিনি এক সেকেণ্ডে আসতে পারেন। তোমাদের বোঝাতে হবে যে, বাবা এনার মধ্যে বসে আছেন। তিনি তো করণ - করাবনহার, তাই না! তিনি করেনও আবার করানও, তিনিই বাচ্চাদের নির্দেশ দেন। তিনি নিজেও করতে থাকেন। এই শরীরে বসে বাবা কি করতে পারেন আর কি করতে পারেন না, তার হিসাব করো। বাবা খান না তিনি সুগন্ধ নেন। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) রূপ - বসন্ত হয়ে নিজের বুদ্ধিরূপী ঝুলি সর্বদা অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জে ভরপুর রাখতে হবে। এই বুদ্ধিরূপী ঝুলিতে যেন কোনো ছিদ্র না হয়। জ্ঞান রঞ্জ ধারণ করে অন্যকে তার দান করতে হবে।

২) স্কলারশিপ নেওয়ার জন্য খুব ভালোভাবে পড়া করতে হবে। সম্পূর্ণ নির্বাসনে থাকতে হবে। কোনো প্রকারের শখ রাখবে না। নিজে সুগন্ধিত ফুল হয়ে অন্যকেও বানাতে হবে।

বরদানঃ:- শুভচিন্তক স্থিতির দ্বারা সকলের সহযোগ প্রাপ্তকারী সর্ব স্নেহী ভব*
শুভচিন্তক আত্মাদের প্রতি আত্মার জন্য মনে স্নেহ উৎপন্ন হয় আর এই স্নেহই তাদের সহযোগী বানিয়ে দেয়। যেখানে স্নেহ থাকে, সেখানে সময়, সম্পত্তি এবং সহযোগ সদা সমর্পণের জন্য তৈরী হয়ে যায়। তাই শুভ চিন্তক আর স্নেহী যদি করে তোলা তাহলে এই স্নেহ সর্বপ্রকার সহযোগের জন্য সমর্পণ করবে তাই সদা শুভ চিন্তনে সম্পন্ন থাকো আর শুভ চিন্তক হয়ে সকলকে স্নেহী আর সহযোগী বানাও।

স্লোগানঃ:- এই সময় যদি দাতা হও তাহলে তোমাদের রাজ্যে প্রতি জন্মে প্রতি আত্মা ভরপুর থাকবে*।

সূচনা

এই অব্যক্ত মাস আমাদের সকল ব্রহ্মা বৎসদের জন্য বিশেষ বরদানী মাস, এই সময় আমরা অন্তর্মুখী হয়ে সাকার ব্রহ্মা বাবার সমান হওয়ার লক্ষ্য রেখে তীব্র পুরুষার্থ করি, এইজন্য এই জানুয়ারী মাসে রোজকার মুরলীর নীচে বিশেষ পুরুষার্থের একটি পয়েন্ট থাকবে, সেই অনুসারে আমরা অ্যাটেনশন দিয়ে সম্পূর্ণ দিন এর উপর মনন - চিন্তন করে অব্যক্ত বতনে ঘুরে বেড়াবো।

ব্রহ্মা বাবার সমান হওয়ার জন্য বিশেষ পুরুষার্থ

সময় অনুযায়ী তিনটি শব্দ সর্বদা স্মরণে রেখো -- অন্তর্মুখ, অব্যক্ত এবং অলৌকিক। এখনও পর্যন্ত কিছু লৌকিকতা মিশ্রিত

আছে কিন্তু যখন সম্পূৰ্ণ অলৌকিক, অন্তৰ্মুখী হয়ে যাবে তখনই ফৰিস্তাৰ দৃষ্টি আসবে । ৰুহানী বা অলৌকিক স্থিতিতে থাকার জন্য অন্তৰ্মুখী হও ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে, পুরুষোত্তম হওয়ার লক্ষ্যে পূর্ণোদ্যমে পুরুষার্থ করো। যতটা সম্ভব স্মরণের-যোগ আর জ্ঞানের-পাঠের প্রতি মনোনিবেশ করো"

***প্রশ্ন:-** বাচ্চারা, তোমরা খুব বড় পেশায় নিযুক্ত। অতএব সর্বদাই কোন্ বিষয়ের উপর লক্ষ্য রেখে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত তোমাদের?*

***উত্তর:-** সর্বদা প্রকৃত লাভ-লোকসানের চিন্তা-ভাবনাই করবে তোমরা। যদি এই সব বিষয়ের উপর তেমন ধারায় চিন্তা না করা যায়, তবে আগামীতে প্রজা বা দাস-দাসী হতে হবে। ২১-জন্মের রাজ্য-ভাগ্যের জন্য বাবা যে অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্ষা দেন, তা থেকেও বঞ্চিত হতে হবে। অবএব বাবার সাথে পুরোপুরি লেন-দেন করে সম্পূর্ণরূপেই তা পেতে হবে। বাবা যে মহান দাতা। তাই বাচ্চারা, তোমরা সুদামার মতন এক মূর্তি চালের বিনিময়ে সমগ্র বিশ্বের রাজ্য-ভাগ্য পেয়ে যাও অনায়াসেই।*

ওম্ শান্তি! বাচ্চারাই সব বসে আছে এই ঈশ্বরীয় বিদ্যালয়ে। এটা কোনও সংসঙ্গের আশ্রম নয়। সামনে কোনও মহন্ত, ব্রাহ্মণ বা কোনও সন্ন্যাসীও বসে নেই এখানে। তাই এখানে এমন কোনও ভয়ের ব্যাপার নেই যে, স্বামীজী বিরূপ হয়ে যাবে। ভক্তি-মার্গের আচার-আচরণে, যখন কোনও সাধু-সন্ন্যাসীকে ঘরে আমন্ত্রণ করা হয়, উনি এলে ওনার চরণ ধুয়ে সেই জল পান করার রেওয়াজ আছে। কিন্তু এখানে ইনি তো তোমাদের বাবা। ঘরে কি আর বাচ্চারা তাদের বাবাকে ভয় পায় কখনও? বাচ্চারা তো বাবার সাথেই খাওয়া-দাওয়া, হাসি-খেলা এসবই করে থাকে ঘরে। কিন্তু সন্ন্যাসী বা গুরু-গোঁসাইদের সাথে কি আর তেমনটা কেউ করে? তখন তারা দিনভর কেবল গুরু-জী, গুরু-জী করতে থাকে। এখানে তোমাদের সেসব কিছুই করতে হয় না। এসব করাও যে পাপ। গুরু বা টিচারের কাছ থেকে তো কেবল আশীর্বাদী-বর্ষাই পাওয়া যায়। কিন্তু বাবার থেকে ওয়ারিশনের অধিকারের আশীর্বাদী-বর্ষা পাওয়া যায়। অর্থাৎ বাবার সেই সম্পত্তি পায় বাচ্চারা। বাচ্চা জন্মাবার সাথে সাথেই ওয়ারিশনের অধিকারী হয়। এখানেও তেমনি - যেমনি তুমি বাবার একান্ত আপন বাচ্চা হলে, বাবাকে তা জানালে, অমনি তোমরা স্বর্গ-রাজ্যের ওয়ারিশানের অধিকারী হয়ে গেলে। যেহেতু এই বাবা-ই যে সেই স্বর্গ-রাজ্যের রচয়িতা। একথা কেউ-ই জানে না যে, লক্ষ্মী-নারায়ণ সেই স্বর্গ-রাজ্যের রাজস্ব কোথেকে এবং কিভাবে তা পেয়েছিল। একমাত্র তোমরা বি.কে.-রাই তা জানো। পূর্বেও তোমরাই তা ছিলে, এবং আবারও তা হতে চলেছে। লোকেরা শিব মন্দিরে ঘটি-ঘটি জল ঢালে শিবলিঙ্গের উপরে। তারা ভেবেও দেখে না যে, প্রকৃত অর্থে এই শিবলিঙ্গ কি বা কে, আর কেনই বা তার পূজো করা হয়। প্রকৃত অর্থ কিছুই জানে না তারা। কিন্তু তোমাদের মধ্যে এখন সে বোধ আছে যে, তোমরা এই মৃত্যুলোকে শরীর ত্যাগ করে অমরলোকেই যাবে। জ্ঞান-মার্গের প্রাপ্তি ব্যাপক। সেই হিসাবে ভক্তি-মার্গে তেমন কিছুই নেই। ব্রহ্মাবাবাও তাই বলেন, ওঁনার তো ১২-জন গুরুর নিকট-সান্নিধ্যে থাকার অভিজ্ঞতা আছে। আর তা যে কেবল সময়ের অপচয় ছিল, পরে তা উপলব্ধি করেছেন উনি। শুধু তাই নয়, উপরন্তু এতে ওঁনার অবনতিই হয়েছে অনেক। যদিও তা হয়েছে অবিনাশী এই ড্রামার চিত্রপট অনুসারেই। কারও সাথে শত্রুতা নেইবতোমাদের। একমাত্র বাবার সাথেই তোমাদের যাবতীয় প্রেম-ভালবাসা। ক্লাসে এসে এখানকার এই চিত্রগুলি দেখে মনেতে খুব খুশী আসা উচিত তোমাদের, যেহেতু এই বিশেষ জ্ঞানের পাঠ পড়ে তোমরাও এমনই হতে চলেছো। তোমরা এখন জেনেছো, কিভাবে সত্যযুগের রাজধানী স্থাপনার কাজ চলছে। বাবা বাচ্চাদের ভরসা দিয়ে বলছেন-বাচ্চারা, নিরাশ হয়ো না কখনো। এতই সুন্দর রূপে বাচ্চাদেরকে বোঝান বাবা, অনেকেই তা খুব আশ্চর্যের সাথে শুনন্তী, কথন্তী আবার ভাগন্তী-ও হয়ে যায় কেউ কেউ। যেহেতু তারা মায়ার কবলে পড়ে সেই অনুসারে চলতে বিবশ হয়ে যায়। তাদেরকেই বলা হয় 'ট্রেটর' বা বিশ্বাসঘাতক। যে একের রাজধানী ছেড়ে অন্যের রাজধানীতে গিয়ে তার অধীনে ঠাঁই নেয়।

বাচ্চারা, এখানে বাবা তোমাদের কত সুন্দর ভাবে পুরুষার্থ করান। আর ভক্তি-মার্গের লোকেরা কতই না এদিক-ওদিক ছোটোছুটি করতে থাকে। কত দান-পুণ্য, তীর্থ, ব্রত, ধর্মানুষ্ঠান ইত্যাদি করতেই থাকে। আচ্ছা, যদিও বা কারও কোনও সাফল্যকারও হয়, তবে তাতেই বা কি এসে গেলো। তাতে তার গুণ ও শক্তির কলা তো বৃদ্ধি পায় না, বরঞ্চ আরও আরও কম হতে থাকে। কিন্তু তোমাদের পুরুষার্থে দিন-প্রতিদিন তা কেবল বাড়তেই থাকে। আর ভক্তি-মার্গে গুণ ও শক্তির কলা কেবল কমতেই থাকে। গুরু-গোঁসাইরাও তা বলে থাকে, জ্ঞান হলো ব্রহ্মার দিন আর ভক্তি ব্রহ্মার রাত। অতএব জ্ঞান আর ভক্তি, রাত-দিনের তফাৎ। জ্ঞানের মাধ্যমে সুখের প্রাপ্তি। বাবা কত সহজ পদ্ধতিতে যুক্তি দিয়ে তা বুঝিয়ে বলেন-

তোমরা বি.কে.-রা একদা সমগ্র বিশ্বের মালিক ছিলে, পরে তোমাদের অধঃপতন হতে হতে এখানে আসার পূর্বে যা একেবারে তলানিতে এসে পৌঁছেছিলো। তাই বাবা জানাচ্ছেন- নিজেদেরকে কেবল আত্মা মনে করবে। আত্মা হলো অবিনাশী। আত্মাই কিন্তু বলে-"ওগো অবিনাশী বাবা, তুমি এসে আমাদের পবিত্র বানাও, যাতে মুক্তি ও জীবনমুক্তি সবকিছুই হয় আমাদের। এখন এই জ্ঞান পেয়ে তোমরা নিজেরাও তা বুঝতে পারছো, এতদিন ভক্তি-মার্গে থেকেও কোনো সঠিক তথ্যই জানতে পারনি তোমরা। কেবল সন্ধানেই ছিলে। তাই তো মহিমা-কীর্তন করতে- "-দয়া করো ভগবান!" কেবলমাত্র ভগবান বললেই তা কিন্তু তেমন সুন্দর শোনায় না, তেমনি আবার ওয়ারিশনের আশীর্বাদী-বর্সার কথাও চট করে মনে আসে না। কিন্তু সেক্ষেত্রে যদি বলা হয়, উচ্চতমেরও উচ্চ, যিনি শিববাবা--তা বললে মুহূর্তেই আশীর্বাদী-বর্সার কথা স্মরণে চলে আসবে। তোমরা তো জানো, বর্তমান দুনিয়াতে এখন রাবণ-রাজ্য চলছে। রাম-রাজ্য হয় সত্যযুগে। এখন তো কলিযুগ। সত্যযুগে লোকসংখ্যাও থাকে অনেক কম। তখন কেবল একটাই আদি সনাতন ধর্ম থাকে। যেখানে অপার সুখ ও শান্তি। আর সেই শান্তির জন্য মানুষেরা এদিক-ওদিক, চারদিকে কেবল ভ্রমিত-ই হচ্ছে। কত অনেক খরচও করে চলেছে শান্তির জন্য, কত প্রকারের কনফারেন্স ইত্যাদি ইত্যাদির জন্য। তাদের উদ্দেশ্যে তোমরা লিখে জানাতে পারো, একমাত্র এই শিববাবাই শান্তির সাগর, পবিত্রতার সাগর, সর্ব-প্রকার সম্পত্তিরও সাগর এই বাবা। যার যা কিছু প্রয়োজন, সবকিছুই পাওয়া যায় ঔনার থেকেই।

বাচ্চারা, তোমরা এখন জানতে পারছো, সত্যযুগে তোমরা সবকিছুতেই খুব ধনবান ছিলে। সেই বিশ্ব ছিল শান্তির বিশ্ব। কিন্তু আত্মাদের প্রকৃত শান্তি তো হয়, নিজ ঘর- পরমধামে। এই বিশ্বে যখন কেবল তোমরাই ছিলে, তখন সুখ-শান্তি সবকিছুই ছিল। কত সুখেই না ছিলে তোমরা। স্বর্গ-রাজ্য এতই মনোরম! শান্ত্রেও এর কত সুন্দর সুন্দর বর্ণন আছে। বাবা বলছেন- বাচ্চারা, আমি তোমাদের এত সুন্দর করে সবকিছু বুঝিয়ে বলি, এরপর তোমাদের মনে আর কোনও প্রশ্ন করার প্রয়োজনই পড়ে না। মূল কথা হলো, 'মামেকম্ স্মরণ করো।' - অবিরত আমাকেই স্মরণ করতে থাকো। তোমরাই তো আমাকে ডাকতে থাকো, বাবা এসো, এসে আমাদেরকে পবিত্র বানাও। এই পুরোনো পতিত দুনিয়াকে আবার নতুন করে গড়ে তোলো। যদিও এসবের যথার্থ কারণ বা মানে কিছুই জানো না তোমরা। ভক্তি-মার্গের লোকেরা চিত্রগুলিতে এমন সব প্যাঁচ লাগিয়ে রেখেছে, সেসবের গিঁট খুলে সমস্যাগুলিকে তো মেটাতেই হবে। যেমন কৃষ্ণের হাতে স্বদর্শন-চক্র দিয়ে রেখেছে। আবার এও দেখাচ্ছে, ঐ চক্রের দ্বারা অকাসুর-বকাসুরকে মারা হয়। আরে, দেবতার কি কখনও হিংসক হতে পারে ? কৃষ্ণের নামে আবার একথাও বলা হয়, সে একে-ওকে নিয়ে পালিয়ে গেছিলো। দেবতাদেরও লোকেরা ডবল-হিংসক বানিয়ে দিয়েছে। সত্যি কি আশ্চর্যের কথা! যেসব অজ্ঞানী শাস্ত্রকারেরা এইসব শাস্ত্রাদি লিখেছে, তাদের বিদঘুটে বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারা যায় না। লোকেরা তো ব্যাসদেবকেও ভগবান মানে। তাই বাবা এখন বাচ্চাদের জানাচ্ছেন - তোমরা কেবল আমাকেই স্মরণ করতে থাকো আর দৈবী-গুণগুলিকে ধারণ করতে থাকো। আর অন্য কোনওদিকে লক্ষ্য দিও না। নিয়মিত যোগে বসানোর অভ্যাস তোমাদের করানো হয়, যেহেতু অনেকেই এমন আছে, বাবার বাচ্চা হওয়া সত্ত্বেও বাবাকে স্মরণ করে না তারা। তারা কেবল নিজ নিজ কাজকর্ম নিয়েই দিন অতিবাহিত করে। যোগে বসার সময়টুকুও পর্যন্ত নেই তাদের। কিন্তু, কাজ-কর্ম ইত্যাদি করার সাথে সাথেও মন ও বুদ্ধিতে স্মরণের যোগ তো করে যেতে হবে। মনে রাখতে হবে, তোমরা সবাই এই প্রেমিক বাবার প্রেমিকা সন্তান। তাই তোমাদের বলা হচ্ছে, অন্য সর্বপ্রকার সম্বন্ধগুলিকে ত্যাগ করে কেবলমাত্র এই এক বাবার সাথেই যোগযুক্ত হও। খাওয়া-দাওয়া বা যে কোনও ব্যাপারেই যুক্ত থাকো না কেন, কেবলমাত্র এই অভ্যাসে অভ্যাসী হতে হবে যে, আমি আত্মা আর সর্বস্বর্গই আমার বাবা পরমাত্মার স্মরণে থাকতে হবে আমাকে। যে বাবা তোমাদের এত উন্নত করে গড়ে তোলেন, তবুও কেন তোমরা এত সাধারণ এই সামান্য কথাটুকুও মনে চলো না, এই বাবাকে সেভাবে স্মরণ করো না। কিন্তু লৌকিক সন্তান-সন্ততিদেরকে মনে করতে তো ভুল হয় না, যত ভুল হয় কেবল এই বাবাকে স্মরণ করার বেলায়। বাস্তবে নির্ণা শব্দটা বলাই ভুল। বাবা যিনি ডাইরেক্টর, তিনি স্বয়ং এসে তোমাদের বলছেন- বাচ্চারা, আমাকে স্মরণ করো। পূর্ব কল্পেও ঠিক এভাবেই বাচ্চাদের সামনে বসেই বাচ্চাদেরকে এসব বুঝিয়েছিলেন এই বাবা। ঠিক তেমনই এখন আবার বোঝাচ্ছেন - "ও আমার মিষ্টি-মিষ্টি আদরের বাচ্চারা, কল্প বাদে আবার আমরা এখন মিলিত হয়েছি, যখন তোমাদের ৮৪-জন্ম পুরো হয়েছে। এখন আপন ঘরে ফেরার পালা, অতএব এখন তো তোমাদের পবিত্র হতেই হবে। বিকারী হয়েই তোমরা পতিত হয়ে গেছো। পবিত্র হতে না পারলে ভাল পদের প্রাপ্তিও যে হবে না। তাই নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ করো আর ৮৪-র জন্ম-চক্রকেও স্মরণ করো। এটাই স্ব-দর্শন চক্র। যার প্রকৃত অর্থ কেউ জানে না। মুখের দ্বারা জ্ঞানের শব্দ বাজাতে হবে তোমাদের। এটাই জ্ঞানের মূল কথা।" ইনিই তোমাদের অসীম-বেহদের বাবা। যিনি স্বর্গ-রাজ্যের রচয়িতা। অতএব এই বাবাকে স্মরণ করলে তোমরা উন্নতির শিখরে উঠতে থাকবে। কত সহজ এই পন্থা।

বাচ্চারা, তোমরা এখন বুঝতে পেরেছো যে, এই অবিনাশী নাটকের সবকিছুই অনেক পূর্ব থেকেই নির্ধারিত হয়ে আছে। কল্পের এই সময়কালেই প্রতি ৫-হাজার বছর বাদে বাবা আসেন এখানে। অতএব তোমরা খুব মনোযোগ সহকারে পুরুষার্থ করতে থাকো। তাই কেনই বা এই বিনাশী ধন-সম্পদের পিছনে দৌড়ানো। মাসে এক বা দুই লাখ টাকাও যদি রোজগার করো, সে সবই তো একদিন বিনাশ হয়ে যাবে। এমন কি তোমার সন্তানদের ভোগেও তা আসবে না, যেহেতু তারাও তো আর থাকবে না তখন। যদিও আশা থাকে পুত্র, পৌত্র ও তারও পুত্র পৌত্ররা তা ভোগ করবে। আবার এমনও নয় যে পুনর্জন্মেও তারা সবাই আবার এই কুলেই জন্ম নেবে। পুনর্জন্মে তারা কে কোথায় জন্মাবে তাও কারও জানা নেই। যাই হোক, তোমরা বি.কে.-রা তো ২১-জন্মের জন্য অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্সা পেয়ে থাকো। কম পুরুষার্থ করলে প্রজা বা দাস-দাসী হয়ে জন্মাতে হবে, যা কত লোকসানের ব্যাপার। অতএব লাভ-লোকসানের ব্যাপারটা নিজেরাই বিচার করবে। ব্যবসায়ীরা যদিও অনেক পাপ করে, তবুও কিছু না কিছু দান-পুণ্যও অবশ্যই করে। আর এখানে তো অবিনাশী জ্ঞান-রঞ্জের এত বিশাল ব্যবসা। যা অতি বড় ব্যবসায়ীই তা করতে পারে। যে ব্যবসার লেন-দেন তোমাদের করতে হয় সরাসরি বাবার সাথে। বাবা স্বয়ং সেই জ্ঞান-রত্ন দেন। উনি যে মহান দাতা। বাচ্চাদের একমুষ্টি চালের পরিবর্তে বাবা তাদের দেন অসীম-বেহদের বিশাল রাজস্ব। তার তুলনায় তোমাদের উপহার তো একমুষ্টি চালের তুল্যই। তোমরা সবাই যে সুদামা। কি বা দাও আর কত কিছু পাও। বিশ্বের রাজস্ব পেয়ে বিশ্বের মালিকও হও। বুদ্ধির যোগে এও বুঝতে পারছো, সমগ্র বিশ্বে একমাত্র এই ভারতই অবিনাশী ভূ-খণ্ড। তখন প্রকৃতিও হবে নতুন, আত্মারাও হবে সতোপ্রধান। গত কল্পের সত্যযুগে তোমরা ছিলে একেবারে খাঁটি সোনার মতন। ত্রেতা অর্থাৎ রৌপ্যযুগে সেই সোনায়ে অর্থাৎ আত্মায় কিছু রূপার খাদ পড়ে। এইভাবে ধীরে ধীরে সিঁড়ির মতন সৃষ্টি-চক্র পতনের দিকে যেতে থাকে। কিন্তু বর্তমানে তোমরা বি.কে.-রা অনেক অনেক উঁচুতে। যা বিরাট রূপের চিত্রে বোঝানো আছে! লোকেরা সেসবের অর্থই বোঝে না। এমন কত চিত্রই তো আছে চতুর্দিকে। যেমন কেউ যীশুখ্রীষ্টের চিত্র রাখে, কেউ বা আবার সাঁই বাবার চিত্র রাখে। কেউ বা আবার মুসলমানকেই গুরু বানায়। অনেকে আবার মদ্যপানের জন্য মদের আসরের আড্ডায় যায়। তাই তো বাবা বলেন-"এ যে ঘোর অজ্ঞানের অন্ধকার। এসব অন্ধকার যা কেবল ভক্তি-মার্গেই।"

বাচ্চারা, সঙ্গ নির্বাচনে তোমাদের খুব সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। কথিত আছে- 'সংসঙ্গে স্বর্গবাস, অসংসঙ্গে সর্বনাশ।' এই অসংসঙ্গ অর্থাৎ কুসঙ্গ হলো মায়ার ৫-বিকার। কিন্তু এখন তো তোমরা সং-বাবার সংসঙ্গ পেয়েছো, যিনি স্বয়ং তোমাদেরকে ভব-সাগর পার করিয়ে দিচ্ছেন। একমাত্র এই সং-বাবাই সত্য বচন বলেন। তোমরা বি.কে.-রা এতই ভাগ্যবান যে প্রতি কল্পেই এই সত্য বাবার সঙ্গ লাভ করো। তারপর অর্দ্ধকল্প পরে রাবণের কুসঙ্গের কবলে পড়তে হয় তোমাদের। তোমরা জানো, পূর্ব কল্পের মতন আবারও সত্যযুগে অবশ্যই নতুন রাজধানী স্থাপন হবে। তখন তোমরাই বিশ্বের মালিক হবে। দেশ ভাগের ফলে এখানে কত লড়াই-ঝগড়া হয়েছিল। কিন্তু সত্যযুগে নতুন দুনিয়ায়, তখন তো কেবলমাত্র একটা ধর্মই থাকবে। যে বিশ্বে থাকে শান্তি। কারণ তা হয় অদ্বৈত দেবতাদের রাজস্ব। যেখানে থাকে একটি মাত্র ধর্ম। তাই অশান্তি সেখানে আসবেই বা কোথেকে? তা যে ঈশ্বরীয় রাজ্য। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দ্বারা স্বয়ং পরমাত্মা যে রাজ্য স্থাপন করবেন, সেখানে তো অফুরন্ত সুখ বিরাজ করবেই। পরমাত্মা যে আত্মাদের পিতা, তাই বাচ্চাদের প্রতি পিতার অগাধ ভালবাসা তো থাকবেই। এবার বাবা জানাচ্ছেন- উনি তো সবই জানেন, ভক্তি-মার্গে থাকার সময় দোরে-দোরে ঘুরে বাচ্চাদের কতই না ধাক্কা খেতে হয়েছে। তেমনি লোকেরাও জানে, কোনও না কোনও রূপে বাবা অবশ্যই আসবেন। তাই চিত্রের মাধ্যমে কখনও দেখায় যে, বাবা শাঁড়ের পিঠে বসে আছেন । কিন্তু শাঁড়ের পিঠে কি কেউ চড়ে? সত্যি কত অন্ধকার জগতে এরা। তাই বাচ্চারা, তোমরাই সবাইকে জানাও, বাবা এসেছেন সবাইকে অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্সা দেবার জন্য। ব্রহ্মার দ্বারা নতুন দুনিয়া স্থাপনার কাজ শুরু হয়েছে। বটগাছের যে উদাহরণ বাবা প্রায়শঃই দিয়ে থাকেন। তেমনি এরও ভিত্তি প্রস্তর আবার স্থাপনার কাজ চলছে, তখন আর অন্য কোনও ধর্মই থাকবে না নতুন দুনিয়ায়। একমাত্র এই ভারতই সেই অবিনাশী ভূ-খণ্ড এবং অবিনাশী তীর্থভূমিও বটে। যেহেতু বাবার জন্মভূমি এই ভারতভূমি। বাবা ওঁনার মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চাদের কত স্নেহ-আদরে এমন সুন্দর করে সবকিছুই বোঝান। আবার টিচারের মতন করেও জ্ঞানের পাঠও পড়ান।

এবার বাবা বলছেন- "বাচ্চারা, ভাল করে পড়াশুনা করে তোমরা আমার থেকেও বেশী এগিয়ে যাও। আমি নিজে তো আর রাজ্য-ভাগ্য নেই না। তোমরা কি কখনও আমাকে স্বর্গ-রাজ্যে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছো? এমন কি কখনও বলেছো, বাবা এসো? বরঞ্চ আমিই তোমাদের সেখানে পাঠাই। সত্যি, কি মজার খেলা এটা।" এবার বাবা বলছেন- আচ্ছা বাচ্চারা দীর্ঘায়ু হও। আমি তো বাণপ্রস্থ অবস্থায় পৌঁছে সেখানেই গিয়ে থাকি। বাবা বাচ্চাদের জানাচ্ছেন - বাচ্চারা, অনেক প্রকারের দুর্যোগ-দুর্দশা এখন তোমাদের মাথার উপরে। তাই পুরুষোত্তম হবার লক্ষ্যে এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগেই সম্পূর্ণ

রূপে নিজেকে পুরুষার্থে নিয়োজিত কর। অবিরাম বাবাকে স্মরণ করার পুরুষার্থ করতে থাকো, তবেই বিকর্ম বিনাশ হবে। এছাড়া যে যত মনোযোগ সহকারে জ্ঞানের পাঠ পড়বে সে তত উচ্চ কুলে যেতে পারবে। তাই তো বাবা বলেন, "আপনী ঘোট তো নেশা চড়ে"- (নিজে বিচার সাগর মন্তন যত করবে, ততই উদ্যম-উৎসাহ বাড়তে থাকবে।) মন ও বুদ্ধির যোগে মনন-চিন্তন যত করবে, ততই তার প্রতি আগ্রহও বাড়বে। বাচ্চারা তো সদা-সর্বদাই বাবার থেকে আশীর্বাদী-বর্সা পেতেই থাকে। লোকিকে কেবল পুত্র-সন্তানেরাই উত্তরাধিকারের আশীর্বাদী-বর্সা পেয়ে থাকে। কন্যাদের বিয়ে দিয়ে দান করা হয়। কিন্তু এখানে তো পুত্র ও কন্যা সব আত্মাধারীদেরই উত্তরাধিকারের আশীর্বাদী-বর্সা দেওয়া হয়, তাও আবার অসীম বেহদের অমূল্য আশীর্বাদী-বর্সা। অতএব তোমাদের সকলকেই উত্তরাধিকারের এই আশীর্বাদের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হওয়া উচিত। যেখানে এখানকার এই পাঠ পড়াচ্ছেন স্বয়ং ভগবান! অতএব জ্ঞানের পাঠ যেন একদিনও বাদ না পড়ে। কেউ কেউ আবার বাবাকে বলে- "বাবা, আমি যে পড়ার জন্য একদমই সময় পাই না।" বাবা উত্তরে বলেন- ওঃ তাই, আমাকে একথা জানাতে তোমার লজ্জা এলো না ? *আচ্ছা !*

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা নমন জানাচ্ছেন ঔনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) সঙ্গী নির্বাচনে নিজে খুব সতর্ক থাকবে। এক ও একমাত্র সত্য বাবার সঙ্গ করতে হবে। মায়ারূপী ৫-বিকারের সঙ্গ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে রাখতে হবে নিজেকে।

২) পঠন-পাঠনের প্রতি সম্পূর্ণ রূপে মনোযোগ দিতে হবে। এই খুশীতেই থাকো নিজে। নিজের বিশেষত্বগুলিকে স্মরণ করে নিজের আনন্দে থাকবে। একদিনও যেন এই জ্ঞানের পাঠ বাদ না পড়ে।

বরদানঃ- বাবার কৃপায় শূলকেও কাঁটায় পরিণত করে সদা নিশ্চিন্ত আর ট্রাস্টি হও*
বিস্তার :- পুরানো কর্মের হিসেবে তোমার প্রাপ্য শূল, কিন্তু বাবার কৃপাতে তা ক্ষুদ্র কাঁটায় পরিণত হয়। পরিস্থিতি তো আসবেই, যেহেতু সব কিছুই হিসেব-নিকেশ তো মেটাতেই হবে। কিন্তু বাবার কৃপাতে সেই শূলও হয়ে যায় ক্ষুদ্র কাঁটা। বড় ঘটনাকে ছোট করে দেয়, যেহেতু বড় বাবা আছেন তোমার সাথে। এই নিশ্চয়তার আধারে সদা নিশ্চিন্ত থাকো আর এমন ট্রাস্টি হয়ে যাও যে, আমারটা তোমাকে দিয়ে বদল করে হাল্কা হয়ে যাও। তবেই সব বোঝা এক সেকেণ্ডেই সমাপ্ত হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ- শুভ ভাবনার স্টক দ্বারা নেগেটিভকে পজিটিভে পরিবর্তন করো।*

ব্রহ্মা বাবার সমান হওয়ার জন্য বিশেষ পুরুষার্থঃ

অন্তর্মুখী স্থিতির দ্বারা প্রত্যেকের মনের গোপন কথা জেনে তাকে খুশী করবে। এর জন্য সাধারণ রূপে নিজের মধ্যে নিজেকে অসাধারণ স্থিতির অনুভব করো এবং অন্যকেও তা করাও। বহির্মুখিতায় আসার সময় অন্তর্মুখিতার স্থিতিকেও তার সাথে রাখো।

"মিষ্টি বাচ্চারা- "অল্ফ" আর "বে", বাবা আর উত্তরাধিকার (বাদশাহী) স্মরণে থাকলে খুশীর পারদ তুঙ্গে থাকবে, এটা খুবই সহজ, এক সেকেন্ডের ব্যাপার"

প্রশ্নঃ - কোন্ বাচ্চাদের অপার খুশী থাকবে? সর্বদা খুশীর পারদ তুঙ্গে থাকবে তার পন্থা কি?

উত্তরঃ - যে বাচ্চারা অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করে, বাবা যা শোনান সেটাকে খুব ভালো ভাবে ধারণ করে আরেক জনকে তা করায়, তাদেরই অপার খুশী থাকতে পারে। খুশীর পারদ সর্বদা তুঙ্গে থাকবে, তার জন্য অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দান করতে থাকো। অনেকের কল্যাণ করো। সর্বদা এটা মনে রাখো যে আমরা এখন সুখ আর শান্তির শীর্ষে যাব্দি তাহলে খুশী থাকবে।

ওম্ শান্তি। বাপদাদার ভাবনা এল যে এক সেকেন্ডে বাচ্চাদের থেকে লিখিয়ে নেবেন যে কার স্মরণে বসেছ? এটা লিখতে একদম টাইম লাগবে না। প্রত্যেকে এক সেকেন্ডে লিখে বাবাকে দেখিয়ে যাবে। (সবাই লিখে বাবাকে দেখাল আবার বাবাও লিখলেন, কিন্তু বাবা যা লিখেছেন সেটা আর কেউ লেখেনি)। বাবা লিখেছেন অল্ফ আর বে, কত সহজ।* অল্ফ মানে বাবা, বে মানে বাদশাহী। বাবা পড়ান আর তোমরা রাজ্য প্রাপ্ত করো। বেশী আর লেখার দরকার নেই। তোমরা তো লিখতে দুই মিনিটও লাগিয়েছো। অল্ফ বে সেকেন্ডের ব্যাপার। সন্ন্যাসী কেবল অল্ফকে স্মরণ করে। তোমাদের বাদশাহীও স্মরণে আছে। স্মরণের অভ্যাস হয়ে যায়। বুদ্ধিতে এটা স্থির হলে খুশীর পারদ তুঙ্গে উঠে যায়। অল্ফ-এর অর্থ কত বড়, তিনি তো হাইয়েস্ট, শীর্ষে তাঁর অবস্থান। এর উপরে আর কোনো কিছুই হয় না। থাকার জায়গাও উচ্চ থেকে উচ্চতম। সেকেন্ডে মুক্তি-জীবনমুক্তির অর্থও কেউ জানে না। অবশ্যই এরও অর্থ থাকবে। বাচ্চা জন্ম নিলে লেখে এত ঘন্টা, এত মিনিট, এত সেকেন্ডে হল। টিক-টিক চলতেই থাকে। টিক হল অল্ফ বে, ব্যাস সেকেন্ডও লাগে না। বলারও দরকার নেই। স্মরণ তো আছেই। বাচ্চারা, তোমাদের এত ভালো অবস্থা হওয়া চাই। কিন্তু সেটা তখনই হবে যখন স্মরণ থাকবে। এখানে বসে আছ তো বাবা আর রাজধানী স্মরণে থাকা চাই। বুদ্ধি দিয়ে দেখে, যাকে দিব্য দৃষ্টি বলা হয়ে থাকে। আত্মাও দেখে। বাবাকে আত্মাই স্মরণ করতে থাকে। তুমিও বাবাকে স্মরণ করলে রাজস্বও একসাথে স্মরণে এসে যাবে। কতটুকু সময় লাগে ! এখানে স্মরণে বসলে মন আনন্দে গদ-গদ হয়ে যায়। বাবাও এই খুশীতে বসে আছেন। এখানকার কোনো কথা বাবার স্মরণ হয় না। বাবা স্মরণ করেন ওখানকার কথা। বাবা আর রাজস্ব যেন দ্বারে এসে উপস্থিত। বাবা বলেন বাচ্চারা, তোমাদের জন্য রাজস্ব নিয়ে এসেছি। তোমরা আমাকে স্মরণ করো না বলেই খুশী স্থিত হয় না। তোমরা উঠতে বসতে নিজেকে আত্মা মনে কর আর আমাকে, অর্থাৎ বাবা আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। কতো উঁচু স্থান সেটা, যেখানে তোমরা থাকো। সারা বিশ্বের খুব কম জনই তা জানে। মানুষ মুক্তির জন্য কতো মাথা ঠোকে। এখন মুক্তিধাম কোথায়? তোমরা ভাবো আত্মা তো হল রকেট। লোকেরা চাঁদ পর্যন্ত যায়, তারপর পোলারেও (পৃথিবীর শেষ সীমায়)। তোমরা তো পোলারের থেকেও আরো উচ্চতায় যাও। চন্দ্রমা তো এই দুনিয়ারই। বলা হয়ে থাকে সূর্য চাঁদেরও ওপারে, শব্দের ওপারে। এই শরীরকে ছেড়ে দিতে হবে। তোমরা আসো সুইট সাইলেন্স হোম থেকে। আসতে যেতে টাইম লাগে না। নিজ নিকেতন যে। এখানে তো যে জায়গায়তেই যাও না কেন টাইম লাগে। আত্মা শরীর ছেড়ে দিলে সেকেন্ডে কোথায় না কোথায় চলে যায়। এক শরীর ছেড়ে দ্বিতীয় শরীরে প্রবেশ করে। তাই নিজেকে আত্মা মনে করতে হবে। তোমরা অনেক উচ্চ শিখরে যাও। মানুষ শান্তি চায়। শান্তির হাইয়েস্ট শিখর হল নিরাকারী দুনিয়া আর সুখেরও হাইয়েস্ট শিখর হল স্বর্গ। উচ্চ থেকেও উচ্চতমকে টাওয়ার বলা হয়। তোমাদের ঘরও কতো উচ্চতম। দুনিয়ার লোকেরা কখনো এই ব্যাপারে খেয়াল করে না। ওদেরকে এই কথা বোঝানোর মত কেউ নেই। তাকে বলা হয় শান্তির টাওয়ার। মানুষ তো বলতে থাকে বিশ্বে শান্তি স্থাপন হোক। কিন্তু এর অর্থ জানে না যে শান্তি কোথায় আছে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ সুখের টাওয়ারে আছে সেখানে কোনো লোভ, লালসা নেই। সেখানকার খাওয়া দাওয়া, বাচনভঙ্গি খুব রয়্যাল হয় আবার সুখও হাইয়েস্ট। ওদের মহিমা দেখ কত হয় কারণ তারা অনেক পরিশ্রম করেছে। তারা কেবল একজন নন, গোটা মালা তৈরী হয়ে আছে। বাস্তবে নব রত্নের সুখ্যাতি আছে। অবশ্যই এনারা গুপ্ত পরিশ্রম করেছিলেন। বাবা আর উত্তরাধিকার স্মরণে থাকলে তবেই বিকর্ম বিনাশ হবে। কিন্তু মায়া স্মরণ করতে দেয় না। কখনো কাম, কখনো ক্রোধ... অনেক ঝড়-ঝাপটার মধ্যে এনে ফেলে। নিজের জ্ঞান দেখতে হবে। নারদকেও বলা হয়েছে চেহারা দেখো। ওই অবস্থা তো এখন নেই, তৈরী করতে হবে। বাবা এইম অবজেক্ট অবশ্যই বলবেন। ভিতরে ভিতরে পুরুষার্থ করতে থাকো। পরবর্তী কালে ওই অবস্থা তোমাদের হবে। অশরীরী থাকার প্র্যাক্টিস করতে হবে। এখন ফিরে যেতে হবে। বাবা বলেছেন আমাকে স্মরণ করো। স্মরণ না করলে তো অনেক

শাস্তি পেতে হবে আর পদও কম হবে। এটা হল অনেক সূক্ষ্ম বিষয়। বিজ্ঞানীরা সাইন্সের কত গভীরে (ডিপ) যায়। কি কি তৈরী করতে থাকে। ওখানেও তো সংস্কার চাই না! যা আবার ওখানে গিয়ে এই জিনিস তৈরী করবে। কেবল এই দুনিয়া পরিবর্তন হবে। এখানকার সংস্কার অনুসারে গিয়ে জন্ম নেবে। যেমন লড়াই যারা করে তাদের বুদ্ধিতে লড়াই এর সংস্কার থাকে, তাই ওই সংস্কারই নিয়ে যাবে। লড়াই ছাড়া থাকতে পারে না। অফিসারদের কাছে আবার অনেকটা সময় দিতে হয়। ভর্তি করার সময় পরীক্ষা করে নিতে হয় যেন কোন রোগ না থাকে। চোখ - কান ইত্যাদি সব ঠিক আছে কি না। লড়াই করতে গেলে তো সব ঠিক চাই। এখানেও দেখা হয় কে কে বিজয় মালার দানা হবে। তোমাদের পুরুষার্থ করে কর্মঠীত অবস্থাকে প্রাপ্ত করতে হবে। আত্মা অশরীরী এসেছে, অশরীরী হয়ে যেতে হবে। ওখানে শরীরের কোন সম্বন্ধ নেই। এখন অশরীরী হতে হবে। আত্মারা ওখান থেকে আসে, এসে শরীরে প্রবেশ করে। অনেক-অনেক আত্মারা আসতে থাকে। সবাই নিজের-নিজের পার্ট পেয়ে যায়। যে নতুন পবিত্র আত্মারা আসে, তাদের অবশ্যই আগে সুখ প্রাপ্তি হয়, সেইজন্য তাদের মহিমা হয়। *বৃহৎ বৃক্ষ যে। কত নামি-দামি বড় মানুষ আছে। নিজের নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী খুব সুখ থাকে। তাই এখন বাচ্চাদের প্রশ্রম করতে হবে, কর্মঠীত অবস্থায় পবিত্র হয়ে যেতে হবে। নিজের ব্যবহার দেখতে হবে, কাউকে দুঃখ দিই নি তো! বাবা কত মধুর। মোস্ট বিলাভ না! তাই বাচ্চাদেরও হতে হবে। এটা তো তোমরা বাচ্চারা জানো যে বাবা এখানে আছেন। মানুষদের কি আর এটা জানা আছে যে বাবা এখানে স্থাপনা করছেন তবুও তাঁকে জন্ম-জন্মান্তর স্মরণ করতে থাকব। শিবের মন্দিরে গিয়ে কত পূজো করে। কত উচ্চ শিখরে বদ্রীনাথ ইত্যাদির মন্দিরে যায়। কত মেলা বসে, কারণ মধুর না! গাওয়াও হয় উচ্চতমেরও উচ্চ ভগবান। বুদ্ধিতে নিরাকারই স্মরণে আসবে। নিরাকার তো আছেনই। আর আছেন ব্রহ্মা-বিশ্ব-শঙ্কর। ওনাদের ভগবান বলবে না।*

এখন তোমরা বাচ্চারা বোঝো যে আমরাই সতোপ্রধান দেবতা ছিলাম, যখন আমরা বিশ্বের মালিক ছিলাম তখন এত বেশী মানুষ ছিলই না। শুধু ভারতেই এদের রাজ্য হবে। বাকী সবাই চলে যাবে- শান্তিধামে। এ সব তোমরা দেখতে থাকবে, এর জন্য খুব বড় মাপের বুদ্ধির দরকার। ওখানে তোমাদের পাহাড় ইত্যাদিতে যাওয়ার দরকার নেই। ওখানে কোন এক্সিডেন্ট ইত্যাদি হয় না। সেটা তো হলই ওয়ান্ডার অফ স্বর্গ। যখন সেটা স্বর্গের ওয়ান্ডার হবে না তবে তা মায়ার ওয়ান্ডারস হতে থাকে। একথা দুনিয়ার লোক বুঝতে পারবে না। এখন তোমরা স্বর্গে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছ। সেটা হল সুখের টাওয়ার। এ হল দুঃখের টাওয়ার। লড়াইতে কত মানুষ রোজ মারা যায়, আবার জন্মাতেও থাকে। গাওয়া হয়ে থাকে ঈশ্বরের অন্ত বা পরিসীমা কেউ জানে না। সাধু সন্ত কেউ রচয়িতা আর রচনার পরিসীমা পেতে পারে না। তোমাদেরকে বাবা পড়ান, একে পড়াশুনা বলা হয়ে থাকে। সৃষ্টি চক্রের রহস্যকে তোমরা বাচ্চারা জানতে যাচ্ছে। ওরা তো বলে আমরা জানি না নয়তো বলে সৃষ্টির আয়ু লক্ষ বছর।

এখন বাবা বোঝাচ্ছেন এই যা কিছু তোমরা এখানে দেখছ- এইসব ওখানে থাকবে না। স্বর্গ হল টাওয়ার অফ সুখ। এখানে হল দুঃখ আর দুঃখ। হঠাৎ মৃত্যু এমন আসবে যে সব শেষ হয়ে যাবে। মৃত্যু দেখা মাসীর বাড়ি যাওয়ার মতো এত সহজ ব্যাপার নয়। একে(এখন) বলা হয় দুঃখের শিখর। ওটা হল সুখের শিখর। ব্যাস তৃতীয় কোনো শব্দ নেই। তোমাদের মধ্যেও অনেকে আছে যারা শুনতে থাকে কিন্তু ধারণা করে না। ধারণা তখন হবে যখন বুদ্ধি গোল্ডেন এজ্ এ হবে। ধারণা না হলে খুশীও থাকে না। একদম হাইয়েস্ট পড়ার মতো লোকও আছে আবার লোয়েস্টও আছে। পড়ায় পার্থক্য তো আছে না! অনন্তর বাবা ওদের কত বোঝান কিন্তু কখনোই বুঝবে না। স্মরণ ব্যাভীত তোমরা কখনো পবিত্র হতে পারবে না। বাবা-ই হলেন চুস্বক। তিনি একদম হাইয়েস্ট পাওয়ার সম্পন্ন। ওঁনার উপর কখনো মরচে পড়তে পারে না, বাকী সবার উপর মরচে পড়ে, আর সেটাকে সরিয়ে আবার সতোপ্রধান হতে হবে। বাবা বলেন একমনে এক নাগাড়ে আমাকে স্মরণ করো আর কোন কিছুতে মমত্ব থাকবে না। ধনী ব্যক্তিদের তো সারাদিন ধন দৌলতই সামনে আসতে থাকবে। গরীবদের কিছু তো নেই- ই তবুও গরীবেরা কিছু বোঝার মত যারা ধারণা করতে পারে। স্মরণ ব্যাভীত ময়লা কিভাবে বের হবে। আমরা পবিত্র কীভাবে হব। তোমরা এখানে এসেছো উচ্চ শিখরে যেতে। জানো যে বাবার শিক্ষা অনুযায়ী চললে আমরা উঁচু সুখের শিখরে যাব। এটা প্রশ্রমের। বাবা আসেন টাওয়ারে নিয়ে যেতে। তাই শ্রীমত অনুযায়ী চলতে হবে। প্রথম নম্বরে এই লক্ষ্মী-নারায়ণের মহিমা সুখ্যাত। তারা একদম টাওয়ারে হবে। আর সব কিছু না কিছু কম। নতুন দুনিয়াকেই টাওয়ার অফ সুখ বলা হয়। ওখানে কোনো ময়লা জিনিস হয় না। এরকম মাটি নেই, এরকম হাওয়া ওখানে বয় না যে বাড়ী খারাপ করে দেবে। স্বর্গের তো অনেক মহিমা। তারজন্য পুরুষার্থ করতে হবে। লক্ষ্মী- নারায়ণ কত উচ্চ, দেখা মাত্রই মন খুশী হয়ে যায়। পরবর্তী কালে অনেকেরই সাক্ষাৎকার হতে থাকবে। প্রথম প্রথম কত সাক্ষাৎকার হতো। বাবা কত চমৎকার দেখিয়েছেন। তারা মুকুট ইত্যাদি পড়ে আসতেন। ওই জিনিস তো এখানে পাওয়া যাবে না। বাবা তো হলেন জহরী। আগে যে মণি ৫০ হাজারে নেওয়া হত সেটা এখন ৫০ লাখেও পাওয়া যায় না। তোমরা স্বর্গের জন্য পুরুষার্থ করছ।ওখানে

অপরিমিত সুখ বাবা এত পড়ান কিন্তু বাচ্চাদের মধ্যে রাত দিনের পার্থক্য এসে যায়। কোথায় রাজা-রানী কোথায় দাস-দাসী। যে ভালো ভাবে পড়ে আর পড়ায় সে লুকিয়ে থাকতে পারবে না। সাথে সাথে বলবে বাবা আমি অমুক জায়গায় গিয়ে সার্ভিস করব। সার্ভিস তো অনেক রয়েছে। তোমাদের এই জঙ্গলকে মঙ্গল (মন্দির) তৈরী করতে হবে। রুটির টুকরো টুকু খেল কি খেল না, ছুটল সার্ভিস করতে। ব্যবসায়ীরা এরকম করে। ভাল ফ্রেতা এসে গেলে খেল কি খেল না, ছুটবে। ধন আয় করার শখ থাকে। এখন তো অনন্ত(বেহদের) বাবার থেকে অপরিমিত ধন পাওয়া যায়। যদিও সময় খুব কম রয়েছে! কিন্তু কাল শরীর ত্যাগ হলে - কোনো ভরসা নেই। বিনাশ তো হবেই। তোমাদের জন্য তো - "কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ" (মিরুয়া মৌত মলুকা শিকার)। তোমাদের খুশীর পারাপার নেই। তোমাদের অপারিসীম খুশী হওয়া চাই। অনেকের কল্যাণ করতে হবে তোমাদের। পরিশেষে কর্মাতীত অবস্থায় স্থিত হতে হবে। তোমরা স্মরণ করতে করতে অশরীরী হয়ে যাবে, তবেই অনায়াসে উড়বে। এটা খুব পরিশ্রমের। কেউ তো অনেক সার্ভিস করে। সারাদিন মিউজিয়ামে বোঝাতে দাঁড়িয়ে থাকে। দিন রাত সার্ভিসে উৎসাহী। শত শত মিউজিয়াম খুলে যাবে। হাজার হাজার লোক তোমাদের কাছে আসবে, তোমরা অবসর পাবে না। সব থেকে বেশী তোমাদের দোকান খোলা থাকবে- এই অবিনাশী জ্ঞান-রঞ্জের।
আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহ পূর্ণ স্মরণ আর গুড মর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) জ্ঞানের ধারণা করার জন্য প্রথমে নিজের বুদ্ধি গোন্ডেন এজ্ এর বানাও। বাবার স্মরণ ছাড়া আর কোনো জিনিসে মমত্ব থাকবে না।

২) কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত করে নিজ নিকেতনে যাওয়ার জন্য অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করো। নিজের আচার-ব্যবহারকেও দেখো যে কাউকে দুঃখ দিইনি তো। বাবার সমান মধুর হয়েছি কি !

বরদান:- ব্রাহ্মণ জীবনের ন্যাচারাল নেচার দ্বারা পাথরকেও জল করে দিতে সক্ষম মাষ্টার প্রেমের সাগর ভব*
যেমন দুনিয়ার লোক বলে যে প্রেম, পাথরকেও জল করে দেয়, সেইরকম তোমাদের, অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের ন্যাচারাল নেচার হল মাষ্টার প্রেমের সাগর। তোমাদের কাছে আত্মিক প্রেম, পরমাত্ম প্রেমের মত শক্তি রয়েছে, যা দিয়ে বিভিন্ন নেচারকে পরিবর্তন করতে পারবে। যেমন প্রেমের সাগর নিজের প্রেম স্বরূপের অনাদি নেচার দ্বারা তোমাদের, অর্থাৎ বাচ্চাদের আপন করে নিয়েছেন। সেইরকম তোমরাও মাষ্টার প্রেমের সাগর হয়ে বিশ্বের আত্মাদের সত্যিকারের, নিঃস্বার্থ আত্মিক প্রেম দিলে তাদের নেচার পরিবর্তন হয়ে যাবে।

স্লোগান:- নিজের বিশেষত্বকে মনে রেখে তাকে সেবাতে লাগালে উড়তি কলাতে উড়তে থাকবে।*

ব্রহ্মা বাবার সমান হওয়ার জন্য বিশেষ পুরুষার্থ

অন্তর্মুখী স্থিতিতে থেকে আবার বহির্মুখিতাতে আসা, এই অভ্যাসের জন্য নিজের উপর ব্যক্তিগত অ্যাটেনশন রাখার আবশ্যকতা আছে। যখন তোমরা অন্তর্মুখী স্থিতিতে থাকবে বহির্মুখিতার কথা ডিস্টার্ব করবে না, কারণ দেহ-অভিমান গড় হাজির থাকবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার স্মরণে থেকে সদা প্রফুল্ল থাকো। স্মরণে থাকা বাচ্চারা অত্যন্ত রমণীয় আর মিষ্টি হবে। খুশীতে থেকে সার্ভিস করবে"

প্রশ্ন:- জ্ঞানের নেশার সাথে সাথে কিসের চেকিং করা অত্যন্ত আবশ্যিক?

উত্তর:- জ্ঞানের নেশা তো থাকে কিন্তু চেক(পরীক্ষা) করো যে আত্ম-অভিমानी কতটা হয়েছে? জ্ঞান তো অত্যন্ত সহজ কিন্তু যোগেই মায়া বিঘ্ন ঘটায়। গৃহস্থ ব্যবহারে অনাসক্ত থাকতে হবে। এমন যেন না হয় যে ইঁদুর-রূপী মায়া ভিতরে ভিতরে কাটতেই থাকে আর তোমরা উপলব্ধিও করতে না পারো। নিজের নাড়ী(স্পন্দন) নিজেই দেখো যে বাবার সাথে আমাদের সুগভীর ভালবাসা আছে কি? কতটা সময় আমরা বাবার স্মরণে থাকি?

গীত:- বহি-পতঙ্গ কেন জ্বলবে না

ওম্ শান্তি। মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা গানের লাইন শুনেছে। যেমন বাবা এমন চমক(ভেকি) দেখায় যে তোমরা অতি সুন্দর হয়ে যাও। যে বাবা শ্যাম(কালো) থেকে সুন্দর(ফর্সা) বানায়, আমরা কেন সেই বাবার হয়ে যাবো না! বাচ্চারা জানে যে আমরা এখন শ্যাম(কালো) থেকে সুন্দর হচ্ছি। একথা একজনের উদ্দেশ্যে বলা হয় না। ওরা তো কৃষ্ণকে শ্যাম-সুন্দর বলে দেয়। চিত্রও এমনই তৈরী করে। কেউ সুন্দর, তো কেউ শ্যামবর্ণের। মানুষ তো জানে না যে এরকম কি করে হতে পারে। সত্যযুগের প্রিন্স(যুবরাজ) শ্যামবর্ণের হতে পারে না। কৃষ্ণের উদ্দেশ্য সকলেই বলে যে, যেন কৃষ্ণের মতো সন্তান পাই, পতি পাই। তাহলে সে শ্যাম কি করে হতে পারে। কিছুই বোঝে না। কৃষ্ণকে কালো কেন বানানো হয়েছে, তার কারণ জানা চাই। এই যে দেখানো হয়েছে, সর্পের উপর নাচ করছে - এরকম ব্যাপার তো হতে পারে না। শাস্ত্রে এরকম ধরনের কথা শুনে বলে দেয়। বাস্তবে এরকম কোনো কথা নেই। যেমন চিত্রতে দেখানো হয় যে শেষনাগের শয্যার উপর নারায়ণ বসে রয়েছে, এরকম কোনো শেষনাগের শয্যা ইত্যাদি হয় না। এতো শত শত মুখ হয় নাকি? কিরকম ধরনের চিত্র বসে তৈরী করে। বাবা বোঝান যে এই সর্বের মধ্যে কিছুই নেই, এইসব ভক্তিমার্গের চিত্র। কিন্তু এও ড্রামায় ফিক্সড(নিশ্চিত) হয়ে রয়েছে। প্রথম থেকে এখন পর্যন্ত যে নাটক শুটি করা হয়েছে তারই পুনরাবৃত্তি(রিপীট) হবে। একথা শুধু বোঝানোর জন্য যে ভক্তিতে কি কি করতে থাকে। কত খরচ করে। কেমন কেমন চিত্র ইত্যাদি তৈরী করে। পূর্বে যখন এইসব চিত্র দেখতাম তখন এতো আশ্চর্য হতাম না। এখন, যখন বাবা বুঝিয়েছেন, তখন ঠিকমতো বুদ্ধিতে আসে যে এসব হলো ভক্তিমার্গের কথা। ভক্তিতে যা কিছুই করা হয় তা পুনরায় অবশ্যই হবে। তোমরা ছাড়া একথা আর কেউই বুঝতে পারে না। এটা তো জানোই যে ড্রামায় যা পূর্বেই স্থির হয়ে রয়েছে, তাই-ই পুনরায় হতে থাকে। অনেক ধর্মের বিনাশ আর এক ধর্মের স্থাপনা হয়। এতো অতি কল্যাণকারী।

এখন তোমরা প্রার্থনা ইত্যাদি কিছুই কর না। এইসব করা হয় ভগবানের থেকে ফল পাওয়ার জন্য। ফল হলো জীবনমুক্তি, এসব কথা তোমাদের বোঝানো হয়েছে। এখানে হলো প্রজার উপর প্রজার রাজত্ব। গীতায় বর্ণিত রয়েছে, হে ভারত বাসী - কৌরব, পাণ্ডব তোমরা কি করছো! বরাবর যাদব-রাই মুসল(মিসাইল) বের করে। আর তারা নিজ কুলেরই বিনাশ করে। এরা পরস্পরের শত্রু হয়ে যায়। তোমরা সংবাদ ইত্যাদি শোনো না, যারা শোনে তারা ভালমতন বুঝতে পারে। দিন-প্রতিদিন নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব(মনোমালিন্য) বাড়তেই থাকে। সকলেই খ্রিস্টান কিন্তু পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে প্রচুর, ঘরে বসেই একে-অপরকে উড়িয়ে(মেরে ফেলে) দেয়। তোমরা রাজযোগ শিখছো তাই রাজত্ব করার জন্য পুরোনো দুনিয়াকে অবশ্যই পরিষ্কার(সোফ) করা উচিত। পুরোনো দুনিয়ায় আবার সব কিছু নতুন হবে। ৫ তন্ত্র-ও সেখানে সত্যপ্রধান হবে। সমুদ্রের শক্তি নেই যে সেখানে উছলে পড়ে ক্ষতি করবে, এখানে তো ৫ তন্ত্র-ও অনেক ক্ষতি করে। ওখানে সম্পূর্ণ প্রকৃতিই দাসী হয়ে যাবে তাই দুঃখের কোনো কথাই নেই। এ হলো ফিক্সড হয়ে থাকা ড্রামার খেলা। স্বর্গ বলা হয় সত্যযুগকে, খ্রিস্টানরাও বলে যে প্রথমে হেভেন(স্বর্গ) ছিল। ভারত হলো অবিনাশী খন্ড। শুধু তাদের একথা জানা নেই যে আমাদের মুক্তিদাতা পিতা ভারতেই আসেন। শিব-জয়ন্তীও পালন করা হয় তাও বুঝতে পারে না। তোমরা এখন সকলকে বোঝাও যে ভারতেই শিব-জয়ন্তী পালন করা হয়। অবশ্যই শিববাবা ভারতে এসেই হেভেন তৈরী করেছেন, এখন আবার তৈরী করছেন। যারা প্রজা হবে তাদের বুদ্ধিতে কিছুই প্রবেশ করবে না। যারা রাজত্বের অধিকারী হবে তারাই সঠিকভাবে বুঝবে যে আমরাই হলাম শিববাবার সন্তান। প্রজাপিতা ব্রহ্মাও রয়েছেন। মুক্তিদাতা, জ্ঞানের সাগর হলেন স্বয়ং বাবা।

ব্রহ্মাকে বলা যাবে না। ব্রহ্মাও ঔনার থেকেই(জ্ঞানের দ্বারা) লিবারেট(মুক্ত) হন। একমাত্র বাবাই হলেন সকলের মুক্তিদাতা, কারণ সবাই তো তমোপ্রধাণ। এরকমভাবে ভিতরে-ভিতরে বিচার সাগর মন্থন করা উচিত। আমরা মুরলী যেন এমনভাবে পড়ি যাতে মানুষ স্পষ্টভাবে তা বোঝে। বাচ্চারা তো নস্বরের ক্রমানুসারেই হয়। এ হলো জ্ঞান, তাই সর্বদা এর অনুশীলন করা উচিত। ভয়ের কারণে পড়া না করা এ তো ঠিক নয়। তখন আবার বলে কর্মবন্ধন আছে। দেখো, প্রথমেই কতজন মুক্ত হয়ে এসেছিল আবার অনেকে চলেও গেছে। সিন্ধুপ্রদেশে অনেক কন্যারা এসেছিল আবার অশান্তির কারণে কত শত্রুও হয়ে গেছে। প্রথমে তাদের জ্ঞান খুব ভাল লাগতো। মনে করতো যে, এরা ভগবানের দান(পুরস্কার) প্রাপ্ত করেছে। এখনো এটাই মনে করে যে, কোনো শক্তি রয়েছে, কিন্তু এটা বোঝে না যে পরমাত্মা স্বয়ং অবতরিত হয়েছেন। আজকাল রিদ্ধি-সিদ্ধি-র শক্তি তো অনেকের মধ্যেই রয়েছে। গীতা নিয়ে শোনাতেই থাকে। বাবা বলেন, এসব হলো ভক্তিমার্গের পুস্তক। জ্ঞানের সাগর তো এক - আমিই। ভক্তিমার্গে আমাকেই সকলে স্মরণ করে। ডামার পরিকল্পনা অনুসারে, এই সবই ডামায় নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। সাক্ষাৎকারও হয়। তিনি(বাবা) ভক্তিমার্গের লোকেদেরকেও খুশী খুশী করেন। জ্ঞান ধারণ না করতে পারলে তাদের জন্য ভক্তিও ভালো, তবুও মানুষ এতে একটু শুধরায় তো, তাই না। চুরি ইত্যাদি করবে না। ভগবানের ভজন যারা করে তাদের উদ্দেশ্যে কখনো ভুল কথা বলবে না, যেহেতু তারা হলো ভক্ত। আজকাল ভক্ত হলেও, তারাও দেউলিয়া(কপর্দক-শূন্য) হয়ে যায়। আবার এরকমও নয় যে শিববাবার বাচ্চা হয়ে গেলে তারা আর দেউলিয়া হবে না। অতীতের(পাস্ট) কোনো কর্ম এমন হয়ে থাকলে দেউলিয়া হবে। জ্ঞানে আসলেও দেউলিয়া হতে পারে কারণ এর সঙ্গে জ্ঞানের কোনো সম্পর্কই নেই।

বাচ্চারা, তোমরা এখন সার্ভিসে(সেবায়) যুক্ত রয়েছো। তোমরা মনে কর যে, শ্রীমত অনুসারে সেবায় নিযুক্ত হলে ভাল ফল পাবে। আমাদের সবকিছু ওখানে ট্রান্সফার করতে হবে। ব্যাগ-ব্যাগেজ(মালপত্র) সবকিছু ট্রান্সফার করতে হবে। শুরুতে বাবার(ব্রহ্মা) খুব আনন্দ হতো, ওখান থেকে যখন এখানে আসেন তখন গান বানান - অল্ফ পেলো আল্লাহ-কে (ভগবান) আর বে পেলো বাদশাহী... শ্রীকৃষ্ণের, চতুর্ভুজের(বিষ্ণুর) সাক্ষাৎকার হয়েছিল। তাই তিনি মনে করতেন যে দ্বারকার রাজা(কৃষ্ণ) হবো। এরকম নেশায় মত্ত থাকতেন। এখন এই বিনাশী ধন দিয়ে কি করবো। তাই বাচ্চারা, তোমাদেরও খুশী হওয়া উচিত। বাবা আমাদের স্বর্গের রাজস্ব দেন। বাচ্চারা কিন্তু ভালো ভাবে পুরুষার্থ করে না। চলতে-চলতে পড়ে যায়। ভালো ভালো বাচ্চারা, যারা বাবাকে নিমন্ত্রণ জানায় তারাও বাবাকে স্মরণ করে না। বাবার কাছে পত্র আসা উচিত যে, বাবা আমরা খুব খুশী। তোমার স্মরণে সদা মেতে থাকি। অনেকেই আছে যারা কখনো স্মরণ করে না। স্মরণের যাত্রায় থাকলেই খুশীর নেশায় বিভোর হয়ে থাকবে। জ্ঞানে যদিও খুবই মত্ত থাকে কিন্তু দেহ-অভিমানও অনেক রয়েছে। আত্ম-অভিমानीভাব কোথায়? জ্ঞান তো অনেক সহজ। যোগেই মায়া বিঘ্ন ঘটায়। গৃহস্থ ব্যবহারে অনাসক্ত হয়ে থাকতে হবে। এমন যেন না হয় যে মায়া বশীভূত করে নিলো। মায়া এমনভাবে কাটে যেন ইঁদুর। ইঁদুর এরকমভাবেই কামড়ায়, রক্ত বেরিয়ে যায় কিন্তু বুঝতে পারা যায় না। বাচ্চারা বুঝতেও পারে না যে দেহ-অভিমান এলে কত ক্ষতি হয়ে যায়। উচ্চপদ প্রাপ্ত করতে পারবে না। বাবার থেকে সম্পূর্ণ আশীর্বাদ নেওয়া উচিত। মাম্মা-বাবার মতো আমরাও যেন রাজসিংহাসনের(তখতনসীন) অধিকারী হই। বাবা হলেন হৃদয় হরণকারী। দিলবাড়া মন্দিরেও এর সম্পূর্ণ স্মারকচিহ্ন (ইয়াদগার) রয়েছে, ভিতরে হাতীর উপর মহারথী বসে রয়েছে। তোমাদের মধ্যেও মহারথী, ঘোড়-সওয়ার, পেয়াদা রয়েছে। প্রত্যেককে নিজের নিজের নাড়ী পরীক্ষা করতে হবে। বাবা কেন দেখবে! দেখো, আমরা বাবাকে স্মরণ করি এবং বাবার মতো সার্ভিসও করি। আমাদের বাবার সাথে যোগ রয়েছে! রাত জেগে কি বাবাকে স্মরণ করা হয়? আমরা কি অনেকের সেবা করি? চার্ট রাখা উচিত - বাবাকে অন্তর থেকে কতটা সময় স্মরণ কর? কেউ কেউ মনে করে, আমরা নিরন্তর স্মরণ করি, এটা তো হতে পারে না। আবার কেউ কেউ মনে করে, আমরা বাবার বাচ্চা হয়ে গেছি, ব্যস্। কিন্তু নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবার স্মরণ ব্যতীত কোনো কাজ করা মানেই বাবাকে স্মরণ না করা। বাবার স্মরণে সদা প্রফুল্ল থাকা উচিত। যারা বাবার স্মরণে থাকে তারা সর্বদা রমনীয় থাকবে আর হর্ষিতমুখী থাকবে। কাউকে যখন বোঝাবে তখন অত্যন্ত খুশী হয়ে ও রমনীয়তার সাথে বোঝাবে। এমন অতি অল্পই আছে যাদের সার্ভিসের অনেক শখ রয়েছে। চিত্রের দ্বারা বোঝানো অতি সহজ। তিনি হলেন উচ্চ থেকে উচ্চতম ভগবান আবার তাঁর রচনা হলো সব বাচ্চারা, আমরা হলাম ভাই-ভাই। এ হলো ভাতৃস্ববোধ (ব্রাদারহুড), তারা তো পিতৃস্ববোধ(ফাদারহুড) বলে দেয়। প্রথমে শিববাবার চিত্রের দ্বারা বোঝাতে হবে যে ইনি হলেন সব আত্মাদের পিতা পরমপিতা পরমাত্মা নিরাকার। আমরা আত্মারাও নিরাকার, ক্রকুটির মধ্যভাগে বিরাজমান। শিববাবাও নক্ষত্র (স্টার) কিন্তু নক্ষত্রের পূজা কিভাবে হবে। তাই আকৃতি বড় করে। এছাড়া আত্মা কখনো ৮৪ লক্ষ জন্ম নেয় না। বাবা বোঝান যে আত্মা প্রথমে অশরীরী আসে তারপর শরীর ধারণ করে অভিনয়(পার্ট) করে। সতোপ্রধান আত্মা পুনর্জন্ম নিতে নিতে আয়রন এজে(লৌহযুগে) চলে আসে। পরে যারা আসবে তারা তো ৮৪ জন্ম নেবে না। সবাই তো ৮৪ জন্ম নিতে পারে না।

আত্মাই এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে। নাম, রূপ, দেশ, কাল সবকিছুই বদলে যায়। ভাষণ এভাবেই করা উচিত। বলাও হয় যে সেক্ষেত্র রিয়েলাইজেশন(আত্ম-সচেতনতা)। কিন্তু সেটা কে করাবে ? আত্মাই পরমাত্মা বলা - এ কোনো সেক্ষেত্র রিয়েলাইজেশন কী। এ হলো নতুন নলেজ। বাবা, যিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, পতিত-পাবন, সকলের সঙ্গতি দাতা, তিনি বসে বোঝান। তাই তাঁর খুব মহিমা করে, তাঁর মহিমা শোনো। আত্মার পরিচয় দিয়েছেন, এখন পরমাত্মার পরিচয়ও দিচ্ছেন। তাঁকে বলা হয় সকল আত্মার পিতা। তিনি ছোটো বা বড় হন না। পরমপিতা পরমাত্মা অর্থাৎ সুপ্রীম সোল। সোল অর্থাৎ আত্মা। পরমাত্মা তো পরপারে নিবাস করেন। উনি পুনর্জন্মতে আসেন না। তাই তাঁকে পরমপিতা বলা হয়। এতো ছোট আত্মায় পার্ট ভরা থাকে। পতিত-পাবনও ঐনাকেই বলা হয়। সর্বকালেই ঐনার নাম শিববাবা। রুদ্রবাবা নয়। ভক্তিমার্গে তো অনেক নাম রাখা হয়, সকলেই ঐনাকে স্মরণ করে বলে যে পতিত-পাবন এসো আমাদের পবিত্র করো। তাই অবশ্যই আসতে হয়। যখন এক ধর্ম স্থাপন করতে হয় তখনই তিনি আসেন। আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম। এখন হলো কলিযুগ, অসংখ্য মানুষ। সত্যযুগে তো অনেক কম মানুষ থাকে। গায়নও রয়েছে যে ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা, শঙ্কর দ্বারা বিনাশ..... গীতার দ্বারাই আদি সনাতন ধর্ম স্থাপন হয়েছিল। আর তাতেও ভুলবশতঃ কৃষ্ণের নাম বসিয়ে দিয়েছে। বাবা বলেন, তিনি(কৃষ্ণ) তো পুনর্জন্মে আসেন। আমি হলাম পুনর্জন্ম-রহিত। তাহলে এখন বিচার কর যে, পরমপিতা পরমাত্মা কে, নিরাকার শিব না কৃষ্ণ। গীতার ভগবান কে? ভগবান তো একজনকেই বলা হয়, আবার সেইকথা যদি কেউ না মানে তাহলে বোঝা উচিত যে এরা আমাদের ধর্মের নয়। সত্যযুগে যারা আসবে তারা শীঘ্রই মেনে নেবে আর পুরুষার্থ করতে থাকবে। এই হলো মুখ্য ব্যাপার। এতে তোমাদেরই বিজয় হয়। কিন্তু আত্ম-অভিমানী অবস্থাস্থিতি(কোথায়? একে অপরের নাম, রূপে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। ভক্তিমার্গেও বলা হতো যে, ভরসা ছিল পরপারের ব্রহ্মতত্ত্ব নিবাসী পরমাত্মার প্রতি, তাহলে ভয় কিসের। অনেক সাহসের প্রয়োজন। যারা ভাষণ করেন, তাদের (জ্ঞানের) নেশায় অত্যন্ত বিভোর হয়ে আত্মার জ্ঞান দেওয়া উচিত। আবার পরমাত্মা কাকে বলা হয় - সে বিষয়েও বোঝানো উচিত। বাবার মহিমা হলো তিনি প্রেমের সাগর, জ্ঞানের সাগর..... তেমনই বাচ্চাদেরও মহিমা। কারোর উপর ক্রোধ করা অর্থাৎ আইন(ল) নিজের হাতে তুলে নেওয়া। বাবা কত মিষ্টি। বাচ্চারা যদি কোনো কার্যে না বলে দেয় তবে তারা কৃষ্ণের মতো হতে পারবে না। অত্যন্ত মিষ্টি হতে হবে। *আত্মা*!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাত-পিতা বাপদাদার স্নেহ- স্মরণ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার প্রতি রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) নিজের ব্যাগ-ব্যাগেজ সব ট্রান্সফার করে অত্যন্ত খুশীতে এবং বিভোর হয়ে থাকতে হবে। মাঝমা-বাবার মতো রাজসিংহাসনের অধিকারী হতে হবে। অন্তর থেকে স্মরণ করতে হবে।

২) কারো ভয়ে পড়া কখনো ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। স্মরণের দ্বারা নিজের কর্মবন্ধনকে হালকা করতে হবে। কখনো ক্রোধের বশে আইন নিজের হাতে নেওয়া উচিত নয়। কোনো সেবায় না করা উচিত নয়।

বরদান:- ব্রাহ্মণ জীবনের প্রপাটি (সম্পদ) এবং পার্সোনালিটিকে (ব্যক্তিত্ব) অনুভব করা এবং করানো বিশেষ আত্মা ভব*

***ব্যাখা* :-** বাপদাদা সমস্ত ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের এই স্মৃতি স্মরণ করান যে ব্রাহ্মণ হয়েছে - অহো ভাগ্য ! কিন্তু ব্রাহ্মণ জীবনের আশীর্বাদ, সম্পদ হলো সন্তুষ্টতা আর ব্রাহ্মণ জীবনের পার্সোনালিটি হলো প্রসন্নতা। এই অনুভব থেকে কখনো বঞ্চিত হয়ে থেকো না। তোমরা অধিকারী। যখন দাতা, বরদাতা উন্মুক্ত হৃদয়ে প্রাপ্তির ভান্ডার(খাজানা) দিচ্ছেন তখন তা অনুভবে নিয়ে এসো এবং অন্যদেরও অনুভাবী বানাও, তবেই বলা হবে বিশেষ আত্মা।

স্লোগান:- অন্তিম সময়ের কথা মননের(ভাবার) পরিবর্তে অন্তিম স্থিতির(অবস্থা) কথা মনন করো*।

ব্রহ্মাবাবার সমান হওয়ার বিশেষ পুরুষার্থ

সেবার প্রত্যক্ষফল দেখানোর জন্য ব্রহ্মাবাবা যেমন নিজের অলৌকিক (রুহানী) স্থিতি দ্বারা সেবা করেছেন, তেমন বাচ্চারা তোমরাও এখন নিজের রুহানী স্থিতিকে প্রত্যক্ষ করো। রুহ আত্মাকেও বলা হয় আবার রুহ সার-কেও(সারাংশ)

বলা হয়। তাই রুহানী স্থিতিতে থাকলে, তোমরা উভয়-ই হয়ে যাবে। দিব্যগুণের আকর্ষণ অর্থাৎ সার, আত্মাও হবে আর আত্মিক স্বরূপ রূপেও দেখা যাবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- নিজেকে আত্মা মনে করে, আত্মা রূপী ভাইদের সাথে কথা বল। এমন দৃষ্টি (আত্মিক) নিশ্চিত করতে পারলে কোনওরকম ভূত (বিকার) প্রবেশ করতে পারবে না। কারও মধ্যে বিকারের ভূত দেখলে নিজেকে সরিয়ে নাও"

প্রশ্নঃ - বাবার হওয়ার পরেও আত্মিক আর নাস্তিক বাচ্চা আছে, কিভাবে?

উত্তরঃ - আত্মিক তারাই যারা ঈশ্বরীয় নিয়ম পালন করে। দেহী-অভিমানী হওয়ার পুরুষার্থ করে আর নাস্তিক তারাই যারা ঈশ্বরীয় নিয়ম লঙ্ঘন করে বিকারের বশীভূত হয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে। ২ -- আত্মিক বাচ্চারা দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধ থেকে বুদ্ধিযোগ সরিয়ে সবাইকে ভাই-ভাই মনে করে। নাস্তিকরা দেহ-অভিমান নিয়ে থাকে।

ওম্ শান্তি। সর্বপ্রথম বাবা বাচ্চাদের বোঝান যে, বাচ্চারা বুদ্ধিতে সবসময় এটাই স্মরণ রেখো যে শিববাবা আমাদের সুপ্রিম ফাদার, সুপ্রিম শিক্ষক আর সুপ্রিম সঙ্গুরু। সর্বপ্রথম বুদ্ধিতে অবশ্যই এটা আসা উচিত। প্রত্যেকেই নিজেরটা বুঝতে পারে যে আমার বুদ্ধিতে এসেছে কিনা। যদি বুদ্ধিতে এসে থাকে তবে সে আত্মিক, না এসে থাকলে নাস্তিক। স্টুডেন্টদের বুদ্ধিতে ঝটপট আসা উচিত যে, টিচার এসেছেন। তোমরা ঘরে থাকলেই সব ভুলে যাও। অনেক কষ্টসাধ্য করে কেউ কেউ বোঝে আমাদের সুপ্রিম বাবা এসেছেন। উনি একাধারে শিক্ষক এবং সঙ্গুরুও। যিনি তোমাদের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন। স্মৃতিতে এলে খুশির মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকবে, নয়তো এই দুঃখ যন্ত্রণাময় দুনিয়ার কার্য, কথাবার্তায়, ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা ভাবনা নিয়ে বসে থাকতে হবে। দ্বিতীয় কথা হলো অনেকেই বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করে বিনাশের জন্য আর কত সময় বাকি আছে। ওদের বলো, এসব জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন নেই। প্রথম কথা হলো যিনি আমাদের এসব বুঝিয়েছেন তাঁকে জানো। প্রথমেই বাবার পরিচয় দাও। অভ্যাস থাকলে ওদের বোঝাতে পারবে, নয়তো ভুলে যাবে। বাবা কত বলেন নিজেকে আত্মা মনে কর। অন্যদেরও আত্মিক দৃষ্টি দিয়ে দেখো, কিন্তু ঐ দৃষ্টি স্থায়ী রাখতে তোমরা অক্ষম। এক আনাও খুব অতি কষ্টেও স্থায়ী হয়। বুদ্ধিতে যেন বসেই না। বাবা কিন্তু অভিষাপ দেন না। বাবা তো বোঝাচ্ছেন এই জ্ঞান কত উচ্চ মার্গের। রাজ্য স্থাপনা হয়। তোমরা ভিখারি থেকে বিত্তশালী হয়ে উঠবে। বিত্তশালী অল্পই হবে। বাকি দরিদ্ররা নম্বর অনুসারে হবে। শেষ নম্বরে যে থাকবে তার বুদ্ধিতে কোনও কথাই ঢুকবে না। সুতরাং প্রথম যখন কাউকে বোঝাও তখন শিববাবার যে ৩২ গুণ সমন্বিত চিত্র বানানো হয়েছে সেটা দিয়ে বোঝানো উচিত। ওতেও লেখা আছে সুপ্রিম ফাদার, সুপ্রিম টিচার, সঙ্গুরু।

সর্বপ্রথম যখন এটা নিশ্চিত হবে যে, শিববাবাই বোঝাচ্ছেন তখন আর সংশয় আসবে না। বাবা ছাড়া এই স্থাপনা আর কেউ করতে পারবে না। তোমরা যখন বোঝাও যে, স্থাপনা হতে চলেছে তখন ওদের বুদ্ধিতে নিশ্চয়ই আসা উচিত এদের অবশ্যই কেউ বুঝিয়েছে। কোনও মানুষ তো বলতে পারে না এই রাজ্য স্থাপন হতে চলেছে। সুতরাং সর্বপ্রথম বাবার প্রতি বিশ্বাস নিশ্চিত করাতে হবে। আমাদের পরমাত্মা বাবা শিক্ষা প্রদান করছেন। এ কোনও মানুষের মত নয়, এ হলো ঈশ্বরীয় মত। নতুন দুনিয়া নিশ্চয়ই বাবার দ্বারাই স্থাপন হবে। পুরানো দুনিয়ার বিনাশ ঘটবে, এটাও বাবার কাজ। এই নিশ্চয় যতদিন না আসবে জিজ্ঞাসা করতেই থাকবে - কি করে হবে। সর্বপ্রথম শ্রী মং-এর কথা বুদ্ধিতে বসাতে হবে, তবেই সব বুঝবে। নাহলে মানুষের মত মনে করবে। প্রতিটি মানুষের মত আলাদা। মানুষের মত কখনও এক হতে পারে না। এই সময় তোমাদের একজনই মত দিয়ে থাকেন। ওনার শ্রী মং-এ সঠিকভাবে চলা সেটাও বড় মুশকিল হয়ে পড়ে। বাবা বলেন দেহী-অভিমানী হও। এমনটাই মনে কর যে, আমরা ভাই-ভাইয়ের সাথে বাক্যালাপ করি তবে আর লড়াই ঝগড়া কখনও হবে না। দেহ-অভিমান আসা মানেই বুঝে নাও নাস্তিক। দেহী-অভিমানী না হলে সে নাস্তিক। দেহী-অভিমানী যে হতে পারে সে আত্মিক। দেহ-অভিমান অনেক ক্ষতির কারণ। সামান্য লড়াই ঝগড়া করলেও বুঝবে সে নাস্তিক, বাবাকে জানেই না। ক্রোধের ভূত যার মধ্যে থাকবে নাস্তিক বলে বিবেচিত হবে। বাবার বাচ্চাদের মধ্যে ভূত (বিকার) কোথা থেকে আসবে! বাচ্চারা আত্মিক। যতই কেউ বলুক না কেন আমার বাবার সাথেই ভালবাসা, কিন্তু ঈশ্বরীয় মতের বিপক্ষে কথা বললেই তাকে রাবণ সম্প্রদায়ের বলেই ধরে নেওয়া উচিত। সে দেহ-অভিমানে আছে। কোনওরকম বিকার দেখলে বা দৃষ্টি খারাপ বুঝলে সঙ্গে-সঙ্গে যাওয়া উচিত। বিকারের মধ্যে দাড়িয়ে থাকলে বিকারের প্রবেশ ঘটবে। বিকার বিকারগ্রস্তর সাথে লড়াই করতে থাকে। ভূত আসা মানেই সম্পূর্ণ নাস্তিক। দেবতার তো সর্বগুণ সম্পন্ন হয়। সেইসব গুণ না থাকলে সে নাস্তিক। নাস্তিক অবিনাশী বর্ষা কোনও ভাবেই পাবে না। সামান্যতম ক্রটিও

যেন না থাকে । নয়তো অনেক সাজা খেয়ে প্রজাতে যেতে হবে ।

ভূতদের থেকে দূরে থাকা উচিত । ভূতদের মুখোমুখি হলেই ভূত প্রবেশ করে । ভূতকে (বিকার) প্রতিরোধ করা যায় না । ওদের সাথে বেশি কথা বলাও উচিত নয় । বাবা বলেন এ হলো ভূতের দুনিয়া । যতক্ষণ না বিকার দূরীভূত হবে শাস্তি পেতে হবে । পদও ভ্রষ্ট হবে । একটাই তো লড়াই । কেউ বিতর্শালী হয়, কেউ বা দরিদ্র । দরিদ্রদের দুনিয়া ছিল এখন বিত্তবানদের দুনিয়া হতে যাচ্ছে । সবার মধ্যে বিকার আছে । বিকারকে দূর করতে সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করা উচিত । বাবা মুরলী দ্বারা অনেক বোঝান । এতো ধরনের স্বভাব হয় যে, সে সব না বলাই ভালো ।

প্রদর্শনী ইত্যাদিতে সর্বপ্রথম বাবার পরিচয় দিতে হবে । বাবা কত স্নেহশীল । তিনিই আমাদের দেবতা করে তোলেন । মহিমাও আছে মানুষ থেকে দেবতা করতে বেশি সময় লাগে না ••••• দেবতারা ছিল সত্যযুগে নিশ্চয়ই তার আগে কলিযুগে ছিল । এই সৃষ্টি চক্রের জ্ঞানও এখন বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে ধারণ হয়েছে । ওখানে (সত্যযুগে) এই জ্ঞান দেবতাদের মধ্যে থাকবে না । এখন তোমরা নলেজফুল হচ্ছে, এরপর পদ প্রাপ্ত হলে নলেজের আর প্রয়োজন নেই । ইনি হলেন বেহদের বাবা, যাঁর কাছ থেকে ২১ জন্ম তোমরা স্বর্গের অবিনাশী বর্ষা প্রাপ্ত কর । সুতরাং এমন বাবাকে কতো স্মরণ করা উচিত । বাবা সবসময় বোঝাচ্ছেন যে, সব সময় মনে রেখো শিববাবা আমাদের বোঝাচ্ছেন । শিববাবা এই রথ (ব্রহ্মার শরীর) দ্বারা আমাদের শিক্ষা প্রদান করছেন । উনি আমাদের বাবা, টিচার এবং সঙ্কর । এ হলো বেহদের অধ্যয়ণ । তোমরা বুঝেছ আমরা প্রথমে তুচ্ছ বুদ্ধির ছিলাম । এই কলেজ সম্পর্কে সবাই অজ্ঞাত, তাই বোঝানোর সময় খুব স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে, যাতে তাদের ভিতরে প্রবেশ করে । কৃষ্ণের কোনও কথাই নেই । বাবা বুঝিয়েছেন কৃষ্ণের কোনও ভূমিকা নেই এক শিববাবা ছাড়া । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করেরও ভূমিকা নেই । ভূমিকা শুধু একজনেরই, যিনি মানুষ থেকে দেবতা বানাচ্ছেন । বিশ্বকে হেভেন করে তুলছেন । তোমরা সেই শ্রীমৎ অনুসারে চলো বাবার সহযোগী হয়ে । বাবা না থাকলে তোমরা কিছুই করতে পারবে না । তোমরা কড়িহীন থেকে টাকার সমান মূল্যবান হয়ে উঠছ । এখন নম্বর অনুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী তোমরা সব জেনে গেছো । সুতরাং সর্বপ্রথম বাবার পরিচয় দিতে হবে । কৃষ্ণ তো ছোট শিশু । সত্যযুগে কৃষ্ণ বেহদের বাদশাহি প্রাপ্ত করে । তার রাজত্ব আর কেউ ছিল না । এখন তো কলিযুগ । কত রকমের ধর্ম । এই এক আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম কবে স্থাপন হয়েছিল এটা কারও বুদ্ধিতেই নেই । তোমরা বাচ্চাদের বুদ্ধিতেও নম্বর অনুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী আছে, অতএব বাবার মহিমাকে ভালো করে বোঝানো উচিত । আমরা জানি বাবার কাছ থেকেই আমরা নিজেদের পরিচয় পেয়েছি । বাবা বলেন সবার সঙ্গতি দাতা আমিই । কল্পে-কল্পে আমি তোমাদের, অর্থাৎ বাচ্চাদের নির্দেশ দিই নিজেকে আত্মা মনে কর আর আমাকে স্মরণ কর । তবেই আত্মা পতিত থেকে পাবন হতে পারবে । 'আত্মা অভিমানী ভব' । অন্যদেরও আত্মিক দৃষ্টি দিয়ে দেখলে তোমাদের ক্রিমিনাল দৃষ্টি হবে না । আত্মাই শরীর দ্বারা কর্ম করে -- আমি আত্মা, এও আত্মা -- এটাই প্রথম নিশ্চিত করতে হবে । তোমরা জানো সর্বপ্রথম আমরা একশ শতাংশ পবিত্র ছিলাম, তারপর পতিত হয়েছি । আত্মাই ডেকে বলে বাবা এসো । আত্মার অভিমান (দেহী -অভিমানী) দূত রূপে নিশ্চিত হওয়া উচিত আর সব সম্বন্ধ ভুলে যাওয়া উচিত । আমি আত্মা সুইট হোমের বাসিন্দা এখানে অভিনয় করতে এসেছি । এটাও তোমরা বাচ্চারা বুঝেছ । তোমাদের মধ্যে ও নম্বর অনুসার আছে যাদের স্মরণে থাকে । ভগবান পড়াচ্ছেন, কতটা খুশি থাকা উচিত । ভগবান আমাদের বাবা, টিচার এবং সঙ্কর । তোমরা বলবে আমরা ওঁনাকে ছাড়া আর কাউকে স্মরণ করিনা । বাবা বলেন দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধ ছেড়ে মামেকম স্মরণ কর । তোমরা সবাই ভাই-ভাই, কেউ কেউ সেটা মানে । কেউ না মানলে বুঝবে সে নাস্তিক । আমরা শিববাবার সন্তান সুতরাং পবিত্র হওয়া উচিত । বাবাকে ডেকে বলাও হয়ে থাকে বাবা তুমি এসে আমাদের পবিত্র করে বিশ্বের মালিক বানাও । সত্যযুগে পবিত্র হওয়ার তো কোনও প্রশ্নই আসেনা । প্রথমে এটাই বোঝো যে ইনি শিববাবা, এঁনার দ্বারা নতুন দুনিয়া স্থাপন হয় । যদি জিজ্ঞাসা করে বিনাশ কবে হবে, তাহলে বলো ঈশ্বরকে প্রথমে জান । ঈশ্বরকে না জানলে পরের কোনও কথা বুদ্ধিতে কিভাবে আসবে ! আমরা সত্য বাবার বাচ্চারা সত্যই বলে থাকি । আমরা কোনও মানুষের সন্তান নই, আমরা শিববাবার সন্তান । ভগবানুবাচঃ । ভগবান তাঁকেই বলা হয় যিনি ভাইদের (আত্মা রূপী) পিতা । মানুষ কখনোই নিজেকে ভগবান বলতে পারে না । ভগবান তো নিরাকার । তিনি বাবা, টিচার, সঙ্করও । কোনও মানুষ বাবা, টিচার এবং সঙ্কর হতে পারে না । কোনও মানুষ কারও সঙ্গতি করতে পারে না । ভগবান হতে পারে না ।

বাবা হলেন পতিত পাবন । পতিত করে তোলে রাবণ । বাকি সবাই ভক্তি মার্গের গুরু । এটাও তোমরা বুঝেছ এখানে যে আসে সে আত্মিক হয়ে যায় । বেহদের বাবার কাছ থেকেই নিশ্চয় করে যে, ইনিই আমাদের বাবা, টিচার, গুরু । যখন সম্পূর্ণ দৈবী গুণ ধারণ হবে তখন (মহাভারত) লড়াইও হবে । সময়ানুসারে তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারবে যে, এখন কর্মাতীতি

অবস্থায় পৌঁছছি। এখন কর্মাজীত অবস্থা কোথায় হয়েছে। এখনও অনেক কাজ বাকি। অনেককেই সংবাদ দিতে হবে। বাবার অবিনাশী বর্ষা গ্রহণের অধিকার প্রত্যেকের আছে। এখন তো দ্রুত গতিতে লড়াই শুরু হবে। তারপর এই হাসপিটাল ডাক্তার ইত্যাদি কিছুই থাকবে না। বাবা বাচ্চাদের সামনে এসে বোঝাচ্ছেন যে, তোমরা আত্মা ৮৪ জন্ম শরীর ধারণ করে নিজ-নিজ অভিনয় করে চলেছ। কারও কারও ৭০--৮০ জন্মও হবে। এখন তো সবাইকেই যেতে হবে। বিনাশ হবেই। অপবিত্র আত্মা যেতে পারবে না।

পবিত্র হওয়ার জন্য অবশ্যই বাবাকে স্মরণ করতে হবে, এতেই পরিশ্রম আছে। ২১ জন্মের জন্য স্বর্গবাসী হবে একি কম বড় কথা! মানুষ তো বলে দেয় অমুক স্বর্গবাসী হয়েছে। স্বর্গ কোথায়? কিছুই বোঝেনা। বাচ্চারা, তোমাদের অনেক খুশিতে থাকা উচিত যে, ভগবান আমাদের শিক্ষা প্রদান করে বিশ্বের মালিক করে তুলছেন। খুশিও এক হয় স্থায়ী অপরটি হয় অল্প সময়ের জন্য। পড়ব, পড়াব নয়তো খুশি কি করে হবে? আসুরি গুণকে দূর করতে হবে। বাবা কত বোঝান, কত কর্মভোগ আছে। যতক্ষণ কর্মভোগ থাকবে তার চিহ্নই এই যে, কর্মাজীত অবস্থা এখনও আসেনি।

এখনও পরিশ্রম করতে হবে। কোনও রকম মায়ার তুফান যেন না আসে। বাচ্চাদের এই নিশ্চয় আছে যে, বাবা আমাদের অনেকবার মানুষ থেকে দেবতা বানিয়েছেন। এটাও বুদ্ধিতে থাকলে অসীম সৌভাগ্য। এ হলো বেহদের বড় স্কুল। ওটা (লৌকিক) হলো হদের ছোট স্কুল। বাবার তো ভীষণ দয়া হয় এই ভেবে যে, কিভাবে বোঝাব -- কারও কারও তো এখনও বিকারের ভূত দূর হয়নি। বাবার হৃদয়ে জায়গা পাওয়ার বদলে অধঃপতন হয়। কিছু বাচ্চা তো প্রস্তুত হচ্ছে, অনেকের কল্যাণ করার জন্য। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ স্মরণ আর গডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মূখ্য সার:-

১) ঈশ্বরীয় মতের বিপক্ষে কোনও কথা বলা উচিত নয়। কারও মধ্যে যদি বিকার থাকে, বা দৃষ্টিতে অপবিত্রতা থাকে তবে তার সামনে থেকে সঙ্গে সঙ্গে সরে যেতে হবে, তার সাথে বেশি কথা বলা উচিত নয়।

২) খুশিকে স্থায়ী ভাবে ধরে রাখার জন্যে অধ্যয়নের প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগী হতে হবে। আসুরি গুণকে অপসারণ করে দৈবী গুণ ধারণ করে আস্তিক হতে হবে।

বরদান:- প্রতিটি সেকেন্ডে প্রতিটি সংকল্পের মহত্বকে জেনে জমার খাতা পরিপূর্ণ করতে সমর্থ আত্মা ভব*
সঙ্গমযুগে অবিনাশী বাবা-র দ্বারা প্রতিটি মুহূর্তে অবিনাশী প্রাপ্তি হতেই থাকে। সমগ্র কল্পে এমন ভাগ্য প্রাপ্ত করার এটাই সময় --- তাই তোমাদের স্লোগান হলো - "এখন নয় তো কখনোই নয়"। যে শ্রেষ্ঠ কার্যই কর না কেন তা এখনই করতে হবে। এই স্মৃতি স্মরণে রেখে সময়, সংকল্প বা কর্ম ব্যর্থ নষ্ট কোরো না। সমর্থ সংকল্প দ্বারা সঞ্চিত খাতা পরিপূর্ণ হবে আর আত্মাও সমর্থ হয়ে যাবে।

স্লোগান:- প্রতিটি বাক্য, প্রতিটি কর্মের মধ্যে অলৌকিকতাতেই পবিত্রতা আছে। সাধারণকে অলৌকিকতাতে পরিবর্তন করে দাও*।

ব্রহ্মা বাবার সমান হওয়ার জন্যে বিশেষ পুরুষার্থ

লৌকিকেও অলৌকিকতার স্মৃতি যেন থাকে। লৌকিকে থেকেও আমরা অন্য মানুষদের থেকে আলাদা। নিজেকে আত্মিক রূপে আলাদা(নির্লিপ্ত) মনে করতে হবে। কর্তব্য থেকে আলাদা হওয়া সহজ, এর দ্বারা মানুষের প্রিয় হওয়া যায় না, কিন্তু যখন শরীর থেকে আলাদা হয়ে আত্মা রূপে কার্য করবে তখন সকলের কাছে প্রিয় হবে, একেই অলৌকিক স্থিতি বলা হয়।

সঙ্গমযুগের অধিকার প্রাপ্তির দ্বারা বিশ্ব রাজ্যের অধিকারী হওয়া

বাপদাদা আজ স্বরাজ্য অধিকারী শ্রেষ্ঠ আত্মাদের দিব্য দরবার দেখছেন। তোমরা শ্রেষ্ঠ আত্মারা, বিশ্ব রাজ্যের দরবার এবং স্বরাজ্য, উভয় দরবারের অধিকারী হও। স্বরাজ্য অধিকারীই বিশ্ব-রাজ্যের অধিকারী হয়ে ওঠে। এই ডবল নেশা সবসময় থাকে তোমাদের? বাবার হওয়া অর্থাৎ অনেক অধিকারের প্রাপ্তি। কতো রকম অধিকার প্রাপ্ত করেছে, জানো তোমরা? তোমাদের অধিকারের মালা স্মরণ করো। প্রথম অধিকার- তোমরা ঈশ্বরীয় সন্তান হয়েছে অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ মাননীয় পূজন যোগ্য আত্মা হওয়ার অধিকার লাভ করেছে। বাবার বাচ্চা হওয়া ব্যতীত পূজ্য আত্মা হওয়ার অধিকার প্রাপ্ত হতে পারে না। সুতরাং, প্রথম অধিকার- তোমরা পূজন যোগ্য আত্মা হয়েছে। দ্বিতীয় অধিকার - জ্ঞান-ভান্ডারের মালিক হয়েছে অর্থাৎ অধিকারী হয়েছে। তৃতীয় অধিকার - সর্বশক্তি প্রাপ্তির অধিকারী হয়েছে। চতুর্থ অধিকার- সর্ব কর্মেন্দ্রিয়জিৎ স্বরাজ্য অধিকারী হয়েছে। এই সমস্ত অধিকারের সাথে তুমি মায়াজিৎ তথা জগৎজিত হয়ে, বিশ্ব রাজ্যের অধিকারী হও। সুতরাং, এই সকল অধিকার সদা তোমার স্মৃতিতে রেখে, তুমি সমর্থ আত্মা হয়ে ওঠো। এইরকম সমর্থ আত্মা হয়েছে তোমরা, তাই না!

স্বরাজ্য বা বিশ্বের রাজত্ব প্রাপ্ত করার জন্য বিশেষভাবে তিনটে বিষয়ের ধারণার মাধ্যমেই তোমরা সাফল্য অর্জন করতে পারো। যে কোনও শ্রেষ্ঠ কার্যের সাফল্যের আধার ত্যাগ, তপস্যা আর সেবা। এই তিন বিষয়ের আধারে সফলতা হবে কি হবে না, এই কোশ্চেন হতেই পারে না। যেখানে তিন বিষয়ের ধারণা আছে, সেখানে সেকেন্ডে সফলতা নিশ্চিত, এটা আগে থেকেই সম্পন্ন হয়ে আছে। ত্যাগ স্বীকার কোন বিষয়ে? শুধু একটা বিষয়ের ত্যাগ, সহজে এবং স্বভাবতঃই সকল ত্যাগ করতে তোমাদের সমর্থ করে তুলবে। সেই ত্যাগ হলো, দেহ-অভিমানের ত্যাগ, যা সীমিত পরিসরের (হৃদ) আমিত্ব ভাবের ত্যাগ সহজে করিয়ে দেয়। হৃদের এই আমিত্ব ভাব তপস্যা আর সেবা থেকে তোমাকে বঞ্চিত রাখে। যেখানে সীমিত পরিসরের আমিত্ব ভাব থাকে, সেখানে ত্যাগ, তপস্যা আর সেবা হতেই পারে না। হৃদের 'আমি' আর 'আমার' বোধ, এই এক বিষয়ের ত্যাগ প্রয়োজন। যখন 'আমি' আর 'আমার' সমাপ্ত হয়ে গেছে তো বাকি কি থাকলো? যা বেহৃদের, "আমি এক শুদ্ধ আত্মা" আর "আমার তো এক বাবা, দ্বিতীয় কেউ নেই"। সুতরাং যখন বেহৃদের বাবা সর্বশক্তিমান তোমাদের সাথে আছেন, সেখানে তোমাদের সাফল্য নিশ্চিত। এই ত্যাগের দ্বারা তোমাদের তপস্যাও নিজে থেকেই সাফল্য লাভ করেছে, তাই না! তপস্যা কি? আমি একের। আমি শুধুমাত্র একের শ্রেষ্ঠ মত অনুসরণ করে চলি। এর দ্বার একরস স্থিতি নিজে থেকেই হয়ে যায়। সদা এক পরমাত্মার স্মৃতি থাকাই তপস্যা। একরস স্থিতিই তোমার শ্রেষ্ঠ আসন। কমল পুষ্পের মতো হওয়ার স্থিতিই তোমার তপস্যার আসন। ত্যাগের মাধ্যমে তপস্যাও নিজে থেকেই সফল হয়ে যায়। তোমরা যখন ত্যাগ আর তপস্যার প্রতিমূর্তি হয়ে যাবে, তখন কি করবে? আপন ভাবের ত্যাগ অর্থাৎ আমিত্ব বোধ সমাপ্ত তখন হয়ে যাবে। একের ভালোবাসায় একনিষ্ঠ তোমরা যখন তপস্বী হয়ে যাও তো সেবা ব্যতীত তোমরা থাকতে পারো না। সীমিত পরিসরের এই 'আমি' আর 'আমার' তোমাদেরক প্রকৃত সেবা করতে দেয় না। ত্যাগী আর তপস্বীমূর্ত প্রকৃত সেবাদারী। 'আমি এই করেছি, আমি এইরকম', এই দেহ-ভাব যখন তোমাদের একটুও থাকে, তোমরা সেবাদারী হওয়ার পরিবর্তে কি হও? শুধু নামে

মাত্র তোমরা সেবাধারী হও, প্রকৃত সেবাধারী হয়ে উঠতে পারো না। প্রকৃত সেবার ফাউন্ডেশন হলো ত্যাগ আর তপস্যা। এইরকম ত্যাগী তপস্বী সেবাধারী সদা সফলতার প্রতিমূর্তি। বিজয়, সাফল্য তাদের গলার মালা হয়ে যায়। জন্মসিদ্ধ অধিকারী হয়ে যায়। সুতরাং বাপদাদা বিশ্বের সকল বাচ্চাকে এই শিক্ষা দিচ্ছেন, ত্যাগী হও, তপস্বী হও, প্রকৃত সেবাধারী হও।

আজকের দুনিয়া মৃত্যু ভয়ে পরিপূর্ণ। (ঝড় উঠেছে) প্রকৃতি অস্থির হলেও, তোমরা স্থির, (অনড়), তাই না! তমোগুণী প্রকৃতির কাজ হলো অস্থিরতা তৈরি করা, আর তোমরা সব অনড় আত্মার কাজ প্রকৃতিকে পরিবর্তন করা। নাথিং নিউ! যেভাবেই হোক, এই সবকিছু হওয়ারই আছে। অস্থিরতার মধ্যেই তো তোমরা অনড় থাকবে। সুতরাং, স্বরাজ্য দরবারের অধিকারী-অধিবাসী, তোমরা শ্রেষ্ঠ আত্মারা বুঝেছো! এটাও রাজ্য দরবার, তাই না! রাজযোগী অর্থাৎ স্ব-এর রাজা। রাজযোগী দরবার অর্থাৎ স্বরাজ্য দরবার। সবাই তোমরা রাজনেতা হয়ে গেছ, তাই না! তারা দেশের রাজনেতা আর তোমরা স্বরাজ্য নেতা। নেতা অর্থাৎ যারা যথার্থ নীতি অনুসরণ ক'রে চলে। সুতরাং, তোমরা ধর্মনীতি, স্বরাজ্য নীতি অনুসরণকারী স্বরাজ্য নেতা। যথার্থ শ্রেষ্ঠ নীতিসমূহই শ্রীমৎ। শ্রীমতই যথার্থ নীতি। এই যথার্থ নিয়মনীতি অনুসরণকারীই সফল নেতা।

বাপদাদা দেশের নেতাদের অভিনন্দিত করেন কারণ তারা অন্ততপক্ষে পরিশ্রম তো করেন, তাই না! যদিও তাদের ভ্যারাইটি আছে, তবুও দেশের প্রতি ভালোবাসা আছে। "আমার রাজ্য অমর হোক" - এই ভাবনার সাথে তারা অন্ততঃ কর্তব্যকর্ম করে, তাই না! "আমার ভারত মহান" - এই দেশভক্তি নিজে থেকেই কাজকর্ম (পরিশ্রম) করতে তাদের উৎসাহিত করে। এখন, সময় আসবে, যে সময়ে রাজ্য সত্ত্বা আর ধর্ম সত্ত্বা উভয়ই একসাথে আসবে, তখন বিশ্বমাঝে ভারতের জয়জয়কার হবে। ভারতই হবে লাইট হাউজ। ভারতের দিকেই সবার দৃষ্টি থাকবে। বিশ্ববাসীর অনুভূত হবে, ভারতই প্রেরণা ভূমি। ভারত অবিনাশী খন্ড, অবিনাশী বাবার অবতরণ ভূমি, সেইজন্য ভারতের মহত্ব সদা মহান। আচ্ছা।

সবাই তোমরা সুইট হোমে পৌঁছে গেছ। বাপদাদা সব বাচ্চাকে এখানে আসার জন্য অভিনন্দিত করছেন। সুস্বাগতম্! বাবার ঘরের অলঙ্কার সুস্বাগতম্। আচ্ছা।

সাফল্যের নক্ষত্র সকলকে, সদা একরস স্থিতির আসনে স্থিত তপস্বী বাচ্চাদের, সদা এক পরমাত্মার পবিত্র স্মরণে থাকা মহান আত্মাদের, শ্রেষ্ঠ ভাবনা এবং শ্রেষ্ঠ কামনা করে এমন বিশ্ব কল্যাণকারী সেবাধারী বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

অব্যক্ত বাপদাদার সাথে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রীর সাক্ষাৎকারঃ

বাবার ঘরে, আপনার নিজের ঘরে স্বাগত। বাবা জানেন যে সেবায় আপনার নিষ্ঠা খুব ভালো। কোটির মধ্যে মাত্র মুষ্টিমেয় এমন সেবাধারী আছেন, সেইজন্য সেবায় পরিশ্রমের জন্য আন্তরিক খুশির রূপে অবিরতভাবে প্রত্যক্ষ ফল প্রাপ্ত হতে থাকবে। সাফল্যের আধার এই পরিশ্রম। যদি সকল নিমিত্ত সেবাধারী এই কর্তব্যকর্মকে আপন করে নেয়, তবে ভারতের রাজ্য সদাই সাফল্য অর্জন করবে। সফলতা তো অবশ্যই লাভ হবে। এটা নিশ্চিত, কারণ যারা নিমিত্ত হয়, তারা সেবার প্রত্যক্ষ ফল

লাভ করে এবং ভবিষ্যৎ ফলও লাভ করে । অতএব, আপনি সেবার নিমিত্ত । নিমিত্ত হওয়ার ভাব বজায় রেখে প্রতিনিয়ত সেবাতে এগিয়ে চলুন । যেখানে নিমিত্ত ভাব আছে, আমিষের ভাব নেই সেখানে নিরন্তর উল্লতি হবে । নিমিত্ত হওয়ার এই ভাব নিজে থেকেই শুভ কামনা, শুভ ভাবনার জাগরণ ঘটায় । আজ দুনিয়ায় শুভ কামনা, শুভ ভাবনা অনুপস্থিত, তার কারণ নিমিত্ত হওয়ার ভাব থাকার পরিবর্তে আমিষ ভাবের উপস্থিতি । যদি তারা নিজেদের নিমিত্ত ভাবে, তবে করাবনহার বাবাকেও বুঝবে । করণকরাবনহার স্বামী, যা কিছু শ্রেষ্ঠ সেটা করতেই প্রেরণা দেবেন । ট্রাস্টি হওয়ার পরিবর্তে তারা রাজ্যের গার্বস্থ্য প্রবৃত্তির হয়ে গেছে, গৃহস্থ হওয়াতে বোঝা হয় আর ট্রাস্টি ভাবে হালকা বোধ হয় । যতক্ষণ না পর্যন্ত হালকা হওয়া যায়, নির্ণয় শক্তি থাকতে পারে না । যদি আপনি ট্রাস্টি ভাব বজায় রাখেন তো আপনি হালকা আর আপনার নির্ণয় শক্তিও শ্রেষ্ঠ । অতএব, সদা ট্রাস্টি হয়ে থাকতে হবে । নিমিত্ত হওয়ার ভাব ফলদায়ী । এই ভাবনার ফল অবশ্যই পাওয়া যায় । নিমিত্ত হওয়ার এই ভাবনা আপনাকে সদা শ্রেষ্ঠ ফল দিতে থাকবে । সুতরাং, আপনার সঙ্গীদের স্মরণ করিয়ে দিতে হবে, নিমিত্ত হওয়ার এবং ট্রাস্টি হওয়ার ভাব বজায় রাখতে । তাহলে এই রাজনীতি সমগ্র বিশ্বের জন্য শ্রেষ্ঠ নীতি হয়ে যাবে । সারা বিশ্ব এই ভারতের রাজনীতির কপি করবে । যতাই হোক, এর আধার হলো, ট্রাস্টি হওয়ার ভাব অর্থাৎ নিমিত্ত ভাব ।

কুমারদের সাথে বাপদাদাঃ - কুমার অর্থাৎ যারা সর্বশক্তি এবং সর্ব ধনভান্ডার জমা করে অন্যদেরও শক্তিমান বানানোর সেবা করে । সদা এই সেবায় বিজি থাকো, তাই না! যদি বিজি থাকো তো উল্লতি হতে থাকবে । যদি তোমরা এতটুকুও ক্রী হবে তো ব্যর্থ সঙ্কল্প চলবে । সমর্থ থাকতে বিজি থাকো । নিজেদের টাইমটেবল বানাও । তোমাদের শরীরের জন্য যেমন টাইমটেবল বানাও, সেইরকম বুদ্ধিরও টাইমটেবল বানাও । বুদ্ধিকে বিজি রাখতে প্ল্যান বানাও, তো বিজি থাকলে সদা উল্লতি হতে থাকবে । বর্তমান সময় অনুসারে কুমার জীবনে শ্রেষ্ঠ হওয়া খুব বড়ো ভাগ্য ! সদাসর্বদা ভাবো, তুমি শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান আছা । স্মরণ আর সেবার মধ্যে প্রতিনিয়ত ব্যালেন্স বজায় রাখো । যারা সদা এই ব্যালেন্স রাখে, তারা অবিরত ব্লেসিংস লাভ করে । আচ্ছা !

বাছাই করা বিশেষ অব্যক্ত মহাবাক্যঃ

পরমাত্ম ভালোবাসায় সদা লাভলীন থাকো

পরমাত্ম ভালোবাসা এক আনন্দময় দোলা, এই সুখদায়ী দোলায় দোলাকালীন নিরন্তর পরমাত্ম ভালোবাসায় থাকো তো কখনো কোনো বিপরীত পরিস্থিতি বা মায়ার বিপর্যয় তোমাদের সামনে আসতে পারে না । পরমাত্ম-প্রেম অসীম, অটল এবং এত আছে যে সবাই নিতে পারে । কিন্তু ঈশ্বরীয় ভালোবাসা প্রাপ্ত করার বিধি - নির্লিপ্ত হওয়া । যে যতো নির্লিপ্ত সে ততোই ঈশ্বরীয় ভালোবাসার অধিকারী । পরমাত্ম ভালোবাসায় নিমজ্জিত আত্মারা কখনও সীমিত পরিসরের (হৃদের) প্রভাবে প্রভাবিত হয় না । সদা বেহৃদের সকল প্রাপ্তিতে মগ্ন থাকে, যা থেকে সদা রূহানিয়তের সৌরভ বাতাবরণে ছড়িয়ে পড়ে । ভালোবাসার নিদর্শন হলো, যার প্রতি তোমার অগাধ ভালোবাসা থাকে, তাকে তুমি সবকিছু দিয়ে দাও । বাচ্চাদের প্রতি বাবার এত ভালোবাসা যে ভালোবাসার রেসপন্স দিতে তিনি প্রতিদিন এত বড়ো পত্র লেখেন ! তিনি স্মরণ-স্নেহ দেন আর সাথী হয়ে প্রতিনিয়ত স্নেহের দায়িত্ব পরিপূর্ণ করেন । তাহলে তোমরা এই ভালোবাসায় সব দুর্বলতা বলিদান করো । বাচ্চারা, বাবা তোমাদের ভালোবাসেন বলে তিনি সবসময় বলেন, তোমরা যা-ই হও, যেমনই হও, তোমরা

আমার । এইভাবে তোমরাও ভালোবাসায় লাভলীন থাকো আর অন্তর থেকে বলা, বাবা তুমি যেই হও, তুমিই সব । কখনও অসত্য রাজ্যের প্রভাবে প্রভাবিত হয়োনা । যে তোমার ভালোবাসার পাত্র, তাকে সচেতনভাবে স্মরণ করতে হয়না, তার স্মরণ আপনা থেকেই আসে । তোমাদের ভালোবাসা শুধু হৃদয়ের প্রকৃত আর নিঃস্বার্থ ভালোবাসা যেন হয় । যখন তুমি বলা, আমার বাবা, প্রিয় বাবা, তুমি তখন তাঁকে ভুলতে পারো না । আর বাবা ব্যতীত অন্য কোনও আত্মার থেকে নিঃস্বার্থ ভালোবাসা তোমরা পাবে না । সেইজন্য কোনো উদ্দেশ্যে তাঁকে স্মরণ করোনা, বরং নিঃস্বার্থ ভালোবাসায় লাভলীন থাকো । ঈশ্বরীয় ভালোবাসার অনুভাবী হলে, এই অনুভবের দ্বারা সহজ যোগী হয়ে নিরন্তর উড়তে থাকবে । পরমাত্ম ভালোবাসা ওড়ানোর সাধন । যারা উড়তে পারে, ধরণীর আকর্ষণে তারা আবদ্ধ হয় না । যতোই মায়ার আকর্ষণীয় রূপ হোক না কেন, যারা বিহঙ্গম(উড়তি কলা) কলায় আছে তাদের কাছে তা'পৌঁছাতে পারে না । পরমাত্ম ভালোবাসার ডোর দূর দূর থেকে তোমাদের এখানে টেনে আনে । এই ভালোবাসা তোমাদের এত সুখ দেয় যে, তোমরা যদি এক সেকেন্ডও এই ভালোবাসায় হারিয়ে যাও তো তোমরা সবারকম দুঃখ ভুলে যাবে । আর সদাকালের জন্য সুখদোলায় দুলতে শুরু করবে । জীবনে যা প্রয়োজন তা' যদি তোমাকে কেউ দিয়ে দেয়, সেটাই ভালোবাসার লক্ষণ । তোমরা সব বাচ্চার প্রতি বাবার এত ভালোবাসা আছে যে তোমাদের জীবনের সুখ-শান্তির সব কামনা তিনি পূর্ণ করে দেন । বাবা শুধু সুখই দেন না, বরং সুখের ভান্ডারের মালিক বানিয়ে দেন । সেইসঙ্গে তিনি তোমাদের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের রেখা টানার কলমও দেন, তোমরা যতোটা চাও, ভাগ্য তৈরি করতে পারো । এটাই পরমাত্ম ভালোবাসা । যে বাচ্চারা ঈশ্বরীয় প্রেমে সদা লাভলীন অর্থাৎ নিমগ্ন এবং আত্মহারা হয়, তাদের ঝলক আর আকুলতা, অনুভূতির কিরণ এত শক্তিশালী হয় যে কোনো সমস্যা তাদের থেকে শুধু দূরে থাকাই নয়, বরং চোখ তুলে তাদের দিকে তাকাতেও পারে না । তাদের কখনও কোনরকম কষ্ট থাকতে পারে না ।

বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার এত স্নেহ যে অমৃতবেলা থেকেই তোমাদের পালনা করেন । দিনের শুরুই কতো শ্রেষ্ঠ হয় । মিলন উদযাপন করতে স্বয়ং ঈশ্বর তোমাদের আহ্বান করেন, মনখোলা অন্তরঙ্গ (রুহরিহান) আলাপচারিতা করেন এবং শক্তিতে পূর্ণ করেন । বাবার স্নেহের গীত তোমাদের জাগিয়ে তোলে । কতো স্নেহের সাথে তোমাদের ডাকেন, জাগিয়ে তোলেন – মিষ্টি বাচ্চারা, প্রিয় বাচ্চারা এসো! ভালোবাসার এই পালনার প্র্যাকটিক্যাল স্বরূপ হলো, 'সহজ যোগী জীবন' । যার প্রতি ভালোবাসা থাকে, তার যা ভালো লাগে সাধারণতঃ তোমরা তাই করো । বাচ্চাদের আপসেট হওয়া বাবার ভালো লাগে না, সেইজন্য কখনো বোলোনা, কি করবো! ঘটনা প্রবাহ এমনই ছিলো, সেইজন্য আপসেট হয়ে গেছ । এমনকি, তোমাদের আপসেট হওয়ার মতো পরিস্থিতি যদি উদ্ভূত হয়ও, তবুও তোমরা আপসেট হওয়ার স্থিতিতে নিজেদের ঠেলে দিও না ।

তোমরা সব বাচ্চার প্রতি বাপদাদার ভালোবাসা এত গভীর যে তিনি মনে করেন বাচ্চারা সবাই তাঁর থেকে এগিয়ে । জাগতিক স্তরেও, যার প্রতি তোমাদের ভালোবাসা থাকে, তাকে তোমাদের সামনে এগিয়ে যেতে দাও । এটাই ভালোবাসার লক্ষণ । বাপদাদাও বলেন, আমার বাচ্চাদের মধ্যে এখন কোনও দুর্বলতা থাকে না, সবাই সম্পূর্ণ, সম্পন্ন আর সমান হয়ে যাও । দিনের শুরুতে, অমৃতবেলায় পরমাত্ম-স্নেহে আপন হৃদয় পূর্ণ করে নাও । পরমাত্ম-প্রেম, পরমাত্ম-শক্তি এবং পরমাত্ম-জ্ঞানে তোমাদের হৃদয় যদি পরিপূর্ণ থাকে, তবে কখনো কোনো বিষয়ে আকর্ষণ বা স্নেহের অনুভূতি হবে না ।

ঈশ্বরীয় প্রেম শুধুমাত্র একবার এই জন্মেই প্রাপ্ত হতে পারে । ৮৩ জন্ম দেবাত্মা বা সাধারণ আত্মার থেকেই ভালোবাসা পাওয়া যায়, কেবলমাত্র এখনই পরমাত্মা-ভালোবাসা তোমরা লাভ করতে পারো । আত্মার প্রতি ভালোবাসায় রাজ্যভাগ্যের লক্ষ্য ব্রষ্ট হয়, কিন্তু পরমাত্মা-ভালোবাসা রাজ্যভাগ্য লাভ করতে তোমাদের সমর্থ বানায় । সুতরাং, এই ভালোবাসার অনুভূতিতে তন্ময় হয়ে থাকো । বাবার প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা যদি থাকে, তার লক্ষণ হলো - সমান এবং কর্মজীত হওয়া । করাবনহার হয়ে কর্ম করো এবং কর্ম করাও । তোমাদের কর্মেন্দ্রিয় কিছু করাবে, সেইরকম নয়, বরং তোমরা কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে করাও । কখনও মন, বুদ্ধি, সংস্কারের বশবর্তী হয়ে কোনো কর্ম করোনা ।

বরদানঃ - নির্বল থেকে বলবান হয়ে অসম্ভবকে সম্ভব করে সাহসী আত্মা ভব

"হিন্মতে বড়ে মদতে বাপ" অর্থাৎ 'বাচ্চারা যখন সাহসী হয়, বাবা সহায় হন' - এই বরদানের আধারে তোমাদের প্রথম দুট সঙ্কল্প ছিল যে তোমরা পবিত্র হবে এবং বাবা তোমাদের লক্ষ-কোটি (পদমণ্ডলা) অভাব মোচন (মদত) করেছেন । তিনি বলেছেন, তোমরা সব আত্মা অনাদি-আদি পবিত্র, বহুবার তোমরা পবিত্র হয়েছো আর হতেও থাকবে । পূর্বের অনেকবারের স্মৃতি দ্বারা তোমরা সমর্থ হয়েছো । নির্বল থেকে এত বলবান হয়েছো যে তোমরা চ্যালেঞ্জ করছো, বিশ্বকেও অবশ্যই পবিত্র করে সবাইকে দেখাবে, যা ঋষি, মুনি, মহান আত্মাগণ মনে করে প্রবৃত্তিতে থেকে পবিত্র থাকা কঠিন, সেটাই তোমরা বলো অতি সহজ ।

শ্লোগানঃ - দুট সঙ্কল্প থাকাই ব্রত নেওয়া, প্রকৃত ভক্ত কখনো ব্রত ভাঙেনা ।

ব্রহ্মাবাবা সমান হওয়ার জন্য বিশেষ পুরুষার্থঃ

সাধারণ রূপে ব্রহ্মাবাবা যেমন অসাধারণ এবং অলৌকিক স্থিতিতে থাকেন, সেইরকমভাবে ফলো ফাদার । তারকাগণের সংগঠনে যেমন যে বিশেষ তারকা হয়, তার চাকচিক্য এবং ঔজ্জ্বল্য দূর থেকেই স্বতন্ত্র আর মনোমুগ্ধকর লাগে, সেইরকম তোমরা তারকারাও সাধারণ আত্মাদের মাঝে বিশেষ আত্মারূপে দেখা দাও ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- মনুষ্য দেহের উন্নতির ব্যবস্থা করতে, আত্মার উন্নতি বা উত্তরণের সাধন বাবা-ই বলে দেন - এটা বাবারই রেস্পন্সিবিলিটি"

প্রশ্ন:- বাচ্চাদের সর্বদা উন্নতি হোক এর জন্যে বাবা কোন্ শ্রীমৎ দেন ?

উত্তর :- বাচ্চারা, নিজের উন্নতির জন্য ১. সদা স্মরণের যাত্রা করো। স্মরণের দ্বারা-ই আত্মার মরচে দূর হবে। ২. কখনও অতীতকে স্মরণ করবে না এবং ভবিষ্যতের জন্যে কোনো আশা রাখবে না। ৩. জীবনধারণের জন্য কাজকর্ম করো কিন্তু যদি সময় পাও তবে সময় নষ্ট না করে বাবার স্মরণে সময় সফল করো। ৪. কমপক্ষে ৮ ঘন্টা ঈশ্বরীয় সেবা করো তাহলে তোমাদের উন্নতি হতে থাকবে ।

ওম্ শান্তি । রুহানী বাবা বসে রুহানী বাচ্চাদের অর্থাৎ আত্মাদের বোঝাচ্ছেন, মানুষ বলে আত্মার রেস্পন্সিবিলিটি হল পরমাত্মার। তিনি-ই সকল আত্মাদের উন্নতি এবং মনের শান্তির পথ বলে দিতে পারেন। আত্মা বাস করে ব্রুকুটির মধ্যে সবার থেকে নির্লিপ্ত। প্রায়শই রোগ হয় শরীরে। এখানে ব্রুকুটিতে নয়। যদিও মাথায় ব্যথা হবে কিন্তু যেখানে আত্মার আসন আছে সেখানে কোনো কষ্ট হবে না, কারণ সেই আসনে আত্মা বিরাজিত থাকে। এবারে আত্মার উন্নতি অথবা শান্তি প্রদান করেন যে সার্জেন তিনি হলেন একমাত্র পরমাত্মা। যখন আত্মার উন্নতি হয় তখনই আত্মা হেল্থ ওয়েল্থ প্রাপ্ত করে। শরীরের জন্যে যতই করো কোনো উন্নতি হবে না। শরীরে কিছু না কিছু সমস্যা তো থাকবেই। আত্মার উন্নতি তো বাবা ব্যতীত কেউ করতে পারেনা। অন্য সবাই দুনিয়ায় শরীরের উন্নতির ব্যবস্থা করে, তাতে আত্মার উত্তরণ কলা বা উন্নতি হয়না। সে তো বাবাই শেখান। সবকিছুই আত্মার উপর নির্ভর করছে। আত্মা-ই ১৬ কলা সম্পূর্ণ হয় তারপরে আত্মা একেবারে কলা বিহীন হয়ে যায়। ১৬ কলা হয় আবার কলা বা গুণ কম কিভাবে হয়, সে কথাও বাবা বোঝান। বাবা বলেন সত্যযুগে তোমাদের অনেক সুখ ছিল। আত্মা উত্তরণ কলায় ছিল অন্য সংসঙ্গে আত্মার উন্নতি কিভাবে হবে - সেই কথা বোঝানো হয় না। তারা দেহের নেশায় থাকে। দেহ-অভিমান আছে, বাবা তোমায় দেহী-অভিমानी করেন। আত্মা যে তমোপ্রধান হয়েছে তাকে সতোপ্রধান করতে হবে। এখানে সবই হল অলৌকিক (রুহানী) কথা। সেখানে হল দৈহিক কথা। সার্জেন একটি হার্ট বের করে অন্যটি লাগিয়ে দেয়। তাদের আত্মার সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নেই। আত্মা তো ব্রুকুটিতে বাস করে, তার অপারেশন ইত্যাদি হয় না।

আচ্ছা বাবা বোঝান যে আত্মার উন্নতি তো একবারই হয়। আত্মা যখন তমোপ্রধান হয়ে যায় তখন আত্মার উন্নতি করতে বাবা আসেন। বাবা ব্যতীত কোনো আত্মার উত্তরণ কলা হতে পারেনা। বাবা বলেন এই ছিঃ ছিঃ তমোপ্রধান আত্মারা আমার কাছে আসতে পারে না। তোমাদের কাছে যখন কেউ এসে বলে শান্তি কিভাবে পাওয়া যাবে অথবা উন্নতি কিভাবে হবে ? কিন্তু সে কথা কেউ জানে না যে উন্নতির পরে আমরা কোথায় যাব, কি হবে ? আহ্নান করে পতিত থেকে পবিত্র করো। জীবনমুক্তি ধামে নিয়ে চলো। অর্থাৎ আত্মাদেরই নিয়ে যাবে তাইনা। শরীর তো এখানেই শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু এই কথা কারো বুদ্ধিতে নেই। এই হল ঈশ্বরীয় মতামত। বাকি ঐ সব হল মানব

মত। ঈশ্বরীয় মতামতের আধারে একদম আকাশে উঠে যাও - শান্তিধাম, সুখধামে। তারপরে ড্রামা অনুযায়ী নীচে নামতেও হবে। আত্মার উন্নতির জন্যে বাবা ব্যতীত অন্য কেউ সার্জেন নেই। সার্জেন আবার তোমাদের নিজ সমান তৈরি করেন। কেউ অন্যদের খুব ভালো উন্নতি করে, কেউ মিডিয়াম, কেউ থার্ড ক্লাস উন্নতি করে অন্যদের। আত্মাদের উন্নতির দায়িত্ব একমাত্র বাবার। দুনিয়ায় এই কথা কারো জানা নেই। বাবা বলেন এই সাধু সন্ন্যাসী ইত্যাদিদের উদ্ধার করতে আমি আসি। প্রথমে আত্মা যখন আসে তখন পবিত্র-ই আসে। এখন বাবা এসেছেন সবার উন্নতি করতে। নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে তোমাদের দেখো কত উন্নতি হয়ে যায়। সেখানে তোমরা ফার্স্ট ক্লাস শরীরও প্রাপ্ত কর। বাবা হলেন অবিনাশী সার্জেন। তিনি এসে তোমাদের উন্নতি করেন। ফলে তোমরা উঁচু থেকে উঁচু নিজের সুইট হোমে ফিরে যাবে। তারা চাঁদে যায়। অবিনাশী সার্জেন তোমাদের উন্নতির জন্যে বলেন মামেকম্ স্মরণ করো তো বিকর্ম বিনাশ হবে। বাবা বিশ্বের বাচ্চাদের লিবারেট করেন অর্থাৎ উদ্ধার করেন। যখন তোমরা স্বর্গে যাবে তখন সবাই শান্তিধামে থাকবে। বাবা কত ওয়ান্ডারফুল কাজ করেন। বাবার তুলনা নেই ! তবেই বলা হয় তোমার গতি তুমিই জানো। আত্মাতে মত আছে, আত্মা পৃথক হলে মত প্রাপ্ত হতে পারে না। ঈশ্বরীয় মত দ্বারা উত্তরণ কলা, মনুষ্য মত দ্বারা অবনমন কলা - এও ড্রামায় ফিক্স আছে। তারা ভাবে এখন স্বর্গের নির্মাণ হয়েছে। ভবিষ্যতে জানতে পারবে যে এইটি নরক না স্বর্গ। ভাষা নিয়ে কত হাস্যামা করে। দুঃখে আছে কিনা। স্বর্গে তো দুঃখ হয়না। ভূমিকম্পও হবে না। এখন পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হবে তারপরে স্বর্গে পরিণত হবে। তারপরে অর্ধকল্প পরে সেইটিও লুপ্ত হয়। বলা হয় দ্বারকা সাগরের নীচে চলে গেছে। সোনার জিনিস নীচে চাপা পড়ে গেছে। তাহলে অবশ্যই ভূমিকম্পের দ্বারা নীচে যাবে। সমুদ্রের নীচে থেকে নিশ্চয়ই খুঁড়ে বের করা হবেনা। ভূমি খনন করা হয়, সেখান থেকে জিনিস বের হয়।

বাবা বলেন আমি সকলের উপকার করি। আমার সবাই অপকার করে, অপশব্দ বলে। আমি তো অপকারীরও উপকার করি, তাই আমার অবশ্যই মহিমা হওয়া উচিত। ভক্তি মার্গে দেখো কত মান। তোমরা বাচ্চারাও বাবার কত মহিমা কর। চিত্রে ৩২- টি গুণ দেখানো হয়েছে। এখন তোমরাও বাবার মতন গুণবান হচ্ছ তাহলে কত পুরুষার্থ করা উচিত। সময় নষ্ট করা উচিত নয়। সর্বোচ্চ পিতা পড়াচ্ছেন তাই রোজ অবশ্যই পড়া উচিত। ইনি হলেন অবিনাশী পিতা, টিচার, যারা পরে আসছে তারা পুরনোদের থেকে তীক্ষ্ণ যেতে পারে। এখন সম্পূর্ণ দুনিয়ার উন্নতি হচ্ছে - বাবার সাহায্যে। শ্রীকৃষ্ণ কেও গুণবান করেন বাবা, সবাইকে দান করেন। বাকিরা সবাই প্রাপ্ত করে। এই বংশ বিস্তার হচ্ছে - নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। বেহদের বাবা দেখো কত মিষ্টি এবং কত প্রিয়। উঁচু থেকে উঁচু বাবার দ্বারা সবার উন্নতি হচ্ছে। বাকি তো সবাইকে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে হবে। বাবা হলেন অতুলনীয়। খাও দাও সবকিছু কর শুধুমাত্র বাবার গুণ গাও। এমন নয় বাবার স্মরণে থাকলে খাওয়া হবেনা। রাত্রে অনেক সময় থাকে। ৮ ঘন্টা তো সময় থাকে। বাবা বলেন কমপক্ষে ৮ ঘন্টা এই গভর্নমেন্টের সার্ভিস করো। যে আসবে তাকে আত্মার উন্নতির পথ বলো। জীবনমুক্তি অর্থাৎ বিশ্বের মালিক ও মুক্তি অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের মালিক। এই কথা বোঝানো তো সহজ তাইনা। কিন্তু ভাগ্যে না থাকলে কি আর উপায় করবে।

বাবা বোঝান বাবার স্মরণ ব্যতীত আত্মার মরচে মিটবে না। যদিও সারা দিন জ্ঞান শোনাও কিন্তু আত্মার উন্নতির উপায় স্মরণ ছাড়া সম্ভব নয়। বাবা বাচ্চাদের ভালোবেসে প্রতিদিন বোঝান কিন্তু নিজের উন্নতি করবে বা করবেনা, সে তো প্রত্যেকে নিজেরা বুঝতে পারবে। এই কথা শুধু তোমরা

শোনো না সব সেন্টারের বাচ্চারা শোনে। এই টেপ রাখা আছে। এইটিও নিজের ভিতরে রেকর্ড করে যায় - সার্ভিসে। এইটি অনেক সার্ভিস করে। বাচ্চারা বোঝে আমরা শিববাবার মুরলী শুনছি। তোমাদের মুখে শুনলে ইনডাইরেক্ট (অপ্রত্যক্ষ) হয়ে যায় তখন এখানে আসে ডাইরেক্ট শুনবার জন্যে। তখন বাবা ব্রহ্মা মুখ দ্বারা শোনান অথবা মুখ দ্বারা জ্ঞান অমৃত প্রদান করেন। এই সময় দুনিয়া তমো প্রধান হয়েছে তাই জ্ঞান বর্ষার প্রয়োজন আছে। জল বিন্দুর বৃষ্টি তো অনেক হয়। জল দিয়ে কেউ পবিত্র হতে পারেনা। এই হল সম্পূর্ণ জ্ঞানের কথা।

বাবা বলেন এখন জাগো, আমি তোমাদের শান্তিধামে নিয়ে যাই। আত্মার উন্নতিও এতেই হয়, বাকি সবই হল দৈহিক কথা। রূহানী কথা শুধুমাত্র তোমরাই শোনো। পদমপতি, ভাগ্যশালী শুধুমাত্র তোমরাই হও। বাবা হলেন গরিব নিবাজ অর্থাৎ দীন নাথ। গরীবরা শোনে, তবেই বাবা বলেন অহল্যা, গণিকাদের বোঝাও। সত্যযুগে এমন কথা হয় না। ঐ হল বেহদের শিবালয়। এখন হল বেহদের বেশ্যালয়, একেবারেই তমোপ্রধান। এতে বিশেষ মার্জিন নেই। এখন এই পতিত দুনিয়াকে চেঞ্জ হতেই হবে। ভারতে রাম রাজ্য ও রাবণ রাজ্য তো হয়। যখন অনেক ধর্ম হয় তখন অশান্তি হয়। যুদ্ধ তো লেগেই থাকে। এবার তো খুব জোরে যুদ্ধ লাগবে। কঠিন যুদ্ধ লেগে বন্ধ হয়ে যাবে কারণ রাজত্ব স্থাপন হয়ে, কর্মজীতি অবস্থা হবে। এখন তো কেউ বলতে পারেনা। সেই অবস্থা হলে পড়াশোনা পূর্ণ হবে। তখন ট্রান্সফার হয়ে যাবে - নিজের পুরুষার্থ অনুসারে। এই পুরানো দুনিয়ায় তো আগুন লাগবে। অতি শীঘ্রই বিনাশ হবে। তাকে রক্তের খেলা বলা হয়। সবার মৃত্যু হবে। রক্তের নদী বইবে। তারপরে ঘি দুধের নদী বইবে। হাহাকার থেকে জয়জয়কার হবে। বাকিরা সবাই অজ্ঞান নিদ্রায় ঘুমিয়ে থেকেই শেষ হয়ে যাবে। খুব যুক্তি সহকারে স্থাপনা হয়। বিদ্বান আসবে, অত্যাচারও হবে। এখন মাতাদের দ্বারা স্বর্গের দ্বার খোলে। যদিও পুরুষও অনেক আছে কিন্তু মাতা হল জন্মদায়িনী তাই পুরুষদের থেকে বেশি গুরুত্ব প্রাপ্ত করে। স্বর্গে তো নম্বর অনুসারে সবাই যাবে কেউ দুই জন্ম পুরুষের ধারণ করে, হিসেব নিকেশ যা কিছু ড্রামা নির্দিষ্ট (ফিক্স) রয়েছে তাই হয়। আত্মার উন্নতি হলে কত তফাৎ হয়ে যায়। কেউ তো একদম হাইয়েস্ট হয় কেউ একেবারে লোয়েস্ট। কোথায় রাজা তো কোথায় প্রজা।

মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদের বাবা বোঝান এখন পুরুষার্থ করো। যোগের দ্বারা পবিত্র হও তবে ধারণা হবে। লক্ষ্য খুব উঁচুতে আছে। নিজেকে আত্মা ভেবে ভালোবেসে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার ভালোবাসা আছে তাইনা। এ হল অলৌকিক (রূহানী) ভালোবাসা, যার দ্বারা আত্মার উন্নতি হয়। দৈহিক ভালোবাসার দ্বারা পতন হয়। ভাগ্যে না থাকলে ভাগ্যন্তি হয়ে যায় অর্থাৎ পালিয়ে যায়। যজ্ঞের রক্ষণাবেক্ষণের কাজে খুব সাবধানতা চাই। মাতাদের পাই পয়সা দিয়ে যজ্ঞের সার্ভিস করা হচ্ছে। এখানে গরীব-ই ধনী হয়। সমস্ত কিছু নির্ভর করছে পড়াশোনার উপরে। তোমরা এখন সদা সৌভাগ্য বতী হও - সবার এই রকম অনুভূতি হয়। মালার পুঁতি যারা হয় তাদের খুব ভালো অনুভূতি হওয়া চাই। শিববাবা কে স্মরণ করতে করতে সার্ভিস করতে থাকো তাহলে অনেক উন্নতি হতে পারে। শিববাবার সার্ভিসে শরীরও সমর্পণ করা উচিত। সারা দিন যেন নেশা থাকে - এইটি মাসির বাড়ি নয়। দেখতে হবে আমরা নিজের কত উন্নতি করেছি। বাবা বলেন - অতীত কে স্মরণ করবে না। ভবিষ্যতের জন্যে কোনো আশা রেখো না। জীবন নির্বাহের উদ্দেশ্যে কর্ম তো করতে হবে। যখন সময় পাবে তখন বাবাকে স্মরণ করো তো বিকর্ম বিনাশ হবে। বাবা যারা বন্ধনে রয়েছে (বাঁধেলদের) বোঝান যে তোমরা নিজের যুগলকে খুব নম্র হয়ে

ভালোবেসে বোঝাও, মারধর করলে তাদের উপরে ফুলের বর্ষা করো। নিজেদের রক্ষা করার অনেক যুক্তি চাই। শীতল চোখ হওয়া উচিত। কখনো যেন নড়চড় না হয়। এই পয়েন্টে অঙ্গদের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, অটল ছিল। তোমরা সবাই হলে মহাবীর, যা কিছু পাস্ট হয়েছে সেসব স্মরণ করবে না। সর্বদা খুশীতে থাকতে হবে। ড্রামায় অটল থাকতে হবে। বাবা নিজেই বলেন আমিও ড্রামার বন্ধনে আবদ্ধ। আর কোনো কথা নেই। কৃষ্ণের জন্যে লেখা আছে স্বদর্শন চক্র দিয়ে মেরেছেন। এইসবই হল কাহিনী। বাবা হিংসা তো করতে পারেন না। এই বাবা তো হলেন টিচার, মারের কথা নেই। এইসব কথা হল এখনকার। একদিকে অনেক মানুষ আছে অন্য দিকে আছে তোমরা, যাদের আসার হবে তারা আসবে। কল্প পূর্বের মতন পদের অধিকারী হবে। এতে কোনো চমৎকার নেই। বাবা হলেন দয়ালু, দুঃখ হর্তা সুখ কর্তা, তাহলে দুঃখ দেবেন কিভাবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) কমপক্ষে (মিনিমাম) ৮ ঘন্টা ঈশ্বরীয় গভর্নমেন্টের সার্ভিস করে নিজের সময় সফল করতে হবে। বাবার মতন গুণ সম্পন্ন হতে হবে।

২) যা অতীতে ঘটে গেছে সেসব স্মরণ করবে না। অতীতকে (পাস্ট) অতীত করে সর্বদা খুশীতে থাকতে হবে। ড্রামার পয়েন্টে অচল থাকতে হবে।

বরদান :- নিশ্চিত বিজয়ের নেশায় থেকে বাবার পদমণ্ডল সাহায্য প্রাপ্তকারী মায়াজিত ভব

ব্যাখা: বাবার পদমণ্ডল সাহায্যের যোগ্য পাত্র বাচ্চারা মায়ার আক্রমণকে চ্যালেঞ্জ করে যে মায়ার তোমার কাজ হল আসা আর আমাদের কাজ হল বিজয়ী হওয়া। তারা মায়ার সিংহ রূপকে পিপীলিকা ভাবে কারণ তারা জানে যে এই মায়ার রাজ্য এখন শেষ হবে, আমরা অনেক বারের বিজয়ী আছি, আমাদের বিজয় ১০০% নিশ্চিত। এই নিশ্চিত ভাবের নেশা বাবার পদমণ্ডল সাহায্যের অধিকার প্রাপ্ত করায়। এই নেশায় তোমরা সহজেই মায়াজিত হয়ে যাও।

স্লোগান - সঙ্কল্প শক্তি জমা করে নিজের প্রতি ও বিশ্বের প্রতি এর প্রয়োগ করো ।

ব্রহ্মা বাবা সম হওয়ার পুরুষার্থ

ব্রহ্মা বাবার মতন তোমাদের এই নয়ন যেন অলৌকিকতার (রুহানিয়তের) অনুভব করায়, চলন বাবার চরিত্রের সাক্ষাৎকার করায়, মস্তক মস্তকমণির সাক্ষাৎকার করায়, এই অব্যক্ত চেহারা দিব্য, অলৌকিক স্থিতির প্রত্যক্ষ রূপ দেখায়। এর জন্যে নিজের অন্তর্মুখী, অলৌকিক এবং অলৌকিক (রুহানী) স্থিতিতে সদাকাল থাকার অভ্যাস করো।

"মিষ্টি বাচ্চারা - পবিত্র হওয়ার জন্য স্মরণের যাত্রা অত্যন্ত অপরিহার্য, এটাই হল মুখ্য বিষয় (সাবজেক্ট), এই যোগবলের দ্বারা তোমরা সেবার উপযুক্ত (সার্ভিসেবল) চরিত্রবান হতে পার"

প্রশ্ন :- তোমরা বাচ্চারা যে যোগ শিখছে তা হল সব থেকে অনুপম - কীভাবে ?

উত্তর :- আজ পর্যন্ত যে সমস্ত যোগ শিখেছে বা শেখানো হয়েছে তাতে মানুষের সাথে মানুষের যোগ জুড়েছে। কিন্তু এখন আমরা নিরাকারের সাথে যোগ করি। নিরাকার আত্মা নিরাকার বাবাকে স্মরণ করে - এটা হল সব থেকে অনুপম ব্যাপার। পৃথিবীতে কেউ ভগবানকে স্মরণ করলেও তাঁর পরিচয় না জেনে করে। কর্তব্য-কর্ম (অক্যুপেশন) ছাড়া কাউকে স্মরণ করা এটা হল ভক্তি। জ্ঞানবান বাচ্চারা পরিচয়ের সাথে স্মরণ করে।

ওম্ শান্তি। আত্মাদের বাবা (রুহানী বাবা) বসে বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন। বাচ্চারা সবার প্রথম তো বাবার পরিচয় পেয়েছে। ছোট বাচ্চা জন্ম নিলে সবার প্রথমে মা বাবার পরিচয় পায়। তোমাদের মধ্যেও যাদের রচয়িতা বাবার পরিচয় প্রাপ্ত হয়েছে তা হল নম্বর অনুযায়ী, পুরুষার্থ অনুসারে। বাচ্চারা এটাও জানে উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ হলেন বাবা-ই, ওঁনারই মহিমা বলতে হবে। মহিমা গাওয়াও হয় শিবায় নমঃ, ব্রহ্মা নমঃ, বিষ্ণু নমঃ- শোভনীয় হয় না। শিবায় নমঃ শোভনীয় হয়। ব্রহ্মা দেবতা নমঃ, বিষ্ণু দেবতা নমঃ এরকম শব্দ শোভনীয় হয়। তাদের দেবতা বলা হবে। উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ হলেন ভগবান। কেউ যখন আসবে তখন সবার প্রথমে বাবার মহিমা অবশ্যই শোনাতে হবে। উনি হলেন সুপ্রীম (সর্বশ্রেষ্ঠ) বাবা। বাচ্চারা ভুলে যায় যে বাবার মহিমা কিভাবে বিবৃত করবে। প্রথমে তো এটা বোঝাতে হবে যে উনি হলেন সুপ্রীম বাবা, টিচারও, এমনকি সঙ্করও। এই তিনকেই স্মরণ করতে হবে। আসলে শিববাবাকেই স্মরণ করতে হবে- তিন রূপে। এটা তো সুনিশ্চিত করতে হবে। তোমরা বাবার মহিমা জানো, তারপর তো করো। তারা তো উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ বাবাকে নুড়ি-পাথরের মধ্যেও তাঁর অবস্থান বলে দিয়েছে। মানুষের ভিতরেও বলে দেয় কিন্তু তিনি তো মানবদেহেও সর্বদা থাকতে পারেন না। তিনি তো শুধুমাত্র লোন নেন। তিনি স্বয়ং বলেন আমি এনার দেহের আধার নিয়ে থাকি। তাই প্রথমত সুনিশ্চিত করতে হবে যে বাবা হলেন সত্য। উনিই সত্য নারায়ণের কথা শোনান। নর থেকে নারায়ণ তৈরী করেন সত্য বাবা। সত্যযুগে এই লক্ষ্মী-নারায়ণেরই রাজত্ব ছিল। তারা কি ভাবে হল ? কে তাদের তৈরী করেছিল? কবে কথা শুনিয়েছিলেন ? কবে রাজযোগ শিখিয়েছিল ? এই সব তোমরা এখন বুঝতে পারো। এই জগতে সব যোগ হয় মানুষের সাথে মানুষের। এরকম হয় না যে মানুষের যোগ হবে নিরাকারের সাথে, সেটাও তাঁর পরিচয় জেনে। আজকাল যদিও বা শিবের সাথে যোগ যুক্ত হয়, পূজা করে কিন্তু ওঁনাকে কেউ জানে না। এটাও বোঝে না যে প্রজাপিতা ব্রহ্মা অবশ্যই সাকার দুনিয়াতেই হবে। বিহ্বল হয়ে থাকে। ভাবে প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো সত্যযুগের সর্ব প্রথমে থাকবেন। যদি সত্যযুগে প্রজাপিতা ব্রহ্মা হবেন তবে আবার সৃষ্টিবতনে কেন দেখানো হয়? মানুষ অর্থ বোঝে না। এই সাকার ব্রহ্মা হল কর্মবন্ধনে, ওই সূক্ষ্ম ব্রহ্মা হল কর্মাতীত। এই জ্ঞান কারোর মধ্যেই নেই। জ্ঞান দেওয়ার জন্য এক বাবা-ই আছেন। উনি এসে যখন জ্ঞান দেন তাহলে তোমরা দ্বিতীয় কাউকে শোনাও। কাউকে বাবার পরিচয় দেওয়া খুব সহজ। অঙ্ক (বাবার)-এর উপরেই বোঝাতে হবে। ইনি হলেন সব আত্মাদের অনন্তের বাবা। কাউকে পরিচয় দিতে গেলে কোন কষ্ট নেই। খুব সহজ। তবে সুনিশ্চিত নয়, প্র্যাক্টিস (অভ্যাস) না

থাকলে কাউকে বোঝাতে পারবে না। কাউকে জ্ঞান না দিলে তো প্রায় অজ্ঞানী হল। জ্ঞান নেই তো ভক্তি হল না ! দেহ-অভিমান আছে। জ্ঞান হয়ই দেহী-অভিমানী হলে। আমরা হলাম আত্মা, আমাদের বাবা পরমপিতা পরমাত্মার সেই বাবা, টিচার, সঙ্করও হন। প্রজাপিতা ব্রহ্মাও তো আছেন। বাবা প্রজাপিতা ব্রহ্মার অক্যুপেশনও বলেছেন। তবে নিজেরও অক্যুপেশন বলেছেন। মানুষেরা তো শিব আর শঙ্করকে মিলিয়ে এক করে দিয়েছে। বলে শঙ্কর চোখ খুললে তো বিনাশ হয়ে যাবে। এখন বিনাশ তো বোম দ্বারা, ন্যাচারাল ক্যালামেটিস দ্বারা হয়। শিব শঙ্কর মহাদেব বলে। এই চিত্র কোথাও যথার্থ নেই। এই সব হল ভক্তি মার্গের চিত্র। ওখানে এইরকম কোনো ব্যাপার নেই। প্রজাপিতা ব্রহ্মাও হলেন দেহধারী। কত শত বাচ্চা আছে। তাই এই সব চিত্র হল পূজার জন্যই। বাবা বুঝিয়েছেন উনিই (ব্রহ্মা বাবা) এখানে ব্যক্ত (মূলবতন) আর ওখানে অব্যক্ত (সূক্ষ্মবতন)। যখন অব্যক্ত হবে হয়ে যাবেন তো ফরিস্তা হয়ে যাবে। অবশ্যই মূলবতন, সূক্ষ্মবতন দুটোই আছে। সূক্ষ্মবতনেও যায়। বাবা বুঝিয়েছেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা যিনি হলেন মানুষ আবার উনিই ফরিস্তা হন। আবার ওখানে রাজত্বও দেখানো হয়েছে। সেখানে আবার রাজত্বও করবেন। সূক্ষ্মবতনের চিত্র না হলে তো বোঝানো মুশকিল। বাস্তবে বিষ্ণুর চতুর্ভুজ রূপও নেই। এ হল ভক্তি মার্গের চিত্র। বাবা বোঝান আত্মাকেই পতিত থেকে পবিত্র করা হয়। পবিত্র হয়ে চলে যাবে নিজের ঘরে। আত্মারা নিরাকারী দুনিয়াতে থাকে, এটা হল সাকারী। বাকী সূক্ষ্মবতনের কোনো মুখ্য কাহিনী নেই। সূক্ষ্মবতনের রহস্যও বাবা এখন বোঝান। তাহলে মূলবতন, সূক্ষ্মবতন আর হল স্থূলবতন। তবে প্রথমে বাবার পরিচয় দিতে হবে। ভক্তি মার্গেও বাবাকে হে ভগবান, হে প্রভু বলে। তাকে জানে না। মানুষ প্রায়শই বলে শিব পরমাত্মায় নমঃ, শিব দেবতা কখনো বলে না। ব্রহ্মা দেবতা বলে। শিবকে পরমপিতা পরমাত্মাই বলা হয়। শিব দেবতা কখনো বলে না, শিব পরমাত্মা-ই বলে। ওঁনাকে কি কখনো সর্বব্যাপী বলা যায় ! পতিতকে পবিত্র করার কর্তব্য করবেন, তা কী নুড়ি পাথরে গিয়ে করবেন ? একেই ঘোর অন্ধকার বলা হয়। এটাও ড্রামাতে স্থির হয়ে আছে।

বাবা এসে বোঝান যদা যদা হি ধর্মস্য কিসের গ্লানি? মানুষ তো শ্লোক শুনে আবার অর্থ শোনায। এটা তো বাচ্চারা, তোমাদের ওখানে গিয়ে দেখা উচিত। বলা উচিত যে আমি এর অর্থ বোঝাচ্ছি। তারপর তাদের শোনানো দরকার। তারা কি আর বুঝবে যে এ হল বি.কে ! যদিও সাদা ড্রেস, তবুও কি তাতে বি. কে. - র ছাপ লাগানো আছে! তোমরা যে কোনো জায়গায় গিয়ে শুনতে পারো আর বলতে পারো এর অর্থ বলা তো। দেখো সে কি শোনায। বাকী এই এত সব চিত্র তো বিশদে বুঝতে হবে। এতে প্রচুর জ্ঞান আছে। সাগরকে কালি করো আর জঙ্গলকে কলম...তবুও এর(জ্ঞানের) অন্ত নেই। আবার সেকেন্ডেও এই কথা শোনাও, শুধু বাবার পরিচয় দিতে হবে। এই অনন্তের বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা। আমরা সবাই ওঁনার বাচ্চারা হলাম ব্রাদার্স। তাহলে আমাদেরও তো স্বর্গের রাজ্য প্রাপ্তি চাই, কিন্তু সবাই প্রাপ্ত করতে পারে না। বাবা আসেনই ভারতে আর ভারতবাসীই স্বর্গের অধিবাসী হয়। আর সবাই পরে আসে। এ তো খুব সহজ, কিন্তু বোঝে না। বাবার তো ওয়াল্ডার (অবাক) লাগে। একদিন গণিকা ইত্যাদিরাও এসে শুনবে। যারা পরে আসবে তারা জ্ঞানে তীক্ষ্ণ হয়ে যাবে। ওই সব স্থানে গিয়েও তোমরা কেউ সার্ভিস করতে পারো। অনেকে লজ্জা পায়, দেহ-অভিমান বেশী। বাবা বলেন বেশ্যাদেরও বোঝাতে হবে। ভারতকে অধঃগতিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য তারাও দায়ী । এর জন্য চাই প্রধানত যোগবল। সম্পূর্ণভাবে পতিত, পবিত্র হওয়ার জন্য স্মরণের যাত্রা চাই। এখন এই স্মরণের জোর হল কম। কারোর মধ্যে জ্ঞান আছে তো আবার স্মরণ কম আছে। কঠিন বিষয় ডিফিকাল্ট সাবজেক্ট) এটি,

এতে যখন পাশ করবে তখন গণিকাদের উদ্ধার করতে পারবে। ভালো ভালো অনুভাবী মাতা-রা বোঝাতে পারবে। কন্যাদের তো অনুভব নেই। মাতা-রা বোঝাতে পারবে। বাবা বলেন পবিত্র হলে তবে বিশ্বের মালিক হবে। পৃথিবীটাই শিবালয় হয়ে যাবে। সত্যযুগকে শিবালয় বলা হয়, সেখানে অপরিসীম সুখ আছে। ওদেরকেও ঐরকম বোঝাও যে বাবা বলেন এখন প্রতিজ্ঞা করো পবিত্র হওয়ার। ঐরকম পতিতদের পবিত্র করার তলোয়ার খুব ধারালো চাই। এখন হয়তো এর দেবী আছে। যারা বোঝাবে তাদের মধ্যেও নম্বরক্রম রয়েছে। যারা সেন্টারে থাকে, বাবা জানেন সবাই একরস নয়। সার্ভিসে যারা যায় তাদের মধ্যে রাত দিনের পার্থক্য আছে। তবে প্রথমে যখন কাউকে বোঝাবে তখন বাবার পরিচয়ই দাও। বাবার-ই মহিমা করো। এত গুণ বাবার ছাড়া আর কারো হতে পারে না। উনিই গুণবান বানান। বাবা-ই সত্যযুগের স্থাপনা করেন। এখন এটা হল সঙ্গম যুগ, যেখানে তোমরা পুরুষোত্তম হচ্ছে। তোমাদের, অর্থাৎ আত্মাদেরকে তিনি বসে বোঝাবেন। এটা তো বুঝতে পারো শরীর হলো আত্মারই। কতটা কে বুঝেছে চেহারা দেখলে বোঝা যায়। কেউ খামখেয়ালি স্বভাবের (মুড়ি) হলে তো চেহারা পুরোই পাল্টে যায়। নিজেকে আত্মা বুঝে বসলে চেহারাতে তা সুন্দর ছাপ থাকবে। এও প্র্যাক্টিস করা হয়। ঘর গৃহস্থতে যারা থাকে তারা অত লাফ দিতে পারবে না, কারণ সংসার প্রতিপালনের জন্য কাজকর্ম তো করতেই হয় তাদের। সম্পূর্ণ অভ্যাস করলে তবে চলতে- ফিরতে, উঠতে-বসতে তারা পরিপক্ব হয়ে উঠবে। স্মরণের দ্বারা ই তোমরা পবিত্র হও। আত্মা যত যোগে থাকে তত পবিত্র হয়। সত্যযুগে তোমরা সত্যপ্রধান ছিলে তো খুব খুশীতে ছিলে।

এখন সঙ্গমে তোমরা হাসিখুশী আমোদে থাকো, অনন্তের বাবাকে পেয়ে গেলে বাকী আর কি চাই। বাবার কাছে সমর্পিত হতে তো হবে। ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে মুষ্টিমেয় কেউ কেউ বেরোয়। বেশিরভাগ গরীব মানুষেরাই এই জ্ঞান গ্রহণ করে, ডামাই ঐরকম তৈরী হয়ে আছে। ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। কোটির মধ্যে কেউ বিজয় মালার দানা হবে। বাকী প্রজা তো হবে নম্বর অনুযায়ী। এরপর অনেকে হয়ে যাবে। ধনী গরীব সবাই হবে। এখানে পুরো রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। বাকী সবাই নিজের নিজের সেক্ষেত্রে চলে যাবে। তাই বাবা বোঝান বাচ্চাদের দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে। তোমাদের খাওয়া দাওয়াও যথানুরূপ হতে হবে। তোমাদের এমন আশা করা উচিত নয় যে আমি অমুক ভালো জিনিসটা খাব। এই সব আশা এখন হয়। বাবা বড় বড় বাণপ্রস্থ আশ্রম দেখেছেন। খুব শান্তিতে তারা থাকে। এখানে তো অসীম আধ্যাত্মিক এই সব কথা বাবা শোনান। বেশ্যারা, গণিকারাও এমন - এমন আসবে যারা তোমাদের থেকেও তীক্ষ্ণ হয়ে যাবে। খুব ফার্স্ট ক্লাস গীত গাইবে, যা শুনলেই খুশীর পারদ তুঙ্গে উঠে যাবে (যেমন থার্মোমিটারে পারদ সর্বোচ্চ শিখরে অবস্থান করে)। যখন ঐরকম তলিয়ে যাওয়া কাউকে তোমরা বুঝিয়ে শ্রেষ্ঠ করো তখন তোমাদের নামও অনেক উপরে উঠবে। বলবে এ তো বেশ্যাদেরও এত উচ্চমানের তৈরী করে। নিজেরাই বলবে আমরা শূদ্র ছিলাম, এখন ব্রাহ্মণ হয়েছি, আবার আমরাই দেবতা, ক্ষত্রিয় হব। বাবা প্রত্যেককে বুঝতে পারেন যে এ উন্নতি করতে পারবে কি পারবে না। পরে যারা আসবে তারা এদের থেকেও আগে চলে যাবে। ক্রমশ তোমরা দেখবে। এখনো দেখছো। নতুন বাচ্চাদের মধ্যেও সার্ভিসের বিষয়ে কেমন উৎসাহ রয়েছে। আচ্ছা !

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) পতিতকে পবিত্র করার সেবা করো, গণিকাদের, বেশ্যাদের জ্ঞান দাও, যারা নিপতিত তাদেরকে তোলো, তাদের উদ্ধার করো তবে সুনাম হবে।

২) নিজস্ব দৃষ্টিকে পবিত্র করার জন্য চলতে ফিরতে অভ্যাস করো যে আমি হলাম আত্মা, আত্মার সাথে কথা বলি। বাবার স্মরণে থাকলে পবিত্র হয়ে যাবে।

বরদান:- এক মিনিটের একাগ্র স্থিতি দ্বারা শক্তিশালী অনুভব করার ও করানো একান্তবাসী (এক এর অন্তে থাকা) ভব

একান্তবাসী (এক এর অন্তে থাকা) হওয়া অর্থাৎ যে কোনো একটি শক্তিশালী স্থিতিতে স্থিত হওয়া। বীজরূপ স্থিতিতে স্থিত হয়ে যাও, বা লাইট মাইট হাউসের স্থিতিতে স্থিত হয়ে বিশ্বকে লাইট মাইট (আলো ও শক্তি) দাও, অথবা ফরিস্তার স্থিতি দ্বারা সকলকে অব্যক্ত স্থিতির অনুভব করাও। এক সেকেন্ড বা এক মিনিটও যদি এই স্থিতিতে একাগ্র হয়ে স্থিত হয়ে যাও তো নিজেকে এবং অন্য আত্মাদের অনেক হিত সাধন করতে পারবে। কেবল এর প্র্যাক্টিস (অভ্যাস) চাই।

শ্লোগান:- ব্রহ্মচারী তিনিই, যার প্রত্যেক সংকল্প, প্রত্যেক বাণীতে পবিত্রতার তরঙ্গ মিলিত থাকে।

ব্রহ্মা বাবার সমান হওয়ার বিশেষ পুরুষার্থ

ব্রহ্মা বাবার সমান ফরিস্তা স্থিতির অনুভব করার জন্য কর্ম করার সময় মাঝে মাঝে নিরাকারী আর ফরিস্তা স্বরূপ হওয়া - মনের এই এক্সারসাইজ করো। যেমন ব্রহ্মা বাবাকে সাকার রূপে দেখেছ, সদা ডবল লাইট হয়ে থাকতেন, মনের মধ্যে সেবারও বোঝা থাকতো না। সেইরকম ফলো ফাদার হও, তবে সহজেই বাবার সমান হয়ে যাবে।

০৯-০১-১৯ : প্রাতঃমুরলী ঔম্ শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - প্রেমানুভবের সাথে বাবাকে স্মরণ করতে থাকবে। সদা শ্রীমৎ অনুসারে চলবে।
পঠন-পাঠনের প্রতি সম্পূর্ণ রূপে মনোযোগী হলে, সবাই সম্মান জানাবে তোমায়"

প্রশ্ন :- অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভব কোন্ বাচ্চাদের হয় ?

উত্তর :- (১) যে দেহী-অভিমানী হয়, সে যখনই কারও সাথে কথা বলে বা কাউকে কিছু বোঝায়, তখন তার মনের স্থিতি থাকে - 'আমি আত্মা, অন্য এক আত্মা ভাইয়ের সাথে কথা বলছি'। ভাই-ভাইয়ের এই দৃষ্টি যত দূর হবে ততই দেহী-অভিমানী ভাব আসতে থাকবে।

(২) যে এই ধারণায় বিভোর হয়ে আছে, স্বয়ং ভগবানের 'ঈশ্বরীয় ছাত্র' আমি,-
সে অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভব করবেই।

গীত :- কে এল আমার মনের দ্বারে.....

(জাগালো সুপ্ত মনকে, জ্ঞানের শব্দ নিনাদে)

ঔম্ শান্তি! এখানে স্বয়ং বাবা বসে বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন। কোনও সংস্কারেই এমনটি হয় না, স্বয়ং বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝায়। বাচ্চারা নিজেরাও তা জানে, তাদের সবারই এই একই পিতা। নিজেরা সবাই ভাই-ভাই। বাচ্চারাও ওয়ারিশনের অধিকারী হয়ে বাবার অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্সা পায়। কল্প-চক্রের বিষয়টাকে ভালভাবে বোঝাতে হবে। একমাত্র এই সঙ্গমেই মুক্তি আর জীবনমুক্তি পাওয়া যায়। বি.কে.-রা যাবে জীবনমুক্তিতে আর বাদবাকীরা সবাই যাবে মুক্তিতে। একজনই সবার সদগতিদাতা, মুক্তিদাতা, দিশা নির্দেশক - এসব ওনার উদ্দেশ্যেই বলা হয়। রাবণের রাজত্ব কত অধিক সংখ্যায় মানুষ। রামরাজ্যে, একটি মাত্র আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম, তাদেরকে বলা হতো আর্য়, যারা সংশোধিত হয়ে উন্নত হয়েছে। যারা সংশোধিত হয়নি তারা অনার্য। মর্মার্থ কেউ জানে না। এই সংশোধিতরাই আবার অসংশোধিত হলো কি প্রকারে? আর্য় কিন্তু কোনও ধর্ম নয়। এরাই সংশোধিত হয়ে দেবী-দেবতা ছিল। ৮৪-বার জন্ম নিতে নিতে তারাই অসংশোধিত হয়। একদা যারা উচ্চ থেকেও অতি উচ্চে, পূজ্য ছিলো, তারাই এখন পূজারীতে পরিণত! "হাম সো"- এর যথার্থ অর্থ একমাত্র বাবাই বোঝাতে সক্ষম। সিঁড়ি অর্থাৎ কল্পের যুগের ভাগ ও ৮৪-জন্মের অদ্ভুত কাহিনিও বোঝাতে হবে। এমনটা নয় যে, আত্মাই পরমাত্মা, কিন্তু পরমাত্মাই আত্মা। এ এক বিশাল নাটক। এই তোমরাই একদা পূজ্য থাকো, তোমরাই পরে পূজারী হও, অর্থাৎ দেবতা থেকে ক্ষত্রিয়.. এই ভাবেই সিঁড়ি দিয়ে অবশ্যই নিম্নে নামতে হয়। তারও ৮৪-জন্মের নির্দিষ্ট হিসাব আছে, কে কত জন্ম পাবে। বাবা বলছেন- বাচ্চারা, নিজেদের জন্মের রহস্যই জানো না তোমরা, জানাচ্ছি শোনো। এই অবিনাশী নাটকের চিত্রপট একটি চক্রের মতন। সেই হিসাবেই তোমাদের দেবতা, ক্ষত্রিয় ইত্যাদি হতে হয়। যার মধ্যে শুরুর ২১-জন্মেরই যত খ্যাতি। বর্তমানের তমোপ্রধান লোকেরা তা জানেই না। কিন্তু বি.কে.-রা এখন সেইসব জ্ঞান অর্জন করেছে। তবুও সবাই বুঝতে পারে না। তাই তো বলা হয়, কোটির মধ্যে দু-একজন সেই জ্ঞানে জ্ঞানী হতে পারে, যারা দেবতা ধর্মের উপযুক্ত হয়ে গড়ে উঠবে। এ কোনও আশ্চর্যের ব্যাপার নয়।

সৃষ্টি-চক্রের বিষয়ে খুব ভালভাবে বোঝাতে হবে। কোনটা সত্যযুগ.... কোনটা কলিযুগ.....! সত্যযুগে লোকসংখ্যা থাকে অনেক কম। কল্প-বৃক্ষের (ঝাড়ের) আকার তখন অনেক ছোট থাকে যা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই কল্পবৃক্ষের বিষয়টাই তো লোকেরা জানে না। আর ব্রহ্মার ব্যাপারে প্রকৃত তথ্য জানে - এমন ব্যক্তি খুঁজে পাওয়াই দায়। ব্রহ্মার মুখ-বংশাবলী ব্রাহ্মণের অবশ্যই প্রয়োজন, যাদেরকে দত্তক নেওয়া হয়। জাগতিক ব্রাহ্মণেরা তো গর্ভজাত সন্তান। একমাত্র বি.কে.-রাই প্রকৃত ব্রাহ্মণ, যাদের দত্তক হিসাবে স্বীকৃতি দেন ব্রহ্মাবাবা। এই রাবণের দুনিয়া তোমাদের বিদেশ-ভূমি। তাই বাবাকে এসে তা রাম-রাজ্যে রূপান্তরিত করতে হয়। ফলে ওনাকেও কারও না কারও শরীরে প্রবেশ তো করতেই হবে। 'কল্প-বৃক্ষের' ঝাড়ের চিত্রে দেখা, একেবারে উপরে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। বৃক্ষেরও জরাজীর্ণ অবস্থা। বাবা জানাচ্ছেন- অনেক জন্মের পর এখন যিনি অন্তিম জন্মে অর্থাৎ ৮৪-জন্মে পৌঁছে তপস্যারত অবস্থায় আছেন, আমি তার শরীরকেই আধার বানাই। ইনি কিন্তু ভগবান নন। লোকেরা ভগবানকে সর্বব্যাপী বলে। পাথর-নুড়িতেও ভগবান, এমন বলতে বলতে নিজেদের অবস্থাই এখন নুড়ি পাথরের মতন। কিন্তু, দেবতারা তো অনুপম-অনন্য। এই জ্ঞানের পাঠ পড়ে তোমরাও সেই পদ পেতে পারো। সত্যি কত উন্নত স্তরের এই জ্ঞানের পাঠ। দেবতাদের ভগবান-ভগবতীও বলা হয়। তারা পবিত্র থাকে এবং স্বয়ং ভগবানের দ্বারা এই ধর্মের স্থাপনা হয়। তাই ভগবান-ভগবতীও বলা চলে। যদিও প্রকৃত অর্থে ওনারা মহারাজা-মহারানী। শ্রীলক্ষ্মী-শ্রীনারায়ণকে ভগবতী-ভগবান বলাটা এক প্রকারের অন্ধশ্রদ্ধাই। ভগবান তো কেবল এক ও একমাত্র। তাই বি.কে.-রা শিব আর শংকরের পার্থক্যকে বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দেয়। তাতেও লোকেরা বলে, বি.কে.-রা দেবতাদেরও ছুড়ে ফেলে দেয়। একমাত্র বি.কে.-দের বুদ্ধিতেই সমগ্র সৃষ্টি চক্রের জ্ঞান আছে। কিন্তু যারা জ্ঞানে মহারথী কেবল তারাই খুব ভালভাবে তা বোঝাতে পারবে। অনেকেই এমন আছে, যদিও সে প্রচুর জ্ঞান শোনে, কিন্তু বুদ্ধিতে ধরে রাখে না কিছুই, তবে সে আর কি পদেরই বা আশা করতে পারে? এমন পাই-পয়সার বি.কে.-রা দাস-দাসীই হয়। ভবিষ্যতে তোমাদের সেসবের সাক্ষ্যাংকারও হবে, কিন্তু তখন আর তা সংশোধনের কোনও উপায় থাকবে না। সময় ফুরিয়ে গেলে আর কিছুই যে করার থাকে না। তাই বাবা বার-বার সতর্ক করতে থাকেন। বাস্তবে এটাও হয় না, সবাই উচ্চ-পদের অধিকারী হবে। অনেকেরই মনের আধারটাই যে পরিস্কার নয়, মন-বুদ্ধি নোংরা-আবর্জনায় পূর্ণ। এর জন্য তো অনেক বেশী পুরুষার্থের প্রয়োজন। চিত্রগুলির সাহায্যে বোঝাবার অভ্যাস করো, যাতে ভবিষ্যতে তাদের অনুশোচনা না করতে হয়। এটাই আত্মার ভোজন। যা প্রত্যেককেই বোঝানো উচিত। ভয় পেয়ে পিছিয়ে এলে চলবে না। তোমরা যখন বড়-বড় জায়গায় প্রদর্শনী, মিউজিয়াম ইত্যাদি করবে, তোমাদের নাম-যশও চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে। ফর্ম ছাপিয়ে রাখবে, সবাই তাদের মতামতও যেন লিখে দেয় তাতে।

বাস্তারা, তোমাদেরকে আরও বেশী করে করতে হবে এই ঈশ্বরীয় সেবা। তবে আগে বুঝে নিতে হবে নতুন দুনিয়া ও পুরাতন দুনিয়ার বিষয়ে, ইনি তেমন বুঝদার হবে কি না। এসব অতি সহজেই সবাই বুঝতে পারতো, যদি না কল্পের আয়ুকে এত লম্বা করে ভুল ব্যাখ্যা না করা হতো। এর কারণেই মানুষের মধ্যে এই দ্বিধার সৃষ্টি হয়েছে। শুরুতেই বাবার পরিচয় জানাতে হবে। অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভব কেবল সে করতে পারবে, যে দেহী-অভিমানী ভাবে থাকবে। কেবল মুখে ভাষণ দিলেই হবে না, ভাষণের সময় মনে রাখতে হবে, আমিও আত্মা তারই ভাই। এক ভাই অপর ভাইকে বোঝাচ্ছে। এই আত্ম-অভিমানী ভাবে আসা - যা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। মুহূর্তে-মুহূর্তেই তা ভুলে যায় অনেকেই। তাই বাবা এই বিষয়কেই বেশী করে বোঝান বি.কে.-দেরকে। প্রবাদ প্রচলিত আছে

যে, আত্মা আর পরমাত্মা উভয়েই পৃথক ছিল বহুকাল- এর মর্মার্থ কেবল তোমরা বি.কে.-রাই বুঝতে পারো। যারা মহারথী তারা নিজেদেরকে আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ করার নিরলস অভ্যাসে অভ্যাসী, তবেই তো সে নিজেকে পাওয়ারফুল আত্মা ভাবতে পারবে। আর যে নিজেকে আত্মা ভাবতেই পারে না, তার তো কোনও ধারণাই হবে না। স্মরণের দ্বারাই যোগে বল আসবে। জ্ঞানকে বল বলা হয় না - যোগের বলকেই বলা হয় যোগবল। এই যোগবলের শক্তিতেই তোমরা বিশ্বের মালিক হও। অন্যদেরকেও নিজেদের মতন করে তৈরী করতে হবে তোমাদেরকেই। যতক্ষণ না পর্যন্ত অনেককে নিজেদের মতন করে তৈরী করতে পারছো, ততক্ষণ বিনাশ কার্য শুরুই হতে পারবে না। বড় কোনও যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি শুরু হলেও, তা কিন্তু আবার বন্ধও হয়ে যাবে। অনেকের কাছেই কত প্রকারের বোমা আছে, অথচ যা রাখার জিনিষ নয়। পুরোনো এই দুনিয়ার বিনাশ এবং আদি সনাতন ধর্মের স্থাপনা তো অবশ্যই হবে। তার আর বেশী দেবীও নেই। তখন সবাই একত্রে বলবে- এই মহাভারতে মহাভারী যুদ্ধ শুরু হয়েছে। সেই সময়ে ভগবানও থাকবেন এখানে। তখন তোমাদের খুবই মান্যতা দেবে লোকেরা, তখন তারা দলে-দলে আসতে থাকবে তোমাদের কাছে এখানে। তারাই বলবে- দেখো কেমন বি.কে.সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এই ঈশ্বরীয় বিদ্যালয়ে। এর মধ্যেই যে প্রকৃত শক্তি নিহিত আছে। যত বেশী স্মরণের যোগে থাকবে, তোমাদের আত্মাও ততই শক্তিশালী হতে থাকবে। বাবার সাথে স্মরণের যোগ লাগিয়ে অন্যদেরকেও সেই আলো দিতে পারবে তোমরা। এই ব্রহ্মা-দাদাও তেমনই বলেন- "আমার থেকেও ভাল সেবা করতে পারে এই বাচ্চারা।" এখনও অল্প সময় অবশিষ্ট আছে, অথচ যোগে যথার্থ রীতিতে বসে থাকতে পারে না কেউ। বাচ্চারা নিজেরাই তা বুঝতে পারে, যোগের অভ্যাসে তারা একটু পিছিয়েই আছে, তাই সেভাবে তীর লাগাতে পারে না তারা। ভগবানও কুমারীদের জ্ঞানের বাণে ভরপুর করে দেন। তোমরা হলে প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারী, আর ইনি হলেন ব্রহ্মা, যিনি তোমাদেরকে সন্তানরূপে দত্তক নিয়েছেন। রচয়িতা কেবল একজনই, বাকীরা সবাই বিদ্যার্থী। যার মধ্যে ব্রহ্মাও আছে। অর্থাৎ এসব কিছুই রচনা। তোমরাই দেবতা হতে চলেছো। তাই তো এই দৈবী-গুণ ধারণ করছো। দুই-পা তো আর একত্রে চলতে পারে না। যেমন কেউ কেউ বালির উপরেই দাঁড়িয়ে আছে। যদিও বাবা তাদের নাম প্রকাশ করছেন না। কিন্তু বাবা যে সত্য বলছেন, তা বুঝতে পারছো। তোমরা বাচ্চারা একে অপরের স্বভাবকে বুঝে নিয়ে নিজেদের মধ্যে মিলেমিশে কাজ করবে।

বাচ্চারা, এখন তোমরা বুঝতে পারছো, একদা তোমরাই সেই মুকুটধারী ছিলে, যা আবারও তা হতে চলেছো। পূর্বে একথা অন্যেরা মানতে চাইতো না। ধীরে-ধীরে তারা এখন বুঝতে পারছে, যদিও তা বোঝার জন্য তেমন স্বচ্ছ বুদ্ধির দরকার। আর সেই বুদ্ধি থাকে আত্মার সাথেই। আত্মা সং-চিং-আনন্দ স্বরূপ। তাই তোমাদেরকে দেহী-অভিমানী ভাব ধারায় গড়ে তোলা হচ্ছে। কিন্তু যতক্ষণ না পর্যন্ত এই ধরায় বাবা আসেন না, ততক্ষণ কেউ দেহী-অভিমানী হতে পারে না। বাবা বলছেন- "আত্মা-অভিমানী ভব। অবিরাম যদি আমাকে স্মরণ করতে থাকো, তবেই আমার থেকে শক্তি নিতে পারো। এই (স্মরণের) ধর্মেই প্রচুর শক্তি আছে। সমগ্র বিশ্বের অধীশ্বরও হওয়া যায়। এ কি কম কথা। তোমরাও শক্তিশালী হও বাবার সাথে যোগযুক্ত হয়ে, এই যোগবলের দ্বারাই। এটাই নতুন ধরণের কথা, যা খুব ভালভাবে বোঝাতে হবে সবাইকে। আত্মাদের প্রকৃত বাবা কেবল একজনই, যিনি অসীম বেহদের পরমাত্মা। তিনিই নতুন দুনিয়ার রচয়িতা। শিবের এই কর্ম-কর্তব্যগুলি ব্যাখ্যা করে শোনাতে, উনি এসে কি কি করেন। লোকেরা তো কৃষ্ণ-জয়ন্তী ও শিব-জয়ন্তী দুটোই পালন করে। কিন্তু দুজনের মধ্যে বড় কে? --উচ্চতমেরও উচ্চে নিরাকার। কিন্তু উনি এমন কি করেছেন যে,

ওনার নামে জয়ন্তী পালন করা হয়? আর কৃষ্ণই বা এমন কি করেছেন? শাস্ত্রে লেখা আছে, নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা সাধারণ এক বৃদ্ধের শরীরে অবস্থান করে নতুন স্থাপনার কার্য করেন। যদিও অনেক মত-মতান্তরও আছে এ বিষয়ে। কিন্তু শ্রীমৎ তো একটাই, যার দ্বারা তোমরা এত শ্রেষ্ঠ (মহান) হতে পারো। কোনও মানুষের মতে তো আর শ্রেষ্ঠ হওয়া যায় না। এই অমূল্য ঈশ্বরীয় শ্রীমৎ পুরো কল্পে একমাত্র এই সঙ্গমেই পাওয়া যায়। দেবতাদের কোনও মত হয় না। মানব থেকে দেবতা হতে পারলেই হলো। যারপর আর গুরু-গোঁসাইয়ের ব্যাপারটাই থাকে না। লোকেরা তাদের মত অর্থাৎ মনুষ্য মতই পেয়ে থাকে। এগুলিই যুক্তি সহযোগে বোঝাতে হবে বি.কে.-রা কেন রাজযোগী। হঠযোগীরা রাজযোগ শেখাতে পারে না। তারা তো নিবৃত্তি-মার্গের। প্রকৃত তীর্থযাত্রা করে প্রবৃত্তি-মার্গের লোকেরাই। যেহেতু তারা ঘর-সংসার-পরিবার সবেতেই আছে।

বাচ্চারা, কোনো কিছুতেই তোমরা মুষড়ে পড়ো না যেন। এই অবিনাশী ড্রামার চিত্রপট পূর্ব নির্ধারিত। বারংবার যার পুনরাবৃত্ত হতে থাকে। এই সেবাও তেমনই হচ্ছে, যেমনটি হয়েছিল কল্প পূর্বে। ড্রামার অনুসারেই তোমরা নিজ নিজ পুরুষার্থে আগ্রহী হও। তেমনটাই করো ঠিক যেমনটা করেছিলে কল্প পূর্বে। তোমরাও তা বুঝতে পারো, অন্যদের পুরুষার্থ করার চাল-চলন ও ধারণ দেখে। প্রদর্শনীতে তেমন গাইডকে গ্রুপের সাথে পাঠানো হয়, যে খুব ভালভাবে বোঝাতে সক্ষম। বাবা খুব ভাল রীতিতেই এই জ্ঞানের পাঠ পড়ান তোমাদের। কত সুন্দর ও সহজ ভাবে বিশাল অসীম-বেহদের বুদ্ধিতে গড়ে তোলেন তোমাদের! তোমাদেরও তেমনি আনন্দে বিভোর হতে হবে, প্রকৃত অর্থে কার সন্তান তোমরা। যেখানে স্বয়ং ভগবান তোমাদের শিক্ষক। আর যে এই জ্ঞানের পাঠ ধারণ করতে পারে না সে তো পালিয়ে যাবেই। ভগবানও তা বুঝতে পারেন, এই আত্মাধারী ওঁনার সন্তান নয়। অনেকেই দেখে, যারা নিজেদেরকে ভগবানের সন্তান ভেবে এতদিন এখানে পড়তে আসতো, তাদের কেউ কেউ এখন আর আসছেই না। কিন্তু যখন তার মধ্যে সেই উচিত বোধ জাগ্রত হলো, তারপর থেকে নিয়মিত পাঠ পড়তে আসতে লাগলো। এরপরেও যদি সে তেমন ভাবে যোগে অভ্যাসী হতে পারে, তবে আগামীতে অনেক উচ্চ পদের অধিকারীও হতে পারে। তখনি তারা একথা বুঝতে পারে, সত্যি কতটা সময় অপচয় করে ফেলেছে তারা, এই ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন মাঝপথে ছেড়ে দিয়ে। যাই হোক, এখন অবশ্যই বাবার থেকে আশীর্বাদী-বর্সা নিতেই হবে। বাবাকে স্মরণ করতে-করতে কিস্বা বাবা-বাবা জপতে-জপতে এক বিশেষ ধরনের রোমাঞ্চকর স্থিতির অনুভব হয়। যেহেতু, এই বাবা-ই তো তোমাদের এত উচ্চ পদ প্রাপ্ত করায়। সত্যি কত ভাগ্যশালী বি.কে.তোমরা। অতএব প্রতিটা মুহূর্তেই যেন বাবা স্মরণে থাকে। বাবার নির্দেশিত দিশায় চলতে থাকলে, উন্নতিও হতে থাকবে। তখন তোমাদেরও অন্যেরা অনেক সম্মান জানাবে। বাবা জানাচ্ছেন -অশিক্ষিত লোকেরা বিদ্বান লোকেদের সামনে নতজানু হয়। দেহ-অভিমানী আত্মাধারীরা দৈবী-গুণ ধারণ করতে পারে না। বি.কে.দের মুখ-মণ্ডলে সৌম্যভাব অবশ্যই থাকা উচিত। তাই তো বলা হয়, অতীন্দ্রিয় সুখের কথা জানতে হলে তাদের কথা শোনো, স্বয়ং ভগবান যাদের পড়াচ্ছেন। অতএব ভেবে দেখো, এই পাঠের প্রতি বি.কে.দের কত অধিক মনোযোগ দেওয়া উচিত এবং কিভাবে বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলা উচিত। তোমাদের এই যোগ-বলের শক্তিতেই সমগ্র বিশ্বে পবিত্রতা আসে। সত্যি, এ বড়ই আশ্চর্যের। গোবর্দ্ধন পাহাড়কেও তো তোমরা প্রত্যেকেই এক-এক আঙ্গুলের সহযোগিতা দিয়ে উঠিয়ে রেখেছিলে। আসলে তা এরই প্রতীক-যারা এই অপবিত্র বিকারী ছিঃ-ছিঃ দুনিয়াকে পবিত্র বানিয়ছিলো। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা ও সুপ্রভাত।
ঈশ্বরীয় পিতা নমন জানাচ্ছেন ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) সত্য জ্ঞানকে বুদ্ধিতে ধারণ করার জন্য বুদ্ধিরূপী পাত্রকে পরিষ্কার ও স্বচ্ছ করতে হবে। ব্যর্থ আবর্জনাগুলিকে বুদ্ধি থেকে ঝেড়ে ফেলতে হবে।

২) দৈবীগুণগুলির ধারণা আর জ্ঞানের পঠন-পাঠনে সম্পূর্ণরূপে মনোযোগী হয়ে অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভব করতে হবে। সদা এতেই বিভোর হয়ে থাকতে হবে যে, আমি ভগবানের সন্তান, স্বয়ং ভগবান আমার শিক্ষক।

বরদান :- প্রাপ্তি স্বরূপ হয়ে, 'কেন' এবং 'কি' প্রশ্নের উর্দে (বাইরে) থেকে সদা প্রসন্নচিত্ত হও

বিস্তার :- প্রাপ্তিস্বরূপ সম্পন্ন আত্মাদের কখনই কোনও বিষয়েই প্রশ্ন আসে না। তার চেহারায় এবং চাল-চলনে প্রসন্নতার ব্যক্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় - একেই বলে সন্তুষ্টতা। প্রসন্নতা কম হওয়ার কারণ হল প্রাপ্তি কম আর প্রাপ্তি কম হওয়ার কারণ হলো- কোনও না কোনও সুপ্ত ইচ্ছা। অনেক সূক্ষ্ম ইচ্ছাও অপ্রাপ্তির দিকে টেনে নিয়ে যায়। এই কারণেই অল্পকালের ইচ্ছাগুলিকে ঝেড়ে ফেলে, প্রাপ্তিস্বরূপ হতে পারলে, তবেই সদা প্রসন্নচিত্ত হতে পারবে।

স্লোগান :- পরমাত্ম প্রেমে লাভলীন হয়ে থাকলে মায়ার আকর্ষণ সমাপ্ত হয়ে যায়।

. :: ব্রহ্মা বাবার সমান হবার

. জন্য বিশেষ পুরুষার্থ ::

ব্রহ্মাবাবা চলতে-ফিরতে ফরিস্তার মতন অর্থাৎ দেহ-ভাব রহিত অনুভব করতেন। কাজ-কর্মে, কথাবার্তায়, নির্দেশ দেওয়া, উৎসাহ-উদ্দীপনা বাড়ানোতেও দেহ থেকে পৃথক ভাবে, সূক্ষ্ম প্রকাশ রূপের অনুভূতি করানো- এগুলিতে ব্রহ্মাবাবাকেই ফলো ফাদার (অনুসরণ) করো। সদা দেহ-ভাব থেকে পৃথক থেকে, প্রত্যেকেই তেমন পৃথক রূপে দেখাকেই বলা হয় (দেহে অবস্থান করেও) ফরিস্তার স্থিতি।

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার হয়ে বাবার নাম উজ্জ্বল(মহিমাম্বিত) করো, তোমরা সম্পূর্ণ পবিত্র হলে বাবার নাম উজ্জ্বল হবে। তোমাদেরকে সম্পূর্ণ মিষ্টি হতে হবে"

প্রশ্ন :- সঙ্গমযুগে বাচ্চারা তোমাদের এমন কোন্ চিন্তা রয়েছে যা সত্যযুগে থাকবে না ?

উত্তর :- সঙ্গমে তোমাদের পবিত্র হওয়ারই চিন্তা থাকে, বাকি আর সব বিষয় থেকে বাবা তোমাদের নিশ্চিত করে দেন। তোমরা পুরুষার্থ করো এইজন্যে, যেন পুরোনো শরীর প্রসন্ন চিত্তে ত্যাগ করা যায়। তোমরা জানো যে, পুরোনো বস্ত্র(শরীর) ত্যাগ করে নতুন নিতে হবে। প্রত্যেক বাচ্চারা নিজেদের হৃদয়কে(মন) জিজ্ঞাসা করো যে আমাদের খুশী কতটা থাকে, আমরা কতটা সময় বাবাকে স্মরণ করি।

ওম শান্তি। মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের রুহানী বাবা বোঝান। তিনি পড়ানও আবার বোঝানও। তিনি পড়ান রচয়িতা আর রচনার আদি, মধ্য, অন্তের গুপ্ত রহস্য আর বোঝান সর্বগুণসম্পন্ন হও, দৈব-গুণ ধারণ করো। স্মরণ করতে করতে তোমরা সতোপ্রধান হয়ে যাবে তোমরা জানো যে এইসময় এই সৃষ্টি হলো তমোপ্রধান, সতোপ্রধান সৃষ্টি ছিল যা এখন ৫ হাজার বছরে তমোপ্রধান হয়ে গেছে। এ হলো পুরোনো দুনিয়া। সকলের উদ্দেশ্যেই বলা হবে, তাই না ! এরা নতুন দুনিয়ায় ছিল, না শান্তিধামে ছিল। বাবা আত্মাদেরই বসে বোঝান - হে রুহানী বাচ্চারা, তোমাদের সতোপ্রধান অবশ্যই হতে হবে। বাবার আশীর্বাদ অবশ্যই নিতে হবে। আমাকে অর্থাৎ নিজের পিতাকে অবশ্যই স্মরণ করতে হবে। লৌকিক বাচ্চারাও (লৌকিক পিতাকে) স্মরণ করে। যত বড় হতে থাকে পার্থিব সম্পত্তির আশীর্বাদ(হদের বর্ষা) পাওয়ার অধিকারী হতে থাকে। তোমরা হলে বেহদের পিতার সন্তান। বাবার থেকে বেহদের উত্তরাধিকার নিতে হবে। এখন ভক্তি ইত্যাদি করার প্রয়োজন নেই। এ তো বাচ্চারা বুঝে গেছে যে - এ হলো ইউনিভার্সিটি। সব মানুষকেই লেখা-পড়া করতে হয়। বেহদের বুদ্ধি ধারণ করতে হবে। এখন এই পুরোনো দুনিয়াকে পরিবর্তিত হতে হবে। যা এখন তমোপ্রধান সেটাই সতোপ্রধান হয়ে যাবে। বাচ্চারা জানে, এইসময় আমরা বেহদের বাবার কাছ থেকে বেহদের সুখের(অসীম সুখের) আশীর্বাদ পাচ্ছি। এখন আমাদের একমাত্র রুহানী বাবার মতানুসারেই চলতে হবে। এই রুহানী স্মরণের যাত্রা দ্বারাই তোমাদের আত্মা সতোপ্রধান হতে থাকে কারণ আবার সেই সতোপ্রধান দুনিয়ায় তোমাদের যেতে হবে। তোমরা বুঝতে পেরেছো যে আমরা হলাম ব্রাহ্মণ। আমরা বাবার হয়ে গিয়েছি। পড়া করছি আর পড়াকেই তো জ্ঞান বলা হয়। ভক্তি হলো আলাদা। তোমাদের ব্রাহ্মণদের বাবা জ্ঞান শোনান আর কেউই এই জ্ঞানকে জানে না। তারা এটা জানে না যে জ্ঞানের সাগর বাবা, যিনি টিচারও তিনি কিভাবে পড়ান। বাবা বিভিন্ন বিষয়ে(টপিকস) অনেক কিছু বোঝাতে থাকেন। মুখ্যকথা হলো সম্পূর্ণ বাবার হয়ে বাবার নাম উজ্জ্বল করতে হবে। সম্পূর্ণ পবিত্র হতে হবে। সম্পূর্ণ মিষ্টি হতে হবে। এ হলো ঈশ্বরীয় বিদ্যা। ভগবান বসে পড়ান। সেই উচ্চ থেকে উচ্চতম পিতাকে বসে স্মরণ করতে হবে। এ হলো এক সেকেন্ডের কথা। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় কর। তোমরা জানো যে, আমরা আত্মারা শান্তিধামে বসবাস করি, তারপর আবার এখানে আসি অভিনয় করতে। পুনর্জন্মে আসতেই থাকি। নশ্বরের ক্রমানুসারে ৮৪ জন্মের পাঁট আমরা এখন পূর্ণ করেছি। এই পড়াকেও(জ্ঞান) বুঝতে হবে, পাঁটকেও বুঝতে হবে। ড্রামার রহস্যও বুঝতে রয়েছে। তোমরা জানো যে, এ হলো আমাদের অন্তিম জন্ম আর এখনই

বাবাকে পেয়েছি। যখন ৮৪ জন্ম পূর্ণ হয়, তখনই পুরোনো দুনিয়ার পরিবর্তন হয়। তোমরা এই বেহদের ড্রামাকে, ৮৪ জন্মকে আর এই পড়াকে জানো। ৮৪ জন্ম নিতে-নিতে এখন অস্তিম লগ্নে এসে দাঁড়িয়েছো। এখন পড়ছো, পুনরায় নতুন দুনিয়ায় যাবে। নতুন-নতুনরা তো আসতেই থাকে। কিছু না কিছু নিশ্চয় হতে থাকে। কেউ কেউ তো এই পড়ায় মগ্ন হয়ে যায়। বুদ্ধিতে থাকে যে আমরা সতোপ্রধান পবিত্র হতে চলেছি। আমরা পবিত্র হতে-হতেই উন্নতি প্রাপ্ত করব।

বাবা বোঝান, তোমরা যত স্মরণ কর ততই তোমাদের আত্মা পবিত্র হতে থাকে। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ ড্রামাই ফিক্সড হয়ে আছে। এটাও জানো যে, তোমরা এই দুনিয়ার সবকিছু ত্যাগ করে এসেছো। যা কিছু এই নয়ন দ্বারা দ্যাখো তা আর দেখো না। এ সবকিছুই শেষ হয়ে যাবে। এখন এ হলো তোমাদের অস্তিম জন্ম আর কেউই এই বেহদের ড্রামাকে জানে না। তোমরা এখন সম্পূর্ণ চক্রকেই জানো, বাবা এসেছেন এখন তোমাদের তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান বানাতে। যেমন লৌকিক জগতের পরীক্ষা ১২ মাস পর হয়। তোমাদের স্মরণের যাত্রা এখনো সম্পূর্ণ হয় নি। অনেক কিছুই স্মরণে আসে, তারপর পুনরায় যখন পরিপক্ব হতে থাকবে তখন আর কিছুই স্মরণে থাকবে না। আত্মা সম্পূর্ণ অশরীরী এসেছে, অশরীরী-ই যেতে হবে। তোমরা সমগ্র সৃষ্টির প্রতিটি মানুষেরই পাটকে জানো। মানুষের সংখ্যা ক্রমাগত অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে। কোটি-কোটি হয়ে গেছে। সত্যযুগে তো আমরা অনেক অল্প সংখ্যক থাকবো। পুনর্জন্ম নিতে-নিতে আর অন্য সব ধর্মের মঠ-পন্থ, শাখা-প্রশাখা বাড়তে-বাড়তে ঝাড়(সৃষ্টিকর্ষী কল্প বৃক্ষ) অনেক বড় হয়ে গেছে। আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মই প্রায়ঃ লুপ্ত হয়ে গেছে। আমরাই দেবী-দেবতা ধর্মে ছিলাম, সতোপ্রধান ছিলাম। এখন সেই ধর্মই তমোপ্রধান হয়ে গেছে, এখন আবার সতোপ্রধান হতে হবে আর তা হওয়ার জন্যই আমরা পড়ছি। যত পড়বে, পড়াবে, ততই অনেকের কল্যাণ হবে। অত্যন্ত স্নেহ-পূর্বক বোঝাতে হবে। এরোপ্লেন থেকে প্রচারপত্র ফেলতে হবে। তাতেও এটাই বোঝাতে হবে যে তোমরা জন্ম-জন্মান্তর ধরে ভক্তি করে এসেছো। গীতা পড়াও হলো ভক্তি। এমন নয় যে গীতা পড়ে কেউ মনুষ্য থেকে দেবতা হয়ে যাবে। ড্রামানুসারে বাবা যখন আসেন তখনই এসে সতোপ্রধান হওয়ার যুক্তি দেন। তখন পুনরায় আমাদের সতোপ্রধান পদ প্রাপ্তি ঘটে।

তোমরা জানো, এই পড়ার দ্বারাই আমরা এমন (দেবী-দেবতা) হবো। এ হলো ঈশ্বরীয় পার্শালা। ভগবান তোমাদের পড়িয়ে নর থেকে নারায়ণ তৈরী করেন। আমরা যখন সতোপ্রধান ছিলাম তখন স্বর্গ ছিল। এখন তমোপ্রধান হয়ে যাওয়ায় তা নরক হয়ে গেছে। পুনরায় চক্রকে ঘুরতেই হবে। বাবা-ই এসে মনুষ্য থেকে দেবতা, বিশ্বের মালিক হওয়ার পুরুষার্থ করান। বাবাকে স্মরণ করতে হবে আর দৈব-গুণ ধারণ করতে হবে। লড়াই-ঝগড়া করবে না। দেবতার কখনো লড়াই-ঝগড়া করে না। তোমাদেরও তেমন-ই হতে হবে। তোমরাই এমন সর্বগুণসম্পন্ন ছিলে, শ্রীমত অনুসারে চলে তেমনই হতে হবে। নিজেকে জিজ্ঞাসা করো যে আমরা কতটা খুশীতে থাকি? কতখানি নিশ্চয়তা রয়েছে? এ তো সারাদিন স্মরণ করা উচিত। কিন্তু মায়া এমনই যে ভুলিয়ে দেয়। তোমরা জানো যে, বাবার সাথে আমারও হলাম বিশ্বসেবাবাদী। পূর্বে তোমরা পার্থিব(হদের) জগতের পড়াশোনা করতে, আর এখন বেহদের বাবার থেকে বেহদের পড়া পড়ো। এ হলো পুরোনো শরীর যা নিজের সময় অনুযায়ী মুক্ত হয়ে যাবে, সময় না হলে মুক্ত হতে পারে না। আমরা যেন হাসতে হাসতে এই শরীর ছাড়ি। আমরা এই ছিঃছিঃ শরীরকে ছেড়ে, পুরোনো দুনিয়াকেও ছেড়ে খুশী মনে চলে যাই। কোনো বড় দিন থাকলে খুশী হয়ে নতুন বস্ত্র পড়ি, তাই না ! এখানে তোমরা জানো যে নতুন

দুনিয়ায় আমরা নতুন শরীর পাবো(ধারণ করব)। এখন আমাদের একটাই চিন্তা তা হলো পবিত্র হওয়ার আর সব চিন্তা থেকে আমরা মুক্ত হয়ে যাই। এ সবকিছুই শেষ হয়ে যাবে তাহলে চিন্তা কেন করব। আধাকল্প আমরা ভক্তিমাগে, চিন্তায় ছিলাম। পুনরায় আধাকল্প আর কোনো চিন্তা থাকবে না। বাকী সময় কিন্তু অতি অল্প। পবিত্র হওয়ার চিন্তা একটু রয়েছে, তারপরে আর কোনো চিন্তা থাকবে না। এ হলো সুখ-দুঃখের খেলা। সত্যযুগে সুখ, কলিযুগে দুঃখ রয়েছে। বাবা বুঝিয়েছেন, তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পারো যে সত্যযুগ, সুখধাম নিবাসী না কি কলিযুগ দুঃখধামের? তোমরা এরকম নতুন-নতুন কথা শোনাও। এখন অবশ্যই বলবে যে দুঃখধামের নিবাসী। অত্যন্ত স্নেহ-পূর্বক জিজ্ঞাসা করো যাতে মানুষ নিজেই বুঝতে পারে যে আমরা কোথাকার নিবাসী। তারাই বলবে যে এদের প্রশ্ন করার যুক্তি খুব সুন্দর। যত বড় গণ্যমান্য ব্যক্তিই হোক, ধনবান হোক সকলেই কিন্তু হলো নরকবাসী, তাই না ! স্বর্গ তো নতুন দুনিয়াকে বলা হয়। এখন কলিযুগ হলো পুরোনো দুনিয়া। এই প্রশ্ন অত্যন্ত ভালো। সিড়ির চিত্রেও সব ক্রিয়ার রয়েছে। তোমরা সুখধামে রয়েছে না দুঃখধামে রয়েছে? এ হেল(নরক) না হেলেন(স্বর্গ)? ডিটি (পবিত্র) না ডেভিল (অপবিত্র)? এসব জিজ্ঞাসা করতে হবে। অবশ্যই সত্যযুগকে ডিটি ওয়ার্ল্ড বলা হবে। কলিযুগকে নরক ডেভিল ওয়ার্ল্ড (অপবিত্র দুনিয়া) বলা হবে। জিজ্ঞাসা করতে হবে যে সত্যযুগ পবিত্র দুনিয়ার নিবাসী না কি কলিযুগ অপবিত্র দুনিয়ার নিবাসী? যত বড়ই বিত্তশালী হও না কেন কিন্তু নিবাসী কোথাকার? এখন তোমরা জ্ঞান প্রাপ্ত করেছো। পূর্বে এই সব কথা খেয়ালেও আসতো না। এখন তোমরা বুঝতে পারো যে আমরা সঙ্গমে রয়েছে। যারা কলিযুগে রয়েছে তারা পতিত, নরকবাসী, তাই পুনরায় পবিত্র হতে হবে। তবেই তো ডাকে(আহ্বান করে) - হে পতিত-পাবন এসো, এসে আমাদের পবিত্র করো। একথাও বোঝাতে হবে। তোমাদের কাছে কত অসংখ্য মানুষ আসে কিন্তু তারমধ্যে থেকেও কোটিতে কেউ-কেউই বেরোয়। আমি(পরমাত্মা) যা, যেমন এবং যা শেখাই - সেই অনুযায়ী কোনো বিরলতম ব্যক্তিই চলতে পারে। প্রভাত-ফেরীতেও এটাই দেখাও যে আমরা এই পড়ার(জ্ঞান) দ্বারাই স্বর্গবাসী হতে চলেছি। সত্যযুগ-ত্রৈতা-দ্বাপর-কলিযুগ..... এইভাবে চক্র ঘুরতেই থাকে, তাই না। তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ চক্র রয়েছে। পুনরায় তোমরা সুখধাম-শান্তিধামের মালিক হও। সুখধামে, দুঃখধামের নামও থাকে না। যদি পড়া সম্পূর্ণ না হয় তাহলে পদপ্রাপ্তি কম হবে। এ তো সাধারণ কথা তাই বেহদের পড়া পড়ে বেহদের আশীর্বাদ নিতে হবে। শুধুমাত্র নিজেকে আত্মা মনে করে বেহদের পিতাকে স্মরণ করতে হবে। বাবা অতি মিষ্টি। ওঁনার ডায়রেকশন হলো, দেহ-সহিত দেহের সর্ব বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাও। আত্মা হলো অবিনাশী। অতি শীঘ্র শরীর ধারণ করা আবার ততক্ষণাৎ শরীর ত্যাগ করা খুব দেরী লাগে কি, না লাগে না। এইসময় তো দিন-প্রতিদিন সবাই তমোপ্রধান হয়ে পড়ে। যখন আমরা সতোপ্রধান ছিলাম তখন আমরা লম্বা আয়ুষ্কালের অধিকারী ছিলাম। আর অত্যন্ত অল্প সংখ্যক ছিলাম। অন্য কোনো ধর্মই ছিল না। তোমাদের আয়ু এখন পুরুষার্থের দ্বারাই বৃদ্ধি

প্রাপ্ত হয়। যতই স্মরণ করবে ততই তোমাদের আয়ু বৃদ্ধি পাবে। যখন তোমরা সতোপ্রধান ছিলে তখন তোমাদের আয়ুষ্কাল অনেক বড় ছিল। কিন্তু যখন থেকে নীচে অবতরণ করেছে তখন থেকেই আয়ু কম হয়ে গেছে। রজো-তে নেমে আয়ু কমেছে, তমো-তে নেমে তো আয়ু আরও কমেছে। যেমন জল সেচের ঘানি(ঘানি = যেটা ঘোরে, চাষের কাজে ব্যবহৃত হয়), একদিক থেকে পাত্র ভরে আর অন্যদিকে খালি হতে থাকে। এও হলো বেহদের জল সেচের ঘানি। তোমরা এখন পূর্ণ হচ্ছ। পূর্ণ হতে হতে যখন তোমরা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে তখন আবার ধীরে-ধীরে খালি হতে থাকবে। এর সাথে ব্যাটারীর উদাহরণও দেওয়া যেতে পারে। এখন আমরা সতোপ্রধান হয়ে যাই, তারপর পুনরায় ৮৪

জন্ম নিই। আধাকল্প পরে রাবণ রাজ্য শুরু হয়। রাবণ-রাজ্যে সকলকেই নরকবাসী বলা হবে। পরে যারা আসবে তারা তো নরকেই আসবে। প্রথমে তোমরাই স্বর্গে যাও। এ হলো তোমাদের বাবার থেকে পাওয়া ভক্তির ফল। মনে করা হয় যে, এ অনেক ভক্তি করেছে তাই জ্ঞানও সঠিকভাবে নিতে থাকে। এই সব রহস্য বাবা তোমাদের বোঝান। তোমাদের আবার অন্যদের-কেও বোঝাতে হবে। মনুষ্যরা তো অনেক পাপের পর পাপ করে চলেছে। এখন বাবা এসেছেন, তোমাদের জ্ঞান দান করছেন। বাবা যখন আসেন, এসে তখনই তোমাদের পড়ান। এতদিন পর্যন্ত একথা তো জানা ছিল না। ক্রমাগত পাপাশ্রয় হয়ে গেছে। পুণ্যশ্রয় কিভাবে হয় আর পাপাশ্রয় বা কিভাবে হয়; কারা সত্যযুগ-নিবাসী; কারা কলিযুগ-নিবাসী - কিছুই জানা ছিল না। এখন বাবা বুঝিয়েছেন। বাবাকে শাস্ত্রাণ্ড(অগ্নিশিখা) বলা হয়ে থাকে। তাঁর মধ্যে লাইটও রয়েছে আবার মাইটও(শক্তি) রয়েছে। যখন লাইটে আসো অর্থাৎ আলো-জ্যোতি জাগ্রত হয় তখন মাইটও আসে। তোমাদের আয়ুও(লাইফ) অনেক বড় হয়ে যায়। সেখানে(সত্যযুগ) কাল তোমাদের গ্রাস করতে পারে না। খুশী-খুশী এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীরে চলে যাও। দুঃখের কোনো কথাই নেই। এ যেন এক ধরনের খেলা। (সাঁপ-সিঁড়ির উদাহরণ) তোমরা সত্যযুগ থেকে কলিযুগ পর্যন্ত অভিনয় করেছে একথা তোমাদের বুদ্ধিতে একদম বসে গেছে।

বাবা তোমাদের পিতাও, শিক্ষকও আবার সঙ্গুরুও। একথা একমাত্র বাচ্চারাই পুরুষার্থের নশ্বরের ক্রমানুসারে জানে। পুনর্জন্মকেও তোমরাই বোঝো যে তোমরা কতবার জন্মগ্রহণ করো। ব্রাহ্মণ ধর্মে তোমরা কত জন্ম নাও? (এক জন্ম) কেউ কেউ দুই-তিন জন্মও নেয়। মনে করো, কেউ শরীর ত্যাগ করেছে, সে ব্রাহ্মণত্বের সংস্কার নিয়ে গেছে। তাই ব্রাহ্মণত্বের সংস্কার থাকার কারনেই তারা পুনরায় সত্যিকারের ব্রাহ্মণ কুলেই আসবে। ব্রাহ্মণ কুলের আত্মারা তো সংখ্যায় বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। ব্রাহ্মণকুলের সংস্কার তো সাথে নিয়ে যায়, তাই না। কিছু হিসাব-নিকাশ থাকলে পরে কেউ-কেউ দুই-তিন জন্মও নিতে পারে। এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর নেবে। আত্মা ব্রাহ্মণকুল থেকে দৈবীকুলে যাবে। এরমধ্যে শরীরের কোনো কথাই নেই। এখন তোমরা বাবার হয়েছে, তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সন্তান আবার প্রজাপিতা ব্রহ্মারও সন্তান। অন্য কোনো সম্বন্ধ তোমাদের নেই। বেহদের পিতার হয়ে যাওয়া কোনো কম কথা নয়, তাই না! তোমরা সুখধামের মালিক হয়ে যাও। যদি তোমরা শুধু মহান পিতাকেও চিনে নাও তাহলেও তোমাদের নৌকা(বেরা) পার হয়ে যাবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাত-পিতা বাপদাদার স্নেহ-স্মরণ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করো যে - ১) আমাদের খুশী কতক্ষণ থাকে? ২) সর্বগুণসম্পন্ন ছিলে এখন শ্রীমত অনুসারে চলে আবার হতে হবে, এই নিশ্চয়তা কতক্ষণ থাকে? ৩) আমরা কতখানি সতোপ্রধান হয়েছি? দিন-রাত সতোপ্রধান(পবিত্র) হওয়ার চিন্তা থাকে কি?

২) বেহদের পিতার সাথে বিশ্বসেবা করতে হবে। বেহদের পড়া পড়তেও হবে আবার পড়াতেও হবে। দেহ-সহ যা কিছু বন্ধন রয়েছে সেগুলিকে বাবার স্মরণে থেকে মুক্ত করতে হবে।

বরদান :- সেবায় মান-সম্মানের কাঁচা ফলকে ত্যাগ করে সদা প্রসন্নচিত্ত থাকা অভিমান-মুক্ত ভব

বিস্তার:- রয়্যাল-রূপের ইচ্ছার স্বরূপ হলো নাম, মান, সম্মান। যারা নামের জন্য সেবা করে, তাদের নাম অল্পকালের জন্য হয় আর উচ্চ পদপ্রাপ্তিতে তাদের নাম পিছনের সারিতে চলে যায় কারণ ফল কাঁচা থাকতেই থেয়ে নেয়। অনেক বাচ্চারা মনে করে যে সেবার ফল স্বরূপ আমার সম্মান পাওয়া উচিত। কিন্তু এ কোনো সম্মান নয়, এ হলো অভিমান। যেখানে অভিমান থাকে সেখানে প্রসন্নতা থাকতে পারে না, সেই কারণে অভিমান মুক্ত হয়ে সদা প্রসন্নতার অনুভব করো।

স্লোগান :- পরমাত্ম প্রেমের সুখদায়ী দোলনায় দুলতে থাকো তাহলে দুঃখের তরঙ্গ(লহর) আসতে পারবে না।

ব্রহ্মাবাবার সমান হওয়ার জন্য বিশেষ পুরুষার্থ

প্রথম স্থানাধিকারী(নম্বর ওয়ান) ব্রহ্মার আত্মার সঙ্গে তোমাদের সকলকেই ফরিস্তা হয়ে অব্যক্ত বতনে গিয়ে পরে পরমধামে যেতে হবে তাই মনের একাগ্রতার উপর বিশেষ মনোযোগ (অ্যাটেনশন) দাও, নির্দেশ (অর্ডার) অনুসারে মনকে চালিত কর। প্রত্যেক পরিস্থিতিতে, বৃত্তিতে, দৃষ্টিতে, কর্মতে যেন অলিপ্ত ভাবের অনুভব হয়। ফরিস্তা-স্থিতির অনুভূতি নিজেও করো আর অন্যদেরকেও করাও।

“মিষ্টি বাচ্চারা - সর্বদা আনন্দে থাকো আর অন্যদেরকেও আনন্দ দাও। এটাই হল সকলের ওপর কৃপা করা। সবথেকে বড় পুণ্য হল কাউকে পথ দেখানো”

প্রশ্ন :- কার মেজাজ সর্বদা খুশিতে ভরপুর থাকবে? মেজাজ খুশিতে ভরপুর রাখার উপায় কি?

উত্তর :- যে জ্ঞানের ক্ষেত্রে খুব কুশলী, যে গল্পের মতো করে ড্রামাকে বুঝে এবং মনন-চিন্তন করে, সে-ই সর্বদা খুশিতে থাকতে পারবে। খুশিতে থাকার জন্য সর্বদা বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলতে থাকো। নিজেকে আত্মা রূপে নিশ্চয় করো এবং বাবা যেগুলো বোঝান, সেগুলো খুব ভালো করে মন্বন করো। বিচার সাগর মন্বন করতে করতে মেজাজ খুশিতে ভরপুর হয়ে যাবে।

ওম্ শান্তি। রুহানি পিতা তাঁর রুহানি সন্তানদের সাথে রুহরিহান করছেন। বাচ্চারা জানে যে আমাদের পিতা তো একজনই, তিনিই আমাদেরকে শিক্ষা দেন। শিক্ষকের কাজটাই হলো শিক্ষা দেওয়া। গুরুর কাজ হলো জীবনের লক্ষ্য বলে দেওয়া। বাচ্চারা সেই লক্ষ্যটা বুঝতে পেরেছে। মুক্তি-জীবনমুক্তি প্রাপ্তির জন্য স্মরণের যাত্রা করা অত্যাবশ্যক। দুটোই খুব সহজ। ৮৪ জন্মের চক্রও বুদ্ধিতে আবর্তিত হয়। এটা স্মরণে রাখতে হবে যে এখন আমাদের ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ হয়েছে, এখন ফেরত যেতে হবে। কিন্তু পাপী আত্মারা তো মুক্তি-জীবনমুক্তিতে যেতে পারবে না। এইরকম ভাবে বিচার সাগর মন্বন করতে হবে। যে করবে, সে ফল পাবে। সে নিজেও খুশিতে থাকবে আর অন্যকেও খুশিতে রাখবে। অন্যদেরকে রাস্তা বলে দিয়ে তাদের কল্যাণ করতে হবে। তোমরা বাচ্চারা জানো যে এটা হল পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। এই কথাটা কারো কারো মনে থাকে, কারো কারো থাকে না। ভুলে যায়। এই কথাটা মনে থাকলেই খুশির পারদ উচ্চ গ্রামে উঠবে। বাবা, শিক্ষক এবং সদগুরু রূপে মনে থাকলেও খুশির পারদ উচ্চ গ্রামে উঠবে। কিন্তু চলতে চলতে অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এসে যায়। যেমন পাহাড়ে চড়ার সময়ে ওপরে-নিচে করে উঠতে হয়, বাচ্চাদেরও সেইরকম অবস্থা হয়। কেউ অনেক ওপরে ওঠার পরেও এমনভাবে পড়ে যায় যে আগের থেকে আরও নীচে নেমে যায়। তাদের সমস্ত উপার্জন নষ্ট হয়ে যায়। যতই দান-পুণ্য করো না কেন, যদি পুণ্য করতে করতে পাপ কর্ম করা শুরু করে দাও তাহলে সমস্ত পুণ্য নষ্ট হয়ে যায়। সবথেকে বড় পুণ্য হল বাবাকে স্মরণ করা। স্মরণের দ্বারা-ই পুণ্য আত্মা হতে পারবে। যদি সঙ্গদোষের প্রভাবে সেই ভুল কর্ম-ই করতে থাকো, তাহলে আগের থেকে আরও নীচে নেমে যাবে। তখন সেই জমার খাতা আর থাকবে না, নষ্ট হয়ে যাবে। পাপ কর্ম করলে সেটা নষ্ট হয়ে যায়। পাপের পরিমাণ অনেক বেড়ে যায়। অ্যাকাউন্ট চেক করা হয়। বাবাও বলেন- তোমার পুণ্যের খাতা ছিল, কিন্তু পাপ করতে থাকলে পাপের পরিমাণ একশো গুণ হয়ে যাবে এবং তখন আরও বেশি ক্ষতি হয়ে যাবে। পাপের মধ্যেও আবার কোনোটা বড়, কোনোটা ছোট হয়। কাম বিকার হল সবথেকে বড় পাপ, তারপরে রয়েছে ক্রোধ, ক্রোধের পরে লোভ। কাম বিকারের বশীভূত হলে সমস্ত সঞ্চয় নষ্ট হয়ে যায়। লোভের পরিবর্তে লোকসান হয়ে যায়। সদগুরুর নিন্দুক এখানে টিকতে পারবে না। বাবার বাচ্চা হয়েও ছেড়ে চলে যায়। কারণ কি? অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাম বিকারের আঘাত লাগার কারণেই এইরকম হয়। এটা খুব বড় শত্রু। এইটার কুশের পুতুলকেই পোড়ানো হয়। ক্রোধ কিংবা লোভের কুশের পুতুল বানানো হয় না। কাম বিকারের ওপরে সম্পূর্ণ বিজয়ী হলেই জগৎ-জিৎ হবে। মানুষ ভগবানের উদ্দেশ্যে আহ্বান করে বলে - আমরা রাবণের রাজত্বে পতিত হয়ে গেছি, তুমি এসে আমাদেরকে পবিত্র

বানাও। সবাই পতিত-পাবনের গান করে। হে পতিতদেরকে পবিত্র করতে সক্ষম, সকল সীতাদের রাম, তুমি এসো। কিন্তু এই কথাটার অর্থ বুঝতে পারে না। এটাও জানে যে বাবা অবশ্যই নুতন দুনিয়া স্থাপন করতে আসবেন। কিন্তু অনেকটা সময় দিয়ে দেওয়ার জন্য মানুষ ঘন অন্ধকারে ডুবে গেছে। দুটো জিনিস রয়েছে - জ্ঞান আর অজ্ঞান। ভক্তি হল অজ্ঞানতা। যার পূজা করে, তাঁর সম্মুখে কিছুই জানে না। তাহলে তাঁর কাছে পৌঁছাবে কিভাবে? তাই এত দান-পূণ্য সব বিফল হয়ে যায়। হয়তো অল্পকালের জন্য কাক-বিষ্ঠা-সম সুখ পাওয়া যায়, কিন্তু বাকিটা কেবল দুঃখ আর দুঃখ। বাবা এখন বলছেন, তুমি যদি কেবল আমাকেই স্মরণ করো, তাহলে তোমার সকল দুঃখ দূর হয়ে যাবে। তাই চেক করতে হবে যে আমি কতটা বাবাকে স্মরণ করি যাতে পুরাতন হিসাব সমাপ্ত হয়ে নুতন হিসাব জমা হবে। কেউ কেউ তো কিছুই জমা করে না। সবকিছু স্মরণের ওপরেই নির্ভরশীল। স্মরণ না করলে পাপ ভস্ম হবে কিভাবে? জন্ম-জন্মান্তরের অনেক পাপ জমা আছে। কেবল এই একটা জন্মের জীবন কাহিনী বলে দিলেই জন্ম-জন্মান্তরের পাপ কেটে যাবে না। শুধু এই জন্মের বোঝাটা হালকা হয়ে যায়। তাই অনেক পরিশ্রম করতে হবে। যোগের দ্বারা-ই এতগুলো জন্মের হিসাবপত্র মিটবে। বিচার করতে হবে যে আমি কতটা যোগ করি? আমার কি সত্যযুগের আদিতে জন্ম হওয়া সম্ভব? যে অনেক পুরুষার্থ করবে, সে-ই সত্যযুগের আদিতে জন্ম নেবে। সে কখনো লুকিয়ে থাকবে না। সবাই তো সত্যযুগে আসতে পারবে না। পরের দিকে এসে অল্প পদ পাবে। যদি আগে আসে, তাহলে চাকর হবে। এই কথাগুলো তো খুব সহজেই বোঝা যায়। তাই বাবাকে খুব ভালোভাবে স্মরণ করতে হবে। তোমরা জানো যে আমরা নুতন দুনিয়াতে বিশ্বের মালিক হওয়ার জন্য এসেছি। যে বেশি স্মরণ করবে, সে অবশ্যই খুশিতে থাকবে। যদি রাজা হতে চাও তাহলে প্রজাও তৈরি করতে হবে। নাহলে কিভাবে বুঝবে যে আমি রাজা হব। যে সেন্টার খোলার নিমিত্ত হয়, সেবা করে, তারও উপার্জন হয়। তারও অনেক লাভ হয়। সেও তার পুরস্কার পেয়ে যায়। কেউ কেউ ৩-৪টে সেন্টার খোলার নিমিত্ত হয়। যে যতটা করে, সেই অনুসারে প্রত্যেকেই অংশীদার হয়। সবাই মিলে কাঁধে করে এই মায়াবী দুঃখের বোঝাকে সরাচ্ছে। তাই সকলেই পুরস্কার পাবে। যে অনেককে রাস্তা বলে দিচ্ছে, অনেক পরিশ্রম করছে, সে তত উঁচু পদ পাবে। সে খুব খুশিতে থাকবে। নিজের অন্তর-ই জানে যে আমি কতজনকে রাস্তা বলেছি। কতজনকে উদ্ধার করেছি। সবকিছু করার এইটাই তো প্রকৃত সময়। খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত তো সকলের হয়ে যায়। অনেকে আছে যারা অন্য কোনো কাজ করে না। যেমন মাষ্টা কত সেবা করেছেন। সেবার দ্বারা ওনার অনেক কল্যাণ হয়েছে। অনেক সেবা করতে হবে। যোগের দ্বারাও সেবা হয়। অনেক গভীর ডাইরেকশন প্রাপ্ত হয়। ভবিষ্যতে আরো অনেক পয়েন্ট বেরোবে। দিনে দিনে আরো উন্নতি হবে। নুতন নুতন পয়েন্ট বেরিয়ে আসবে। যে সেবাতে নিযুক্ত থাকে, সে সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পেরে যায়। যে সেবা করে না, তার বুদ্ধিতে কিছুই বসবে না। বিন্দুরূপকে কিভাবে বুঝবে? তোমরা কাউকে জিজ্ঞেস করো যে আত্মা কত বড়? আত্মার দেশ-কাল জিজ্ঞেস করলে কিছুই বুঝতে পারবে না। দুনিয়ার মানুষ পরমাত্মার নাম-রূপ-দেশ-কালের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে। তোমরা আত্মার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেই ওরা সংশয় প্রকাশ করবে। কেউই এই ব্যাপারগুলো জানে না। আত্মা এত ছোট বিন্দু, কিন্তু তার মধ্যে সমস্ত পার্ট ভরা আছে। এখানেও অনেকে আছে যারা আত্মা এবং পরমাত্মার ব্যাপারে জানেই না। কেবল বিকারগুলো থেকে সন্ধ্যাস গ্রহণ করেছে। সেটাই অনেক। সন্ধ্যাসীদের ধর্ম আলাদা। এই জ্ঞান কেবল তোমাদের জন্যেই। বাবা বোঝাচ্ছেন, তোমরা পবিত্র ছিলে, তারপর অপবিত্র হয়ে গেছে। এখন পুনরায় পবিত্র হতে হবে। তোমরাই ৮৪ চক্র ঘোরাও। দুনিয়ার মানুষ এইসব কথার কিছুই জানে না। জ্ঞান এবং ভক্তি সম্পূর্ণ আলাদা। জ্ঞান ওপরে ওঠায়, আর ভক্তি নীচে নামায়।

সূতরাং দিন-রাতের মতো পার্থক্য। কোনো মানুষ যতই নিজেকে বেদ শাস্ত্রের অথরিটি মনে করুক না কেন, আসলে তো কিছুই জানে না। তোমরা এখন জানতে পেরেছো। তোমাদের মধ্যেও বিভিন্ন ক্রম রয়েছে। ভুলে যাওয়ার জন্যই খুশি থাকে না। না হলে তো অসীম খুশি হওয়া উচিত। বাবার কাছ থেকে তোমরা এইরকম উত্তরাধিকার পাচ্ছ। বাবা সাক্ষাৎকারও করান। কিন্তু সাক্ষাৎকার হওয়ার পরেও যদি শ্রীমৎ অনুসারে না চলো, তাহলে কোনো লাভ নেই। দুঃখের সময়েই বাবাকে স্মরণ করে। বাবাকে লিট্রের (মুক্তিদাতা), রাম, প্রভু ইত্যাদি বলে। কিন্তু তিনি আসলে কে সেটাই জানে না। ভক্তিমাগে কেউই এইরকম শিক্ষা দেয়নি যে নিজেকে আত্মা অনুভব করে বাবাকে স্মরণ করো। কখনোই না। যদি কেউ এইরকম শিক্ষা দিত, তাহলে তো সেটা পরম্পরা ধরে চলে আসত, তাই না? ভক্তি তো এইভাবেই চলে এসেছে। ভক্তি অনেক রকমের। কিন্তু জ্ঞান কেবল একটাই। মানুষ মনে করে, ভক্তির দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যাবে। কিন্তু কিভাবে পাওয়া যাবে? কবে পাওয়া যাবে? এইসব জানে না। কবে থেকে ভক্তি শুরু হয়েছে, কে সবথেকে বেশি ভক্তি করেছে - এইসব কিছুই জানে না। আমরা কি আরো ৪০ হাজার বছর ধরে এইরকম ভক্তি করব? একদিকে দুনিয়ায় মানুষরা ভক্তি করছে, অন্যদিকে তোমরা জ্ঞান পাচ্ছ। মানুষকে বোঝানোর জন্য কতই না পরিশ্রম করতে হয়। তোমরা তো এত প্রদর্শনী করো, কিন্তু তা সত্বেও কোটির মধ্যে কয়েকজন উঠে আসবে। কতজনকে নিজের মতো বানিয়ে নিয়ে এসেছো? কতজন প্রকৃত ব্রাহ্মণ রয়েছে সেই হিসাব এখন করা সম্ভব নয়। অনেক অসত্য সন্তানও রয়েছে। দুনিয়ার ব্রাহ্মণরা কথা শোনায়। এখানে বাবা গীতার কথা শোনান। বাবা যেগুলো শোনান, সেগুলো আবার তোমরা শোনাও। সত্যিকারের গীতা শোনানো তো বাচ্চাদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। সকল ধর্মের নিজ নিজ শাস্ত্র রয়েছে। বাস্তবে যত শাস্ত্র রয়েছে, সবই ভক্তিমাগের সামগ্রী। কেবল গীতা-ই হল জ্ঞানের পুস্তক। গীতা হল মাতা-পিতা। বাবা এসেই সকলের সদগতি করেন। মানুষ তো এইরকম বাবারও গ্লানি করে। আসলে শিববাবার জয়ন্তী হল হিরেতুল্য। সর্বোচ্চ ভগবান-ই হলেন সকলের সদগতি দাতা। অন্য কারোর মহিমা কিভাবে হওয়া সম্ভব? হয়তো দেবতাদের মহিমা করা হয়, কিন্তু বাবা-ই তো দেবতাদেরকে ঐরকম বানান। একদিকে যেমন আমাদের কনস্ট্রাকশন(নির্মাণ) চলছে, তেমনি অন্যদিকে ডেস্ট্রাকশনের(ধ্বংস) কাজও চলছে। অনেকেই আছে যারা কাউকেই বোঝাতে পারে না। তারা স্কুল সেবা করুক। মিলিটারিতে সবরকম কাজের লোক থাকে। যে অশিক্ষিত, তাকে একজন শিক্ষিত ব্যক্তির সামনে অবশ্যই মাথা নোয়াতে হবে। মাস্টা-বাবা যাকিছু করেন, সেটা দেখে শেখো। তোমরাও বুঝতে পারো যে কারা কারা অনন্য বাচ্চা। বাবাকে জিজ্ঞেস করলেও বাবা বলে দেবেন যে অমুককে ফলো করো। যে নিজে সার্ভিসেবল নয়, সে অন্যকে কিভাবে শেখাবে? সে তো আরও সময় নষ্ট করবে। বাবা বোঝাচ্ছেন, যদি নিজের উন্নতি করতে চাও, তাহলে সেটা এখানেই করতে পারো। আমরা কিভাবে ৮৪ জন্ম নিয়েছি, তার ছবি তো রাখাই আছে। যদি নিজে বুঝতে পেরেছ, তাহলে অন্যকেও বোঝাও। কত সহজ বিষয়। আমাদেরকে এইরকম হতে হবে। গতকাল পর্যন্ত এদের পূজা করতাম, কিন্তু আজকে আর করিনা। নলেজ প্রাপ্ত হয়েছে। এইরকম অনেকে এসে নলেজ নেবে। তোমরা যত বেশি সেন্টার খুলবে, তত অনেক আত্মা এসে বুঝবে। এইসব কথা শুনে তাদের খুশির পারদ উর্ধগামী হবে। নর থেকে নারায়ণ হতে হবে। এটাই হল সত্যিকারের সত্য-নারায়ণ কথা। ভক্তির দ্বারা তো অধঃপতন হয়। জ্ঞান আসলে কি সেটা ওরা জানেই না। বেহদের বাবা এখন তোমাদেরকে যথাযথ ভাবে বোঝাচ্ছেন। বাবা বোঝাচ্ছেন, আমি তো কালকেই তোমাদেরকে রাজস্ব দিয়েছিলাম। সেই রাজস্ব কোথায় গেল ? এটা তোমরাই জানো। এটাই হলো খেলা। কেবল বাবা-ই এই খেলার পুরো রহস্য বলতে পারেন। আমরা বলি- বাবা, তুমিও এই ড্রামার মধ্যে আবদ্ধ। তোমাকে তো এই পতিত দুনিয়ায় এবং পতিত

শরীরে আসতেই হবে। মানুষ ঈশ্বরের অনেক মহিমা করে। বাচ্চারা বলছে - বাবা, আমরা তোমাকে ডেকেছি। তাই আমাদেরকে পতিত থেকে পবিত্র করার জন্য অর্থাৎ আমাদের সেবা করার জন্য তোমাকে আসতেই হয়েছে। প্রতি কল্পেই এইভাবে আমাদেরকে দেবতা বানিয়ে তুমি চলে যাও। এটা যেন একটা গল্পের মতো। যে খুব হুঁশিয়ার, তার কাছে তো এটা একটা গল্পের মতোই। বাচ্চারা, তোমাদের মেজাজ সর্বদা খুশিতে ভরপুর থাকতে হবে। বাবাও তো ড্রামা অনুসারে সেবাধারী হয়েছেন। বাবা বলছেন, আমার শ্রীমৎ অনুসরণ করো। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। দেহ অভিমান ত্যাগ করো। নতুন দুনিয়াতে তোমরা নতুন শরীর পাবে। বাবা যেসব শিক্ষা দিচ্ছেন, সেগুলোকে ভালোভাবে মন্বন করো। বুদ্ধির দ্বারা তোমরা বুঝতে পেরেছ যে আমরা এইরকম হওয়ার জন্য এসেছি। এম অবজেক্ট তো তোমাদের সামনেই রয়েছে। ভগবানুবাচ হল - দুনিয়ার মানুষ হয় ভগবানকে মানুষ বলে দেয়, নয়তো নিরাকার বলে দেয়। তোমরা আত্মারাও হলে নিরাকার। শরীর ধারণ করে অভিনয় করছ। বাবাও তাঁর পার্ট প্লে করছেন। যে ভালোভাবে সেবা করবে, সে-ই নিশ্চিত হবে যে আমি অবশ্যই মালার দানা হব। নর থেকে নারায়ন হতে হবে। ফেল হলে অটোমেটিক্যালি রাম-সীতা হয়ে যাবে। যেহেতু স্বয়ং ভগবান পড়াচ্ছেন, তাই ভালোভাবে পড়তেই হবে। কিন্তু মায়া অনেক বিরোধিতা করে, অনেক বিপত্তি নিয়ে আসে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় ওঁনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বিচার সাগর মন্বন করে অসীম খুশিতে থাকতে হবে। অন্যদেরকেও রাস্তা বলে দিয়ে তাদের কল্যাণ করতে হবে। সঙ্গদোষের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে কোনো খারাপ কর্ম করা উচিত নয়।

২) মায়াবী দুঃখের বোঝাকে সরানোর জন্য মিলিত ভাবে প্রচেষ্টা করতে হবে। সেন্টার খোলার মাধ্যমে অনেকের কল্যাণের নিমিত্ত হতে হবে।

বরদান :- ব্রাহ্মণ জীবনে সর্বদা চিয়ারফুল এবং কেয়ারফুল মুডে থেকে কস্মাইন্ড রূপধারী হও যদি কোনো পরিস্থিতিতে প্রসন্নতার মুড পরিবর্তিত হয়ে যায়, তবে সেটাকে সদকালের প্রসন্নতা বলা যাবে না। ব্রাহ্মণ জীবনে যেন সর্বদাই চিয়ারফুল(উৎফুল্ল) এবং কেয়ারফুল(সাবধান) মুড থাকে। মুড যেন কখনো বদলে না যায়। মুড বদলে গেলে তোমরা বলো যে আজ আমার মুড এইরকম, তাই আমি একান্তে থাকতে চাই। আসলে একলা হয়ে গেলেই মুড বদলে যায়। সর্বদা কস্মাইন্ড রূপধারী হয়ে থাকলে মুড বদলাবে না।

স্লোগান :- কোনো উৎসব পালন করার অর্থ হল স্মরণ এবং সেবার উৎসাহে থাকা।

ব্রহ্মাবাবার সমান হওয়ার জন্য বিশেষ পুরুষার্থ:-

এখন এইরকম তীর পুরুষার্থের লক্ষ্য রাখো যে আমি হলাম ডবল লাইট ফরিস্তা। চলতে ফিরতে এই ফরিস্তা স্বরূপের অনুভূতিকে বাড়াও। অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করো। এক সেকেন্ডে যেকোনো সংকল্পকে সমাপ্ত করার ক্ষেত্রে কিংবা স্বভাব-সংস্কারের ক্ষেত্রে ডবল লাইট থাকো।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা কল্যাণকারী বাবার বাচ্চাদের কর্তব্য হলো সবার কল্যাণ করা, সবাইকে বাবার স্মরণ করিয়ে তাদের জ্ঞান দান করা"

প্রশ্ন :-- বাবা কোন্ বাচ্চাদের মহারথী বলে সম্বোধন করেন, তাদের লক্ষণ কি ?

উত্তর :-- যারা সঠিক রীতিতে নিজেরা অধ্যয়ন করে এবং অন্যদেরও করায় তাদের উপর বৃহস্পতির দশা থাকে, যারা নিজের এবং অন্যদের উন্নতির সবসময় থেয়াল রাখে, যারা এই যজ্ঞের সেবায় অস্থি দেয় (সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ) বাবার কাজে সহযোগী হয়ে উঠে -- সে-ই হলো মহারথী । এমন মহারথী বাচ্চাদের সম্পর্কে বাবা বলেন -- এরা হলো আমার সুসন্তান ।

ওম্ শান্তি । আজকাল বাচ্চারা শিব জয়ন্তীর প্রস্তুতি করছে, কার্ড ইত্যাদি ছাপাচ্ছে । বাবা তো অনেকবার বুঝিয়েছেন সম্পূর্ণ কথাই গীতার উপর ভিত্তি করে । মানুষের দ্বারা রচিত গীতা পড়তে পড়তে অর্ধকল্প ধরে অধঃপতিতই হয়েছে । একথা তোমরা বাচ্চারা বুঝেছ -- অর্ধকল্প দিন, অর্ধকল্প রাত । বাবা এখন বিষয়বস্তু বলে দিচ্ছেন তার উপরেই মন্বন করতে হবে । তোমরা লিখতে পার ভাই এবং বোনেরা এসে বোঝা -- এক গীতাই হলো জ্ঞানের শাস্ত্র বাকি সব ভক্তির । জ্ঞানের শাস্ত্র একটাই যা পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে বেহদের বাবা পরমপিতা পরমাত্মা ত্রিমূর্তি শিব এসে শোনান, লিখতে হবে, তিনি ব্রহ্মা দ্বারা শোনাচ্ছেন । যার ফলে ২১ জন্মের জন্য সঙ্গতি প্রাপ্তি হবে । জ্ঞানের গীতা দ্বারা ২১ জন্মের জন্য অবিনাশী বর্ষা প্রাপ্তি হয়, তারপর ৬৩ জন্ম ধরে ভক্তির গীতা চলে যা মানুষকে শোনানো হয়েছে । বাবা তো রাজযোগ শিখিয়ে সঙ্গতি করিয়ে দেন । তারপর আর শোনার প্রয়োজন পড়ে না । এই গীতা জ্ঞানের দ্বারা দিন শুরু হয়ে থাকে । জ্ঞানের সাগর বাবাই গীতা শোনান, যার জন্য ২১ জন্ম সঙ্গতি প্রাপ্ত হয়ে যায় । অর্থাৎ একশ শতাংশ পবিত্রতা, সুখ শান্তির অটল অখণ্ড সত্যযুগের দৈবী স্বরাজ্য প্রাপ্তি হয় । ২১ জন্মের জন্য উত্তরণ ঘটে । মানুষ দ্বারা রচিত গীতা অধঃপতন ঘটায় । ভক্তির গীতা আর জ্ঞানের গীতার ভালভাবে বিচার সাগর মন্বন করা উচিত।

এটাই হল মূল বিষয় যা মানুষ জানে না । তোমরা লেখ ত্রিমূর্তি শিব জয়ন্তীই শ্রীমৎ ভগবত্‌গীতা জয়ন্তী, যা সবাইকে সঙ্গতি প্রদান করে । তোমরা এও বলতে পার শিব জয়ন্তী-ই বিশ্বে শান্তি নিয়ে আসে । প্রধান শব্দটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ যার উপর সব নির্ধারণ করছে । তোমরা সবাইকে বলতে পার মানুষ, মানুষকে সঙ্গতি দিতে পারে না । ভগবান সঙ্গতি করতে আসেন -- পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে যা এখন হয়ে চলেছে । এই ২-৩ টি পয়েন্টই হলো প্রধান । শিব আর কৃষ্ণের পার্থক্য তো গীতাতে আছেই । ত্রিমূর্তি শিব ভগবান দ্বারা সঙ্গমযুগে গীতা শুনলে সঙ্গতি প্রাপ্ত হয় । এভাবে যখন পয়েন্টস নিয়ে কেউ বিচার সাগর মন্বন করে, তখন তা অন্যদেরও প্রভাবিত করে । মানুষ কখনওই মানুষকে সঙ্গতি দিতে পারে না । শুধুমাত্র একজনই ত্রিমূর্তি পরমপিতা পরমাত্মা শিব যিনি একজন শিক্ষক, সঙ্গুরু তিনিই এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে এসে সবাইকে সঙ্গতি প্রদান করছেন । কার্ডে অল্পবিস্তর লেখ । উপরে লেখা উচিত কলিযুগের কড়িহীন পতিত মানুষ থেকে সত্যযুগে হীরেতুল্য পাবন দেবী-দেবতা হওয়ার জন্য ঈশ্বরীয় নিমন্ত্রণ । এমনটা লিখলে মানুষ খুশি হয়ে বোঝার জন্য

যেতে চাইবে । সন্নতি দাতা বাবারই শিব জয়ন্তী উদযাপন করা হয় । একদম পরিষ্কার ব্যাখ্যা। মানুষ ভক্তি মার্গে কত শাস্ত্র পড়ে, মাথা ঠোকে।

এখানে এক সেকেন্ডে বেহদের বাবা দ্বারা মুক্তি জীবন মুক্তি পাওয়া যায়। যখন বাবার হয়ে ওঁর কাছ থেকে নলেজ নেওয়া হয় তখন জীবনমুক্তি অবশ্যই প্রাপ্ত হবে । প্রথমে মুক্তিতে গিয়ে যেমন পুরুষার্থ করবে, তেমনি জীবনমুক্তিতে অবশ্যই আসবে । জীবন মুক্তি অবশ্যই প্রাপ্তি হবে, সে প্রথমেই আসুক বা শেষে আসুক । প্রথমে জীবনমুক্তিতে আসে তারপর জীবনবন্ধে । এমনই প্রধান পয়েন্টস গুলো যদি ধারণ করে তবুও অনেক সার্ভিস করতে পারবে । যদি বাবাকে জেনে থাক তবে অন্যদের ও তাঁর পরিচয় দাও। কাউকে পরিচয় না দেওয়া অর্থাৎ জ্ঞান নেই । বোঝানো তো হয় কিন্তু ভাগ্যে নেই । কল্যাণকারী বাবার বাচ্চাদের কল্যাণ করা উচিত, নয়তো বাবা বুঝবেন এ শুধু কথার কথাই বলে যে আমি শিব বাবার বাচ্চা, কল্যাণ তো করে না। বিত্তবান বা গরিব সবার কল্যাণ করা উচিত । প্রথমে কিন্তু গরিবদেরই আনবে কেননা ওদের সময় আছে । ড্রামাতে এমনটাই নির্ধারিত । একজন বিত্তশালী যদি এখন আসে তবে তার পিছনে পিছনে অনেক আসবে । যদি এখন এমন মহিমা প্রচার হয়ে থাকে তবে প্রচুর সংখ্যক আসবে

তোমাদের ঈশ্বরীয় পদ মর্যাদা । তোমরা নিজের এবং অন্যদেরও কল্যাণ কর । যে নিজের কল্যাণ করতে পারেনা সে অন্যদেরও কল্যাণ করতে পারবে না । বাবা হলেন কল্যাণকারী, সবার সন্নতি দাতা । তোমরাও সাহায্যকারী তাই না ! তোমরা জান ওদের ভক্তি মার্গের দশা। সন্নতি মার্গের দশা একটাই যে ভালোভাবে পড়ে আর অন্যদেরও শিক্ষা প্রদান করে তার উপর বৃহস্পতির দশা থাকে আর তাকেই মহারথী বলা হয় । নিজের মনকে জিজ্ঞাসা কর আমি মহারথী কিনা, অমুক - অমুকের মত দৃষ্টান্ত অনুযায়ী সার্ভিস করছি কিনা । পেয়াদা কখনও কাউকে জ্ঞান শোনাতে পারে না । যদি কারও কল্যাণ না করতে পারে তবে নিজেকে কল্যাণকারী বাবার বাচ্চা কেন বলে ! বাবা তো পুরুষার্থ করাবেন । এই যজ্ঞ সেবায় অস্থি দেওয়া উচিত । শুধু খাও দাও আর ঘুমাও - একি কোনও সার্ভিস! এমন হলে তো প্রজাকূলের দাস-দাসী হতে হবে । বাবা তো বলেছেন পুরুষার্থ করে নর থেকে নারায়ণ হয়ে ওঠো। বাধ্য বাচ্চাদের দেখে বাবাও খুশি হবেন। লৌকিক বাবাও যখন দেখেন এ তো খুব ভালো পদ মর্যাদা পাবে তখন তিনিও দেখে খুশি হন । পারলৌকিক বাবাও এমনটাই বলেন। বেহদের বাবাও বলেন আমি তোমাদের বিশ্বের মালিক বানাতে এসেছি। এখন তোমরা অন্যদেরও বানাও। শুধু পেট পূজা করলে কি লাভ হবে । সবাইকে শুধু এটাই বল যে, শিববাবাকে স্মরণ কর । ভোজন করার সময়ও একে অপরকে বাবার কথা স্মরণ করাও যদি সবাই বলবে এর শিববাবার প্রতি কত ভালবাসা । এতো সহজ তাইনা ! এতে কি ক্ষতি হবে, অভ্যাসে পরিণত হলে ভোজনও করবে, বাবাকেও স্মরণ করবে। দৈবী গুণ ও অবশ্যই ধারণ করতে হবে । এখন তো সবাই ডেকে বলছে হে পতিত-পাবন এসো । নিশ্চয়ই তবে পতিত । শঙ্করাচার্যও শিবকে স্মরণ করে কেননা তিনিই পতিত-পাবন । অর্ধকল্প ভক্তি করার পরই ভগবান আসেন । এই হিসেব কারও জানা নেই । বাবা বোঝান -- যজ্ঞ, তপ, দান ইত্যাদি করলে আমাকে পাওয়া যায় না। এর মধ্যে গীতাও এসে যায় । এসব শাস্ত্র ইত্যাদি পড়লে কারও সন্নতি হয়না । গীতা, বেদ, উপনিষদ সব ভক্তি মার্গের । বাবা তো বাচ্চাদের সহজ রাজযোগ আর জ্ঞান প্রদান করেন, যার দ্বারা রাজত্ব প্রাপ্তি হয় । এরই নাম রাজযোগ । এখানে ধর্মীয় পুস্তকাদির কোনও প্রশ্নই নেই । টিচার পড়াচ্ছেন পদ প্রাপ্ত করানোর জন্য, সুতরাং অনুসরণ করা উচিত ।

সবাইকে বল শিববাবাকে স্মরণ কর । তিনিই সব আত্মাদের পিতা । শিববাবাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে । একে অপরকে সতর্ক করে উল্লিখিত করতে হবে । যত স্মরণে থাকবে বা স্মরণ করবে ততই নিজের কল্যাণ হবে । স্মরণের যাত্রা দ্বারা সারা বিশ্বকে পবিত্র করে তুলবে । স্মরণে থেকে ভোজন তৈরি করলে তাতেও শক্তি বৃদ্ধি হবে । সেইজন্যই তোমাদের ব্রহ্মা ভোজনের অনেক মহিমা । ভক্তরা ভোগ বিতরণ করতে করতেও রাম -রাম বলতে থাকে । রাম নামের দান দেয় । তোমাদের বুদ্ধিতে প্রতিটি মুহূর্ত বাবার স্মরণ থাকা উচিত । বুদ্ধিতে সারাদিন জ্ঞান রমণ করা উচিত । বাবার কাছে সম্পূর্ণ রচনার আদি-মধ্য -অন্তের আছে না ! উচ্চ থেকে উচ্চতর ভগবান যাঁকে স্মরণ করলেই উচ্চপদ প্রাপ্তি করতে পারবে তবে দ্বিতীয় আর কাউকে কেন স্মরণ করবে । বাবা বলেন শুধুমাত্র আমাকে স্মরণ করার জন্য দ্বিতীয় সব কিছু ছাড়তে হবে । এ বলাে অব্যভিচারী স্মরণ। যদি স্মরণে না থাকে তবে গিট বেধে রাখ । নিজের উল্লিখিতের জন্য, উচ্চ পদ প্রাপ্তি করার জন্য পুরুষার্থ অবশ্যই করতে হবে । শিববাবা আমাদের টিচার, যিনি আমাদেরও টিচার তৈরি করছেন । তোমরা সবাই পান্ডা তাই না ! পান্ডাদের কাজ হলো পথ বলে দেওয়া । এত জ্ঞান প্রথমে তোমাদের তো ছিলই না। সবাই বলে প্রথমে তো পড়া ছিল কানাকড়ি পয়সা তুল্য । তা তো অবশ্যই । ড্রামা অনুসারে তোমরা তেমনই পড়ছ যা কল্প প্রথমে পড়েছিল, আবার কল্পের শেষে গিয়ে এমনটাই পড়বে। শেষে গিয়ে তোমাদের সব সাক্ষাত্কার হবে । সাক্ষাত্কার হতে দেরি হয় না । বাবারও(ব্রহ্মা) শীঘ্রই সাক্ষাত্কার হয়েছিল । অমুক -অমুক রাজা হবে, এমন তাদের পোশাক হবে । শুরুতে বাচ্চাদের অনেক সাক্ষাত্কার হতো আবারও শেষে গিয়ে হবে, তারপর স্মরণ করবে । আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ স্মরণ ভালবাসা আর গুড মর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) ভোজন করার সময় একে অপরকে স্মরণ করাও । স্মরণে ভোজন গ্রহণ কর । এক শিববাবার প্রতিই প্রকৃত ভালবাসা রেখ ।

২) যজ্ঞ সেবায় অস্থি দিতে হবে । বাবার সম্পূর্ণ সহযোগী হতে হবে ।

বরদান :- নিশ্চয় বুদ্ধি হয়ে দুর্বল সংকল্পের জালকে সমাপ্ত করতে সমর্থ স্বরূপ সফলতা সম্পন্ন ভব

এখনও পর্যন্ত অধিকাংশ বাচ্চা দুর্বল সংকল্পকে নিজেরাই ইমার্জ করে -- ভাবে জানা নেই কি হবে, হবে কি হবে না ... এইভাবে দুর্বল সংকল্পের দেওয়াল গড়ে ওঠে আর সফলতা ঐ দেওয়ালের ভিতরে চাপা পড়ে যায় । মায়া এসে দুর্বল সংকল্পের জাল বিচ্ছিয়ে দেয় আর ঐ জালেই আটকে পড়ে, সেইজন্য আমি নিশ্চয় বুদ্ধি বিজয়ী, সফলতা আমার জন্মসিদ্ধ অধিকার -- এই স্মৃতি দ্বারা দুর্বল সংকল্পকে সমাপ্ত কর ।

স্লোগান :- তোমার তৃতীয় জ্বালামুখী নেত্র খোলা থাকলে মায়া শক্তিহীন হয়ে পড়বে।

সমস্ত গোপ গোপিনীদের প্রতি মাতেশ্বরীজীর হস্তে লিখিত স্মরণ পত্র (1961)

সমস্ত গোপ -গোপিনীদের প্রতি স্নেহপূর্ণ স্মরণ

তোমরা সবাই গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও কমল পুষ্পের মতো নিজেদের জীবনে সফলতা পাচ্ছ তাই না ! আদরের গোপরা তো এখন ভালোভাবে সার্ভিস করার পুরুষার্থে লেগে পড়েছে, খুব ভালো । শেষ পর্যন্ত পরম পূজ্য বাবার পরিচয় সবাইকেই পেতে হবে । এটা তো জান এতো উচ্চ প্রাপ্তি কোটিতর মধ্যেই কেউ পাবে । কিন্তু এমন ফুল তো নিশ্চয়ই নির্গত হবে তাই না ! আচ্ছা, দ্রুত গতিতে সার্ভিসকে এগিয়ে নিয়ে চল । অবিনাশী জ্ঞান ধনের অখুট অমূল্য সম্পদ যা বাবা দ্বারা সব বাচ্চারাই পেয়ে চলেছে। কেউ এমন ভাবে প্রাপ্ত করবে যে জন্ম জন্মান্তরের জন্য মালিক হয়ে যাবে । এ এমনই জিনিস । বল আদরের গোপ -গোপিনীরা ঠিক কিনা !

তোমরা সব গোপ গোপিনীরা অতিন্দ্রীয় সুখময় জীবনের অনুভব দ্বারা জীবনকে এগিয়ে নিয়ে চল। দেখ আদরের গোপ -গোপিনীরা এখন এই ব্রাহ্মণ কুলের বৃদ্ধিতেই সবার কল্যাণ । তারপর তো ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা অবশ্যই হবে । যেমন কেউ নিজের গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও ব্রাহ্মণ কুল বংশীয় হয়ে চলে অর্থাৎ গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও পবিত্র থাকে, আর পতি-পত্নী এক বাবারই বাচ্চা এমন পবিত্র ধারণা নিয়ে থাকে । বাকি সবাইকে পরমপিতা বাবার ডায়রেকশনেই চলতে হবে, একেই শ্রী মং -এ চলা বলা হয় । এমন ধারণায় চলে যারা তাদেরই ব্রাহ্মণ কুল বংশী বলা হয় । যখন উনিই একাধারে বাবা, টিচার, সঙ্গুরু, ধর্মরাজও তবে ওঁনার কোলের বাচ্চা হয়ে নিজের পূর্ণ পবিত্রতার অধিকার কেন নেব না । যার মাধ্যমে ভবিষ্যতে সুখ শান্তির সম্পূর্ণ অধিকার প্রালব্ধ রূপে প্রাপ্ত হবে ।

বল, আদরের গোপ-গোপিনীরা এমন সহজ রহস্যকে বুঝেছ না ! জীবিত থেকেও মৃত অথবা মরজীবা হয়ে থাকতে ভয় পাচ্ছ না তো ! আজ এই চিঠি প্রত্যেকে নিজ-নিজ নাম মনে করে বোঝ আর নিজের পত্র মনে করে পড় অথবা শোন, এবং মায়ের স্নেহ প্রত্যেকে নিজ নামে গ্রহণ কর । প্রত্যেক গোপ-গোপীর প্রতি নাম সহ মায়ের আন্তরিক ভালবাসা । আচ্ছা, নিজের সৌভাগ্যকে উচ্চ বানানোর পুরুষার্থে তীব্র ভাবে লেগে থাকা অর্থাৎ কল্যাণকারী হওয়া । যখন জানাই হয়ে গেছে যে স্বয়ং পরমপিতা উচ্চ বর্ষা দিতে এসেছেন সুতরাং নিতেই হবে । আচ্ছা, এখন ছুটি নিশ্চি । ওম্ শান্তি ।

ব্রহ্মা বাবার সমান হওয়ার জন্য বিশেষ পুরুষার্থ

যেমন ব্রহ্মা বাবা অনেক আমার -আমারকে এক আমার-এর মধ্যে সমাহিত করেছেন, আমার এক শিববাবা দ্বিতীয় কেউ নেই । ঠিক এভাবেই বাবাকে অনুসরণ কর । এর দ্বারা একাগ্রতার শক্তি বৃদ্ধি পাবে । তারপর যেখানেই চাও, যেভাবেই চাও, যত সময় চাও সেভাবেই মন একাগ্র হয়ে যাবে । এমন একাগ্রতা শক্তি দ্বারা স্বতঃ একরস ফরিস্তা স্বরূপের অনুভূতি হবে ।

ঈশ্বরীয় প্রেম, ব্রাহ্মণ জীবনের আধার

আজ বাপদাদা তাঁর স্নেহী, সহযোগী, সহজযোগী আত্মাদের দেখছেন। তোমরা সকলেই যোগী আত্মা। এইভাবেই বলা হবে, এটা যোগীদের সভা। তোমরা আত্মারা সবাই যোগী, অর্থাৎ পরমাত্মার প্রিয় আত্মারা এখানে বসে আছে। যারা ঈশ্বরের প্রিয়, তারা বিশ্বপ্রিয় হয়েই যায়। 'আমরা পরমাত্ম-প্রিয়, ঈশ্বরের প্রিয়, জগৎ প্রিয় হয়েছি', সদা এই রূহানী নেশা, রূহানী গর্ব, রূহানী আত্ম-মর্যাদা তোমাদের থাকে? শুধু এক-আধ মুহূর্তের ক্ষণিক দৃষ্টি বা নজর তাদের উপরে পড়ুক, এর জন্য ভক্তরা তৃষ্ণার্ত থাকে আর তারা এটা মহান ব্যাপার বলে মনে করে। যাই হোক, তোমরা ঈশ্বরীয় প্রেমের উপযুক্ত হয়েছো। ঈশ্বরের প্রিয় পাত্র হয়ে উঠেছো। এটা কতো মহান ভাগ্য! এখনকার সব আত্মারা ছোটবেলা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কি চায়? অবোধ শিশুও তার জীবনে ভালোবাসা চায়। অর্থ চায় পরে, কিন্তু প্রথমে তারা ভালোবাসাই চায়। যদি তাদের ভালোবাসা না থাকে, তারা রসহীন নিরাশাময় জীবনের অনুভব করে। যতোই হোক, তোমরা আত্মারা পরমাত্ম-প্রেম লাভ করেছো, পরমাত্মার প্রিয় হয়েছো, এর থেকেও বড় কোন কিছু আছে? ভালোবাসা থাকলে দুনিয়া আছে, জীবন আছে। আর ভালোবাসা না থাকলে জীবন শূন্য, জগৎ শূন্য। ভালোবাসা পেয়েছো অর্থাৎ সারা বিশ্ব লাভ করেছো। এই ভালোবাসা তোমাদের শ্রেষ্ঠ ভাগ্য, এমন অনুভব করো তোমরা? এর জন্য দুনিয়া তৃষ্ণার্ত হয়ে আছে। তারা সবাই একফোঁটার পিয়াসী আর তোমরা সব বাচ্চাদের এই পরমাত্ম-ভালোবাসা প্রপাটি। এই ঈশ্বরীয় প্রেমে পালিত হচ্ছে তোমরা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ জীবনে তোমরা অগ্রচালিত হও। এমন অনুভব করো তোমরা? ভালোবাসার সাগরে ডুবে (লাভলীন) থাকো? নাকি শুধু শোনো বা জানো এই সম্পর্কে? অর্থাৎ সাগরতীরে দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকো আর লক্ষ্য করতে থাকো। শুধু শোনা অথবা জানা, এর অর্থ তোমরা তীরে দাঁড়িয়ে আছো। সত্য বলে স্বীকার করা আর সমাহিত হওয়া, এ হলো ভালোবাসার সাগরে ডুবে যাওয়া অর্থাৎ লাভলীন হওয়া। ঈশ্বরের স্নেহাস্পদ হওয়ার পরেও যদি সাগরে সমাহিত হওয়া বা নিমগ্ন হওয়া অনুভব না করতে পারো, তবে ঈশ্বরের স্নেহাস্পদ হয়ে প্রাপ্তকারী নয়, বরং পিপাসার্ত হয়ে রয়েছো। কাছে আসার পরেও পিপাসু থেকে যাওয়া, এটাকে তোমরা কি বলবে? শুধু ভাবো, কে তোমাকে তাঁর আপন বানিয়েছেন! কার প্রিয় হয়েছো! কার পালনায় পালিত হচ্ছে! তাহলে কি হবে? সদা স্নেহে ডুবে থাকার কারণে কোনোরকম অস্থিরতার প্রভাবে তোমরা প্রভাবিত হবে না। তোমরা নিজেকে সদা বিদ্ব বিনাশক, সমাধান স্বরূপ এবং মায়াজিৎ অনুভব করবে।

তোমরা বাচ্চারা কেউ কেউ বলা, জ্ঞানের গহীন (গুহ্য) বিষয়গুলো তোমাদের স্মরণে থাকে না। যাই হোক, একটা ব্যাপার, সেটা তো স্মরণে থাকে, 'আমি পরমাত্মার প্রিয়, পরমাত্ম-প্রেমের অধিকারী'! এই এক স্মৃতির সাথেই তোমরা সদা সমর্থ হবে। এটা সহজ, তাই না? এটাও যদি তোমরা ভুলে যাও, তবে গোলকধাঁধায় আটকে গেলে! শুধু এই একটা জিনিসই তোমাদের সর্বপ্রাপ্তির অধিকারী বানায়। সুতরাং সদাসর্বদা এটাই স্মরণে রাখো, অনুভব করো যে তুমি পরমাত্ম-প্রিয়, জগতের প্রিয়। বুঝেছো তোমরা!

পরমাত্ম-প্রেমের সুযোগ্য সব বাচ্চাকে, স্নেহে সমাহিত শ্রেষ্ঠ সকল আত্মাকে, ভালোবাসার পালনার অধিকারী সব বাচ্চাকে, রুহানী গরিমায় থাকা, রুহানী নেশায় থাকা শ্রেষ্ঠ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

পার্টিদের সাথে বাপদাদার সাক্ষাৎকারঃ

১) সবাই তোমরা সহজ যোগী আত্মা, তাই না ! সর্ব সম্বন্ধের স্মরণ তোমাদের সহজ যোগী বানায় । যখন তোমরা সম্বন্ধে থাকো, সবকিছু সহজ । 'আমি সহজযোগী আত্মা', এই স্মৃতি সকল সমস্যার সহজেই সমাপ্তি ঘটায়, কারণ সহজযোগী হওয়া অর্থাৎ সদা বাবার সঙ্গ অনুভব করা । যখন তোমাদের সাথে সর্বশক্তিমান বাবা থাকেন, যখন সর্বশক্তি তোমাদের সাথে, তখন সমস্যা সমাধান রূপে বদলে যাবে । কোনোরকম সমস্যার উদ্ভব হলে বাবার ওপরে ছেড়ে দাও, সমস্যাকে ধর্তব্যের মধ্যে রেখোনা ! এমন সম্বন্ধের অধিকারে সমস্যা সমাপ্ত হয়ে যাবে । 'আমি কি করবো' ! না ! সমস্যা যা কিছু বাবা জানে । 'আমি নির্লিপ্ত, বাবার ঘনিষ্ঠ' । তখনই সব বোঝা বাবার হয়ে যায় আর তুমি হালকা হয়ে যাও । যখন তুমি নিজে হালকা হয়ে যাও, তখন সবকিছু হালকা হয়ে যায় । বোঝার (ভার) বিষয়ে যদি সামান্যতম সঙ্কল্পও চলে, তবে তোমরা ভারযুক্ত হয়ে যাও আর অন্য সব কিছুই ভারী হয়ে যায় । অতএব, ভাবো... 'আমি হালকা, আমি নির্লিপ্ত, আর তখন সবকিছু হালকা হয়ে যাবে । এটাই বিধি । এই বিধির দ্বারাই তোমরা সাফল্য অর্জন করবে । এমনকি, পুরানো হিসেবনিকেশ চুকানোর ক্ষেত্রেও কোনো ভার অনুভব হবে না । এইরকম সাক্ষী হয়ে তোমরা সবকিছু দেখলে, তা' এমনই বোধ হবে, যেন অতীত শেষ হয়ে যাচ্ছে, আর তোমরা বর্তমানের শক্তি দিয়ে সাক্ষী হয়ে দেখছো । জমাও হচ্ছে আর চুকেও যাচ্ছে । জমার শক্তির সাথে চুকানোর ভার আর তোমাদের থাকে না । অতএব, সদা বর্তমান স্মরণে রাখো । যখন একদিক ভারী হয়, তখন আরেকদিক নিজে থেকেই হালকা হয়ে যায় । সুতরাং, বর্তমান যদি ভারী হয়, তখন অতীত হালকা হয়ে যাবে, তাই না ? বর্তমান প্রাপ্তির স্বরূপ সদা স্মৃতিতে যদি রাখো, তবে সব হালকা হয়ে যাবে । সুতরাং পুরানো হিসেব হালকা করার সাধন হলো, বর্তমানকে শক্তিশালী বানাও । যাই হোক না কেন, বর্তমান হয়ই শক্তিশালী । বর্তমানের প্রাপ্তি তোমার সামনে রাখলে সবকিছু সহজ হয়ে যাবে । অতীত শূল থেকে কাঁটায় পরিবর্তিত হয়ে যাবে । এটা কি ? এটা এমন হলো কেন ? না । এটা অতীত । অতীতের দিকে তাকিয়ে কি বা দেখার আছে ? যেখানে নিষ্ঠা আছে সেখানে বিঘ্ন ভারী বলে মনে হয় না । সেসব খেলার মতো । বর্তমানের খুশির আশীর্বাদ দ্বারা এবং রোগের প্রতিকারক (ওষুধ) দ্বারা সব হিসেবনিকেশ চুকিয়ে দাও ।

টিচারদের সাথে :- প্রতি পদে তোমরা সদা সফলতা অনুভব করো, তাই না ! সবাই অনুভবী আত্মা, তাই না ? অনুভবই সবচেয়ে বড়ো অথরিটি । যাদের অনুভবের অথরিটি আছে তারা প্রতি পদে প্রতিটা কার্যে সর্বতোভাবে সফল হয় । সেবার নিমিত্ত হওয়ার চান্স পাওয়াও একটা বিশেষত্বের লক্ষণ । যে চান্স তোমরা লাভ করেছো, সেগুলোর সাথেই অগ্রচালিত হও । তোমরা নিমিত্ত হয়ে সদা সামনে এগিয়ে চলো এবং অন্যকেও এগিয়ে যেতে সমর্থ বানাও । নিমিত্ত হওয়ার এই ভাবই সাফল্য প্রাপ্ত করায় । বিনয়-নম্র নিমিত্ত হওয়ার বিশেষত্ব সদা তোমার সাথে রাখো । এই বিশেষত্ব তোমাকে সদা বিশেষ বানাবে । নিমিত্ত হওয়ার পার্ট নিজেদেরও লিস্ট দেয় । অন্যের জন্য নিমিত্ত হওয়া অর্থাৎ

স্বয়ং-সম্পন্ন হওয়া । দূততার সাথে অবিরত সাফল্য অর্জন করে চলো, সাফল্য নিশ্চিত । যখন তোমাদের এই দূততা থাকে, সফলতা তখন নিজে থেকেই এগিয়ে যাবে ।

জন্মানোর মুহূর্ত থেকে তোমরা সেবাধারী হওয়ার গোন্ডেন চাম্প পেয়েছো, সুতরাং সবচেয়ে বড়ো চ্যাম্পেলর হয়ে গেছ, তাই না ? শৈশব থেকেই সেবাধারী হওয়ার ভাগ্য নিয়ে এসেছো । ভাগ্য উদয় করে এসেছো । কতো আত্মাদের শ্রেষ্ঠ ভাগ্য তৈরিতে কর্তব্যের নিমিত্ত হয়েছ । সুতরাং, সবসময় মনে রেখো, 'বাহ, আমার শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের শ্রেষ্ঠ রেখা ! তোমরা বাবাকে পেয়েছো, সেবা পেয়েছো, সেবাস্থান পেয়েছো আর সেবার সাথে সাথে শ্রেষ্ঠ আত্মাদের শ্রেষ্ঠ পরিবার পেয়েছো । কি পাওনি তোমরা ? রাজ্যভাগ্য সব পেয়েছো তোমরা । সদা এই খুশি থাকা উচিত । সঠিক বিধি প্রয়োগে নিরন্তর উন্নতি করতে থাকো । তোমার নিমিত্ত হওয়ার বিধি দ্বারা সেবাতে উন্নতি হতে থাকবে ।

কুমারদের সাথে :- কুমার জীবনে বেঁচে যাওয়া অর্থাৎ রক্ষা পাওয়াই সবচেয়ে বড়ো ভাগ্য । কতরকম ঝঞ্ঝাট থেকে রক্ষা পেয়েছো তোমরা । কুমার অর্থাৎ বন্ধনমুক্ত আত্মা । কুমার জীবন বন্ধনমুক্ত জীবন । কিন্তু কুমার জীবনে ফ্রি থাকা অর্থাৎ ভার বহন করা । কুমারগণের জন্য বাপদাদার ডিরেকশন হলো, লৌকিক পরিবারে থেকেও অলৌকিক সেবা করতে হবে । লৌকিক সেবা সম্পর্ক তৈরি করার সাধন । এতে যদি তোমরা বিজি থাকো তবে অলৌকিক সেবা করায় সমর্থ হবে । জাগতিক সম্পর্কে থাকাকালীন অলৌকিক সেবা করো । তাহলে বুদ্ধি ভারী হবে না । সকলকে তোমাদের অনুভব শুনিয়ে সেবা করো । লৌকিক সেবা করাকালীন তা' সেবার সাধন হিসেবে করো, তাহলে লৌকিক সাধন সেবার জন্য তোমাদের অনেক চাম্প দেবে । তোমাদের লক্ষ্য ঈশ্বরীয় সেবার, কিন্তু সেইসব সাধন, এইরকম বুঝে করো । কুমার অর্থাৎ সাহসী । তোমরা যা চাও করতে পারো, সেইজন্য বাপদাদা সবসময় সাধনের দ্বারা তোমাদের সাফল্য প্রাপ্ত করার পরামর্শ দেন । কুমার অর্থাৎ নিরন্তর যোগী কারণ কুমারদের জগৎ এক বাবা । সমগ্র জগৎ যখন বাবাই, তখন সেই জগৎ ছাড়া তোমাদের বুদ্ধি আর কোথায় যাবে ! সবকিছু যখন একই হয়ে গেছে তখন একেরই তো স্মরণ হবে, তাই না ! আর একের স্মরণ করাও খুব সহজ । অনেক থেকে তো নিস্তার পেলে ! একের মধ্যে সব সমাহিত হয়ে আছে । প্রতি কর্মের দ্বারা অবিরত সেবা করো, তোমাদের দৃষ্টিতে, মুখে সেবা ব্যতীত অন্য কিছু নয় । যার প্রতি তোমাদের ভালোবাসা, তাকে প্রত্যক্ষ করার প্রবল উৎসাহ থাকে । প্রতি পদে বাবা আর সেবা তোমাদের সাথে রাখতে হবে । আচ্ছা ।

বাছাই করা বিশেষ অব্যক্ত মহাবাক্য -

কর্মবন্ধন মুক্ত কর্মাতীত, বিদেহী হও

বিদেহী এবং কর্মাতীত স্থিতির অনুভব করার বিধি:

১) সীমিত পরিধির (হদের) আশ্রিত বোধের দেহ-অভিমান থেকে মুক্ত হও ।

২) লৌকিক আর অলৌকিক কর্ম এবং সম্বন্ধ উভয় ক্ষেত্রেই স্বার্থভাব থেকে মুক্ত হও ।

৩) বিগত জন্মের কর্মের হিসেবনিকেশ এবং ব্যর্থ স্বভাব-সংস্কারে প্রভাবিত হওয়া থেকে মুক্ত হও ।

৪) যদি সেবার, সংগঠনের, প্রকৃতির কোনও বিপরীত পরিস্থিতি তোমাদের স্বস্থিতি অথবা শ্রেষ্ঠ স্থিতিকে দ্বিধাগ্রস্ত (নড়বড়ে) করে তোলে, তাহলে সেটা বন্ধনমুক্ত স্থিতি নয়, এই বন্ধন থেকেও মুক্ত হও ।

৫) পুরানো দুনিয়ায় পুরানো অস্তিম শরীরের কোনোরকম ব্যাধি যেন তোমাদের শ্রেষ্ঠ স্থিতি কমা-বাড়ার মধ্যে অ-স্থিত করে না তুলতে পারে, এর থেকেও মুক্ত হও । রোগ-ব্যাধির উপস্থিতি

ভবিষ্যৎ, কিন্তু স্থিতি নিচে-ওপরে হওয়া বন্ধনযুক্ত হওয়ার লক্ষণ। স্বচিন্তন, জ্ঞান চিন্তন, শুভ চিন্তক হওয়ার চিন্তনের পরিবর্তে শারীরিক ব্যাধির চিন্তা করা থেকে মুক্ত হও, একেই বলা হয়ে থাকে কর্মাতীত স্থিতি।

কর্মযোগী হয়ে কর্মের বন্ধন থেকে সদা নির্লিপ্ত আর সদা বাবার ঘনিষ্ঠ হও - এটাই কর্মাতীত বিদেহী স্থিতি। কর্মাতীতের অর্থ এই নয় যে কর্ম করার উদ্দেশ্য যাওয়া। কর্মের নির্লিপ্তি নয়, কর্মের যে কোনো বন্ধনে জড়িয়ে পড়া থেকে নির্লিপ্ত হও। যতবড় কর্মই হোক না কেন, এমন অনুভব হতে দাও যেন তোমরা কাজ করছো না, বরং একটা খেলা খেলছো তোমরা। যে কোনো পরিস্থিতিই উদ্ভব হোক না কেন, যদি কোনো আত্মা হিসেব-নিকেশ চুকানোর জন্য তোমাদের সম্মুখীন হয়, এমনকি কর্মভোগ অবিরত শরীরের মাধ্যমে তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়, তখন সীমিত পরিসরের যেকোনো রকম আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত থাকাই বিদেহী স্থিতি। যতক্ষণ এই দেহ আছে, কর্মেন্দ্রিয়ের সাথে এই কর্মক্ষেত্রে নিজের পার্ট অভিনয় করছো, ততক্ষণ বিনা কর্মে এক সেকেন্ডও থাকতে পারবে না, কিন্তু কর্ম করাকালীন কর্মবন্ধনের উদ্দেশ্য থাকাই হলো কর্মাতীত বিদেহী অবস্থা। সুতরাং, কর্মেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে কর্মের সম্বন্ধে আসতে হবে, কিন্তু কর্মের কোনও বন্ধনে জড়িও না। কর্মের বিনাশী ফলের ইচ্ছার বশীভূত হওয়া না। কর্মাতীত অর্থাৎ কর্মের বশবর্তী হওয়া নয়, বরং মালিক হয়ে তথা অথরিটি হয়ে তোমার কর্মেন্দ্রিয়ের সাথে সম্বন্ধে থাকা, বিনাশী আকাঙ্ক্ষা থেকে উদাসীন হয়ে কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম করাও। তুমি আত্মা, মালিক, অবশ্যই কর্মাধীন হবে না, বরং অধিকারী হয়ে কর্ম করাতে থাকো। কর্ম করানোর মালিক হয়ে কর্ম করাতে হবে। একেই বলে, কর্মের সম্বন্ধে আসা। কর্মাতীত আত্মার সম্বন্ধ থাকে, কিন্তু বন্ধন নয়।

কর্মাতীত অর্থাৎ দেহ, দেহের সম্বন্ধ, পদার্থ, লৌকিক এবং অলৌকিক উভয় সম্বন্ধ আর বন্ধনের উদ্দেশ্য অর্থাৎ নির্লিপ্তি। যদিও সম্বন্ধ শব্দ উল্লেখ করা হয়, দেহের সম্বন্ধ, দেহ সম্বন্ধীয় সম্বন্ধ, কিন্তু দেহ এবং সম্বন্ধের মধ্যে যদি অধীনতা থাকে তবে সম্বন্ধও বন্ধন হয়ে যায়। কর্মাতীত অবস্থায় কর্ম সম্বন্ধ এবং কর্ম বন্ধনের রহস্য জানার কারণে তোমরা সদা সবারকম পরিস্থিতিতে খুশি থাকবে, কখনো অখুশি হবে না। এমন আত্মারা নিজের বিগত জন্মের হিসেব-নিকেশের বন্ধন থেকেও মুক্ত হবে। এমনকি, যদি বিগত জন্মের হিসেব-নিকেশের ফলস্বরূপ দেহের অসুস্থতাই হোক কিম্বা অন্য আত্মাদের সংস্কারের সাথে নিজ মনের সংস্কারের দ্বন্দ্ব, কর্মাতীত আত্মা কর্মভোগের বশবর্তী না হয়ে মালিক হয়ে হিসেব চুকিয়ে দেবে। কর্মযোগী হয়ে কর্মভোগ চুকিয়ে দেওয়াই কর্মাতীত হওয়ার লক্ষণ। যোগের দ্বারা কর্মভোগ সহাস্যে শূন্য হওয়ার মতো বিষয়কে কাঁটায় পরিবর্তিত করে ভস্ম করবে অর্থাৎ কর্মভোগ সমাপ্ত করবে। তোমাদের কর্মযোগের স্থিতি দ্বারা কর্মভোগের পরিবর্তন করাই কর্মাতীত স্থিতি। ব্যর্থ সঙ্কল্পই কর্মবন্ধনের সূক্ষ্ম রসি। কর্মাতীত আত্মা খারাপের মধ্যেও ভালোত্বের অনুভব করবে। এমন আত্মা বলবে, 'যা কিছু হয় তা' ভালোর জন্যই হয়। আমিও ভালো, বাবাও ভালো, ড্রামাও ভালো। বন্ধন কাটতে এই সঙ্কল্প কাঁচির মতো কাজ করে। বন্ধন যখন কেটে যাবে, তুমি কর্মাতীত হয়ে যাবে।

বিদেহী স্থিতির অনুভব করার জন্য ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা হও। সীমিত পরিসরের ইচ্ছামুক্ত এমন আত্মাই বাবা সমান সকলের সব ইচ্ছা পূরণ করা 'কামধেনু' হবে। বাবার সব ভাল্ডার যেমন ধনদৌলতে সদা পরিপূর্ণ, অপ্রাপ্তির কোনো লেশমাত্র থাকে না, তেমন একইভাবে বাবা সমান সর্ব ধনভান্ডারে সদা ভরপুর হও। সৃষ্টি চক্রে তোমাদের পার্ট অভিনয় করাকালীন দুঃখের অনেক চক্র

থেকে মুক্ত থাকাই জীবনমুক্ত স্থিতি । এইরকম স্থিতির অনুভব করার জন্য অধিকারী হয়ে, মালিক হয়ে সকল কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম পরিচালনকারী হও । কর্ম করো এবং কর্ম সম্পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে, নির্লিপ্ত হয়ে যাও - এটাই বিদেহী স্থিতির অভ্যাস । আত্মার আদি এবং অনাদি স্বরূপ স্বতন্ত্র । আত্মা রাজা, মালিক । মনের কোনো বন্ধন যেন না থাকে । যদি মনের কোনও বন্ধন থাকে, তাহলে এই এক বন্ধন অন্যান্য অনেক বন্ধন নিয়ে আসবে, সেইজন্য স্বরাজ্য অধিকারী অর্থাৎ বন্ধনমুক্ত রাজা হও । এইজন্য তোমার ব্রেক পাওয়ারফুল হতে দাও, যা দেখতে চাও শুধু সেটাই দেখ, যা শুনতে চাও সেটাই শোনো । যখন তোমার এইরকম কন্ট্রোলিং পাওয়ার থাকবে, তখন অস্ত্রে তুমি পাস উইথ অনার হবে অর্থাৎ ফাস্ট ডিভিশনে আসতে পারবে ।

বরদানঃ - পবিত্রতার আদি অনাদি বিশেষ গুণের রূপ সহজে আপন ক'রে পূজ্য আত্মা ভব পূজ্য হওয়ার বিশেষ আধার পবিত্রতা । তোমরা সবরকম পবিত্রতা যতো আপন করো, ততোই সর্বতোভাবে পূজন যোগ্য হয়ে ওঠো । যারা বিধিসম্মতভাবে আদি অনাদি বিশেষ গুণের রূপের সাথে পবিত্রতাকে আপন করে, তাদেরই বিধিপূর্বক পূজন হয়ে থাকে । যারা জ্ঞানী এবং অজ্ঞানী আত্মাদের সম্পর্কে আসে এবং তাদের বৃত্তি, দৃষ্টি, ভাইব্রেশন দ্বারা সম্পর্ক -সম্বন্ধের দায়িত্ব কর্তব্য যথার্থরূপে পালন করে, স্বপ্নেও যাদের পবিত্রতা খন্ডিত হয় না, তারাই বিধিবদ্ধরূপে পূজনীয় হয় ।

স্লোগানঃ- স্থূল (ব্যক্ত) জগতে থেকে অব্যক্ত ফরিস্তা হয়ে সেবা করলে বিশ্ব কল্যাণের কার্য তীব্রগতিতে সম্পন্ন হবে ।

ব্রহ্মাবাবা সমান হওয়ার জন্য বিশেষ পুরুষার্থ

ব্রহ্মাবাবার প্রতি ভালোবাসা যদি থাকে, তবে ব্রহ্মাবাবা সমান ফরিস্তা হও । সদাসর্বদা লাইটের ফরিস্তা স্বরূপ তোমার সামনে যেন প্রতীয়মান হয় যে এইরকম হতে হবে এবং তোমার ভবিষ্যৎ রূপও দৃশ্যমান হতে দাও । এখন এটা ত্যাগ করলে আর সেটা নিলে(লাইটের ফরিস্তা রূপ), যখন এইরকম অনুভূতি হবে তখন বুঝবে যে তোমরা সম্পূর্ণতার কাছে আছো ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমাদের সম্পূর্ণ পবিত্র হতে হবে তাই কখনও কাউকে দুঃখ দেবে না, কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কোনো রকম বিকর্ম যেন না হয়, সদা বাবার আদেশ অনুসারে চলতে থাকো"

প্রশ্ন :- পাথর থেকে পরশমণি হওয়ার যুক্তি কি ? কোন রোগটি এই ক্ষেত্রে বিদ্যমান রূপে আসে ?

উত্তর :- পাথর থেকে পরশমণি হওয়ার জন্যে সম্পূর্ণ নারায়ণী(নর থেকে নারায়ণ হওয়া) নেশা চাই। দেহ-অভিমান যেন না থাকে। এই দেহ-অভিমান - ই হল কঠিনতম অসুখ। যতক্ষণ দেহী-অভিমानी নয় ততক্ষণ পরশমণি হতে পারবে না। যারা পরশমণি হবে তারাই বাবার সহযোগী হবে। ২. সার্ভিসও তোমাদের বুদ্ধিকে সোনা় পরিণত করবে। এর জন্যে পড়াশোনা় পুরো মনোযোগ দিতে হবে ।

ওম্ শান্তি । রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী পিতা সাবধানী নির্দেশ দেন যে বাচ্চারা নিজেদের সঙ্গমযুগী ভাবো। সত্যযুগী তো ভাববে না। তোমরা ব্রাহ্মণরাই নিজেদের সঙ্গমযুগী ভাববে। অন্যরা তো সবাই নিজেদের কলিযুগী ভাববে। অনেক তফাৎ আছে - সত্যযুগ ও কলিযুগ, স্বর্গবাসী বা নরকবাসী। তোমরা হলে না স্বর্গবাসী, না নরকবাসী। তোমরা হলে পুরুষোত্তম সঙ্গমবাসী। এই সঙ্গম যুগকে তোমরা ব্রাহ্মণরাই জানো আর অন্য কেউ জানে না। তোমরা যদিও জানো তবুও ভুলে যাও। এবার মানুষদের কিভাবে বোঝানো যায়। তারা তো রাবণের বন্ধনে আবদ্ধ আছে। রামরাজ্য তো নয়। রাবণ দহন করতেই থাকে, এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে এই হল রাবণ রাজ্য। রাম রাজ্য কি এবং রাবণ রাজ্য কি, এইসব তোমরা এখন বুঝেছ - নশ্বর অনুযায়ী। বাবা আসেন সঙ্গম যুগে তবেই বর্তমানে এই সাক্ষাৎ ঘটে - সত্যযুগ এবং কলিযুগের। কলিযুগ বাসীদের নরকবাসী, সত্যযুগ বাসীদের স্বর্গবাসী বলা হয়। স্বর্গবাসীদের পবিত্র, নরকবাসীদের পতিত বলা হয়। তোমাদের তো কথাই অনুপম। সুতরাং তোমরা এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগকে জানো। তোমরা জানো আমরা হলাম ব্রাহ্মণ। বর্ণের চিত্রটিও খুব ভালো। এই চিত্রের আধারে তোমরা বোঝাতে পারো। বিপ্রতীপ(কনট্রাস্ট) বলা উচিত, যাতে মানুষ নিজেদের নরকবাসী পতিত কাঙাল ভাবে। লেখা উচিত এখন হল পুরানো কলিযুগী দুনিয়া। সত্যযুগ স্বর্গ হল নতুন দুনিয়া। তোমরা নরকবাসী নাকি স্বর্গবাসী ? তোমরা দেবতা না অসুর ? এমন তো কেউ বলবে না যে আমরা হলাম স্বর্গবাসী। অনেকে এমন ভাবে আমরা তো স্বর্গে বসে আছি। আরে এইটি তো হল নরক তাইনা। সত্যযুগ কোথায়। এই হল রাবণ রাজ্য, তবেই তো রাবণকে পোড়ানো হয়। তাদের কাছেও অনেক উত্তর থাকে। সর্বব্যাপী নিয়েও কত তর্কবিতর্ক (ডিবেট) করে। তোমরা বাচ্চারা একদম সরাসরি জিজ্ঞাসা কর - এখন নতুন দুনিয়া নাকি পুরানো দুনিয়া। এমন পরিষ্কার ভাবে উভয়ের পার্থক্য (ক্লিয়ার কনট্রাস্ট) বলা উচিত, এর জন্যে খুব বুদ্ধি চাই। এমন যুক্তি দিয়ে লেখা উচিত যাতে মানুষ নিজেকে জিজ্ঞাসা করে যে আমি কি নরকবাসী, না স্বর্গবাসী ? এটা কি পুরানো দুনিয়া, না নতুন দুনিয়া ? এটা রামরাজ্য না রাবণ রাজ্য ? আমরা পুরানো কলিযুগী দুনিয়ার নিবাসী না নতুন দুনিয়ার নিবাসী ? হিন্দিতে লিখে তারপরে ইংরেজিতে, গুজরাটিতে ট্রান্সলেট কোরো। তো মানুষ নিজেকে জিজ্ঞাসা করবে আমরা কোথাকার নিবাসী। কেউ শরীর ত্যাগ করলে বলা হয় স্বর্গে গেছে কিন্তু স্বর্গ এখন আছে কোথায় ? এখন তো হল কলিযুগ। অবশ্যই পুনর্জন্মও এখানেই নেবে তাই না ! স্বর্গ তো সত্যযুগকে বলা হয়,

সেখানে এখন যাবে কিভাবে। এইসব বিচার সাগর মন্থন করার কথা। এমন পরিস্কার ভাবে উভয়ের পার্থক্য যেন থাকে, তাতে লিখে দাও ভগবানুবাচ - প্রত্যেকে নিজেকে প্রশ্ন করো যে আমি সত্যযুগী রামরাজ্য নিবাসী, না কলিযুগী রাবণ রাজ্যের নিবাসী ? তোমরা ব্রাহ্মণরা হলে সঙ্গম যুগী, তোমাদের তো কেউ জানেনা। তোমরা হলে সবচেয়ে নির্লিপ্ত এবং বাবার ঘনিষ্ঠ । তোমরা সত্যযুগ কলিযুগ সম্পর্কে যথার্থ ভাবে জানো। তোমরা প্রশ্ন করতে পারো যে তোমরা বিকারী ব্রষ্টাচারী নাকি নির্বিকারী শ্রেষ্ঠাচারী ? এই নিয়ে তোমাদের বই তৈরি হতে পারে। নতুন কথা বের করতে হয় তাইনা, যাতে মানুষ ভাবে যে ঈশ্বর সর্বব্যাপী নন। তোমাদের এই লেখা দেখে তারা নিজেরাই মনে মনে প্রশ্ন করবে। এই সময় কে আয়রন এজ তো সবাই বলবে। সত্যযুগী দেবতা দেব রাজস্ব তো একে কেউ বলতে পারবেনা। এইটি নরক না স্বর্গ। এমন ফাস্ট ক্লাস লেখো যাতে মানুষ নিজে থেকেই বুঝতে পারে যে আমরা হলাম যথাযথভাবে নরকবাসী পতিত। আমাদের মধ্যে দৈব গুণ তো একেবারেই নেই। কলিযুগে কেউ সত্যযুগী হতে পারেনা। এমন বিচার সাগর মন্থন করে লেখা উচিত। যে অর্জন করবে সেই অর্জুন গীতায় অর্জুনের নাম দেওয়া হয়েছে।

বাবা বলেন এই যে গীতা আছে সেটা হল আটায় যতটুকু লবণ । নুন ও চিনির মধ্যে কত তফাৎ একটি মিষ্টি দ্বিতীয়টি নোনতা। কৃষ্ণ ভগবানুবাচ লিখে গীতাকে লবনাক্ত করা হয়েছে। মানুষ পাঁকে ফেঁসে গেছে। তাদের জ্ঞানের রহস্য জানা নেই, জ্ঞান ভগবান তোমাদেরই বলছেন অন্যরা কেউ জানেনা। নলেজ তো খুবই সহজ। কিন্তু ভগবান পড়ান সেই কথা ভুলে যায়। টিচারকেই ভুলে যায়। তা নাহলে স্টুডেন্ট কখনো টিচারকে ভুলে যায়না। ক্ষণে ক্ষণে বলে বাবা আমরা আপনাকে ভুলে যাই। বাবা বলেন মায়া কম নয়। তোমরা দেহ-অভিমानी হয়ে যাও। অনেক বিকর্ম কর। এমন একটা দিন নেই যে বিকর্ম করো না। একটাই মুখ্য বিকর্ম করো যা হল বাবার আদেশ ভুলে যাও। বাবা আদেশ করেন মন্মানাভব, নিজেকে আত্মা ভাবো। এই আদেশ না মানলে বিকর্ম হবে নিশ্চয়ই। অনেক পাপ কর্ম হয়ে যায়। বাবার আদেশ যেমন খুব সহজ তেমন খুব কঠিন। যতই মাথা খাটাও তবুও ভুলেই যাবে কারণ অর্ধকল্প দেহ-অভিমান অবস্থা হয় কিনা। ৫ মিনিটও যথার্থ ভাবে স্মরণে বসতে পারে না। যদি সারা দিন স্মরণে থাকে তাহলে তো কর্মাতীত অবস্থা হয়ে যাবে। বাবা বোঝান এতেই পরিশ্রম আছে। তোমরা ঐ দৈহিক পড়াশোনা তো ভালো ভাবে কর । হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি পড়ার কত প্র্যাক্টিস আছে। কিন্তু স্মরণের যাত্রা করার একেবারেই অভ্যাস নেই। নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ করা - এই হল নতুন কথা। বিবেক বলে এমন পিতাকে তো ভালো ভাবে স্মরণ করা উচিত। একটু সময় বের করা হয় ভাত রুটি খাওয়ার জন্যে, তাও বাবার স্মরণে। যত স্মরণে থাকবে তত পবিত্র হবে। এমন অনেক বাচ্চা আছে, যাদের কাছে এত টাকা পয়সা আছে যে সুদ প্রাপ্ত হবে। বাবাকে স্মরণ করে রুটি খেতে থাকো, ব্যস। কিন্তু মায়া স্মরণ করতে দেয় না। কল্প পূর্বে যে যতখানি পুরুষার্থ করেছে ততই করবে। সময় লাগে। কেউ শীঘ্র দৌড়ে পৌঁছে যাবে এমন তো হতে পারেনা। এখানে তো দুই জন পিতা আছেন। বেহদের পিতার নিজস্ব শরীর নেই। তিনি এনার মধ্যে প্রবেশ করে কথা বলেন। সুতরাং বাবার শ্রীমং অনুসারে চলা উচিত। বাবা বাচ্চাদের এই শ্রীমং দেন যে দেহ সহ সব ধর্ম ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা ভাবো। তোমরা পবিত্র এসেছিলে। ৮৪ জন্ম নিতে নিতে তোমাদের আত্মা পতিত হয়েছে। এখন পবিত্র হওয়ার জন্যে শ্রীমং অনুসারে চলো, তখন বাবা গ্যারান্টি করেন তোমাদের পাপ কেটে যাবে, তোমাদের আত্মা কাঙ্ক্ষন সম হয়ে যাবে, তারপরে স্বর্গে দেহও কাঙ্ক্ষন সম প্রাপ্ত হবে। যারা এই কুলের হবে তারা তোমাদের কথা শুনে চিন্তায় পড়ে যাবে, বলবে তোমাদের কথা তো ঠিক। পবিত্র হতে হলে কাউকে

দুঃখ দেবে না। মন, বচন, কর্মে পবিত্র হতে হবে। মনে ঝড় উঠবে। তোমরা বেহদের বাদশাহী প্রাপ্ত কর কিনা, তোমরা সত্যি কথা বল বা না বল কিন্তু বাবা নিজে বলেন - মায়ার অনেক বিকল্প আসবে, কিন্তু কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কোনও বিকর্ম করবে না। কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কোনো পাপ করবেনা।

সুতরাং এইরকম বৈসাদৃশ্য (কনট্রাস্ট) দেখিয়ে কথা গুলো লেখা উচিত। কৃষ্ণ সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নেন এবং শিব পুনর্জন্ম নেন না। কৃষ্ণ হলেন সর্বগুণ সম্পন্ন দেবতা, ইনি তো হলেন পিতা। তোমরা দেখেছ পাণ্ডবদের কত বিশাল ছবি বানিয়েছে। তার অর্থ হল যে তারা বিশাল বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন। বুদ্ধি বিশাল ছিল, তারা শরীর বিশাল বানিয়েছে। তোমাদের মতন বিশাল বুদ্ধি অন্য কারো হতে পারেনা। তোমাদের হল ঈশ্বরীয় বুদ্ধি। ভক্তি মার্গে কত বিশাল চিত্র তৈরি করে টাকা নষ্ট করে। কত বেদ, শাস্ত্র, উপনিষদ তৈরি করে কত খরচ করেছে। বাবা বলেন তোমরা কত টাকা পয়সা হারিয়েছ। বেহদের বাবা মন্তব্য করলেন। তোমরা ফীল কর বাবা অনেক টাকা পয়সা দিয়েছেন। রাজ যোগের শিক্ষা দিয়ে রাজার রাজা করেছেন। তারা দৈহিক পড়াশোনা করে ব্যারিস্টার ইত্যাদি হয়, তারপরে তার থেকে উপার্জন হয় তাই বলা হয় নলেজ হল সোর্স অফ ইনকাম। এই ঈশ্বরীয় পড়াশোনাও হল সোর্স অফ ইনকাম, যার দ্বারা বেহদের বাদশাহী প্রাপ্ত হয়। ভাগবত, রামায়ণ ইত্যাদিতে কোনো নলেজ নেই। মুখ্য উদ্দেশ্য (এইম অবজেক্ট) কিছুই নেই। বাচ্চারা, বাবা যিনি হলেন নলেজফুল তিনি বসে তোমাদের পড়াচ্ছেন। এই হল একেবারে নতুন পড়া। তাও কে পড়ান ? ভগবান। নতুন দুনিয়ার মালিক করার জন্যে পড়ান। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ এই পড়া করে উঁচু পদ প্রাপ্ত করেছেন। কোথায় রাজা পদ, আর কোথায় প্রজা । কারো ভাগ্য খুলে গেলে তার ভবসাগর পার। স্টুডেন্ট বুঝতে পারে যে আমরা পড়া করি তারপরে কাউকে পড়াতে পারব কি না । পড়ায় পুরো মনোযোগ দেওয়া উচিত। পাথরবুদ্ধি হওয়ার জন্যে কিছুই বোঝেনা। তোমাদের হতে হবে সোনার বুদ্ধি। সেও তাদের হবে যারা সার্ভিস করবে। ব্যাজ নিয়েও কাউকে বোঝাতে পারো। বেহদের বাবার কাছে বেহদের বর্সা নাও। ভারত স্বর্গ ছিল তাইনা। এই হল গতকালের কথা। কোথায় ৫ হাজার বছরের কথা, কোথায় লক্ষ বছরের কথা বলা হয়েছে। কতখানি তফাৎ। তোমরা বোঝাও তবুও বোঝে না, একেবারেই পাথরবুদ্ধি হয়েছে। এই ব্যাজ হল তোমাদের জন্যে যেন একটি গীতা, এতেই সম্পূর্ণ পড়া নিহিত আছে। মানুষের তো ভক্তি মার্গের গীতার কথাই স্মরণে থাকে। এখন তোমরা যে বাবার কাছে গীতা শুনছ তার দ্বারা তোমরা ২১ জন্মের জন্যে সদগতি প্রাপ্ত কর। শুরুতে তোমরাও গীতা পাঠ করেছ। পূজা ইত্যাদিও তোমরাই আরম্ভ করেছ। এখন পুরুষার্থ করে গরিবদের ভক্তি মার্গের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে হবে। প্রত্যেক কে বোঝাতে থাকো। তাদের মধ্যে একজন দুজন জ্ঞানে আসবে। যদি ৫-৬ জন একসাথে আসে তবে চেষ্টা করে আলাদা ফর্ম ভরিয়ে আলাদা বোঝানো উচিত। তা নাহলে তাদের মধ্যে একজন এমন থাকবে যে অন্যদের খারাপ করে দেবে। ফর্ম তো নিশ্চয়ই আলাদা ভরাও। একে অপরের না দেখলে বুঝতে পারবে। এইসব যুক্তির প্রয়োজন তাহলে তোমরা সফল হতে থাকবে।

বাবাও হলেন ব্যবসায়ী, যারা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি হবে ভালো ব্যবসা করবে। বাবা কতখানি লাভ করান। একসাথে দল নিয়ে আসলে বলা ফর্ম আলাদা ভরতে হবে। যদি সবাই ধার্মিক মনের হয় তবে একসাথে বসিয়ে প্রশ্ন করা উচিত। গীতা পড়েছ ? দেবতাদের বিশ্বাস কর ? বাবা বলেছেন ভক্তদেরই বলতে হবে। আমার ভক্ত এবং দেবতার ভক্তরা শীঘ্র বুঝবে। পাথরকে পরশমণি করা কোনো মাসির বাড়ি যাওয়ার মতো সহজ নয়। দেহ-অভিমান হল কঠিনতম, খুবই খারাপ রোগ। যতক্ষণ দেহ-

অভিমান না মিটেছে ততক্ষণ পরিবর্তন হওয়া খুব কঠিন । এর জন্যে তো সম্পূর্ণ নারায়ণী নেশা চাই। আমরা অশরীরী এসেছি, অশরীরী হয়ে ফিরতে হবে। এখানে কি আছে। বাবা বলেন আমাদের স্মরণ করো। এতেই পরিশ্রম আছে, এই হল উঁচু লক্ষ্য। চলন দ্বারা জানা যায় এইজন ভালো সহযোগী হবে কল্প পূর্বের মতন।। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা ও সুপ্রভাত।
ঈশ্বরীয় পিতা ঔঁনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) মন, বচন, কর্মে পবিত্র থাকতে হবে। কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কোনোরকম বিকর্ম যেন না হয় - তার খেয়াল রাখতে হবে। আমাদের কাঙ্ক্ষন বানাতে অবশ্যই স্মরণে থাকতে হবে।

২) দেহ-অভিমানের কঠিন রোগ থেকে মুক্ত হতে নারায়ণী নেশায় থাকতে হবে। অভ্যাস করো আমরা অশরীরী এসেছিলাম, এখন অশরীরী হয়ে ফিরে যেতে হবে।

বরদান :- চতুরসুজান বাবার সঙ্গে চালাকি করার পরিবর্তে অনুভূতির শক্তি দ্বারা সর্ব পাপ থেকে মুক্ত ভব

ব্যাখ্যা: অনেক বাচ্চারা চতুরসুজান বাবার সঙ্গেও চালাকি করে নিজের কাজ উদ্ধার করার জন্যে নিজের নাম ভালো করার জন্যে সেই সময় অনুভব করে নেয় কিন্তু সেই অনুভূতিতে শক্তি থাকে না তাই পরিবর্তন হয় না। অনেকে আছে যারা বুঝতে পারে এটা ঠিক নয় কিন্তু নাম খারাপ হওয়ার চিন্তা করে নিজের বিবেককে খুন করে, সেও তো পাপের খাতায় জমা হয়, তাই চালাকি ছেড়ে প্রকৃত হৃদয়ের অনুভূতি দ্বারা নিজেকে পরিবর্তন করে পাপ মুক্ত হও।

স্লোগান - জীবনে থেকে বিভিন্ন রকমের বন্ধন থেকে মুক্ত থাকাই হল জীবনমুক্ত স্থিতি ।

ব্রহ্মা বাবা সম হওয়ার পুরুষার্থ

ফরিস্তা জীবন হল বন্ধন মুক্ত জীবন যদিও সেবার বন্ধন থাকে, কিন্তু এতই তীব্র গতি যে যতই সেবা কাজ করা হবে, ততই সদাই ফ্রী থাকবে, ততই নির্লিপ্ত থাকবে। সদা স্বাধীন স্থিতির অনুভব হবে, কারণ শরীরও কর্মের অধীন নয়।

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা যেমন মধুরতার (সুইট) পাহাড়, সেইরকম বাচ্চারা, তোমাদেরও মিষ্টি (সুইট) বাবা আর তাঁর উত্তরাধীকারকে স্মরণ করে সবথেকে মিষ্টি (মোস্ট সুইট) হতে হবে"

প্রশ্ন :- এখন তোমরা কোন্ পদ্ধতিতে নিজেদের সুরক্ষিত করে নিজেদের সব কিছুকেও সুরক্ষিত করে নেবে?

উত্তর :- তোমরা বলো বাবা দেহের সাথে যা কিছু খড়কুটোর মত সামান্যতমও আছে আমাদের নিজেদের তার সবকিছু তোমাকে দিয়ে দেব আর তোমার থেকে আবার ভবিষ্যতে অর্থাৎ সত্যযুগে নেব। এতে তোমরা সুরক্ষিত হয়ে গেলে। সব কিছু বাবার সিন্দুকে সুরক্ষিত করে দাও। এ হল শিববাবার স্বেচ্ছা ব্যাঙ্ক। তোমরা বাবার নিরাপত্তায় থেকে অমর হয়ে ওঠো। তোমরা মৃত্যুর উপর বিজয় প্রাপ্ত করো। শিববাবার হলে তো সুরক্ষিত হয়ে গেলে। আর কেবল উচ্চ পদ প্রাপ্ত করার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে।

ওম্ শান্তি। বাবা বাচ্চাদেরকে জিজ্ঞাসা করছেন মিষ্টি বাচ্চারা তোমরা নিজেদের ভবিষ্যতের পুরুষোত্তম মুখ দেখেছো? পুরুষোত্তম পোশাক দেখেছো? বুঝতে পারা চাই যে আমরা ভবিষ্যতে নতুন সত্যযুগী দুনিয়াতে এই লক্ষ্মী-নারায়ণের বংশাবলীতে যাব অর্থাৎ সুখধামে যাব অথবা পুরুষোত্তম হবে। স্টুডেন্ট যখন পড়াশুনা করে তখন তার বুদ্ধিতে থাকে আমি অমুক হব। তোমরাও জানো যে তোমরা বিষ্ণুর রাজবংশী হবে কেননা বিষ্ণুর দুই রূপ লক্ষ্মী-নারায়ণ। এখন তোমাদের বুদ্ধি অলৌকিক, আর কারো বুদ্ধিতে এই কথা ঘুরতে থাকবে না এখানে তোমরা জানো যে আমরা সত্য বাবা, শিববাবার সাথে বসে আছি। উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন। উনি হলেন সর্বাধিক মধুর(মোস্ট সুইটেস্ট)। এই মধুরতম (সুইটেস্ট) বাবাকে খুব ভালোবেসে স্মরণ করতে হবে, কেননা বাবা বলেন বাচ্চারা আমাকে স্মরণ করলে তো তোমরা এমন পুরুষোত্তম হবে আর জ্ঞান রত্ন ধারণ করলে তোমরা ভবিষ্যতে ২১ জন্মের জন্য পদমা পদমপতি হবে। বাবা এমনই বরদান দেন। বর প্রাপ্ত হবে মিষ্টি মিষ্টি সজনীদের বা মিষ্টি মিষ্টি সুযোগ্য বাচ্চাদের।

মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদের দেখে বাবা খুশী হন। বাচ্চারা জানে এই নাটকে সবাই নিজেদের পার্ট বা ভূমিকা পালন করছে। অনন্তের বাবাও এই অনন্তের ড্রামাতে তোমাদের সম্মুখে উপস্থিতির ভূমিকা পালন করছেন। সুইট বাবার সুইট বাচ্চাদের সুইটেস্ট বাবা চোখের সম্মুখ নজরের সামনে থাকেন। আল্লাই তার এই শরীরের অঙ্গ (অরগ্যান্স) দ্বারা একে অপরকে দেখে। তোমরা তো হলে মিষ্টি বাচ্চা (সুইট চিল্ড্রেন)। বাবা জানেন যে আমি বাচ্চাদের খুবই মধুর বানাতে আসি। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ তো মোস্ট সুইট তাই না ! যেমন এদের রাজধানী সুইট, তেমনি এদের প্রজাও হল সুইট। যখন মন্দিরে যাও তখন এই দেব-দেবীর মূর্তি কত মধুর(সুইট) দেখতে পাও। কোথাও মন্দির হলে তো আমাদের মধুর(সুইট) দেবী-দেবতাদের দর্শন হবে। দর্শনার্থীরা ভাবে তারা এখানে সুইট স্বর্গের মালিক ছিল। শিবের মন্দিরেও কত শত মানুষ যায়, কারণ তারা খুবই মধুর থেকেও মধুর (সুইটেস্ট থেকেও সুইটেস্ট)। সেই শিববাবার অনেক মহিমা করা হয়। বাচ্চারা, তোমাদেরও অত্যন্ত মধুর (মোস্ট সুইট) হতে হবে। মধুর থেকেও মধুর বাবা তোমাদের বাচ্চাদের সামনে বসে আছেন। তিনি হলেন গুপ্ত। এঁনার মতো মিষ্টি আর কেউই হতে পারে না। বাবা যেন মধুর পাহাড়। মিষ্টি

বাবা এসেই তিক্ত দুনিয়াকে বদলে মধুর করেন। বাচ্চারা জানে মধুরতম বাবা আমাদের সর্বাপেক্ষা মধুরতম করে তোলেন। একদম বাবার সমান গড়ে তোলেন। যে যেমন সেরকমই তো গড়বেন। তাই ঐরকম মধুরতম হওয়ার জন্য মিষ্টি বাবা আর মধুময় উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে হবে।

বাবা বাচ্চাদেরকে বারংবার বলেন মিষ্টি বাচ্চারা নিজেকে অশরীরী মনে করে আমাকে স্মরণ করলে আমি প্রতিজ্ঞা করছি স্মরণের দ্বারাই তোমাদের সব দুঃখ-যন্ত্রণার সমাপ্তি হবে। তোমরা এভার হেল্দি, এভার ওয়েল্দি হবে। তোমরা সর্বাধিক মধুর হয়ে যাবে। আত্মা সুইট হলে শরীরও সুইট হয়ে উঠবে। বাচ্চাদের এই নেশা থাকতে হবে, আমরা সর্বাপেক্ষা অতি প্রিয় (মোস্ট বিলভড) বাবার বাচ্চা, আমাদের বাবার প্রীমতে চলতে হবে। ভীষণ মিষ্টি-মিষ্টি বাবা আমাদের ভীষণ সুইট করে তোলেন। অতি প্রিয় (মোস্ট বিলাভড) বাবা বলেন তোমাদের মুখ থেকে সর্বদা রক্ত নির্গত হওয়া চাই। কোনো তিক্ত বা পাথরের মতো কঠিন কথা বলা উচিত না। যত সুইট হবে ততই বাবার নাম সুখ্যাত করবে। তোমরা বাচ্চারা বাবাকে অনুসরণ(ফলো) করলে তোমাদেরকেও আর সবাই অনুসরণ করবে।

বাবা তো তোমাদের টিচারও হন। তাই টিচার অবশ্যই বাচ্চাদের শিক্ষা দেবেন যে বাচ্চারা রোজ নিজেদের স্মরণের চার্ট রাখো, যেমন করে ব্যবসায়ীরা রাতে হিসেবের খাতা মেলায়। তোমরা যেন ব্যবসায়ী, বাবার সাথে কত বড় ব্যবসা করছ। যত বেশী বাবাকে স্মরণ করবে বাবার থেকে ততই অফুরন্ত সুখ প্রাপ্ত করবে, সতোপ্রধান হবে। রোজ নিজের ভিতরে ভিতরে নিরীক্ষণ করো। নারদকে যেমন বলা হয়েছিল আয়নায় নিজের মুখ দেখো যে তুমি লক্ষ্মীকে বিবাহ যোগ্য কি না। তোমাদেরও দেখতে হবে যে আমরা লক্ষ্মী-নারায়ণের মতো সুযোগ্য হয়েছি কি না। আমাদের মধ্যে কি কি দুর্বলতা আছে, কারণ তোমাদের নিখুঁত(পারফেক্ট) হতে হবে। বাবা আসেনই তোমাদের নিখুঁত বানানোর জন্য। তাই সততার সাথে নিজেদের নিরীক্ষণ করতে হবে - আমাদের মধ্যে কি কি দুর্বলতা আছে, যার মাধ্যমে তুমি বুঝতে পারবে কোন কারণে তুমি উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে পারবে না। বাবা সর্বক্ষণ এই ভূত (বিকার) তাড়ানোর যুক্তি বলে চলেছেন। বাবা বসে সমস্ত আত্মাদের দেখছেন, কারোর কোনো দুর্বলতা দেখলে তাকে কারেন্ট প্রদান করেন যাতে তার বিদ্যুৎ সরে যায়। যত বাবার সহযোগী হয়ে বাবার মহিমা করতে থাকবে ততই এই ভূত(বিকার) পালাতে থাকবে আর তোমরা খুব খুশীতে থাকবে, সেইজন্য নিজেদের সম্পূর্ণ নিরীক্ষণ করতে হবে- সারাদিনে মনসা, বাচা, কর্মে কাউকে দুঃখ দিইনি তো ? সাক্ষী হয়ে নিজের আচার আচরণ দেখতে হবে, অন্যান্যদের আচার আচরণও দেখতে পারো কিন্তু প্রথমে নিজেকে দেখতে হবে। শুধু অন্যকে দেখলে নিজেরটা ভুলে যাবে। প্রত্যেককে নিজের সার্ভিস করতে হবে। আর কারোর সার্ভিস করা মানে নিজের সার্ভিস করা। তোমরা শিববাবার সার্ভিস করো না। শিববাবা তো সার্ভিস করতে এসেছেন।

তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা খুবই মূল্যবান (ভ্যালুয়েবল), যেন শিববাবার ব্যাক্ষে সুরক্ষিত ভাবে (সেকিঁতে) বসে আছ। তোমরা বাবার নিরাপত্তায় থেকে অমর হয়ে ওঠো। তোমরা মৃত্যুর উপর বিজয় প্রাপ্ত করো। শিববাবার হয়ে গেলে তো সুরক্ষিত হয়ে গেলে। তা সত্ত্বেও উঁচু পদ প্রাপ্ত করার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। দুনিয়াতে মানুষের কাছে যতই ধন দৌলত থাক না কেন সে সবই শেষ হয়ে যাবে, কিছুই থাকবে না। তোমাদের, অর্থাৎ বাচ্চাদের কাছে তো এখন কিছুই নেই, এই দেহও নেই। এই দেহও বাবাকে দিয়ে দাও। যার কাছে কিছুই নেই তার কাছে যেন সবকিছুই আছে।

তোমরা অনন্তের বাবার সাথে লেন-দেন করছই ভবিষ্যতের নতুন দুনিয়ার জন্য। তোমরা বলো বাবা দেহ সম্বন্ধীয় তুচ্ছ যা কিছু আছে সবই তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি আর তোমার থেকে আবার ভবিষ্যতে অর্থাৎ সত্যযুগে সব কিছুই নেব। তোমরা এভাবে সুরক্ষিত (সেফ) হয়ে গেলে। সবকিছু বাবার সিন্দুকে সুরক্ষিত হয়ে গেল। বাচ্চারা, তোমাদের ভিতরে কত খুশী থাকা চাই, আর অল্প সময় বাকী আছে, আবার আমরা নিজেদের রাজধানীতে থাকব। তোমাদের কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলো, বাহ আমরা তো অনন্তের বাবার থেকে অনন্ত সুখের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি। এভার হেলদি ওয়েলদি হচ্ছি। আমাদের সব মনোস্কামনা পূর্ণ হচ্ছে।

বাবা বোঝান, মিষ্টি বাচ্চারা এখন দেহী-অভিমানী হও। যোগের শক্তিতে তোমরা কাউকে সামান্য বোঝালে শীঘ্রই তার তীর বিঁধবে। কারো তীর লাগলে একদম মূর্ছিত হয়ে যায়। প্রথমে মূর্ছিত হয় তারপর বাবার হয়। বাবাকে ভালবেসে স্মরণ করলে বাবাও কাছে টেনে নেন। কেউ কেউ তো স্মরণ করেই না। বাবার দয়া হয়, তবুও বলেন বাচ্চারা উন্নতি করো, প্রথম নম্বরে এসো। যত উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে ততই বাবার কাছে আসবে আর ততই অপার সুখ প্রাপ্ত হবে। পতিত-পাবন তো হলেন এক বাবা-ই, সেইজন্য এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। শুধু মাত্র এক বাবাকেই নয়, তার সাথে আবার সুইট হোমকেও স্মরণ করতে হবে। শুধু সুইট হোমকেই নয়, ধন- সম্পদও তো চাই, সেইজন্য স্বর্গ- ধামকেও স্মরণ করতে হবে। অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। বাচ্চাদের যতটা সম্ভব অন্তর্মুখী হয়ে থাকতে হবে। অতিরিক্ত বলো না, শান্ত হয়ে থাক। বাবা বাচ্চাদেরকে শিক্ষা দেন মিষ্টি বাচ্চারা অশান্তির বিস্তার করো না। নিজের ঘর গৃহস্থে থেকেও অনেক শান্তিতে থাক। অন্তর্মুখী হয়ে থাক। অতি মধুর ভাবে কথা বলো। কাউকে দুঃখ দিও না। ক্রোধ করো না। ক্রোধের ভূত থাকলে স্মরণে থাকতে পারবে না। বাবা কত মধুর, তাই বাচ্চাদেরও বোঝান, বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করো না। বহির্মুখী হয়ো না, অন্তর্মুখী হও।

বাবা হলেন কত রমণীয় পবিত্র (লাভলী পিওর)। বাচ্চারা, তোমাদেরও নিজের সমান পবিত্র করে তোলেন। তোমরা যত বাবাকে স্মরণ করবে ততই অপারিসীম রমণীয় হবে। দেবতার কত রমণীয়, যে এখনো তাদের জড় চিত্তকে পূজা করা হয়। তাই বাবা বলেন বাচ্চারা তোমাদের আবার এরকম রমণীয় (লাভলী) হতে হবে। কোনো দেহধারী, কোনো বস্তু যেন পিছনে স্মরণে না আসে। এতো ভালবেসে বাবাকে স্মরণ করতে হবে, ব্যাস্ যেন বসে - বসে প্রেমের অশ্রু বইতে থাকবে। বাবা, ও মিষ্টি বাবা, তোমার কাছ থেকে তো আমার সব কিছুই প্রাপ্ত করা হয়ে গেছে। বাবা তুমি আমাদের কত রমণীয় (লাভলী) করে তুলছো। আত্মা লাভলী হয়ে ওঠে, তাই না! যেমন বাবা হলেন অতি রমণীয় পবিত্র, তেমন পবিত্র হতে হবে। অনেক ভালোবেসে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবা তুমি ছাড়া আমাদের সামনে দ্বিতীয় কেউ আসবে না। বাবার মতো সুন্দর কেউই নয়। প্রত্যেকেই সেই এক প্রীতমের প্রিয়তমা হয়ে ওঠে। তাই সেই প্রিয়তমকে খুবই স্মরণ করতে হবে। বাবা বলেছেন লৌকিক প্রেমিক-প্রেমিকারা কেউই একসঙ্গে থাকতে পারে না, পরস্পরকে একবার দেখল, ব্যস্ । তাই বাবা বলেন মিষ্টি বাচ্চারা, একমাত্র আমাকে (মামেকম্) স্মরণ করলে তোমাদের জীবন তরী পার হয়ে যাবে। যেসকল মিষ্টি বাবার দ্বারা আমরা হীরে তুল্য হয়ে উঠি ঐরকম বাবার সাথে আমাদের কতখানি ভালোবাসা ! খুবই ভালোবাসার সাথে বাবাকে স্মরণ করে ভিতরে রোমাঞ্চ অনুভূত হওয়া উচিত। যাই ত্রুটি (ডিফেক্ট) থাকুক, সেটা সরিয়ে খাঁটি হীরা (পিওর ডায়মন্ড) হতে হবে। যদি সামান্যতমও খাঁটি কম হয় তবে মূল্য (ভ্যালু) কমে যাবে। নিজেকে খুবই মূল্যবান

হীরে তৈরী করতে হবে। বাবার স্মরণে থাকার জন্য যেন মন ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে । ভুলে গেলে চলবে না বরং আরো বেশী স্মরণে ব্যতিব্যস্ত থাকতে হবে। "বাবা-বাবা" বলে একদম স্থির শান্ত শীতল হয়ে যেতে হবে। বাবার থেকে কত বিশাল পরিমাণে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়।

তোমরা বাচ্চারা এখন নিজের দৈবী রাজধানী স্থাপনা করছ, পুরুষার্থ তো সবাই করে। যে বেশী পুরুষার্থ করে সে বেশী পুরস্কৃত হয়। এটাই হল নিয়ম । স্থাপনার কাজ চলছে। একে দৈবী রাজধানীই বলা বা বাগানই বলা, বাগানেও নম্বর অনুযায়ী ফুল হয়। কোনো বাগানে তো খুব ভালো (ফার্স্ট ক্লাস) ফুল হয়, কোনটায় অল্প ফুল হয়। এটাও তেমনই। কল্প পূর্বে যেমন মধুর হয়েছ, সুগন্ধিতও হয়েছ, তা নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। বিভিন্ন প্রকারের (ভ্যারাইটি) ফুল আছে। বাচ্চারা সুনিশ্চিত যে অনন্তের বাবার দ্বারা আমরা স্বর্গের মালিক হচ্ছি। স্বর্গের মালিক হলে অনেক খুশী থাকে। তাই বাবা বসে বাচ্চাদের দেখেন। মালিকের নজর তো ঘরের দিকেই থাকে। তিনি দেখতে থাকেন তোমাদের কি-কি গুণ আছে, কি-কি অবগুণ আছে। বাচ্চারাও জানে, সেইজন্য বাবা বলেন, নিজের দুর্বলতা নিজেই লেখো। সম্পূর্ণতা তো কেউ প্রাপ্ত করেনি, হ্যাঁ- করবে। কল্প-কল্প করেছে। বাবা বোঝান- মুখ্য দুর্বলতা হল দেহ- অভিমান। দেহ-অভিমান খুবই পীড়া-দায়ক। স্থিতিকে এগোতে দেয় না। এই দেহকেও ভুলে যেতে হবে। এই পুরানো শরীর ছেড়ে যেতে হবে। দৈবীগুণও এখানেই ধারণ করে যেতে হবে। ফিরে যেতে হবে বলে কোনো দোষ-ত্রুটি থাকা চলবে না। তোমরা তো হীরে হবে। কি-কি দোষ-ত্রুটি (ক্লে) আছে সেটা তো জানো। স্থূল হীরেতেও দোষ-ত্রুটি (ক্লে) থাকে, কিন্তু জড় পদার্থ বলে ওর ত্রুটি সরানো যাবে না, ওটা কেটে ফেলতে হবে। তোমরা তো হলে চৈতন্য হীরে। তাই যে দোষ- ত্রুটিই থাকুক তা একেবারে বের করে শেষ পর্যন্ত ত্রুটি মুক্ত (ক্লে-লেস) হতে হবে। যদি দোষ-ত্রুটি না সরেও তবে মূল্য (ভ্যালু) কমে যাবে। তোমরা চৈতন্য হওয়ার কারণে দোষ-ত্রুটি নির্মূল করে দিতে পারো। আচ্ছা।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) যতটা সম্ভব অন্তর্মুখী হয়ে, শান্ত থাকতে হবে, বেশী কথা বোলা না। অশান্তি ছড়িও না। অত্যন্ত মধুর ভাবে মধুর বোল বলতে হবে, কাউকে দুঃখ দিও না, ক্রোধ কোরো না। বর্হিমুখী হয়ে বুদ্ধির স্থলন ঘটিও না।

২) নিখুঁত (পারফেক্ট) হওয়ার জন্য সততার সাথে নিজের নিরীক্ষণ করতে হবে যে আমার মধ্যে কি কি দুর্বলতা আছে? সাক্ষী হয়ে নিজের আচার আচরণকে দেখতে হবে। ভূতদের (বিকার) তাড়ানোর যুক্তি তৈরী করতে হবে।

বরদান :- অনুভূতির শক্তির দ্বারা মধুর অনুভব করতে সক্ষম সদা শক্তিশালী আত্মা ভব
এই অনুভূতির শক্তি খুব মধুর অনুভব করায় - কখনো নিজেকে বাবার চোখের মণি আত্মা অর্থাৎ চোখের তারায় সমায়িত হয়ে যাওয়া শ্রেষ্ঠ বিন্দু অনুভব করো, কখনো মস্তিষ্কের উপর ঝলমলে মস্তক মণি, কখনো নিজেকে ব্রহ্মা বাবার সহযোগী রাইট হ্যান্ড, ব্রহ্মার বাহ অনুভব করো, কখনো অব্যক্ত ফরিস্তা স্বরূপ অনুভব করো...এই অনুভূতির শক্তিকে বাড়লে তবে শক্তিশালী হয়ে যাবে। আর তখন ছোট দাগও স্পষ্ট দেখা যাবে আর সেটা পরিবর্তন করে নেবে।

শ্লোগান :- সকলের হৃদয়ের শুভকামনা নিতে থাকলে নিজের পুরুষার্থ সহজ হয়ে যাবে।

ব্রহ্মা বাবার সমান হওয়ার জন্য বিশেষ পুরুষার্থ

যেমন ব্রহ্মা বাবা বীজরূপ স্টেজ অর্থাৎ পাওয়ার ফুল স্টেজের বিশেষ অভ্যাস করে সম্পূর্ণ বিশ্বকে সকাশ দিতেন সেইরকম ফলো ফাদার করো, কারণ এই স্টেজ লাইট হাউস, মাইট হাউসের কাজ করে। যেমন বীজ দ্বারা স্বতঃই সমস্ত বৃক্ষ জল পায়, সেইরকম যখন বীজরূপ স্টেজে স্থিত হবে তখন স্বাভাবিকভাবেই (অটোম্যাটিক্যালি) বিশ্বের লাইটের জল প্রাপ্ত হবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা- আত্ম-অভিমानी হওয়ার অভ্যাস কর, তবেই বিকারী চিন্তা দূর হয়ে(উড়ে)যাবে, বাবা-ই স্মরণে থাকবে, আত্মা সতোপ্রধান হয়ে যাবে"

প্রশ্ন:- জগতের কোন্ রাস্তার কথা মনুষ্যদের একদমই জানা নেই ?

উত্তর :- বাবার সাথে মিলনের বা জীবনমুক্তি প্রাপ্ত করার রাস্তা কারোর-ই জানা নেই। শুধুই শান্তি শান্তি করতে থাকে। কনফারেন্স করতে থাকে। জানে না যে বিশ্বে শান্তি কখন ছিল আর কিভাবে স্থাপিত হয়েছিল। তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পারো যে তোমরা বিশ্বে শান্তি দেখেছো কি ? শান্তি স্থাপন কিভাবে হয় ? বিশ্বে শান্তি তো বাবার দ্বারাই স্থাপন করা হচ্ছে। তোমরা এসে বোঝো।

ওম্ শান্তি। রুহানী বাবা বসে রুহানী বাচ্চাদের বোঝান। সবার প্রথমে এই দৃষ্টি পাকা কর যে আমরা হলাম আত্মা। আমরা ভাই-ভাইকে দেখি। যেমন বাবা বলেন, আমি বাচ্চাদের (আত্মাদের) দেখি। আত্মাই শরীরের কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা শোনে, বলে। আত্মার আসন(তখত) হলো ক্রকুটি। বাবা তো আত্মাদের দেখেন। এই ভাইও নিজের ভাইদের দেখে। তোমাদেরও ভাইদের দেখতে হবে। প্রথমেই এইরূপ দৃষ্টি পাকা করা উচিত। তবেই কু-চিন্তা(ক্রিমিনাল থেয়াল) আসা বন্ধ হয়ে যাবে। এইরকম অভ্যাস হয়েই যাবে। আত্মাই শোনে, আত্মাই নড়াচড়া করে। এইরূপ দৃষ্টি(আত্মিক) পাকা হলে আর সব চিন্তা চলে যাবে। এটাই হলো এক নম্বর সাবজেক্ট। এইভাবেই দৈবী-গুণও অটোমেটিক্যালি ধারণ হতে থাকবে। দেহ-অভিমাণে এলেই কর্মেন্দ্রিয় অকার্য করে। দেহী-অভিমानी হওয়ার খুব প্রচেষ্টা কর তবেই তোমাদের শক্তি আসবে। সর্বশক্তিমান বাবার দ্বারাই আত্মা সতোপ্রধান হয়। বাবা তো সর্বদাই সতোপ্রধান। তাই সবার প্রথমে এই দৃষ্টিই পাকা হলে তখনই বুঝতে পারবে যে আমরা আত্ম-অভিমानी। আত্ম-অভিমानी আর দেহী-অভিমानीতে রাত-দিনের পার্থক্য। আমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে। আত্ম-অভিমानी হলেই আমরা পবিত্র, সতোপ্রধান হয়ে যাবো। এই অভ্যাস করলেই বিকারী চিন্তা দূর হয়ে যাবে।

মানুষ বলে থাকে - ধরণীর নক্ষত্র। অবশ্যই আমরা আত্মারা হলাম নক্ষত্র, এই শরীর ধারণ করেছি কর্ম করার জন্য। এখন আমরা তমোপ্রাণ হয়েছি পুনরায় আমাদের সতোপ্রধান হতে হবে। বাবাকে পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগেই আসতে হয়। এরকম কখনই বলা হয় না যে ক্রাইস্টের শরীরে আসে। কারণ তিনি(ক্রাইস্ট) আসেনই রজোপ্রাণ সময়ে। কোনো বুদ্ধ বা ক্রাইস্টের শরীরে ভগবান আসে, তা হতে পারে না। তিনি আসেন একবারই এবং নতুন দুনিয়া স্থাপন করতে তিনি পুরানো দুনিয়াতেই আসেন। তমোপ্রাণ দুনিয়াকে সতোপ্রাণ দুনিয়ায় পরিবর্তন করতে। তাহলে তিনি অবশ্যই সঙ্গমেই আসবেন। আর অন্য কোন সময়ে তিনি আসতে পারেন না। ওঁনাকে এসে নতুন দুনিয়া স্থাপন করতে হয়। ওঁনাকেই বলা হয় হেভেনলী গড ফাদার। ড্রামা অনুসারে সঙ্গমের নামই রয়েছে, কৃষ্ণকে তো বাবা বা পতিত-পাবন বলা যাবে না। তাঁর মহিমা সম্পূর্ণ আলাদা। বাবা বোঝান যে, যাকেই বোঝাবে সবার প্রথমে তাকে এইম- অবজেক্ট বোঝাও। ভারতে যখন লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল তখন এক ধর্ম ছিল, এক রাজত্ব ছিল। আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল। একটাই অদ্বৈত ধর্ম ছিল। হেভেন(স্বর্গ) স্থাপন করা তো বাবার-ই কাজ। কিভাবে করেন তাও পরিষ্কার। সঙ্গমেই বাবা এসে বোঝান যে দেহের সব ধর্ম ছেড়ে নিজেকে আত্মা মনে করো। লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্রের উপরেই

সবকিছু বোঝাতে হবে। শিববার চিত্রও রয়েছে। মহিমা করার মতো অনেক ভাল-ভাল চিত্র রয়েছে। এ হলো নর থেকে নারায়ণ হওয়ার সত্যকথা। রাধা-কৃষ্ণের কথা নয়, সত্যনারায়ণের কথা। তোমাদের নর থেকে নারায়ণে পরিণত করেন। প্রথমে তো হবে ছোট বাচ্চা। ছোট বাচ্চাকে নর বলা হয় না। নর নারায়ণকে, নারী লক্ষ্মীকে বলা হয়। বাচ্চারা, তোমাদেরকে এই চিত্রের দ্বারাই বোঝাতে হবে। সন্ন্যাসী তো আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করতে পারে না। শঙ্করাচার্য তো আসেনই রজোপ্রধান সময়ে। তিনি রাজযোগ শেখাতে পারেন না। বাবা আসেন সঙ্গমে। তিনি বলেন, (ব্রহ্মার শরীরে) অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে তারও অন্তিম অবস্থায় আমি প্রবেশ করি। উপরে ত্রিমূর্তিও রয়েছে। ব্রহ্মা যোগে বসে আছেন, শঙ্করের তো কথাই আলাদা। ষাঁড়ের উপর সওয়ার হওয়া, এ হতে পারে না। বাবাকে তো এখানে এসেই বোঝাতে হয়। বিনাশও এখানেই হয়। লোকেরা বলে যে, বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা হোক। তা তো হতেই হবে, তখন বুদ্ধিতে আসে। চিত্রের দ্বারা তোমরা খুব ভালভাবে বোঝাতে পারো। যারা শিবের বা দেবতাদের ভক্তি করে তাদের বোঝাতে হবে। তারা শীঘ্রই স্বীকার করে নেবে। বাকী যারা প্রকৃতি(নেচার) বা বিজ্ঞান ইত্যাদিতে বিশ্বাসী তাদের বুদ্ধিতে বসবে না। অন্য ধর্মাবলম্বীদের বুদ্ধিতেও আসবে না, যারা ধর্মান্তরিত(কনভার্ট) হয়ে গেছে, তারাই বেরিয়ে আসবে। তাদের জন্য দুশ্চিন্তা করার কি আছে। যারা দেবতা ধর্মের বা যারা অনেক ভক্তি করে তারা নিজেদের ধর্মে অত্যন্ত পাকা(অটুট বিশ্বাস) থাকবে। তাই যারা দেবতাদের পূজা করে সেই পূজারীদের বোঝাও, বড় বা ধনী ব্যক্তির কখনোই আসবে না। ধরো, এই যে বিড়লা, যিনি এতো মন্দির নির্মাণ করেন, তার কাছে জ্ঞান শোনার সময়ই নেই। সারাদিন বুদ্ধি ব্যবসা-বানিজ্যেই আটকে আছে। তারা অনেক টাকা-পয়সা পায়, তাই তারা মনে করে যে মন্দির বানানোর জন্যই তারা এই ধন প্রাপ্ত করেছে। এ হলো দেবতাদের কৃপা।

তোমাদের কাছে কেউ এলে, তখন লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র তাদের দেখাও। বলা, তোমরা বিশ্বে শান্তি চাও কিন্তু বিশ্বে শান্তির রাজ্য এই দুনিয়াতে(স্বর্গ) ছিল। এই তারিখ থেকে এই তারিখ পর্যন্ত সূর্যবংশীয় রাজধানীতে অনেক শান্তি ছিল তারপর দুই কলা কম হয়ে যায়। মুখ্যত এই চিত্রের উপরেই সবকিছু। এখন তোমরা বিশ্বে শান্তি চাইছো। কোথায় যাবে? নিজ নিকেতনকে তো জানেই না। আমরা, আল্লারা হলাম শান্ত-স্বরূপ। আমরা মূলবতনে থাকি, ওটাই শান্তিধাম। তা এই দুনিয়ায় নেই। তাকে বলা হয় নিরাকারী দুনিয়া। এছাড়া বিশ্ব তো একেই বলে। বিশ্বে শান্তি নতুন দুনিয়ায় হবে। বিশ্বের মালিকেরা এখানে বসে আছেন। গরীবেরা এই কথা ভালভাবে বুঝতে পারে। কেউ বলে এই রাস্তা তো খুব ভাল, আমরা রাস্তা খুঁজতাম। রাস্তা জানাই নেই তাহলে খুঁজব কিভাবে? এরকম কেউ-ই নেই, যার বাবা বা জীবনমুক্তির রাস্তা জানা আছে। শান্তি, শান্তি..... বলতেই থাকে কিন্তু শান্তি কবে ছিল, কিভাবে হয়েছিল, কেউ-ই জানে না, কত কনফারেন্স ইত্যাদি করে। তাদের জিজ্ঞাসা করা উচিত তোমরা কখনো বিশ্বে শান্তি দেখেছো যে বিশ্বে শান্তি কিভাবে স্থাপিত হয়? তোমরা প্রজারা(লোকেরা) পরস্পর কেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে ! কত কনফারেন্স করতেই থাকো, কিন্তু উত্তর কোথা থেকেও পাওয়া যায় না। বিশ্বে শান্তি তো বাবার দ্বারাই স্থাপিত হচ্ছে। তোমরা বলা যে ক্রাইস্টের ৩ হাজার বছর পূর্বে হেভেন ছিল তাহলে সেখানেই শান্তি ছিল। যদি সেখানেও অশান্তি হতো তাহলে আর কোথায় শান্তি পাওয়া যাবে। ভালভাবে বোঝাতে হবে। এইসময় তো তোমাদের তারা এতো সময় ধরে কথা বলতে দেবে না কারণ এখনও ওদের শোনার সময় আসেনি। শোনার জন্যও সৌভাগ্য চাই। তোমরা পদমাপদম(লক্ষ কোটি গুণ) ভাগ্যশালী বাচ্চারাই বাবার থেকে শোনার অধিকারী। বাবা ছাড়া আর কেউই শোনাতে পারে না। বাচ্চারা, বাবা তোমাদেরই শোনান।

এ হলোই রাবণ-রাজ্য তাহলে এখানে শান্তি কিভাবে হতে পারে। রাবণ-রাজ্যে সবাই পতিত। তারা আহান (ডাকে) করে যে আমাদের পবিত্র বানাও। পবিত্র দুনিয়া তো এই লক্ষ্মী-নারায়ণের ছিল। রাম-রাজ্য আর রাবণ-রাজ্য কত পার্থক্য। সূর্যবংশীয়, চন্দ্রবংশীয় তারপর হয় রাবণ-বংশীয়। এই সময় হলো কলিযুগ, রাবণ সম্প্রদায়। বিশিষ্ট ব্যক্তিরও একে অপরের উপর গর্জন করতে থাকে। অত্যন্ত অহংকার থাকে যে আমি অমুক....অমুক। তাই এই লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্রের দ্বারা বোঝান অতি সহজ। বলা যে, এঁাদের রাজ্যেও বিশ্বে শান্তি ছিল, আর অন্য কোনো ধর্ম ছিল না। বিশ্বে শান্তি সে তো এখানেই(স্বর্গে) হয়। তাই মুখ্য হলো এই চিত্র। বাকী অন্য অনেক চিত্রের উপরে বোঝালে মনুষ্যদের বুদ্ধি অন্যত্র চলে যায়। যা বোঝে তাও ভুলে যায়। তাই তো কথিত আছে যে, টু মেনি কুন্স..... (অধিক সল্লাসীতে গাজন নষ্ট)। যখন চিত্র অনেক হয়ে যায় তখন সেখানে হাসি-মজার মডেল বা কথোপকথন ইত্যাদি হতে থাকে আর তখন মূল কথাই বুদ্ধি থেকে বেরিয়ে যায়। বিরলতম ব্যক্তিই বুঝতে পারে যে বাবাই এই স্থাপনা করছেন। ৮৪ জন্মও এঁনারই হয়। অবশ্য একজনকেই দেখানো হয়। সকলকে কিভাবে দেখাবে। শাস্ত্রেও এক অর্জুনের নামই বলা হয়েছে, তাই না। স্কুলে শিক্ষক কি একজনকেই পড়ায়, তাই কি হয় ? এও হলো স্কুল। গীতায় স্কুলের কথা বলা হয়নি। কৃষ্ণ তো ছোট বাচ্চা, সে কি করে গীতা শোনাবে। এ হলো ভক্তিমার্গ।

তোমাদের এই ব্যাজও অনেক কাজ করতে পারে। এটা হল সব থেকে ভালো মাধ্যম। প্রথমে তাদেরকে শিববাবার চিত্রের সামনে নিয়ে আসা উচিত, আর তারপর লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্রের সামনে আনা উচিত। তোমরা শান্তি প্রার্থনা করো, আর তা প্রতিকল্পে বাবার দ্বারাই স্থাপন করা হয়। তোমরা এই চক্রকে জেনে গেছো। প্রথমে তোমরাও তুচ্ছ বুদ্ধির ছিলে। এখন বাবা তোমাদের বুদ্ধিকে স্বচ্ছ করেন। লেখা উচিত যে একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া আর কেউই কারো সঙ্গতি করতে পারে না। বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। একমাত্র বাবা-ই সবকিছু করছেন। স্মরণও তাঁকেই করা হয়। মুখ্য চিত্র হলো এই দুটি। যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা ঠিক মতো বুঝতে পারছে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের সেখান থেকে নড়া উচিত নয়। যদি তারা এটা না বোঝে তাহলে তো আর কোনো কিছুই বুঝতে পারবে না। সময় নষ্ট হয়ে যায়। তাই যদি দেখো, তাদের বুদ্ধিতে প্রবেশ করছে না, তখন ছেড়ে দিতে হবে। এসব বোঝানোর মতো অত্যন্ত ভালো কাউকে চাই। যদি মাতা হয় তাহলে খুব ভাল, এতে কেউ আপত্তি করবে না। এখানে সবাই জানে যে কে কে বোঝানোর বিষয়ে অত্যন্ত পারদর্শী। মোহিনী রয়েছে, মনোহর রয়েছে, গীতা রয়েছে - অনেক ভালো ভালো বাচ্চারা রয়েছে। তাহলে প্রথমেই লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্রের দ্বারা সম্পূর্ণ পাকা করানো উচিত। বলা, এই বিষয়টিকে ভালো মতন বোঝো তবে তো শান্তির দুনিয়ায় যেতে পারবে। মুক্তি-জীবনমুক্তি দুই-ই প্রাপ্ত করবে। মুক্তিতে তো সকলেই যাবে তারপরে আবার আসবে নশ্বরের ক্রমানুসারে ভূমিকা পালন করতে। আড়ম্বরের সাথে বোঝাতে হবে। প্রথম নশ্বরে হলো এই চিত্র। বিশ্বের মালিক তারাই ছিলেন। এই বিষয়গুলো যিনি বিচক্ষণ কেবলমাত্র তার বুদ্ধিতেই বসে। যদিও তারা ভাল-ভাল বলে, তারপর তোমাদের পায়ে পড়ে। কিন্তু তারা বাবাকে জানেনি। তাদেরও মায়া ছাড়ে না। বাবা তোমাদের এতো উঁচুতে তোলেন তাই তাঁকে কতটা স্মরণ করা উচিত ! সেইজন্য বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের পাপমোচন হবে। সতোপ্রধান হয়ে যাবে। এখানে এলে খুশীতে তোমাদের রোমাঞ্চিত হয়ে যাওয়া উচিত। কারণ আমিই এ হতে চলেছি। আমি ভিতরে যাই আর এই লক্ষ্মী-নারায়ণকে দেখি, অত্যন্ত খুশী হই। ওহো ! বাবা আমাদের এই রকমই(লক্ষ্মী-নারায়ণ) তৈরী করেন। বাহ! বাবা বাহ! লৌকিকে বাড়িতে কারো বাবা যদি অত্যন্ত উচ্চপদাধিকারী হয় তখন তার

সন্তানেরা অত্যন্ত খুশীতে থাকে যে আমার বাবা একজন উপদেশক ! তোমাদের কত খুশী থাকা উচিত যে বাবা আমাদের এইরকম তৈরী করছেন। কিন্তু মায়া ভুলিয়ে দেয়, অত্যন্ত বিরোধিতা করে। বাচ্চারা, তোমাদের অত্যন্ত খুশীতে থাকা উচিত, দৈব-গুণও ধারণ করা উচিত। আল্ম-অভিমানী ভব। পরস্পরকে ভাই-ভাই-এর দৃষ্টিতে দেখো, স্ত্রী-কেও আল্মারূপে দেখবে। তাহলেই ক্রিমিনাল আই(কু-দৃষ্টি) হবে না। মনে ঝড় তখনই ওঠে যখন তোমরা ভাই-ভাই-এর দৃষ্টিতে পরস্পরকে দেখো না, এতে অনেক পরিশ্রম আছে। ভালভাবে অভ্যাস করা উচিত। আল্ম-অভিমানী হতে হবে। কর্মাতীত অবস্থা তো পরে হবেই। সার্ভিস করা বাচ্চারাই বাবার হৃদয়ে স্থান পায় । যদি দেবীতেও আসে, তারাও জাম্প(গ্যালপ) করতে পারে। দ্রুত এগিয়ে যেতে পারে। বাচ্চারা, তোমরা পূর্বের হিস্তি তো শুনেছো যে এঁনারা কিভাবে ঘর-পরিবার ত্যাগ করেছিল। রাতে পালিয়ে গিয়েছিল। তারপর এতো বাচ্চাদের লালন পালন করা হয়েছিল। একেই বলা হয় ভাড়া। তারপর আবার ভাড়ির থেকে নশ্বরের ক্রমানুযায়ী এক-একজন বেরিয়েছিল। এ তো অতি আশ্চর্যের যে, বাবা কীভাবে আমাদের ওয়ান্ডারফুল স্বর্গের মালিক বানান। গড ফাদার তোমাদের পড়ান। তিনি কত সাধারণ ! প্রতিদিন বাচ্চাদেরকে তিনি কতো কিছু বোঝান আর বাচ্চাদেরকে জানান নমস্কার। বাচ্চারা, তোমরা আমার থেকেও উচ্চে চলে যাও। তোমরাই কাঙ্গাল থেকে দ্বি-মুকুটধারী (ডবল তাজধারী) বিশ্বের মালিক হও। বাবা তো অতি খুশী নিয়ে আসেন। অনেকবার এসেছেন। আজ তোমরা আমি অর্থাৎ পরমাত্মা রামের থেকে রাজ্য নাও আবার রাবণের কাছে রাজ্য হারাও, এও এক খেলা। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা ও সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা ওঁনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) আল্মাকে সতোপ্রধান করার জন্য একমাত্র সর্বশক্তিমান বাবার থেকেই শক্তি নিতে হবে। দেহী-অভিমানী হওয়ার পুরুষার্থ করো। আমরা আল্মারা হলাম ভাই-ভাই, এই অভ্যাস নিরন্তর করতে থাকো।

২) বাবা আর লক্ষ্যের(লক্ষ্মী-নারায়ণ) চিত্রের উপরে প্রত্যেককে বিস্তারিতভাবে বোঝাও। অন্য কথায় সময় নষ্ট করো না।

বরদান :- সেবায় শুভ ভাবনা যুক্ত করে শক্তিশালী ফল প্রাপ্ত করে সফলতার প্রতিমূর্তি ভব

বিস্তার :- যে সেবাই করো তাতে যেন সকল আল্মাদেরও সহযোগের ভাবনা থাকে, খুশীর ভাবনা বা সন্তোষ থাকে তবেই প্রতিটি কার্য সহজেই সফল হয়ে যাবে। যেমন পূর্বে যখন কেউ কোনো কার্য করতে যেতো তখন সম্পূর্ণ পরিবারের আশীর্ব্বাদ নিয়ে যেতো। তাই বর্তমানেও সেবায় এটি যুক্ত করা উচিত। কোনো কার্য শুরু করার পূর্বে সকলের শুভ- ভাবনা, শুভ- কামনা নাও। সকলের সন্তুষ্টিতার শক্তিকে ভরে নাও তবেই শক্তিশালী ফল প্রাপ্ত করবে।

স্লোগান :- বাবা যেমন আশ্তে হাজির মালিক(জী হাজির) বলেন তেমনই তোমরাও সেবায় আশ্তে হাজির, আশ্তে হজুর করো তবেই পুণ্য জমা করতে পারবে।

ব্রহ্মাবাবার সমান হওয়ার জন্য পুরুষার্থ :-

যেমন ব্রহ্মাবাবা পরমাত্ম-প্রেমে লাভলীন হয়ে থাকতেন, বাবা ব্যতীত আর কিছুই দেখতে পেতেন না, সঙ্কল্পেও বাবা, বানীতেও বাবা, কর্মতেও বাবার সাথী। ঠিক এমনই প্রেমে বিহ্বল অবস্থায় থেকে যখন কোনো শব্দ বা কথা বলবে তখন সেই স্নেহের বাণী অন্য আত্মাদেরও স্নেহের বাঁধনে বেঁধে দেবে। এমনই প্রেম-বিহ্বল অবস্থায় থাকো তবেই একমাত্র 'বাবা' শব্দটিই জাদুমন্ত্রের মতো কাজ করবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - আনন্দে তোমাদের রোমাঞ্চিত হওয়া হওয়া উচিত- এমনই মিষ্টি বাবাকে পেয়েছো তোমরা, যার না আছে কোনও চাহিদা উপরন্তু মহান দাতা আর বদলে সামান্যতম কিছু পাবার আশা-আকাঙ্ক্ষাও রাখেন না

প্রশ্ন :- বাবার আশ্চর্যজনক পার্ট কি ? ১০০% শতাংশ নিষ্কামী বাবা কোন্ কামনায় আসেন এই সৃষ্টি-জগতে ?

উত্তর :- বাবার আশ্চর্যজনক পার্ট হলো বাচ্চাদেরকে জ্ঞানের পার্ট পড়ানো ও সেবা-শুশ্রূষা এবং পালন করতেই ওঁনার আসা। কত আদরের সুরে এত মিষ্টি করে বলেন-"মিষ্টি বাচ্চারা, অমুক কাজটা করো।" এত অমূল্য জ্ঞান-রত্ন শোনান, বদলে সামান্য কিছুও নেন না। ১০০% শতাংশ নিষ্কামী বাবার একটাই কামনা- "আমি গিয়ে বাচ্চাদেরকে সঠিক দিশা জানাবো। সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের খবরা-খবর শোনাব। যাতে বাচ্চারা গুণবান হতে পারে....", এটাই বাবার কামনা।

ওঁ শান্তি! মিষ্টি-মিষ্টি ঈশ্বরীয় বাচ্চারা, তোমরা এমন ঈশ্বরীয় পিতা পেয়েছে, যিনি কোনও কিছুই নেন না, কিছুই খান না পান করেন না। বাবার না আছে কোনও আশা-আকাঙ্ক্ষা, না আছে কোনও চাহিদা। অথচ, মনুষ্য মাত্রই কোনও না কোনও আশা-চাহিদা অবশ্যই থাকে। কেউ চায় ধনবান হতে, কেউ অন্য কিছু হতে। কিন্তু বাবার যে আশা-আকাঙ্ক্ষাই নেই, উনি অভোক্তা। এক সাধু বলতেন-"আমিও কিছু খান-পান করি না।" বাবাকে নকল করত। সমগ্র বিশ্বে একমাত্র এই বাবা-যিনি কিছুই নেন না। বাচ্চাদের তা লক্ষ্য রাখা উচিত, কেমন বাবার বাচ্চা তোমরা। কিভাবে বাবা এসে ওঁনার শরীরে প্রবেশ করেন। ওঁনার নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা বা চাহিদা নেই। উনি নিজে গুপ্ত। ওঁনার জীবন কাহিনী ও কর্ম-কর্তব্য কেবল তোমরা বাচ্চারাই জানো। এই বাচ্চাদের মধ্যেও আবার অল্প সংখ্যকই সম্পূর্ণ রীতিতে বাবাকে জানে। তোমাদের হৃদয়ে এই ভাব আসা উচিত - সত্যি, এমন বাবার সান্নিধ্য পেয়েছি, যিনি না তো কিছু খান বা পান করেন, না কিছু নেন। বাস্তবে, কোনও কিছুরই যে প্রয়োজন নেই ওঁনার। এমনটা আর কারও ক্ষেত্রেই হয় না। একমাত্র এই নিরাকার যিনি উচ্চতমেরও উচ্চে অর্থাৎ "ভগবান"। তাই একমাত্র ওঁনাকেই স্মরণ করে সকলে। উনি যেমন 'অভোক্তা-বাবা', তেমনি 'অভোক্তা-টিচার', তেমনি আবার 'অভোক্তা-সদগুরু'ও বটে। কিছুই নেন না তিনি, নিয়ে তা করবেনই বা কি? সত্যি খুব আশ্চর্য জনক বাবা উনি। নিজের কোনও আশা-আকাঙ্ক্ষা নেই। যা কোনও মানুষেরই হয় না। মানুষের তো খাদ্য-বস্ত্র ইত্যাদি অনেক কিছুরই প্রয়োজন, কিন্তু বাবা বলেন-"আমার কোনও কিছুরই প্রয়োজন নেই। আমাকে ডাকো তাই আসি পতিতদের পবিত্র বানাবার জন্য। আমি নিরাকার। কারও কোনও কিছুই নিই না আমি। আমি কেবল এনার(ব্রহ্মার) শরীরে প্রবেশ করি। যাখান-পান তা তো এনার আত্মাই করে। আমার আত্মার কোনও আশা-আকাঙ্ক্ষাও নেই। আমি আসি কেবলমাত্র আমার কর্ম-কর্তব্য ও সেবা করতে।" ভাববার মতন কথা, কি রমণীয় আশ্চর্যের খেলা এটা। এত সন্তানের একমাত্র বাবা, যিনি আবার সবারই প্রিয়। যার মধ্যে বিন্দুমাত্র আশা-আকাঙ্ক্ষা নেই। কেবলমাত্র এসে বাচ্চাদেরকে জ্ঞানের পার্ট পড়ান, সাথে পালনও করেন। আদরের সুরে বলেন-"মিষ্টি বাচ্চারা অমুকটা করো।" এত অমূল্য জ্ঞানের পার্ট পড়ান উনি। যার জন্য কিছুই নেন না উনি। যেহেতু 'করন-করাবনহার-বাবা' উনি।

শিববাবার উদ্দেশ্যে কিছু দিয়ে যদি ভাবো, উনি তা দিয়ে কি বা করবেন, উনি কি টোলী বানিয়ে থাকেন? কিন্তু শিববাবার শরীরই তো নেই, কিছু থাকেই বা কি ভাবে ? কিন্তু দেখো কত প্রকারের সেবা করতে থাকেন উনি। সবাইকে কত ভালো ভালো শ্রীমং প্রদান করে কত সুন্দর ফুলের মতন মানব করে গড়ে তোলেন উনি। বাচ্চারা, এটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার। বাবা স্বয়ং দাতা। এমনই মহান দাতা উনি, যার নিজের কোনও আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকে না। যদিও এ বিষয়ে ব্রহ্মার অবশ্য যোগসূত্র আছে, যেহেতু এত অনেক বি.কে.-র লালন-পালন, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হয় ওনাকেই, যদিও অর্থ-কড়ি যা কিছুই আসে, তা শিববাবার উদ্দেশ্যেই আসে। ব্রহ্মাবাবার যা কিছু ছিল সবই এই রুদ্র যজ্ঞে স্বাহা করে দিয়েছেন উনি। বাবার শ্রীমং অনুসারে চলে ভবিষ্যতের লক্ষ্যে নিজের সবকিছু এভাবেই সফল করেছেন উনি। বাবা ১০০% শতাংশই নিষ্কামী। ওঁনার আগ্রহ, কিভাবে বাচ্চাদেরকে সঠিক দিশা দেখানো যায়, এখানে পৌঁছে কতক্ষণে বাচ্চাদেরকে আদি-মধ্য-অন্তের বিস্তারিত তথ্যগুলি জানাবেন, যা সবারই অজানা। যা একমাত্র তোমরা বি.কে.-রাই তা জানো। এই যে বাবা যে টিচার রূপে তোমাদের পড়ান, এর জন্য উনি কোনও বেতন-ভাতাও নেন না। এছাড়া শিববাবার উদ্দেশ্যে যা আসে, তা তো বাচ্চারাই নিয়ে থাকে। অর্থাৎ তা তোমাদের রিটার্ন -গিস্ট। বাবার মনে কেবলই এই ইচ্ছা- বাচ্চারা যেন 'নর থেকে নারায়ণ'-এমন ভাবে গড়ে ওঠে! তাই তো ড্রামা অনুসারে তেমন ভাবেই তোমাদেরকে এই জ্ঞানের পাঠ পড়ান। ওঁনার নিজের উচ্চাসনের জন্য কোনও উচ্চা নেই। সব কিছুই নির্ভর করে এই জ্ঞানের পাঠ পড়ে দৈবী-গুণ ধারণের উপর। তার সাথে অবশ্যই কর্তব্য অন্যদেরকেও তেমনি করে গড়ে তোলা। বাবা কেবল সাক্ষী হয়ে দেখতেই থাকেন, ড্রামা অনুসারে কল্প পূর্বে যে যেমন পাঠ করেছিল, সে তেমনই করে চলেছে। বাচ্চাদের বাবা তাই বলেন - তোমরা কেবল সাক্ষী হয়ে সবকিছু দেখতে থাকো, আর নিজেরা মনোযোগ সহকারে পঠন-পাঠন করতে থাকো। লক্ষ্য রাখবে, নিজে পুরোপুরি শ্রীমং অনুসারে চলছো কিনা। অন্যদেরকেও নিজের মতন করে গড়ে তোলার সেবা সঠিক ভাবে করতে পারছো কিনা। এসব কিছু বাবা বলছেন ব্রহ্মার মুখ-মণ্ডলকে লোন নিয়ে। আত্মা চৈতন্য স্বরূপ। মৃত-ব্যক্তি তো আর কথা বলতে পারে না। তাই তিনি অবশ্যই কোনও চৈতন্যের মধ্যেই আসবেন। বাবা নিষ্কামী, কোনও আশা-আকাঙ্ক্ষাই নেই ওঁনার। লৌকিক বাবারা ভাবে, আমার বাচ্চা বড় হয়ে আমার দেখাশোনা করবে, খাওয়াবে-দাওয়াবে, কিন্তু এই পারলৌকিক বাবার কোনও আশা-আকাঙ্ক্ষাই নেই। ইনি জানেন, ড্রামার চিত্রপট অনুসারে ওঁনাকে আসতেই হবে, বাচ্চাদেরকে জ্ঞানের পাঠ পড়াতে হবে। এসবই যে পূর্ব নির্ধারিত। লোকেরা এই অবিনাশী ড্রামার বিষয়ে কিছুই জানে না। কিন্তু বি.কে.-দের তা নিশ্চয় আছে, বাবা স্বয়ং বি.কে.-দেরকে এই জ্ঞানের পাঠ পড়ান। বি.কে.দের সাথে সাথে ব্রহ্মাবাবাও তা পড়াতে থাকেন। তিনিই সবচেয়ে মনোযোগী হয়ে এই পাঠ পড়েন। তাই তিনিই শিববাবার সবচেয়ে বড় সাহায্যকারী।

বাবা বলেন - আমার কাছে তো কোনও স্থূল ধন-সম্পদ থাকে না। বাচ্চারা তোমরাই তা দাও আবার তোমরাই নাও। এখন দু'মুঠো দিলে তার বদলে ভবিষ্যতে অনেক প্রাপ্তি। আর যে দেয় না সে পায়ও না। এছাড়া জ্ঞানের পাঠে যে মনোযোগী, সে হয় উচ্চ পদের অধিকারী। যদিও তা সংখ্যায় অনেক কম, যারা মনে করে আমরা আগামী নতুন দুনিয়ার জন্য এই পাঠ পড়ছি। একথা স্মরণে থাকা মানেই 'মন্মনা ভব'! কিন্তু বেশীর ভাগই যারা এই পার্থিব দুনিয়ায় নানা কারণেই সময়ের অপচয় করে। কত উন্নত এই পাঠ পড়াচ্ছেন বাবা, কিভাবে এবং কেনই বা তা পড়াচ্ছেন, কত উন্নত পদ পেতে হবে আমাকে, এসব কিছুই ভুলে যায় তারা। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাটিতেই

সময় নষ্ট করে। উঁচু ক্লাসের বিদ্যার্থীরা কখনই নিজেদের সময়ের অপচয় করে না। তারা যেমন মনোযোগ সহকারে পাঠ পড়ে তেমনি শ্রীমৎ অনুসারেও চলে। শ্রীমৎ অনুসারে অবশ্যই চলতে হবে যে। যারা তা চলে না, এমন অব্যর্থ বাচ্চাদের বাবা বলেন- "শ্রীমৎ দেওয়া হয়, বাবাকে স্মরণ করতে বলা হয়, তবুও তোমরা ভুলে যাও কি করে? এটাই তোমাদের দুর্বলতা। মায়া তোমার নাক-কানমোলা দিয়ে, তোমার মাথার উপরে বসে তোমাকেই যে দংশাতে থাকে। একেই (সংকেতে) বলা হয় যুদ্ধের ময়দান। অনেক ভাল ভাল বাচ্চাকেও এভাবে পরাজিত করে মায়া। কিন্তু তখন কার নাম বদনাম হয়? অবশ্যই তা শিববাবার। প্রবাদ আছে - যার দ্বারা গুরুর নিন্দা হয়, সে আর কোথাও স্থান পায় না। যারা মায়ার কাছে পরাজিত হয়, তারা কোথাও স্থান পাবে কীভাবে। নিজের কল্যাণের জন্য এসব বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে অবশ্যই আর ভাবতে হবে কতটা পুরুষার্থ করলে বাবার থেকে ওয়ারিশনের অশীর্বাদী-বর্সা পাওয়া যাবে। বড়-বড় মহারথীদের মতন তৈরী হয়ে, অন্যদেরও দিশা দেখাও। সেবার নিমিত্তে বাবা কত সহজ সব যুক্তিও বলে দেন। বাবা বলেন - "এতদিন তোমরা আমাকে ডেকেছো, এখন আমি তোমাদের বলছি - আমাকে স্মরণ করলেই তোমরা পবিত্র হবে।" পবিত্র দুনিয়ার চিত্র তো রয়েছেই তোমাদের সামনে। এটাই মুখ্য বিষয়। সেটাই লক্ষ্য ও অভিপ্রায় তোমাদের। এমন নয় যে ডাক্তারি পড়তে হলে ডাক্তারকে স্মরণ করতে হবে। ব্যারিস্টারী পড়তে হলে ব্যারিস্টারকে স্মরণ করতে হবে। বাবা বলেন, একমাত্র আমাকেই স্মরণ করো, আমিই তোমাদের সব মনঃকামনা পূর্ণ করে দিই। কেবল আমাকে স্মরণ করলেই হবে। যদিও মায়া খুবই বাধার সৃষ্টি করবে, এটাও যে এক ধরনের যুদ্ধ। আর এমন নয় যে মুহূর্তেই জিতে গেলে। এযাবৎ কেউই মায়ার সাথে যুদ্ধে বিজয়ী হতে পারেনি। সেই বিজয় পেলে তো জগৎজীত হয়ে যাবে। লোকেরা গীত গায়- "গোলাম আমি, আমি তো তোমার গোলাম.....।" কিন্তু এখানে তো মায়াকেই গোলাম বানাতে হয়। সেখানে মায়ার দুঃখ দেবার প্রশ্নই নেই। বর্তমানের দুনিয়াটাই যে অতি নোংরা। একে অপরকে দুঃখকষ্ট দিতেই ব্যস্ত। কিন্তু এই বাবা কতই না মিষ্ট স্বভাবের, যার নিজের জন্য কোনও আশা-আকাঙ্ক্ষাই রাখেন না। এমন বাবাকেও কেন তোমরা স্মরণ করো না। কেউ কেউ আবার বলে- "আমি কেবল শিববাবাকেই শ্রদ্ধা করি, কিন্তু ব্রহ্মাবাবাকে নয়।" কিন্তু এনারা দু'জন তো একত্রিত। কেনা-বেচার মাঝে দালাল না থাকলে ব্যবসা চলবে কিভাবে? ব্রহ্মাবাবার শরীর শিববাবার রথ, যার নাম 'ভাগ্যশালী-রথ' বা 'ভাগীরথ'! তোমরা এও জানো যে, এটিই নম্বর ওয়ান রথ, যার স্থান সর্বোচ্চে। যেমন ক্লাসে মনিটরকে ছাত্রেরা সবাই মান দেয়। তেমনি এই ব্রহ্মাও বাবার এক-নম্বর হারানিধি বাচ্চা। তেমনি সেখানেও সব রাজারা এনাকেই (শ্রীনারায়ণকে) সম্মান জানাবেন। এই বোধ এলে, তখন সম্মান জানাবার বুদ্ধি আসবে। এখানে ওনাকে সম্মান দেখাবার সংস্কার থাকলে তবেই তো ওখানেও তা থাকবে। আর তা না থাকলে, প্রাপ্তিই বা হবে কি প্রকারে। এমন কি তা না থাকলে, শিববাবাকেও যে স্মরণ করতে পারবে না। যেখানে বাবা বারবার জানাচ্ছেন, স্মরণের যোগের মাধ্যমেই তোমরা ভব-সাগর পার হতে পারবে। সেখানেই যে তোমাদের অসীম-বেহদের রাজ্য-ভাগ্য। অতএব এমন বাবাকে কত অধিক মনোযোগ সহকারে স্মরণ করা উচিত। তোমাদের অন্তরের মণিকোঠায় এঁনার জন্য কত অধিক প্রেম থাকা দরকার। ব্রহ্মাবাবাকেই দেখো, বাবার সাথে ওনার কত গভীর ভালবাসা। ভালবাসা থাকলেই তো 'সোনার-পাত্র' (আধার) হতে পারবে। এমন সোনার আধারের বাচ্চাদের চাল-চলনও হয় তেমনি ফাস্ট ক্লাস। অবিনাশী ড্রামার চিত্রপট অনুসারে রাজধানী স্থাপনের কার্য চলছে, সেখানেও তো বিভিন্ন (পদের) প্রয়োজন।

বাবা বোঝাচ্ছেন- "বাচ্চারা, কখনও যেন তোমাদের মনে ক্রোধ না আসে। সেবা-কার্য যদি সঠিক ভাবে না করো, তবে তোমাদের এই অমূল্য সময় কেবল অপচয় হবে। শিববারার এই রুদ্র যজ্ঞের সেবা না করলে, তোমরা পাবেই বা কি ? যারা সেবাদারী বাচ্চা, উচ্চ পদের অধিকারী কেবল তারাই হয়। নিজের কল্যাণ করার জন্য তোমার নিজেরই তাতে আগ্রহ থাকতে হবে। তা না হলে নিজেই নিজের পদ-ব্রষ্ট হবে। যেমন ছাত্র মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনা করলে টিচার খুশী হয়। ভাবে, এই ছাত্রের দ্বারা আমার সুনাম হবে। তাই ছাত্রকে পুরস্কৃতও করে। ফলে পিতা, টিচার ইত্যাদি সবাই খুশী হয়। ভাল স্বভাবের সুপুত্রের জন্য মা-বাবাও অনেক ত্যাগ স্বীকার করে। বাচ্চা খুব ভাল সেবা করলে, তা শুনে বাবা খুশী হয়। আর যে বাচ্চা অনেকের সেবা করে, তার তেমন খ্যাতিও ছড়িয়ে পড়ে, উচ্চ-পদও প্রাপ্তি হয়। যে বাচ্চা রাতদিন কেবল সেবার কথাই ভাবতে থাকে, খাওয়া দাওয়ার কথাও মনে থাকে না তার। বোঝাতে বোঝাতে গলা শুকিয়ে যায়। এমনই হারানিধি সেবাদারী বাচ্চারাই উঁচু পদের দাবীদার। এছাড়া এই প্রাপ্তি যে ২১-জন্মের প্রাপ্তি, তাও আবার কল্প-কল্প ধরে। যখন ফল প্রকাশ হবে তখনই সবাই তা বুঝতে পারবে, কে কেমন সেবা করেছে, কতজনকে দিশা দেখিয়েছে। এর জন্য স্বভাব-চরিত্র সংশোধনেরও প্রয়োজন, যে হিসাবে তাদের পদ-প্রাপ্তিও হয়। কেউ "মহারথী" (হাতীর পিঠে আসীন) , কেউ "অশ্বারোহী" কেউ বা "পদাতিক" সৈন্য। যারা তেমন সেবা-কার্য করে না, তারা নিজেদেরকে পদাতিক ভাববে। এমন ভাবার কারণ নেই যে, তুমি ভাববে, আমি তো ধনসম্পদ দিয়ে সাহায্য করেছি, সুতরাং আমি তো উঁচু পদই পাবো, এই ধারণা একেবারেই ভুল। সবকিছুই নির্ভর করছে সেবা আর জ্ঞানের পার্থের উপর।

বাবা তো কতভাবেই বোঝাতে থাকেন - বাচ্চারা, মনোযোগ সহকারে এই জ্ঞানের পার্থ পড়ে উঁচু পদ লাভ করো। কল্প কল্পের জন্য নিজের এমন ক্ষতি করো না। যদিও বাবা তা বুঝতে পারেন, কোন্ বাচ্চা নিজের ক্ষতি করে চলেছে, যা সে নিজে বুঝতে পারছে না। সে এই খুশীতেই থাকে, সে যখন টাকা-পয়সা দিয়েছে, মালার সামনের সারিতেই স্থান হবে তার। টাকা-পয়সা যা কিছুই দাও না কেন, জ্ঞান ধারণ না করলে, যোগের অভ্যাসে অভ্যাসী হতে না পারলে - তুমি কোনও কাজের নও। তোমার মধ্যে যদি দয়া-ক্ষমা ভাব না থাকে, তবে আর বাবাকে কি বা অনুসরণ করলে। বাবা তো এসেছেন বাচ্চাদেরকে শ্রীমতের অলংকারে অলংকৃত করতে। যে বাচ্চা অনেককে বাবার জ্ঞানে সমৃদ্ধ করতে পারে, বাবাও তাকে অনেক কিছুই সমর্পণ করেন। স্থূল সেবাও তো অনেক প্রকার। ভাণ্ডারের সেবাদারীদের অনেক মহিমা করেন বাবা, এছাড়াও অনেক আশ্রমের আশীর্বাদও পায় তারা। যে যতটা সেবা করে, ততটাই সে নিজের কল্যাণই করে। হাড়-মাস এক করেও অনেকে এই সেবা করে। পূণ্যার্জন তো নিজেরই হয়। তারা মনেপ্রাণে হৃদয় দিয়েই সেই সেবা করে। আর যে থিচ্-থিচ্ করে, সে তার নিজের ভাগ্যকেই খারাপ করে। যার মধ্যে লোভ থাকে, এসব তারাই করে। তোমাদের সবারই এখন বানপ্রস্থ অবস্থা। তাই সবাইকেই বাণী (কথাবার্তা) বলা থেকে বিরত থাকতে হয়। প্রত্যেকেরই নিজের কাছ থেকে নিজের জেনে নেওয়া উচিত, দিনভর আমি কতটা সেবা করতে পেরেছি। এমনও অনেক বাচ্চা আছে, যে সেবা করতে না পারলে মনে স্বস্তি পায় না। কারও কারও উপর আবার গ্রহের প্রকোপ পড়ে, বুদ্ধি ও জ্ঞানের পার্থ গ্রহনের উপর। বাবা তো সবাইকে একই সমান পড়ান, কিন্তু বুদ্ধি এক-একজনের এক-একরকম। তবুও পুরুষার্থ তো সবাইকেই করতে হবে। তা না হলে কল্প-কল্প ধরে এমনই পদের প্রাপ্তি হতে থাকবে। পরে যখন ফল প্রকাশ হবে, সব কিছুই সাফাৎকার হবে তখন। সাফাৎকারের পরেই সেখানে পার্থিয়ে দেওয়া হবে। শাস্ত্রেও আছে, অন্তিমকাল এমন আফসোসের হয়, ভাবে কেন যে এভাবে সময়ের অপচয় করলাম। এভাবেই কল্প-

কল্পান্তর ধরে ধোঁকা খেয়ে আসছো। তাই বাবা ক্রমাগত সতর্ক করতে থাকেন। শিববাবার তো কেবল এই আকাঙ্ক্ষা যে, বাচ্চারা মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনা করে উঁচু পদের দাবীদার হোক। এছাড়া আর কিছুই চান না উনি। জাগতিক কোনও কিছুই ঔঁনার প্রয়োজনে লাগে না। বাবা বোঝাচ্ছেন- বাচ্চারা, অন্তর্মুখী হও। এই দুনিয়া যেখানে বহির্মুখী, সেখানে তোমাদের হতে হবে অন্তর্মুখী। নিজের অবস্থাকে উপলব্ধি করে নিজেই নিজেকে সংশোধিত করার পুরুষার্থ করতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা ঔঁনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) সাক্ষী হয়ে নিজেই নিজের পার্টকে দেখো - আমি খুব মনোযোগী হয়ে পড়াশোনা করে অপরকেও তেমনি ভাবে পড়াতে পারছি কি না ? অন্যকেও নিজের মতন করে গড়ে তোলার সেবা করতে পারছি কি না ? জাগতিক কথাবার্তায় নিজের এই অমূল্য সময়কে অপচয় কোরো না।

২) অন্তর্মুখী হয়ে নিজেই নিজেকে সংশোধিত করতে হবে। নিজের কল্যাণের প্রতি আগ্রহী হতে হবে। সেবার মধ্যেই নিজেকে ব্যস্ত রাখতে হবে। বাবার মতন দয়াবান ও ক্ষমাশীল হতে হবে অবশ্যই।

বরদান :- সফল করার বিধিতে সফলতার বরদান প্রাপ্তকারী বরদানের প্রতিমূর্তি ভব

বিস্তার :- সঙ্গমযুগের বাচ্চাদের জন্য আশীর্বাদী-বর্ষার সাথে সাথে এই বরদানও প্রাপ্তি হয়- "সফল করো আর সফলতা পাও"! সফল করা হলো 'বীজ' আর সফলতা তার 'ফল'। বীজ যদি ভাল হয়, ফল পাওয়া যাবে না, এমনটা হতেই পারে না। ঠিক যেমন অন্যকেও বলে থাকো - সময়, সংকল্প, সম্পত্তি সবকিছুই সফল করো। একই ভাবে নিজেরও রত্ন-ভাণ্ডারের (খাজানার) লিস্টকে চেক করে দেখো, কোন্ রত্ন সফল হলো আর কোনটা ব্যর্থ। এইভাবে সফল করতে থাকলে সর্বপ্রকার রত্ন-ভাণ্ডারে সম্পন্ন হয়ে বরদানী মূর্ত হতে পারবে।

স্লোগান :- পরমাত্ম পুরস্কার পেতে চাইলে ব্যর্থ আর নেগেটিভকে বর্জন করো।

:: ব্রহ্মা বাবার সমান হওয়ার জন্য বিশেষ পুরুষার্থ ::

ব্রহ্মাবাবার মতন কোনও কথাবার্তায় বিস্তারে না গিয়ে, বিস্তারকে বিন্দু লাগিয়ে, বিন্দুতে একাত্ম হয়ে, নিজে বিন্দু হয়ে, বিন্দু লাগাও। বিন্দুতে একাত্ম হলে সব বিস্তার, যত জালের ফাঁদ, সবই সেকেণ্ডে তা বিন্দুর সাথে একাত্ম হয়ে যাবে আর সময়ও বেচে যাবে এবং পরিশ্রম থেকেও রেহাই পাবে। তুমিও বিন্দু হয়ে বিন্দুতেই লাভলীন হতে পারবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা পারফেক্ট হতে হলে ন্যায়পরায়ণ এবং সত্যতার সঙ্গে দেখা যে আমার মধ্যে কি কি খামতি আছে, বাবার সঙ্গে পরামর্শ করে নিজের খামতি গুলি দূর করো"

ওম্ শান্তি । আত্মারা এখন তোমাদের একমাত্র বাবার সঙ্গে ভালোবাসা রয়েছে। যে আত্মার উদ্দেশ্যে বলা হয় যে তাকে আগুনে পোড়াতে পারে না, জল ডোবাতে পারে না। এমন আত্মার এখন যোগ লেগেছে বাবার সঙ্গে। তাঁকে বহিঃ শিখাও বলা হয় যাঁর কাছে গিয়ে বহিঃ পতঙ্গ পুড়ে মরে। কেউ তাঁর চারিদিকে পরিক্রমা করে নাচ করে, কেউ তো পুড়ে বলিদান দেয়। এই বহিঃ শিখায় বলিদান তো সম্পূর্ণ সৃষ্টিকে দিতে হবে। সেই পিতা স্বরূপ বহিঃ শিখার সাথে তোমরা বাচ্চারাও হলে সহযোগী। যেখানে সেন্টার আছে সেখানে সবাই এসে বাচ্চারা তোমাদের দ্বারা বহিঃ শিখায় স্বহা হয়। বাবা বলেন যে আমার কাছে স্বহা হয়, আমি তার জন্য ২১ বার বলিদান। এখন বাচ্চারা তো সে কথা জেনে গেছে যে বৃক্ষ (ঝাড়) ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হয়। দীপমালায় দেখা যায় ছোট ছোট পতঙ্গ কিভাবে বলিদান করে। তোমরা বাচ্চারা যত যোগ করবে, শক্তি ধারণ করবে তোমরাও ততখানি আলোক শিখার মতন হয়ে যাবে। এখন তো সবারই জ্যোতি স্নান হয়েছে। কারো আর শক্তি নেই। আত্মারা সবাই অসত্য হয়েছে। আজকাল নকল সোনাও এমন দেখা যায় যেন রিয়্যাল সোনা কিন্তু তার কোনো ভ্যালু নেই। ঠিক তেমনই আত্মারাও মিথ্যা হয়েছে। প্রকৃত সোনায় খাদ মেশানো হয়। সুতরাং আত্মায় খাদ পড়েছে এই জন্যে ভারত ও সম্পূর্ণ দুনিয়া খুব দুঃখে আছে। এখন তোমাদের যোগ অগ্নি দ্বারা খাদ ভস্ম করে পবিত্র হতে হবে।

প্রতিটি বাচ্চা নিজেকে প্রশ্ন করো বাবার কাছে আমরা কি সব কিছু পেয়েছি? আমার মধ্যে কোনো কিছুর খামতি আছে কি? নিজের মধ্যে দেখা উচিত। যেমন নারদকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে লক্ষ্মীকে বরণ করার উপযুক্ত ভাবো কি নিজেকে? বাবাও প্রশ্ন করেন লক্ষ্মীকে বরণ করার উপযুক্ত হয়েছ? কি কি খামতি আছে, যা দূর করতে অনেক পুরুষার্থ করতে হবে। অনেকে একটুও পুরুষার্থ করে না। অনেকে খুব ভালোভাবে পুরুষার্থ করে। নতুন বাচ্চাদের বোঝানো হয় বলা তোমাদের মধ্যে কোনো খামতি তো নেই! কারণ এখন তোমাদের পারফেক্ট হতে হবে, বাবা আসেন পারফেক্ট করতে। অতএব নিজের মধ্যে চেক করো যে আমরা কি এই লক্ষ্মী নারায়ণের মতন পারফেক্ট হয়েছি? এইটাই হল তোমাদের এইম অবজেক্ট। যদি কোনো খামতি আছে তো বাবাকে বলা উচিত। এই এই খামতি আমাদের দূর হচ্ছে না, বাবা আমাদের এর কোনো উপায় বলে দিন। রোগ সার্জেন দ্বারা-ই দূর হতে পারে। তো সত্যতার সঙ্গে দেখা আমার মধ্যে কি খামতি আছে! যার ফলে এই কথা বোঝা যায় যে আমরা অমুক পদের অধিকারী হতে পারব না। বাবা তো বলবেন হ্যাঁ তোমরা এদের মতন হতে পারো। খামতি বললে বাবা পরামর্শ দেবেন। খামতি তো অনেকের আছে। কারো মধ্যে ক্রোধ আছে বা লোভ আছে অথবা ব্যর্থ চিন্তন আছে, যার ফলে তাদের জ্ঞানের ধারণা হতে পারেনা। তারা আবার কাউকে ধারণ করাতেও পারেনা। বাবা রোজ রোজ বোঝান, বাস্তবে এত বোঝানোর প্রয়োজন নেই, এইসব তো ধারণ করার কথা, মন্ত্র তো খুব ভালো, যার অর্থ বাবা বোঝাতে থাকেন। এত দিন ধরে বোঝাচ্ছেন কথা তো একটি আছে, বেহদের বাবার কাছে আমাদের এমন হতে হবে। ৫ বিকারকে পরাজিত করার কথা হল এখনকার কথা। যে ভূত দুঃখ দেয় তাদের দূর করার যুক্তি বাবা বলবেন, কিন্তু প্রথমে বর্ণনা করা হয় যে এই ভূত আমাদের এইরকম করে ডিস্টার্ব করে। তোমরা জানো তোমাদের কোনো আসল ভূত নেই, এই বিকার-ই হল জন্ম-জন্মান্তরের ভূত, যারা দুঃখ দিয়েছে। তো বাবার কাছে শেষে স্বীকার করা উচিত - আমার মধ্যে এই-এই ভূত আছে, তাদের কিভাবে দূর করা যায়! কাম রূপী ভূতের জন্যে তো রোজ বোঝানো হয়। দৃষ্টি বিশ্বাসঘাতকতা করে তাই আত্মাকে দেখার প্র্যাক্টিস ভালো ভাবে করা উচিত। আমি আত্মা, সেও আত্মা। যদিও শরীরে আছে কিন্তু রোগ মুক্ত হওয়ার জন্যে বোঝানো হয়। তোমরা আত্মারা ভাই-ভাই হলে কিনা। অতএব এই শরীরটিকে দেখবে না। আমরা আত্মারা সবাই ঘরে ফিরে যাব। বাবা এসেছেন ফিরিয়ে নিয়ে যেতে, বাকি এটা দেখতে হবে আমরা সর্ব গুণ সম্পন্ন হয়েছি কিনা। কোন্ গুণটির অভাব রয়েছে? আত্মাকে দেখে বলা হয় এই আত্মায় এই খামতি আছে। তখন বসে কারেন্ট দেবে যাতে অমুকের এই রোগ দূর হয়। কোনো কিছু লুকানো উচিত নয়, অবগুণ জানাতে থাকলে বাবা বোঝাতে পারবেন। বাবার সঙ্গে কথা বলা উচিত, বাবা আপনি এইরকম! বাবা আপনি কত মিষ্টি মধুর। তাহলে বাবার স্মরণে, বাবার মহিমা করলে এইসব ভূত পালাবে এবং তোমাদের খুশীও থাকবে। বিভিন্ন রকমের ভূত আছে। বাবা সম্মুখে বসে আছেন তো সব কিছু বলা। বাবা আমি বুঝি এই অবস্থায় আমাদের ক্ষতি হবে। আমি অনুভব করি। বাবার দয়া হয়। মায়ার ভূত দূর করতে পারেন একমাত্র ভগবান পিতা। সেসব ভূত দূর করতে কত জনের দ্বারে যেতে হয়েছে। এইখানে তো একটাই আছে। যদিও বাচ্চাদেরও শেখানো হয় ৫ বিকার রূপী ভূত দূর করার যুক্তি সবাইকে বলা। তোমরা বাচ্চারা

জানো যে এই ঝাড় খুব ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হয়। মায়া তো চারদিক থেকে এমন ঘিরে নেয় যে একদম হারিয়ে যায়। বাবার হাত ছেড়ে দেয়। তোমাদের প্রত্যেকের কানেকশন হল বাবার সঙ্গে। বাচ্চারা তো সবাই হল নম্বর অনুযায়ী।

মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদের বাবা বার বার বোঝান - বাচ্চারা নিজেকে আত্মা ভাবো, এই শরীর আমার নয়, এই শরীর শেষ হয়ে যাবে। আমাদের বাবার কাছে ফিরে যেতে হবে। এইরূপ স্ত্রানের নেশায় থাকলে তোমাদের মধ্যে আকর্ষণ বেড়ে যাবে। এই কথা তো জানো যে এই পুরানো দেহ ত্যাগ করতে হবে, এখানে থাকবে না। এই শরীরের প্রতি ভালোবাসা যেন মিটে যায়। এই শরীরে কেবল সার্ভিস করার জন্যে বাস করা, এর প্রতি ভালোবাসা নেই। শুধু ঘরে ফেরার অপেক্ষায়। এই সঙ্গমের সময়ও পুরুষার্থ করার জন্যে জরুরী। এখনই তো বুঝতে পারো আমরা ৮৪-র চক্র লাগাই, বাবা বলেন স্মরণের যাত্রায় থাকো, যত স্মরণের যাত্রা করবে তত প্রকৃতি তোমাদের দাসী হবে। সল্যাসীরা কখনও কারো কাছে কিছু চায় না। তারা হল যোগী, তাই না ! ওদের বিশ্বাস থাকে আমাদের ব্রহ্মে বিলীন হতে হবে। ওদের ধর্মই এমন, তারা তাতে দৃঢ় থাকে, শুধু ঘরে ফিরতে হবে, এই শরীর ত্যাগ করতে হবে। কিন্তু তাঁদের পথ তো হল ভুল , যেতে পারে না। কঠিন পরিশ্রম করে। ভক্তি মার্গে দেবতাদের সঙ্গে মিলনের উদ্দেশ্যে অনেকে জীবঘাত অর্থাৎ নিজেকে শেষ করে নেয়। আত্মঘাত তো বলা যাবে না, তা তো হয় না। বলা যায় জীবঘাত হয়। তো তোমরা বাচ্চারা সার্ভিস করার শখ রাখো। সার্ভিস করলে বাবার স্মরণ থাকবে, সার্ভিস তো সব জায়গায় আছে, তোমরা যেথা ইচ্ছা সেথায় গিয়ে বোঝাও কেউ কিছু করবে না। যখন তোমরা যোগে থাকো তখন তোমরা হলে অমর । কখনও অন্য কিছু স্মরণে আসবে না, কিন্তু সেই অবস্থা যদি মজবুত হয়। প্রথমে তো নিজের মধ্যে দেখতে হবে আমার কোনো খামতি নেই তো ! খামতি না থাকলে সার্ভিসও ভালো করতে পারবে। ফাদার শো'জ সান, সান শো'জ ফাদার। বাবা তোমাদের উপযুক্ত করছেন এবং বাচ্চারা তোমাদের আবার নতুনদের বাবার পরিচয় দিতে হবে। বাচ্চাদের কে বাবা এক্সপার্ট করে দিয়েছেন। বাবা জানেন অনেক ভালো বাচ্চারা আছে যারা সার্ভিস করে আসে। চিত্রের আধারে সকলকে বোঝানো সহজ, চিত্র ছাড়া বোঝানো কঠিন। রাত-দিন এই সঙ্কল্প যেন চলে যে আমরা এদের জীবন তৈরি করব কিভাবে, যার ফলে আমাদের জীবনেও উন্নতি হবে। খুশী থাকে, প্রত্যেকের উৎসাহ থাকে আমরা নিজের গ্রামবাসীদের উদ্ধার করি। নিজের সম-জিন্স দেব(মাথা-রা মাতাদের, বয়স্করা বয়স্কদের) সেবা করি। বাবাও বলেন চ্যারিটি বিগিন্স অ্যাট হোম। এক জায়গায় বসা উচিত নয়, ভ্রমণ করা উচিত। সল্যাসীরা কাউকে আসনে বসিয়ে নিজেরা ভ্রমণ করে । এইরকম করেই বৃদ্ধি হয়েছে। এমন অনেক নতুন ভাই বোন এভাবেই প্রত্যক্ষ হয় - যাদের একটু মহিমা হয়, তখন তাদের শক্তি এসে যায়। পুরানো পাতাও উজ্জ্বল হয়ে যায়। কারো ভিতরে কোনো এমন আত্মা প্রবেশ হয় ফলে তার উন্নতি হয়ে যায়। বাবা বসে শিক্ষা প্রদান করেন যে - বাচ্চারা তোমাদের সদা নিজের উন্নতি করা উচিত।

প্রিয় বাচ্চারা, ভবিষ্যতে তোমাদের যোগবলের শক্তি এসে যাবে - তখন তোমরা কাউকে একটু বোঝালেও তারা শীঘ্র বুঝে যাবে। এও একরকম স্ত্রান বাণ কিনা। বাণ লাগলে আহত করে দেয়। প্রথমে আহত হয় তারপরে বাবার আপন হয়। তো একান্তে বসে যুক্তি বের করা উচিত। এমন নয় রাতে ঘুমিয়ে সকালে উঠবে, না । সকালে তাড়াতাড়ি উঠে বাবাকে ভালোবেসে স্মরণ করা উচিত। রাতেও স্মরণে থেকে ঘুমানো উচিত। বাবাকে স্মরণ না করলে বাবা ভালোবাসবেন কিভাবে। আকর্ষণও থাকবে না। যদিও বাবা জানেন ড্রামায় সবরকমের নম্বর অনুসারে পদ প্রাপ্তি হওয়ার আছে তবুও চূপ করে বসবে না। পুরুষার্থ তো করাবে তাই না ! নাহলে খুব আফসোস হবে। বাবা আমাদের কত বোঝাতেন ! এই ভেবে খুব আফসোস হবে অহেতুক এমন কাজ করেছি ! মায়ার বশীভূত হয়েছি ! বাবার দয়া হয়। না শোধরালে তাদের কিরকম গতি হবে, কাঁদবে, চেঁচাবে, সাজা ভোগ করবে সেইজন্যে বাবা বাচ্চাদের বার-বার শিক্ষা দেন যে বাচ্চারা - তোমাদের পারফেক্ট অবশ্যই হতে হবে। বার বার নিজের চেকিং করতে হবে। আচ্ছা !

অতি মিষ্টি, অতি প্রিয় সর্ব হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার প্রকৃত হৃদয় ও প্রাণ ভরা স্মরণ স্নেহ ও গুডমর্নিং। ঈশ্বরীয় পিতা ওঁনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

অব্যক্ত মহাবাক্য (রিভাইস)

যেমন সাইন্স রিফাইন হচ্ছে তেমনই নিজের মধ্যে সাইন্সের শক্তি বা নিজস্ব স্থিতি রিফাইন হচ্ছে কি ? যে জিনিস রিফাইন হয় তাতে কি কি বিশেষত্ব থাকে ? রিফাইন জিনিস কম পরিমাণ হলেও কোয়ালিটিতে পাওয়ারফুল হয়। যে জিনিস রিফাইন হবে না তার পরিমাণ বেশি, কোয়ালিটি কম হবে। অতএব এখানেও যেরকম রিফাইন হতে থাকবে তো কম সময়, কম সঙ্কল্প, কম এনার্জি দ্বারা যে কর্তব্য হবে সেইটি শত গুণ হবে এবং হাল্কা ভাবও থাকবে। হাল্কা ভাবের

প্রমাণ চিহ্ন হবে - সে কখনও নীচে নামবে না, না চাইতেও স্বতঃই উপরে স্থিত থাকবে। এ হল পরিশোধিত বা অতি সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য (রিফাইন কোয়ালিফিকেশন)। তো নিজের মধ্যে এই দুটি বিশেষত্ব অনুভূত হচ্ছে কি? ভারী ভাবের কারণে বেশি পরিশ্রম করতে হয়। হাল্কা হলে পরিশ্রম কম হয়ে যায়। সুতরাং এভাবেই ন্যাচারাল পরিবর্তন হতে থাকে। এই দুটি বিশেষত্ব সদা যেন অ্যাটেনশনে থাকে। এই বিশেষত্বকে সামনে রেখে নিজের রিফাইনমেন্ট চেক করতে পারো। রিফাইন জিনিস বেশি বিভ্রান্ত হয় না। স্পিড ধরে নেয়। যদি রিফাইন হবে না, আবর্তনা মিশ্রিত থাকবে তো স্পীডে আসবে না। নির্বিঘ্ন হয়ে চলতে পারবে না। একদিকে যত যত রিফাইন হচ্ছে, অন্য দিকে ততই ছোট ছোট বিষয় বা ভুল বা সংস্কার যা আছে সেসবের ফাইনও বাড়ছে। একদিকে এই দৃশ্য, অন্য দিকে রিফাইন হওয়ার দৃশ্য, দুয়েরই ফোর্স আছে। যদি রিফাইন নও তো ফাইন ভাবো। দুই দৃশ্য একত্রে দেখা যাচ্ছে। ঐ দৃশ্যও অতি-তে যাচ্ছে এবং এই দৃশ্যও অতি প্রত্যক্ষ রূপে দেখা যাচ্ছে। গুপ্ত এখন বিখ্যাত হচ্ছে। তো যখন দুটি কথা প্রত্যক্ষ হবে, সেই অনুযায়ী তো নম্বর পড়বে।

হাত দিয়ে মালা জপতে হবে না। আচরণ দ্বারাই স্বয়ং নিজের নম্বর নিয়ে নেয়। এখন নম্বর নির্দিষ্ট (ফিক্স) হওয়ার সময় আসছে তাই দুটি বিষয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এবং দুটিকে দেখে সাক্ষী রূপে প্রফুল্ল থাকতে হবে। খেলাও সেটা ভালো লাগে যাতে কোনো কথার অতি হয়। সেই এক্সট্রিম সীন অতি আকৃষ্ট করে। এখনো সেইরকম অতিরিক্ত টানাপোড়েনের সীন চলছে। দেখতেও মজা লাগে তাই না? বা দয়া অনুভব হয়? একদিকে দেখে আনন্দ হয়, অন্য দিকে দয়া অনুভব হয়। দুটি খেলাই চলছে। বতন থেকে এই খেলা খুব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। যে যত উঁচু হবে সে ততই স্পষ্ট দেখতে পাবে। যে নীচে স্টেজে পার্টধারী আছে তারা কিছু দেখতে পাবে, কিছুই না। কিন্তু উপর থেকে সাক্ষী হয়ে দেখলে সব স্পষ্ট দেখা যায়। তো আজ বতনে বর্তমান খেলার সীন দেখছিলেন। আচ্ছা!

বরদান:- *বরদান :- উপর থেকে অবতরিত অবতার রূপে সেবা কার্য সম্পন্নকারী সাক্ষাৎকারের প্রতিমূর্তি ভব*
ব্যাখ্যা : যেরকম বাবা সেবার জন্যে সূক্ষ্ম লোক থেকে নীচে আসেন, সেই রকম আমরাও সেবা অর্থে সূক্ষ্ম লোক থেকে এসেছি, এমন অনুভব করে সেবা করো তাহলে সদা নির্লিপ্ত ও বাবার মতন সমগ্র বিশ্বের প্রিয়জন হয়ে যাবে। উপর থেকে নীচে আসা অর্থাৎ অবতার স্বরূপে অবতরিত হয়ে সেবা করা। সবাই চায় যে অবতার আসবেন এবং আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাবেন। সুতরাং প্রকৃত অবতার হলে তোমরা, যারা সবাইকে মুক্তিধামে সঙ্গে নিয়ে যাবে। যখন অবতার রূপে সেবা করবে তখন সাক্ষাৎকারের প্রতিমূর্তি হবে এবং অনেকের ইচ্ছা পূর্ণ হবে।

স্লোগান:- *স্লোগান - তোমাদের কেউ ভালো দিক বা খারাপ তোমরা সকলকে স্নেহ দাও, সহযোগ দাও, দয়া করো।*

ব্রহ্মা বাবা সম হওয়ার পুরুষার্থ

সদা পরমাত্ম স্নেহে লাভলীন থাকো তো স্নেহ স্বরূপ, মাস্টার স্নেহের সাগর হয়ে যাবে। ভালোবাসতে হবে না, ভালোবাসার স্বরূপ হয়ে যাবে। সারা দিন স্বতঃই স্নেহ ভালোবাসার ঢেউ উঠবে। জ্ঞান সূর্যের কিরণ বা প্রকাশ যত বাড়বে ততই স্নেহের ঢেউ উঠবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- প্রধান হল স্মরণের যাত্রা, স্মরণেই আয়ু বৃদ্ধি হবে, বিকর্ম বিনাশ হবে, স্মরণে থাকতে যারা সমর্থ, তাদের স্থিতি, কথাবার্তা অতীব সুন্দর হবে"

প্রশ্ন:- বাচ্চারা, দেবতাদের থেকেও বেশি খুশি তোমাদের হওয়া উচিত -- কেন?

উত্তর:- কেননা তোমাদের এখন অনেক বড়ো লটারি প্রাপ্তি হয়েছে। ভগবান তোমাদের পড়াচ্ছেন। সত্যযুগে দেবতা, দেবতাদের পড়াবে। এখানে মানুষ, মানুষকে পড়ায় কিন্তু তোমরা আত্মাদের স্বয়ং পরমাত্মা পড়াচ্ছেন। তোমরা এখন স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে উঠছ। তোমাদের মধ্যে সম্পূর্ণ নলেজ আছে, দেবতাদের মধ্যে এই নলেজ নেই।

গীত:- জাগো সজনীরা জাগো

ওম্ শান্তি। নতুন যুগে দেবী-দেবতারা বাস করে। তারাও মানুষ কিন্তু তাদের মধ্যে দেবতাদের গুণ থাকে। ওরা হলো বৈষ্ণব, ডবল অহিংসক। এখন মানুষ ডবল হিংসক, মারামারি করে, কাম কাটারিও চালায়। একে বলা হয় মৃত্যুলোক, যেখানে বিকারগ্রস্ত মানুষ থাকে। সত্যযুগকে বলা হয় দেবলোক, যেখানে দেবী-দেবতারা থাকে। ওরা ডবল অহিংসক ছিল, ওদের রাজস্ব ছিল। কল্পের আয়ু লক্ষ বছর হলে কোনও কথা ভাবনাতেই আসত না। আজকাল কল্পের আয়ু কম করে বলছে। কেউ ৭ হাজার বলছে, কেউবা ১০ হাজার বলছে। বাচ্চারা জানে বাবা হলেন অতি উচ্চ থেকেও উচ্চতম ভগবান, আর আমরা ওঁনার বাচ্চারা বাস করি শান্তিধামে। আমরা হলাম পান্ডা, যারা সবাইকে পথ দেখাই। এই যাত্রার বর্ণনা কোথাও নেই, যদিও গীতায় আছে মনমনাভব, কিন্তু এর অর্থ কি? "নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ কর"। এটা কারও বুদ্ধিতেই আসে না। যখন বাবা এসে বোঝান তখন কারও কারও বুদ্ধিতে আসে। এই সময় তোমরা মানুষ থেকে দেবতা হয়ে উঠছ। এখানে মানুষ, দেবতারা সত্যযুগে। বরাবরের মতো তোমরাই আবার মানুষ থেকে দেবতা হচ্ছ। এ হলো তোমাদের ঐশ্বরীয় মিশন। নিরাকার পরমাত্মাকে কোনও মানুষ তো বুঝতে পারবে না। নিরাকার যিনি তাঁর হাত পা কোথা থেকে এসেছে। কৃষ্ণের হাত পা সব কিছুই আছে। ভক্তি মার্গে কত রকমের শাস্ত্র তৈরি করেছে। এখন তোমরা বাচ্চাদের কাছে চিত্র ইত্যাদি অনেক আছে। চিত্র দেখলেই স্মৃতিতে আসে যে, এই চিত্র দ্বারা এটা ব্যাখ্যা করব। আরও অনেক চিত্র তৈরি হবে। চিত্রের একদম উপরে আত্মাদের দেখাতে হবে। শুধুমাত্র আত্মাই দেখা যাবে, অন্য কিছু নয়। তারপর সূক্ষ্ম লোক, তার নীচে মনুষ্যলোকও তৈরি করবে। *মানুষ কিভাবে শেষে এসেও উপরে উঠে আসে এও দেখাবে*। দিন প্রতিদিন নতুন নতুন আবিষ্কার হতে থাকবে। এখন যেমন চিত্র আছে তেমন সার্ভিস করতে হবে। তারপর এমনই সব চিত্র তৈরি হবে যে মানুষ খুব তাড়াতাড়ি বুঝতে পারবে। কল্প বৃক্ষ (ঝাড়) খুব শীঘ্রই বৃদ্ধি পেতে থাকবে। কল্প প্রথমে যে যেমন পদ প্রাপ্ত করেছিল, যে ফলাফল বেড়িয়েছিল আবারও তাই হবে। এমন নয় যে যারা শেষে আসবে তারা মালায় (রুদ্র যজ্ঞ) স্থান পাবে না। ওরাও পাবে। প্রগাঢ় ভক্তি যারা করে, তারা দিব্যরাত্র ভক্তি করলে, তখন তাদের সাক্ষাত্কার হয়। এখানেও এমন বের হবে। দিনরাত পরিশ্রম করে পতিত থেকে পবিত্র হবে। সুযোগ সবাই পাবে। এমন নয় যে শেষে কেউ থেকে যাবে। ড্রামা এভাবেই তৈরি হয়েছে যে, কেউ থাকবে না। চতুর্দিকে প্রচার করতে হবে। শাস্ত্রে উল্লেখ আছে একজন ব্যক্তি বাদ পড়েছিল এবং তারপর সে অভিযোগ করে। এই চিত্র সংবাদপত্র ইত্যাদিতেও ছাপা হবে। তোমাদের কাছেও আমন্ত্রণ আসতে থাকবে। সবাই জানতে পারবে যে বাবা এসেছেন। যখন সম্পূর্ণরূপে দৃঢ় বিশ্বাস (নিশ্চয় হবে) তখনই দৌড়াবে। তোমাদেরও নাম উজ্জ্বল হবে। নবযুগ সত্যযুগকে বলা হয়। নবযুগ নামে সংবাদপত্রও রয়েছে। ওরা বলে 'নিউ দিল্লি', কিন্তু নিউ দিল্লিতে এই পুরানো কেল্লা, আবর্জনা ইত্যাদি থাকতে পারে না। এখন তো প্রতিটি জিনিস কক্ষালসার হয়ে গেছে। সত্যযুগে সমস্ত উপাদান অর্ডার (যথাযথ ভাবে) অনুসারে থাকে। এখানে তো ৫ তন্ত্রও তমোপ্রধান হয়ে গেছে। ওখানে সব সতোপ্রধান, তাই প্রতিটি তন্ত্রের থেকে সুখ প্রাপ্তি হয়। দুঃখের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। তারই নাম স্বর্গ। এসব কথা এখন তোমরা বুঝতে পারছো যে আবারও আগের মতোই আমরা তমোপ্রধান হয়ে গেছি। এখন সতোপ্রধান হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করে লক্ষ্য পথে উত্তরণ করছি, আর সবাই অন্ধকারে পড়ে আছে। আমরা এখন আলোতে। আমরা উপরে উঠছি আর সবাই নীচে নামছে। এইভাবে বিচার সাগর মন্ডন বাচ্চারা, তোমাদের করা উচিত। একজনই শিববাবা যিনি আমাদের শিক্ষা প্রদান করছেন। তিনি মন্ডন করেন না। ব্রহ্মাকেও মন্ডন করতে হয়। তোমরা সবাই বিচার সাগর মন্ডন করে বোঝাও। কারও কারও তো মন্ডন একদমই চলে না, পুরানো দুনিয়াই স্মরণে আসে। বাবা বলেন পুরানো দুনিয়াকে সম্পূর্ণ ভুলে যাও। কিন্তু বাবা জানেন -- নম্বর অনুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী

রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। বাবা বলেন আমি এসে রাজধানী স্থাপন করে বাকি সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যাই। ওরা তো শুধু নিজ-নিজ ধর্ম স্থাপন করে। ওদের পিছনে অনেক ধর্মাবলম্বীরা আসতে থাকে। ওদের কী মহিমা কি করবে! মহিমা তো হবে তোমাদের। একমাত্র আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের যারা তাদেরই হীরো-হীরোইন বলা হয়। হীরে তুল্য জন্ম আর কড়িহীন জন্ম তোমাদের জন্যই বলা হয়। তারপর তোমরা একদম উপর থেকে নীচে নেমে যাও। সুতরাং এই সময় তোমাদের, অর্থাৎ বাচ্চাদের দেবতাদের থেকেও বেশি খুশি হওয়া উচিত, কেননা তোমরা লটারি পেয়েছ। তোমাদের এখন ভগবান পড়াচ্ছেন। ওখানে তো দেবতা, দেবতাদের পড়াবে। এখানে মানুষ মানুষকে পড়ায় আর তোমরা আত্মাদের পরমপিতা পরমাত্মা পড়ান। পার্থক্য আছে না!

তোমরা ব্রাহ্মণরা রাম রাজ্য আর রাবণ রাজ্যকেও বুঝেছ। এখন তোমরা যত শ্রীমৎ-এ চলবে ততই উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে পারবে। অজ্ঞানতায় যা করবে তা ভুলই হবে। অল্প বয়সে অপরিণত বুদ্ধি থাকে তারপর বুদ্ধি পরিণত হয়। ১৬-১৭ বছর হলে তবেই বিবাহের কথা ভাবা হয়। আজকাল তো ভীষণ নোংরা দুনিয়া। কোলের ছোট ছোট বাচ্চাদের জন্যও পাকা কথা বলে লেনদেন শুরু করে দেয়। ওখানে (সত্য যুগে) বিবাহও অভিজাত ভাবে হয়। তোমরা সব সাক্ষাত্কার করেছে। যত এগিয়ে যাবে ততই সাক্ষাত্কার হতে থাকবে। ভালো ফার্স্টক্লাস যোগী বাচ্চাদের আয়ু বৃদ্ধি পেতে থাকবে। বাবা বলেন যোগ দ্বারা নিজের আয়ু বৃদ্ধি কর। বাচ্চারা বোঝে যোগে আমরা টিলে। স্মরণে থাকার জন্য মাথা ঠোকে, কিন্তু থাকতে পারে না। প্রতি মুহূর্তে ভুলে যায়। বাস্তবে এই স্থিতিতে স্থায়ী হতে চাইলে তাদের চার্ট খুব ভালো হওয়া উচিত। বাইরে তো পার্থিব কাজকর্মের মধ্যে থাকতে হয়। বাবাকে স্মরণ করতে করতে এখানেই তোমাদের সতোপ্রধান হয়ে উঠতে হবে। ভোজন তৈরি, কাজকর্ম ইত্যাদিতে যতটা সম্ভব সময় কম দিয়ে ৮ ঘন্টা আমাকে স্মরণ করলে তবেই শেষে গিয়ে কর্মজীবিত অবস্থা হবে। কেউ কেউ বলে আমি ৬ থেকে ৮ ঘন্টা যোগে থাকি কিন্তু বাবা তো বিশ্বাস করবে না। অনেকে লজ্জা বোধ করে, চার্ট লেখে না। আধা ঘন্টাও স্মরণে থাকতে পারে না। মুরলী শোনা এ কোনও স্মরণ করা নয়, এর দ্বারা তো ধন উপার্জন করো। যখন স্মরণে থাকবে শোনা বন্ধ হয়ে যাবে। কিছু বাচ্চারা লেখে স্মরণেই মুরলী শুনি কিন্তু একে তো স্মরণ বলে না। বাবা স্বয়ং বলেছেন আমি মাঝে মাঝেই ভুলে যাই। স্মরণে ভোজন করতে বসে বলি, বাবা, তুমি তো অভোক্তা। এটা কিভাবে বলি যে তুমিও খাও, আমিও খাই। কিছু কিছু বিষয়ে বলবে যে বাবা সাথে আছে। প্রধান হলো স্মরণের যাত্রা। মুরলীর বিষয় সম্পূর্ণ আলাদা। স্মরণেই পবিত্র হওয়া যায়, আয়ু বৃদ্ধি হয়। এমন নয় যে মুরলী শুনছ আর বাবা তোমাদের সাথে সেখানে আছেন। মুরলী শুনলে বিকর্ম বিনাশ হবে না। পরিশ্রম আছে। বাবা জানেন অনেক বাচ্চা আছে একদমই স্মরণ করতে পারে না। স্মরণে থাকতে যারা সমর্থ, তাদের স্থিতি, কথাবার্তা সম্পূর্ণ আলাদা হবে। স্মরণ দ্বারাই সতোপ্রধান হতে পারবে। কিন্তু মায়া এমনই যে একদম বুদ্ধিহীন করে দেয়। অনেকেরই রোগ বৃদ্ধি পেতে থাকে। মোহ যা একসময় ছিলই না তাও বেড়িয়ে আসে এবং তার জালে আটকে পড়ে। বড় পরিশ্রমের কাজ। মুরলী শোনা এ আলাদা বিষয়, উপার্জনের কথা এতে। মুরলী শুনলে আয়ু বৃদ্ধি হবে না, পবিত্র হবে না, বিকর্মও বিনাশ হবে না। মুরলী তো অনেকেই শোনে, তারপর আবারও বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সত্যিটা প্রকাশ করে না। বাবা বলেন পবিত্র না থাকতে পারলে কেন এখানে আস? ওরা বলে আমরা অজামিল, এখানে আসলে তবেই তো পবিত্র হতে পারব। এখানে আসলে কিছু তো পরিবর্তন হবে, নয়তো কোথায় যাব। রাস্তা তো এটাই। এমন-এমনও আসে। কখনও কখনও তীর লেগে যায়। বাবা এখানকার জন্যও বলেন -- এখানে কোনও অপবিত্রের আসা উচিত নয়। এ হল ইন্দ্র সভা। এখনও এভাবে আসছে। একদিন এমন অর্ডিন্যান্স জারি হবে, যখন সম্পূর্ণ রূপে নিশ্চিত করে তবেই অনুমতি দেওয়া হবে। তখন বুঝবে এ এমনই এক সংস্থা যেখানে অপবিত্ররা প্রবেশ করতে পারবে না। তোমরা বাচ্চারা বুঝেছ এ কার সভা। আমরা ভগবান, ঈশ্বর, সোমনাথ, বাবুলনাথের কাছে বসে আছি। উনিই পবিত্র করে তোলেন। একদম শেষে গিয়ে অনেক আসবে তখন কোনও হাঙ্গামা ইত্যাদি করতে পারবে না। এই ধর্মের যারা হবে তারাই বেড়িয়ে আসবে। আর্য সমাজ ও হিন্দু। শুধু মঠ, পন্থকে আলাদা করে দিয়েছে। দেবতারা হল সত্যযুগে। এখানে সবাই হিন্দু। বাস্তবে হিন্দু বলে কোনও ধর্ম নেই, এই হিন্দুস্তান তো দেশের নাম।

বাচ্চারা, তোমাদের উঠতে বসতে, স্বদর্শন চক্রধারী হতে হবে। স্টুডেন্টসদের পড়া স্মরণে থাকা উচিত, তাই না! সম্পূর্ণ চক্র বুদ্ধিতে আছে। দেবতা আর তোমাদের মধ্যে সামান্য পার্থক্য আছে। সম্পূর্ণ স্বদর্শন চক্রধারী হতে পারলে বিষ্ণু কুলের হতে পারবে। তোমরা বুঝেছ যে আমরা এমন তৈরি হচ্ছি। দেবতা হল ফাইনাল স্টেজ। তোমরা ফাইনাল স্টেজে তখন পৌছবে যখন কর্মজীবিত অবস্থা হবে। শিববাবা তোমাদের স্বদর্শন চক্রধারী তৈরি করছেন। ওঁনার মধ্যে নলেজ আছে না! তিনিই তোমাদের তৈরি করেন আর তোমরা তৈরি হও। ব্রাহ্মণ হয়ে তারপর দেবতা হবে। এখন এই অলঙ্কার তোমাদের কিভাবে দেব। এখন তোমরা পুরুষাথী। তারপর তোমরা বিষ্ণু কুলের হবে। সত্য যুগে বৈষ্ণব কুল তাই না!

সুতরাং এমন হতে হবে।

তোমাদের মিষ্টি হতে হবে। যেমন তেমন শব্দ বলার চেয়ে না বলাই ভালো। একটা দৃষ্টান্ত আছে - দু'জনকে লড়াই করত দেখে একজন সল্লাসী বললেন মুখে চুষিকাঠি রেখে দাও, কখনও বের করবে না। রেসপন্স না পেলে লড়াইও হবেনা। ৫ বিকারকে জয় করা কোনও মাসির বাড়ি যাওয়া নয়। কেউ কেউ নিজের অনুভব ব্যক্ত করে বলে আমার মধ্যে অনেক ক্রোধ ছিল, এখন অনেক কমে গেছে। অনেক মিষ্টি (স্বভাব ও ব্যবহারে) হতে হবে। কাল তোমরা এই দেবতাদের গুণের মহিমা করতে। আজ তোমরা বুঝতে পেরেছ আমরাও তাই হতে চলেছি। নম্বর অনুসারেই হবে। যে সার্ভিস করবে তার নাম নিশ্চয়ই বাবা করবেন। সবাইকে পথ বলে দিতে হবে। আমরাও প্রথমে কিছু জানতাম না, এখন কত নলেজ পেয়েছি। যে ভালো করে ধারণ করতে পারে না তার রিপোর্ট আসে। বাবা এর মধ্যে এখনও কত ক্রোধ। বাবা শুনে বলেন যদি ঈশ্বরীয় (রুহানী) সার্ভিস করতে না পার তবে স্থূল সার্ভিস কর। বাবার স্মরণে থেকে সার্ভিস করলেও অসীম সৌভাগ্য। একে অপরকে স্মরণ করাও। স্মরণে অনেক শক্তি পাওয়া যায়। যারা স্মরণে সমর্থ, তাদের চার্ট রাখা উচিত। চার্ট দেখলেই জানা যায়। প্রত্যেকেই বাবা সতর্ক করে থাকেন। বিশ্বে সবাই শান্তি কামনা করে। নিশ্চয়ই কখনও শান্তি ছিল। সত্য যুগে অশান্তির কোনও প্রশ্নই আসে না। মিষ্টি বাবা মিষ্টি বাচ্চারা সম্পূর্ণ বিশ্বকে মিষ্টি করে তোলে। এখন মিষ্টি কোথায়। চতুর্দিকে মৃত্যু মিছিল লেগে আছে। এই খেলা অনেকবার হয়েছে আর হতেও থাকবে। এর কোনও শেষ নেই। চক্র ক্রমাগত ঘুরতে থাকবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা ওঁনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মূখ্য সার:-

১) বিকর্ম বিনাশ করার জন্য বা আয়ু বৃদ্ধি করার জন্য স্মরণের যাত্রায় অবশ্যই থাকতে হবে। স্মরণেই পবিত্র হবে সুতরাং কমপক্ষে ৮ ঘন্টা স্মরণের চার্ট তৈরি করতে হবে।

২) দেবতাদের মতো মিষ্টি হতে হবে। যেমন তেমন শব্দ বলার চেয়ে না বলাই শ্রেয়। ঈশ্বরীয় বা স্থূল সার্ভিস করতে করতে বাবার স্মরণে থাকলে অসীম সৌভাগ্য।

বরদান:- ঈশ্বরীয় রসের অনুভব দ্বারা একরস স্থিতিতে স্থিত থাকতে সমর্থ শ্রেষ্ঠ আত্মা ভব*
যে বাচ্চারা ঈশ্বরীয় রসকে অনুভব করতে পারে তাদের কাছে দুনিয়ার সব রস ফিকে মনে হয়। যখন মিষ্টি একরসই আছে তখন অ্যাটেনশন তো সেদিকেই যাবে তাই না! সহজেই মন একদিকে স্থিত হয়ে যায়, পরিশ্রম করতে হয় না। বাবার স্নেহ, বাবার সহযোগ, বাবার সঙ্গ, বাবার কাছ থেকে পাওয়া সর্ব প্রাপ্তি সহজেই একরস স্থিতি বানিয়ে দেয়। এমনই একরস স্থিতিতে স্থিত থাকতে সমর্থ আত্মারাই শ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠে।

স্লোগান:- আবর্জনাকে নিজের মধ্যে অন্তর্লীন করে রত্ন দান করা অর্থাৎ মাস্টার সাগর হয়ে ওঠা।*

ব্রহ্মা বাবার সমান হওয়ার জন্য বিশেষ পুরুষার্থ

যেমন ব্রহ্মা বাবা নিজের সুখের জন্য কোনও সুযোগ - সুবিধা, আরামের জন্য কোনও সামগ্রী (আধার) গ্রহণ করেন নি। উনি সব রকম দেহভানের স্মৃতি থেকে নির্লিপ্ত হয়ে নিরন্তর অনুভবের অনুভূতিতে লভলীন হয়ে থেকেছেন, এভাবেই ফাদারকে অনুসরণ কর। যেমন অগ্নিশিখা জ্যোতি স্বরূপ, লাইট মাইট রূপ, তেমনই অগ্নিশিখার মতো নিজেকেও লাইট মাইট রূপে গড়ে তোল।

ব্রাহ্মণ জীবনের ফাউন্ডেশন - পবিত্রতা

আজ, বাপদাদা সব হোলিহংস বাচ্চাকে লক্ষ্য করছেন, সকল হোলিহংস কতোখানি হোলি হয়েছে আর কতোখানি তারা হংস হয়েছে ! তারা কি পরিমাণ পবিত্রতা অর্থাৎ হোলি হওয়ার শক্তি কতোখানি তাদের জীবনে অর্থাৎ তাদের সঙ্কল্পে, উচ্চারিত বোলে এবং কর্মে, সম্বন্ধে, সম্পর্কের মধ্যে রেখেছে ! সমস্ত সঙ্কল্প কি হোলি অর্থাৎ পবিত্রতার শক্তিসম্পন্ন ? অপবিত্র সঙ্কল্প রয়েছে এমন কোনও আত্মাকে, পবিত্রতার সঙ্কল্প দ্বারা পরখ এবং পরিবর্তন করতে পারো তোমরা ? পবিত্রতার শক্তি দিয়ে যে কোনও আত্মার দৃষ্টি, বৃত্তি আর কৃতি বদল করতে সমর্থ তোমরা ? এই মহান শক্তির সামনে অপবিত্র সঙ্কল্প আক্রমণও করতে পারে না । যতোই হোক, তোমরা যখন নিজের সঙ্কল্পে, বোলে এবং কর্মে পরাস্ত হও, তখনই অন্য ব্যক্তি এবং ভাইব্রেশনের মধ্য দিয়ে তোমাদের পরাজয় হয় । কারও সঙ্গে সম্বন্ধ-সম্পর্কে পরাভূত হওয়া প্রমাণ করে যে বাবার সাথে সর্ব সম্বন্ধ জুড়তে তোমরা নিজেরা ব্যর্থ (পরাজিত) হয়েছে, এইজন্য অন্য সম্বন্ধ-সম্পর্ক দ্বারা তোমরা পরাজিত হও । পবিত্রতার ক্ষেত্রে পরাস্ত হওয়ার বীজ হলো কোনও ব্যক্তি বা ব্যক্তির গুণ, স্বভাব, ব্যক্তিত্ব বা বিশেষত্ব দ্বারা প্রভাবিত হওয়া । এইরকম ব্যক্তি বা তার শারীরিক উপস্থিতিতে প্রভাবিত হলে, সেটা তার প্রভাবে আচ্ছন্ন বা বশীভূত হওয়া নয়, বরং ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া । ব্যক্তির ব্যক্তিগত বিশেষত্ব, গুণ বা স্বভাব বাবার দেওয়া বিশেষত্ব অর্থাৎ ঈশ্বরীয় (দাতা) দান । কারও দ্বারা প্রভাবিত হওয়া অর্থাৎ প্রবঞ্চিত হওয়া । প্রবঞ্চিত হওয়ার অর্থই হলো দুঃখ নেওয়া । অপবিত্রতার শক্তি হলো মরীচিকার মতো ভ্রমিত হওয়ার শক্তি, যা সম্পর্ক বা সম্বন্ধের মধ্যে দিয়ে সহজেই অনুভব করা যায়, এতে তোমরা আকৃষ্ট হও । তোমরা ভাবো যে তোমরা ভালোত্ব প্রভাবিত হচ্ছে, এই কারণে তোমরা এই শব্দগুলোও উচ্চারণ করো বা ভাবো যে এনাকে আমার খুব ভালো লাগে বা এনার গুণ, স্বভাব আমার খুব পছন্দের । এনার জ্ঞান ভালো লাগে । এনার যোগ করানো ভালো লাগে । এনার থেকে আমি শক্তি, সহযোগ, স্নেহ পাই । তোমাদের স্বল্পকালীন প্রাপ্তি হয়, কিন্তু তোমরা প্রবঞ্চিত হও । তোমরা দাতাকে, অর্থাৎ বীজকে, ফাউন্ডেশনকে ভুলে গেছ আর রঙ-বেরঙের ডাল ধরে দুলছো, সুতরাং তোমাদের অবস্থা কি হবে ? বিনা ফাউন্ডেশনে শাখা তোমাদের দোলাবে নাকি পতন ঘটাবে ? যতোক্ষণ পর্যন্ত বীজ অর্থাৎ দাতা, বিধাতার থেকে সর্ব সম্বন্ধ, সর্বপ্রাপ্তির মাধুরী অনুভব না করবে ততক্ষণ কখনও ব্যক্তি দ্বারা, কখনও বৈভব দ্বারা, কখনও ভাইব্রেশন এবং বায়ুমন্ডল প্রভৃতি বিভিন্ন শাখা থেকে মরীচিকার মতো স্বল্পকালীন প্রাপ্তিতে তোমরা অবিরত ভুলপথে চালিত হবে । এইভাবে প্রভাবিত হওয়া অর্থাৎ অবিদ্যাক্রান্ত প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হওয়া । যখন তোমাদের পবিত্রতার শক্তি থাকবে তখন যে স্থিতি চাইবে, যা কিছু প্রাপ্তি চাইবে, যে কার্যে সফলতা চাইবে, সেই সবকিছু তোমাদের সামনে যখনই চাইবে দাসীর মতো উপস্থিত হবে । এমনকি, কলিযুগের অন্তেও রজোপ্রধান পবিত্রতার শক্তি ধারণ করা নামধারী সব মহাত্মার সামনে প্রকৃতির দাসী হওয়ার প্রমাণ দেখছে । তাদের মহাত্মা নাম এখনো পর্যন্ত চলছে, এখনও তারা পূজনীয় । অপবিত্র সব আত্মা তাদের কাছে মাথা নোয়ায় । সুতরাং ভাবো, শেষ পর্যন্ত পবিত্রতার শক্তির কতো মহত্ব এবং ঈশ্বরের থেকে প্রাপ্ত সত্যপ্রধান পবিত্রতা কতো শক্তিশালী হবে ! এই শ্রেষ্ঠ পবিত্রতার শক্তির সামনে অপবিত্রতা শুধু ঝুঁকেই থাকেনা, তোমাদের পদতলে থাকে । অপবিত্রতারূপী আসুরিক শক্তি, শক্তিস্বরূপের পদতলে দেখানো হয়েছে । যেকোন কিছু, যা বশ্যতাপূর্বক তোমাদের পদতলে, কিভাবে তা তোমাদের পরাস্ত করবে!

ব্রাহ্মণ জীবনে পরাভূত হলে বলা হবে নামে মাত্র (নামধারী) ব্রাহ্মণ, এতে অমনোযোগী হয়ো না । ব্রাহ্মণ জীবনের ফাউন্ডেশন হলো পবিত্রতার শক্তি । যদি ফাউন্ডেশন দুর্বল হয় তবে প্রাপ্তির একুশ তলা বিল্ডিং কিভাবে টিকবে ? যদি ফাউন্ডেশন নড়বড়ে হয় তাহলে প্রাপ্তির অনুভব সবসময় হবে না অর্থাৎ না তোমরা অনড় থাকতে পারবে আর না বর্তমান যুগ এবং জন্মের মহান প্রাপ্তির অনুভব করতে পারবে । যুগের এবং এই শ্রেষ্ঠ জন্মের মহিমা করা জ্ঞানী ভক্ত হয়ে যাবে অর্থাৎ তোমাদের প্রতীতি থাকবে কিন্তু তুমি নিজে তা হবে না, একে বলা হয় জ্ঞানী ভক্ত । যদি ব্রাহ্মণ হয়ে সর্বপ্রাপ্তির এবং সর্বশক্তির বরদান অথবা উত্তরাধিকার অনুভব না করা যায় তবে তাকে কি বলবে ? বঞ্চিত আত্মা নাকি ব্রাহ্মণ আত্মা ? পবিত্রতার ভিন্ন ভিন্ন রূপ ভালোভাবে জানো, নিজের প্রতি কঠোর দৃষ্টি রাখো । শুধু অন্যদিকে নজর ঘোরানোই নয়, নিমিত্ত হওয়া আত্মাদের, এমনকি বাবার সাথেও তোমরা চাতুরীর চেষ্টা করো । সবসময় এটা হচ্ছে, এইরকম কে হয়েছে ? অথবা বলা, এটা অপবিত্রতা নয়, মহত্ব, এটা সেবার সাধন । আমি প্রভাবিত হইনি, আমি শুধু সহযোগিতা নিচ্ছি । তিনি সহযোগী, সেইজন্য আমি প্রভাবিত । বাবাকে বিস্মৃত হওয়ার সাথে সাথে মায়ার গোলায় তোমরা আঘাতপ্রাপ্ত হও । অথবা, নিজে রেহাই পাওয়ার জন্য তোমরা বলা, আমি এটা করিনি, অন্যজন করেছে । যেমনই হোক, যদি তোমরা বাবাকে বিস্মৃত হও, তাহলে তাঁকে তাঁর ধর্মরাজ রূপে সাক্ষাৎ করবে । বাবার সাথে সুখের সম্বন্ধ কখনো অনুভব করতে পারবে না । অতএব, কোনকিছু লুকিও না, রেহাই পেতে কোনো অজুহাত দেখিও না ! অন্যকে দোষারোপ করোনা । মরীচিকার আকর্ষণে প্রবঞ্চিত হয়েনা । পবিত্রতার এই ফাউন্ডেশনে, বাপদাদা ধর্মরাজের মাধ্যমে শতগুণে, লক্ষ কোটি গুণে (পদমগুন) সাজা দিয়ে থাকেন । এর থেকে কোনও ছাড় নেই, এতে তিনি সদয় হতে পারেন না, এর কারণ তুমি বাবার সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙ্গেছো তবেই তো কারও দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে । পরমাত্ম-প্রভাব থেকে বেরিয়ে আত্মাদের প্রভাবে প্রভাবিত হওয়া অর্থাৎ তুমি বাবাকে জানতে পারোনি, চিনতে পারোনি । এমন আত্মাদের সামনে তিনি বাবা রূপে নয়, বরং ধর্মরাজ রূপে সামনে থাকেন । যেখানে পাপ, সেখানে বাবা নেই । সুতরাং কখনো অনবধান হয়েনা । এটাকে ছোট ব্যাপার হিসেবে গণ্য করোনা । অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার অর্থ কামনা থাকা, অর্থাৎ কাম বিকারের অংশ থাকা । কামনা ব্যতীত তুমি প্রভাবিত হতে পারবে না । সেই কামনাও কাম বিকার । মহাশত্রু । এটা দুই রূপে আসে । কামনা, হয় তোমাকে প্রভাবিত করবে অথবা তোমার মর্মান্তিক যন্ত্রণার কারণ হবে । সুতরাং, যেমন তোমরা স্লোগান দাও, কাম বিকার নরকের দ্বার, ঠিক সেভাবেই এখন তোমাদের জীবনে এই ধারণা রাখো, যেকোন রকমের স্বল্পকালীন কামনা মরীচিকার মতো প্রবঞ্চক অর্থাৎ কৌশলে ভুলপথে চালিত করে । কামনা অর্থাৎ ভুলপথে চালিত হওয়া । অতএব, কড়া নজর রেখে এই কাম অর্থাৎ কামনার ক্ষেত্রে কালীরূপ হও । স্নেহীরূপ হয়েনা আর বলোনা, সে অসহায়, ভালো, তার মধ্যে এটা সামান্য কিছুই আছে, ঠিক হয়ে যাবে । না ! বিকর্মের ক্ষেত্রে বিকরাল (ভয়ঙ্কর) রূপ ধারণ করো; অন্যের জন্য নয়, বরং নিজের জন্য, তবেই বিকর্ম বিনাশ করে ফরিস্তা হতে পারবে । যদি যোগ লাগাতে অসমর্থ হও তো চেক করো, নিশ্চয়ই কোনও লুকানো বিকর্ম তোমাকে এর নিজের দিকে আকর্ষণ করেছে । ব্রাহ্মণ আত্মা যোগ লাগাতে অপারগ, এটা হতেই পারে না । ব্রাহ্মণের অর্থই হলো তুমি একের, তোমরা সবাই এক । সুতরাং কোথায় যাবে তোমরা ? যদি কিছু নাই থাকে তাহলে কোথায় যাবে ? আচ্ছা !

শুধু ব্রহ্মচর্য নয়, কাম বিকারের অন্য আরও ছোট ছোট বাচ্চা আছে । বাপদাদা একটা ব্যাপারে খুব আশ্চর্য হন । ব্রাহ্মণ বলে যে অন্য ব্রাহ্মণ আত্মার প্রতি তার ব্যর্থ দৃষ্টি, বৃত্তি বিদ্যমান । এটা কুল

কলঙ্কিত করার বিষয় । তুমি বলবে বোন অথবা ভাই, এছাড়া কি করার আছে তোমার ! লৌকিক ভগিনীর প্রতি যদি কোনরকম কুদ্‌ষ্টি যায়, অপবিত্র সঙ্কল্প ওঠে, তবে তাকে কুলকন্টক বলা হয় । তাহলে এখানে কি বলা হবে ? এক জন্মের নয়, বরং জন্মের পর জন্ম কুলদূষক । রাজ্যভাগ্যের পদাঘাতকারী । এইরকম লক্ষ-কোটি (পদমগুন) বিকর্ম কখনো কোরোনা । এটা শুধু বিকর্ম নয়, মহা বিকর্ম, এইজন্য ভাবো, বোঝো এবং সতর্ক হও । এই পাপই তোমাকে যমদূতের মতো জড়িয়ে থাকবে । এখন যদিও ভাবছো যে তোমরা খুব মজায় আছো, কে বা দেখছে, কে বা জানছে ! যাই হোক, পাপের ওপরে পাপ জমা হয়ে যাচ্ছে আর এই পাপই তোমায় গ্রাস করবে । বাপদাদা জানেন, এই পাপের রেজাল্ট কতো কঠিন ! যেমন কেউ শরীর ছাড়ার সময় শারীরিক যন্ত্রনা ও কষ্টভোগে তার শরীর ছাড়ে, ঠিক তেমনই পাপের কারণে বুদ্ধি মানসিক যন্ত্রনা ও কায়ক্বেশে শরীর ছাড়বে । সামনে সবসময় পাপের এই যমদূত থেকে যাবে । অন্তিম অতি কঠিন, সেইজন্য বর্তমান সময়ে ভুলেও এমন পাপ কোরোনা । বাপদাদা শুধু তাঁর সমুখে বসা বাচ্চাদের বলছেন না, বরং চতুর্দিকের বাচ্চাদের সমর্থ বানাচ্ছেন । তিনি তোমাদের অবহিত করাচ্ছেন, দক্ষ বানাচ্ছেন । বুঝেছো তোমরা ? এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে যথেষ্ট দুর্বলতা রয়েছে । আচ্ছা ।

যারা নিজেদের প্রতি ইশারা বুঝে, সদা নিজেদের পাপপূর্ণ সঙ্কল্প (বিকল্প) এবং বিকর্মের জন্য কালীরূপ ধারণ ক'রে, বিভিন্ন ভাবে প্রবঞ্চিত হওয়া থেকে নিজেদের রক্ষা করে, দুঃখ থেকে নিজেদের পরিত্রাণ করে, এমন শক্তিশালী আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

বাছাই করা বিশেষ অব্যক্ত মহাবাক্য

ব্রহ্মাবাবার কদমে কদম রেখে (অনুকরণ, অনুসরণ, অনুগমন করে) ব্রহ্মাচারী হও

ব্রহ্মাচারী অর্থাৎ ব্রহ্মাবাবার আচরণ অনুসরণ করা । তোমাদের সঙ্কল্প, বোল আর কর্মরূপী কদম ব্রহ্মাবাবার কদমে ন্যাচারালভাবে রেখে চলতে হবে, যাকে বলা হয় ফুটস্টেপ । প্রতিটা পদক্ষেপে ব্রহ্মাবাবার আচরণ যেন প্রতীয়মান হয় অর্থাৎ এই মন, বাণী, কর্মের কদম ব্রহ্মাচারীর মতো হবে, যারা এইরকম ব্রহ্মাচারী তাদের সবসময় অন্তর্মুখী মনে হবে এবং তাদের চেহারাও ও আচরণে অতীন্দ্রিয় সুখ প্রতিভাত হবে । ব্রহ্মাচারী তারাই যাদের প্রতিটা কর্ম ব্রহ্মাবাবার কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করায় । তাদের বোল, ব্রহ্মাবাবার বোল সমান হয়, ব্রহ্মাবাবা সবকিছু যেভাবে করেছেন অর্থাৎ তাঁর ওঠা-বসা, দেখা, চলা, এইসবের সাথে তাদেরও সবকিছু করার পদ্ধতি একইরকম হয় । ব্রহ্মাবাবা যে নিজ সংস্কার তৈরি করেছিলেন, তাঁর শরীর ত্যাগের অন্তিম সময়েও সকলকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন - নিরাকারী, নির্বিকারী, নিরহঙ্কারী হতে - তোমরা সব ব্রাহ্মণের এটাই ন্যাচারাল সংস্কার হবে, একমাত্র তখনই তোমাদের বলা হবে ব্রহ্মাচারী । তোমাদের স্বভাব-সংস্কারে বাবাসম হওয়ার নবীনত্ব থাকতে হবে । এটা তোমার সংস্কার, এই বলে নিজের অপরাধ ইত্যাদি মার্জনা কোরোনা, বরং যা বাবার স্বভাব, তোমারও সেই একইরকম স্বভাব হতে দাও ।

পবিত্রতার ব্রত শুধুমাত্র ব্রহ্মচর্যের ব্রত নয়, বরং ব্রহ্মাবাবা সমান পবিত্রতার ভাইব্রেশন তোমাদের প্রতিটা বোলে সমাহিত হতে হবে । প্রতিটা বোল মহাবাক্য হতে হবে, সেইসব সাধারণ হবে না, অলৌকিক হবে । তোমাদের প্রতিটা সঙ্কল্পে পবিত্রতার মহত্ব থাকা প্রয়োজন, প্রতিটা কর্মে কর্ম আর যোগ অর্থাৎ কর্মযোগী রূপে অনুভূত হতে হবে, একেই বলা হয়ে থাকে ব্রহ্মচারী এবং ব্রহ্মাচারী । তোমরা সবাই যেমন দেখেছো বা শুনেছো কিভাবে ব্রহ্মাবাবা সাধারণ তনে থাকা সত্ত্বেও তাঁর

পুরুষোত্তম রূপ নয়নগোচরে আসতো । এমনকি, এখনও অব্যক্ত রূপে, সাধারণ থাকাকালীন তাঁর পুরুষোত্তম হওয়ার ঝলক তোমরা দেখতে পাও ! এইভাবে ফলো ফাদার । এমনকি, সাধারণ কর্ম যদিও বা করো, কিন্তু স্থিতি মহান হতে দাও । চেহারায়ে শ্রেষ্ঠ জীবনের প্রভাব প্রতীয়মান হতে দাও । তোমাদের সার্বিক আচরণে যেন সবার মধ্যে বাবাকে দেখার অনুভব হয়, একেই বলা হয় ব্রহ্মাচারী ।

মুরলির প্রতি ব্রহ্মাবাবার বিশেষ অনুরাগ ছিলো, সেই কারণে তিনি মুরলিধর হয়েছিলেন । ভবিষ্যৎ শ্রীকৃষ্ণ রূপেও তাঁকে 'মুরলি' বাদনরত দেখানো হয়েছে সুতরাং, যার জন্য বাবার প্রীতি ছিলো তার সঙ্গে প্রীতিযুক্ত থাকাই অনুরাগের লক্ষণ । একেই বলে ব্রহ্মাবাবার প্রিয় অর্থাৎ ব্রহ্মাচারী হওয়া । যে কোনো কর্ম করার পূর্বে, কোনো উক্তির পূর্বে, সঙ্কল্পের পূর্বে তোমরা চেক করো যে সেইসব ব্রহ্মাবাবা সমান হয়েছে কিনা । তারপরে সঙ্কল্পকে বাস্তবায়িত করো, মুখনিঃসৃত বোল এবং কর্ম কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা ফলপ্রসূ করে তোলা । এমন ব'লোনা যে এইরকম তো ভাবিনি, অথচ হয়ে গেল । ব্রহ্মাবাবার এটাই বিশেষত্ব ছিলো, কোনকিছু বলার পূর্বে সেই বিষয়ে আগে ভাবতেন, তারপরে সেটা বলতেন বা অভ্যাসে পরিণত করতেন - এইভাবে যারা ফলো ফাদার করে তারাই ব্রহ্মাচারী হয় ।

ব্রহ্মাবাবা দৃঢ় বিশ্বাস (নিশ্চয়) এবং আধ্যাত্মিক (রহানী) নেশার আধারে নিয়তি-নির্দেশের জ্ঞাতা হয়ে সেকেন্ডে সবকিছু সফল করেছিলেন । তিনি নিজের জন্য কিছু রাখেননি, বরং সমস্ত কিছু সময়োপযোগী করে তুলেছিলেন অর্থাৎ প্রয়োজনের সাধন বানিয়েছিলেন । যার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তোমরা দেখেছিলে, অন্তিম দিন পর্যন্ত তিনি তন দ্বারা পত্র লিখে সেবা করেছেন, মহাবাক্য বলেছেন । তোমরা দেখেছিলে, অন্তিম দিনেও সময়, সঙ্কল্প এবং শরীর পরিস্থিতির উপযোগী করেছিলেন । সুতরাং, ব্রহ্মাচারী হওয়া অর্থাৎ যে সবকিছু কালোপযোগী করে তোলে । কালোপযোগী করার অর্থই হলো শ্রেষ্ঠ অভিপ্রায়ে ব্যবহার করা । যেমন ব্রহ্মাবাবা সদা প্রসন্নতা এবং গাষ্টীর্য, উভয় ক্ষেত্রে ব্যালেন্সের একরস স্থিতি বজায় রেখেছেন, সেইভাবে তোমরাও ফলো ফাদার । না কখনো কোনো বিষয়ে কনফুজ্ হওয়া (তালগোল পাকিয়ে ফেলা) আর নাই কখনো কোনো ব্যাপারে মুড চেঞ্জ করা । সদাসর্বদা সকল কর্মে ফলো ব্রহ্মাবাবা করতে হবে, তবেই বলা হবে ব্রহ্মাচারী ।

ব্রহ্মাবাবার সবচেয়ে প্রিয় স্লোগান ছিলো, কম খরচ বালা-নশীন অর্থাৎ কম খরচে অধিক লাভ । সুতরাং কম খরচে প্রসিদ্ধি লাভ করে দেখাও । খরচা কম হবে, কিন্তু কম ব্যয়ে যে প্রাপ্তি হবে তা অতীব সুন্দর হবে । কম খরচে অনেক কার্য সম্পন্ন করতে তোমাদের সমর্থ হওয়া প্রয়োজন । এর অর্থ তোমরা এনার্জি অথবা সঙ্কল্প অধিক ব্যয় হতে দিও না । তোমরা অবশ্যই বেশি শব্দ ব্যয় করো না, কিন্তু তোমাদের সেই কম কথায় স্পষ্টভাবে বেশি থাকতে হবে, সঙ্কল্প কম হবে কিন্তু তা শক্তিশালী হতে দাও । একেই বলা হয়ে থাকে ব্যয় কম, সিদ্ধি লাভ বেশি অর্থাৎ ইকনমির অবতারণা । ব্রহ্মাবাবা যেমন 'এক বাবা, দ্বিতীয় কেউ নয়' অর্থাৎ এক এবং অদ্বিতীয় বাবার হয়ে প্র্যাকটিক্যালি তাঁর কর্মের মাধ্যমে দেখিয়েছেন । ঠিক একইভাবে যারা ব্রহ্মা বাবা সম হয়েছেন, তাদেরও ফলো করতে হবে । ব্রহ্মাবাবার সমান এই দৃঢ় সঙ্কল্প থাকতে হবে যে কখনও ভগ্নোৎসাহ হবে না, বরং সদা খুশি মনে থাকবে । এমনকি মায়া যদি তোমাকে নাড়া দেওয়ার চেষ্টাও করে, তবুও তুমি অস্থির হয়ো না । মায়া যদি হিমালয় যেমন বড়ো আকার ধারণ করে উপস্থিত হয়, তাহলে সেই সময় রাস্তা খোঁজার চেষ্টা করো না, শুধু উড়ে যাও । যাদের উড়তি কলার স্থিতি তাদের ক্ষেত্রে পাহাড়ও এক সেকেন্ডে তুলোর মতো হয়ে যাবে ।

সাকার ব্রহ্মা বাবার থেকে তোমরা পিওরিটির পার্সোনালিটি স্পষ্টরূপে অনুভব করতে । এটা তপস্যার অনুভবের লক্ষণ । একইভাবে, এই পার্সোনালিটি এখন তোমাদের মুখে এবং চেহারার মাধ্যমে অন্যদের অনুভব হতে দাও । ব্রহ্মাবাবা সাকার রূপে কর্মযোগী হওয়ার সিদ্ধল । যতোই কেউ দায়িত্বশীল হোক না কেন, ব্রহ্মাবাবা যেমন দায়িত্ব কারও ওপর নেই । সুতরাং, ব্রহ্মাবাবা যেমন তাঁর দায়িত্ব পালন করাকালীন কর্মযোগী থেকেছেন, নিজেকে করনহার মনে করে কর্ম করেছেন, করাবনহার মনে করেননি । এইভাবে ফলো ফাদার । যতোই মহান কার্য তোমরা করো, এমন মনে করো যে নৃত্যগুরু যেভাবে তোমাদের নাচাচ্ছেন তোমরা সেই অনুযায়ী নেচে যাচ্ছ, তাহলে আর ক্লান্ত হবে না, বিভ্রান্ত (কনফুজ্) হবে না, বরং এভার হ্যাপি থাকবে ।

বরদানঃ- সত্যতার শক্তি দিয়ে সদা খুশিতে নেচে শক্তিশালী মহান আত্মা ভব
বলা হয়, "সচ তো বিঠো নচ" অর্থাৎ সত্য যেখানে, আত্মা নাচে সেখানে। যারা সত্যবাদী অর্থাৎ যাদের সত্যতার শক্তি থাকে তারা নিরন্তর নাচতে থাকবে, কখনো সতেজতা হারাতে না, বিভ্রান্ত হবে না, ভীত হবে না এবং তাদের দুর্বলতা অনুভূত হবে না । তারা খুশিতে সদাসর্বদা নাচতে থাকবে, শক্তিশালী হবে । তাদের সবকিছু মোকাবিলা করার শক্তি থাকবে । সত্য কখনও নড়বড়ে হয় না, অনড় হয় । সত্যের তরী হয়তো দুলবে, কিন্তু কখনও ডুবে যাবে না । সুতরাং, সত্যতার শক্তি ধারণ করে আত্মাই মহান হয় ।

স্লোগানঃ- ব্যস্ত মন-বুদ্ধিকে সেকেন্ডে স্টপ করাই হল শ্রেষ্ঠ অভ্যাস ।

ব্রহ্মাবাবা সমান হওয়ার বিশেষ পুরুষার্থ

ব্রহ্মাবাবা যেমন পরমাত্ম-ভালোবাসায় ডুবে (লাভলীন) থাকেন, সেইরকম তোমাদের ব্রাহ্মণ জীবনের আধার পরমাত্ম-ভালোবাসা । ঈশ্বরীয় প্রেমই তোমাদের প্রপাটি । এই ভালোবাসা ব্রাহ্মণ জীবনে তোমাদের অগ্রচালিত করে, এইজন্য সদা ভালোবাসার সাগরে ডুবে থাকো ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবার মতন আধ্যাত্মিক (রুহানী) টিচার হও। বাবার কাছে যা কিছু পড়েছ সেসব অন্যদের পড়াও, যদি ধারণা আছে তো কাউকে বুঝিয়ে দেখাও"

প্রশ্ন :- কোন্ বিষয়ে বাবার অটল বিশ্বাস (নিশ্চয়) আছে ? বাচ্চাদেরও সেই কথায় অটল হতে হবে ?

উত্তর :- ড্রামাতে বাবার অটল বিশ্বাস আছে। বাবা বলেন যা অতীত (পাস্ট) হয়ে গেছে তা হল ড্রামা। কল্প পূর্বে যা করেছিলে তাই করবে। ড্রামা তোমায় উপরে নীচে করতে দেবে না। কিন্তু বাচ্চাদের অবস্থা এমন হয়নি তাই মুখ থেকে বের হয় - এমনটা হলে অমন করতাম, জানা থাকলে এই কাজ করতাম না বাবা বলেন অতীতকে স্মরণ কোরো না, ভবিষ্যতের জন্যে পুরুষার্থ করো যেন এমন ভুল আর না হয় ।

ওম্ শান্তি । আত্মাদের (রুহানী) বাবা বসে আত্মা রূপী (রুহানী) বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। বাবা নিজে বলেন আমি যখন আসি কেউ জানতে পারে না, কারণ আমি গুপ্ত রূপে আসি। গর্ভে যখন আত্মা প্রবেশ করে, তখন কেউ জানতে পারে না। তিথি তারিখ বের করা যায় না। গর্ভ থেকে বেরোনের তিথি তারিখ থাকে। অতএব বাবার প্রবেশের তিথি তারিখ জানা যায় না, কখন প্রবেশ করেন, কখন রথে আরুঢ় হন - কিছু জানা যায় না। তিনি যখন কাউকে দেখতেন তখন সে নেশায় মত্ত হয়ে যেত। বুদ্ধিতে পারত কিছু প্রবেশ করেছে বা কোনো শক্তি এসেছে। শক্তি কোথা থেকে এসেছে ? আমি বিশেষ কোনো জপ তপ তো করিনি। একেই বলা হয় গুপ্ত। তিথি তারিখ কিছু নেই। সূক্ষ্ম লোকের (বতনের) স্থাপনা কখন হয়, সেও বলা যায় না। মুখ্য কথা হল মন্বন্তর। বাবা বলেন "হে আত্মারা তোমরা আমাকে, নিজের পিতাকে আহ্বান কর যে এসে পতিতদের পবিত্র করুন, পবিত্র দুনিয়া রচনা করুন" । বাবা বোঝান ড্রামা প্ল্যান অনুযায়ী যখন আমার আসার সময় হয় তখন চেঙ্গ অবশ্যই হয়। সত্যযুগ থেকে শুরু করে যা কিছু পাস্ট হয়েছে সেসব আবার রিপিট করা হবে। সত্যযুগ ত্রেতা নিশ্চয়ই রিপিট হবে। সেকেন্ড সেকেন্ড পার হয়ে যায়। সম্ভব বা বর্ষ পার হতে থাকে । বলা হয় সত্যযুগ পাস্ট হয়েছে। দেখতে পাইনি তো ! বাবা বুঝিয়েছেন তোমরা পার করেছ। তোমরা-ই সবার প্রথমে আমার থেকে দূরে গেছ। সুতরাং এই কথাটিতে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে - আমরা কিভাবে ৮৪ জন্ম নিয়েছি যে পুনরায় হুবহু নিতে হবে অর্থাৎ দুঃখ এবং সুখের পার্ট প্লে করতে হবে। সত্যযুগে থাকে সুখ, বাড়ি যখন পুরানো হয় তখন কোথাও ছাদ দিয়ে জল পড়তে থাকে, কোথাও আরও কিছু হয়। তখন এই চিন্তা হয় মেরামত করতে হবে। যখন অনেক পুরানো হয়ে যায় তখন ধরে নেওয়া হয় বাড়িটা আর থাকার জন্যে উপযুক্ত নয়। নতুন দুনিয়ার জন্যে এমন বলা হবে না। এখন তোমরা নতুন দুনিয়ায় চলার যোগ্য হও। প্রতিটি বস্তু প্রথমে নতুন পরে পুরানো হয়।

এখন বাচ্চারা তোমাদের এই কথা মনে পড়েছে আর কেউ তো এ কথা বুঝতে পারেনি। গীতা, রামায়ণ ইত্যাদি শোনাতে থাকে, তাতেই ব্যস্ত থাকে। তুমি আমি তো এই সব কাজেই ব্যস্ত ছিলাম। এখন বাবা কত বুদ্ধিমান বানাচ্ছেন । বাবা বলেন - "বাচ্চারা এখন এই পুরানো দুনিয়া শেষ হবে, এখন নতুন দুনিয়ায় যেতে হবে। এমন নয় সবাই যাবে। সবাই মুক্তিধামে বসে থাকবে এমনও নিয়ম

নেই, প্রলয় হয়ে যাবে। তোমরা জানো এ হল পুরানো দুনিয়া আর নতুন দুনিয়ার হল অত কল্যাণকারী সঙ্গমযুগ। এখন চেঞ্জ হবে তারপরে শান্তিধামে যাবে। সেখানে সুখ অনুভূতিরও কোনো ব্যাপার নেই। বলা হয়ে থাকে - যশ্চে য়ে বিদ্বা আসে সেসব তো আসবেই। কল্প বাদেও আসতে থাকবে। তোমরা এখন পাকা মজবুত হয়ে গেছ। এই স্থাপনা বিনাশ কোনো ছোটখাট কাজ নয়। বিদ্বা কোন্ বিষয়ে আসে ? বাবা বলেন কাম হল মহা শত্রু এই নিয়েই অত্যাচার হয়। দ্রৌপদীর কথা আছে না ! ব্রহ্মচর্য নিয়েই সমস্ত খিটখিট। সত্যপ্রধান থেকে তমোপ্রধান নিশ্চয়ই হতে হবে । সিঁড়ি নামতে হবে, পুরানো দুনিয়া হবে নিশ্চয়ই। এইসব কথা তোমরাই বুঝতে পারো এবং স্মরণও কর এবং ঈশ্বরীয় পাঠ পড়ে পড়াতেও হবে, টিচার হতে হবে। নলেজ অবশ্যই বুদ্ধিতে আছে, তবেই পড়াশোনা করে টিচার হয়। তারপরে টিচারের কাছে পড়ে যারা বুদ্ধিমান হয় গভর্নমেন্ট তাদের উত্তীর্ণ করে। তোমরাও হলে টিচার। বাবা তোমাদের টিচার বানিয়েছেন। একজন টিচার কি করতে পারে। তোমরা সবাই হলে আধ্যাত্মিক (রহনী) টিচার। তো বুদ্ধিতে নলেজ থাকা উচিত। এই জ্ঞান তো একেবারে সঠিক - মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার।

এখন যত তোমরা বাচ্চারা বাবাকে স্মরণ কর ততো লাইট আসতে থাকে। লোকেদের সাক্ষাৎকার হতে থাকবে, কারণ আত্মা পবিত্র হবে স্মরণের দ্বারা। তখন কারো সাক্ষাৎকারও হতে পারে। বাবা সহযোগ দাতা, বসে আছেন, বাবা হলেন সর্বদাই বাচ্চাদের সহযোগী। পড়াশোনায় আত্মারা নম্বর অনুসারে আছে। প্রত্যেকে নিজের বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারে আমার ধারণা কতখানি হয়েছে। যদি ধারণা আছে তো কাউকে বুঝিয়ে দেখাও। এই হল ধন, ধন দান না করলে কেউ মানবেনা যে এর কাছে ধন আছে। ধন দান করলে তো মহাদানী বলা হবে। মহারথী, মহাবীর কথা তো একই। সবাই একরকম তো হতে পারবেনা। তোমাদের কাছে অনেকে আসে। এক একজনের সঙ্গে বসে মাথা ঘামাতে হয় কি ? তারা খবরের কাগজ থেকে অনেক কথা শুনে আশ্চর্য হয়। তারপরে যখন তোমাদের কাছে এসে শোনে তখন বলে আমরা পরমত অর্থাৎ অন্যদের মতানুযায়ী কি করেছি, এখানে তো সবকিছু ভালো। এক-একজনকে ঠিক করতে পরিশ্রম লাগে। এখানেও প্রচুর পরিশ্রম লাগে। তবুও কেউ মহারথী, কেউ অশ্বারোহী, কেউ পেয়াদা। এ হল ড্রামাতে পাট। এই কথা তো বুঝতে পারো যে শেষে বিজয় তোমাদের হবে, কল্প পূর্বে যা ছিলে তাই হবে। পুরুষার্থ তো বাচ্চাদের করতেই হবে। বাবা পরামর্শ দেন বোঝানোর চেষ্টা করো। প্রথমে তো শিববাবার মন্দিরে গিয়ে সার্ভিস করো। তোমরা প্রশ্ন করতে পারো - ইনি কে ? এঁনার মাথায় জল দেওয়া হয় কেন ? তোমরা ভালো ভাবে জানো। গল্প আছে, একজন রাধুনী গেল উঁনুন জ্বালাবার জন্য চারকোল আনতে আর সেখানে গিয়ে মালিক হয়ে বসল। এই দৃষ্টান্ত তোমাদেরই। তোমরা যাও মানুষকে জাগ্রত করতে আর তোমাদেরকেই নিমন্ত্রণ দিয়ে ডাকা হয়, তো এমন নিমন্ত্রণ এলে খুশী হওয়া উচিত। কাশী ইত্যাদি স্থানে বড় বড় টাইটেল দেওয়া হয়। ভক্তিতে এমন অনেক মন্দির আছে, এও তো একটা ব্যবসা। কোনো ভালো মহিলা দেখল তো তাকে গীতার শ্লোক আউরিয়ে ভালো ইনকাম করে নিল । এর মধ্যে কিছুই নেই। রিদ্ধি সিদ্ধি অনেক শেখো। এমন স্থান গুলিতে তোমাদের যাওয়া উচিত । কিন্তু বাচ্চারা, তোমাদের কখনও শাস্ত্র নিয়ে তর্ক করা উচিত নয়। তোমাদের তো গিয়ে বাবার পরিচয় দিতে হবে। মুক্তি জীবনমুক্তি দাতা হলেন একমাত্র তিনি, তাঁরই মহিমা বর্ণন করতে হবে। তিনি বলেন নিজেকে আত্মা ভেবে আমাকে স্মরণ করো। বাকি মন্মথানাভবের অর্থ এই নয় যে গঙ্গায় গিয়ে স্নান করো। মামেকম্ শব্দের অর্থ হল, "এক আমাকেই স্মরণ করো - আমি প্রতিজ্ঞা করছি আমি তোমাদের সব পাপ থেকে মুক্ত করব"। যখন থেকে রাবণ এসেছে তখন থেকে পাপ শুরু

হয়েছে। তো উঁচু পদ প্রাপ্ত করার অনেক পুরুষার্থ করতে হবে। পজিশন পাওয়ার জন্যে মানুষ রাত দিন কত মাথা ঘামায়, এও হল পড়াশোনা, এতে কোনো বই হাতে নেওয়ার প্রয়োজন নেই। ৮৪-র চক্র তো বুদ্ধিতে এসে গেছে। এ কোনো বড় ব্যাপার নয়। এক-এক জন্মের ডিটেল খোড়াই বলা হবে। ৮৪ জন্ম পুরো হয়েছে, এখন আত্মাদের অর্থাৎ আমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে। আত্মা যে পতিত হয়েছে তাদের পবিত্র নিশ্চয়ই হতে হবে। সবাইকে এই কথাই বলা মামেকম্ স্মরণ করো। বাচ্চারা বলে বাবা যোগে থাকতে পারিনা। আরে তোমাদের সম্মুখে বলছি - আমাকে স্মরণ করো। তাহলে যোগ শব্দটি তোমরা কেন বলা ! যোগ বলা তাই তোমরা ভুলেও যাও। বাবাকে স্মরণ কে না করতে পারে। লৌকিক মাতা পিতাকে কিভাবে স্মরণ কর, ইনিও তো মাতা পিতা । ইনিও পড়েন। সরস্বতীও পড়েন। পড়াচ্ছেন একমাত্র বাবা। তোমরা যত ঈশ্বরীয় পাঠ পড়ো, ততই অন্যদের বোঝাও। বাবা বলেন শাস্ত্র পড়ে, জপ তপ করে আমাকে পাবে না, তাহলে লাভ কি । সিঁড়ি তো নামতেই থাকো।

তোমাদের কেউ শত্রু নেই। তবুও তোমাদের বোঝানো হয় যে পাপ ও পুণ্য কিভাবে জমা হয়। রাবণ রাজ্য হওয়ার পরেই তোমরা পাপ করা শুরু করেছ। এমনও বাচ্চারা আছে যাদের নতুন দুনিয়া, পুরানো দুনিয়া কি তারা বিষয়টি বোঝাতে পারে না। এখন বাবা বলছেন বেহদের পিতাকে স্মরণ করো, তিনি হলেন পতিত-পাবন। বাকি তোমাদের কোথাও যাওয়ার দরকার নেই। ভক্তি মার্গে পা দুটি সদা ঘরের বাইরে থাকত। স্বামী স্ত্রীকে বলে কৃষ্ণের ছবি তো ঘরেও আছে তাহলে বাইরে কেন যাও ? কি তফাৎ আছে ? স্বামী হল পরমেশ্বর, তবু তার কথাও শোনে না। ভক্তি মার্গে অনেক দূরে দূরে উঁচু মন্দির নির্মাণ করে, যাতে মানুষের মনে ভাব আসে। তোমরা বোঝাও মন্দিরে কত ধাক্কা খায়। এই হল এক নিয়ম। শিব কাশীতে তীর্থ করতে যায় কিন্তু প্রাপ্তি কিছুই হয় না। এখন তোমরা তো বাবার স্ত্রীমৎ প্রাপ্ত কর। তোমাদের কোথাও যেতে হবে না। স্বামীর স্বামী পরমেশ্বর বাস্তবে হলেন একমাত্র তিনি-ই। যাঁকে তোমার স্বামী, কাকা, মামা সকলেই স্মরণ করে তিনি হলেন পতি পরমেশ্বর অথবা পিতা পরমেশ্বর। তিনি তোমাদের বলেন "মামেকম্ (একমাত্র আমাকেই) স্মরণ করো তো তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে" । তোমাদের জ্যোতি এখন জাগ্রত হচ্ছে তো তোমাদের দ্বারা মানুষ আলো দেখতে পায়। তাই বাচ্চাদের নামও খ্যাত হওয়া উচিত। বাবা বাচ্চাদের নাম বিখ্যাত করেন তাই না ! সুদেশ বাস্তু সুন্দর বোঝায়, তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী । পুরুষার্থ খুব ভালো করেছে তাই পুরানোদের থেকেও এগিয়ে গেছে। এতেও বেশী পুরুষার্থ করে এগিয়ে যাবে। সমস্ত কিছু নির্ভর করছে পুরুষার্থের উপরে। হতাশ হওয়া উচিত নয়। পরে আসলেও সেকেন্ডে জীবনমুক্তি প্রাপ্ত করতে পারে। দিন দিন অনেকে এমন আসতে থাকবে। ড্রামাতে তোমাদের বিজয়ের পার্ট তো আছেই। বিদ্রোহ আসবেই। অন্য সংসঙ্গে এমন বিদ্রোহ আসে না। এখানে বিকার নিয়েই হাঙ্গামা হয়। কথিত আছে অমৃত ছেড়ে বিষ কেন খাও। জ্ঞানের দ্বারা এক দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা হয়ে যায়। সত্যযুগে রাবণ রাজ্য হতে পারে না। কত পরিষ্কার করে বোঝানো হয়েছে। রাম রাজ্যের পাশেই রাবণ রাজ্য দেখানো হয়েছে। তোমরা টাইমও দেখাও। এই হল সঙ্গম। দুনিয়া বদলাচ্ছে। স্থাপন, পালন এবং বিনাশ করান একমাত্র বাবা। এ হল খুব সহজ, কিন্তু ধারণা পুরো হয় না এবং সব কথা স্মরণে থাকে বাকি জ্ঞান ও যোগ ভুলে যায়। তোমরা হলে উঁচুর থেকেও উঁচু ভগবানের সন্তান। দিন দিন তোমরা সলভেন্ট(সমৃদ্ধ) হতে থাকো। ধন প্রাপ্ত হয়, তাই না ! খরচও হতে থাকে। বাবা বলেন খাজানা ভরতে থাকবে। কল্প পূর্বের মতন তোমরা খরচ করবে। ড্রামা কম বেশী করতে দেবে না। ড্রামার উপরে বাবার অটল নিশ্চয় আছে। যা পাস্ট হয়েছে সব ড্রামা।

এমন বলা উচিত নয় এমন হত, এমন করতাম না। এখন সেই অবস্থা আসে নি। কিছু কিছু মুখ থেকে বেরিয়ে যায়, পরে ফীল হয়। বাবা বলেন অতীতকে স্মরণ কোরো না, ভবিষ্যতের জন্যে পুরুষার্থ কর যে এমন ভুল যেন পুনরায় না হয় তাই বাবা বলেন চার্ট লেখো, এতে অনেক কল্যাণ আছে। বাবা একজনকে দেখে সম্পূর্ণ জীবন কাহিনী লিখছিলেন, ভেবেছেন বাচ্চারা শিখবে। এখানে তো শ্রীমৎ অনুসারে চললেই কল্যাণ। এখানে মিথ্যা চলতে পারে না। নারদের দৃষ্টান্ত আছে। চার্ট দ্বারা অনেক লাভ হয়। বাবা আদেশ করেন তো বাচ্চাদের সেই আদেশ অনুযায়ী চলা উচিত। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা ঔনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) জ্ঞান ধারণ করে অন্যদের বোঝাতে হবে। জ্ঞান ধন দান করে মহাদানী হতে হবে। কারোর সঙ্গে শাস্ত্র নিয়ে তর্ক না করে বাবার প্রকৃত সত্য পরিচয় দিতে হবে।

২) তোমাদের অতীতের কথা নিয়ে চিন্তন করতে হবে না। এমন পুরুষার্থ করতে হবে যাতে পুনরায় যেন আর ভুল না হয়। নিজের সত্য প্রকৃত চার্ট রাখতে হবে।

বরদান :- সত্যতার অথরিটি ধারণ করে সর্বজনকে আকৃষ্ট করে এমন নির্ভয় এবং বিজয়ী ভব

ব্যাখ্যা: তোমরা বাচ্চারা হলে সত্যতার শক্তিশালী শ্রেষ্ঠ আত্মা। সত্য জ্ঞান, সত্য পিতা, সত্য প্রাপ্তি, সত্য স্মৃতি, সত্য গুণ, সত্য শক্তি সবই প্রাপ্ত আছে। এমন বিরাট অথরিটির নেশা থাকলে এই সত্যতার অথরিটি প্রত্যেকটি আত্মাকে আকৃষ্ট করবে। মিথ্যাথওও এমন সত্যতার শক্তি ধারী বিজয়ী হয়। সত্যতার প্রাপ্তি হল খুশী ও নির্ভয় ভাব। সত্যবাদী নির্ভয় হবে। তাদের কখনও ভয় লাগবে না।

স্লোগান - বায়ুমন্ডলকে পবিত্র করার উপাদান হল - পজিটিভ সঙ্কল্প এবং শক্তিশালী বৃত্তি ।

ব্রহ্মা বাবা সম হওয়ার পুরুষার্থ

যেমন ব্রহ্মা বাবা প্রতিটি কর্মে, বচনে, সম্পর্কে, লাভফুল ছিলেন এবং স্মৃতি ও স্থিতিতে লাভলীন ছিলেন, এমন ফলো ফাদার করো। যত লাভলী হবে তত লাভলীন থাকতে পারবে এবং অন্যদেরও সহজে নিজ সমান ও পিতার সমান বানাতে পারবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এখন তোমাদের এই শরীরকে ভুলে অনাসক্ত, কর্মভীত হয়ে ঘরে ফিরে যেতে হবে, তাই কোনো বিকর্ম নয়, সুকর্ম করো"

প্রশ্ন :-- নিজের অবস্থাকে পরীক্ষা করার জন্য কোন্ তিনজনের মহিমাকে সর্বদা স্মরণে রাখবে ?

উত্তর :-- ১) নিরাকারের মহিমা ২) দেবতাদের মহিমা ৩) নিজের মহিমা । এখন তোমরা পরীক্ষা করো যে, নিরাকার বাবার সমান পূজ্য হয়েছে কি, তাঁর সব গুণ ধারণ করেছে কি ! আমাদের আচার আচরণ কি দেবতাদের মতো রাজকীয় ! দেবতাদের যে থাওয়া - দাওয়া, তাদের যে গুণ, তা কি আমাদের আছে ? আত্মাদের যে গুণ, সেইসব গুণকে জেনে তার স্বরূপ হয়েছে কি ?

ওম্ শান্তি । বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে যে, আত্মার নিবাস স্থান টাওয়ার অফ সাইলেন্সে অর্থাৎ শান্তির শিখরে । হিমালয় পাহাড়ের যেমন শিখর থাকে । সেটা তো অনেক উঁচু হয় । তোমরাও উঁচুর থেকেও উঁচুতে থাকো । ওরা পাহাড়ে ওঠার প্র্যাকটিস করে, রেসও করে । পাহাড়ে ওঠাতেও কেউ কেউ হুঁশিয়ার হয় । সবাই উঠতে পারে না । বাচ্চারা, তোমাদের এতে রেস ইত্যাদি করার কোনো প্রয়োজন নেই । আত্মা, যারা পতিত, তাদের পবিত্র হয়ে ওপরে যেতে হবে । একে বলা হয় টাওয়ার অফ সাইলেন্স । আর সে হলো টাওয়ার অফ সাইন্স । অনেক বড় বড় বোম্ব হয় । তারও টাওয়ার হয় । তারা সেখানে ভয়ানক জিনিস রাখে । বিষ দিয়ে বোম্ব তৈরী করে । বাবা বলেন যে, বাচ্চারা তোমাদের ঘরের দিকে উড়তে হবে । ওরা তো ঘরে বসে এই বোম্ব নিষ্ক্ষেপ করে, যা সবকিছু শেষ করে দেয় । তোমাদের তো এখান থেকে উপরে টাওয়ার অফ সাইলেন্সে যেতে হবে । ওখান থেকেই তোমরা এসেছো, আবার ওখানেই ফিরে যাবে যখন তোমরা সত্বোপধান হয়ে যাবে । সত্বোপধান থেকে তোমরা তমোপধান অবস্থায় এসেছো, এরপর আবার তোমাদের সত্বোপধান হতে হবে । যারা সত্বোপধান হওয়ার পুরুষার্থ করে, তারাই আবার অন্যদেরও রাস্তা বলে দেয় । বাচ্চারা, তোমাদের এখন সুকর্ম করতে হবে । তোমরা কোনো বিকর্মই করবে না । বাবা কর্মের গতিও বুঝিয়ে বলেছেন । রাবণ রাজ্যে তোমাদের দুর্গতি হয়েছে । বাবা এখন সুকর্ম শেখাচ্ছেন । পাঁচ বিকার হলো অনেক বড় শত্রু । মোহও হলো বিকর্ম । কোনো বিকারই কম নয় । মোহ থকলেও তোমরা দেহ - অভিমানে আটকে যাও, তাই বাবা কন্যাদের সব বুঝিয়ে বলেন । কন্যা পবিত্রদেরই বলা হয়, মায়েদেরও পবিত্র হতে হবে । তোমরা সকলেই হলে ব্রহ্মাকুমার আর কুমারী । সে যদি বৃদ্ধাও হয়, তবুও তো ব্রহ্মারই সন্তান ।

বাবা বুঝিয়ে বলেন, মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা, এখন কুমার - কুমারীদের স্টেজ থেকেও উপরে ওঠো । যেমন শরীরে এলে তারপর বের হয়ে যেতে হবে, পরিশ্রম তো করতেই হবে । যদি উঁচু পদ পেতে চাও তাহলে আর কারোর স্মৃতি যেন না আসে । আমাদের কাছে কি আর আছে । খালি হাতেই তো এসেছি, কিছুই তো নেই । নিজের এই শরীরও নেই । এখন এই শরীরকে ভুলতে হবে । অনাসক্ত, কর্মভীত হয়ে যেতে হবে । তোমরা ট্রাস্টি হও । বাবা বলেন যে, তোমরা ঘোরো, বেড়াও কিন্তু অপ্রয়োজনীয় খরচ করো না । মানুষ অনেক দানও করে । খবরের কাগজে পড়ে যে, অমুকে অনেক দানী । হাসপিটাল, ধর্মশালা ইত্যাদি বানিয়েছে । যে অনেক দান করে, সে গভর্নমেন্ট থেকে টাইটেলও পায় । প্রথমে টাইটেল হয় - "হিজ হোলিনেস, হার হোলিনেস ।" হোলি পবিত্রকে বলা হয় । দেবতারা

যেমন পবিত্র ছিলেন, ঠিক তেমন হতে হবে। তারপর তোমরা অর্ধেক কল্প পবিত্র থাকবে। অনেকেই বলবে, এ কেমন করে হতে পারে। ওখানেও তো সন্তানের জন্ম হয়। তো চট করে বলো যে, ওখানে রাবণ নেই। রাবণের দ্বারাই এই বিকারের দুনিয়া হয়। রাম বাবা এসেই আবার পবিত্র করেন। ওখানে কেউই পতিত হয় না। কেউ কেউ বলে, পবিত্রতার কথা বলাও উচিত নয়। এই শরীর কিভাবে চলবে। মানুষ এও জানে না যে, একসময় পবিত্র দুনিয়া ছিল। এখন এই দুনিয়া অপবিত্র। এই খেলা হলো বেশ্যালয় আর শিবালয়ের, পতিত দুনিয়া আর পবিত্র দুনিয়ার। প্রথমে থাকে সুখ, তারপর দুঃখ। এই কাহিনী হলো, কিভাবে রাজত্ব পাওয়ার আর হারানোর। এ কথা খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে। আমরা হেরে গিয়েছিলাম আবার আমাদের জিত পেতে হবে। আমাদের বাহাদুর হওয়া উচিত। নিজের অবস্থাকে তৈরী করার প্রয়োজন। বাড়িঘরে থেকে, সবকিছুর দেখাশোনা করেও অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। কোনো অপবিত্র কাজই করবে না। অনেকের মধ্যেই খুব বেশী পরিমাণে মোহ থাকে। নিজের প্রতি নজর দেওয়া উচিত যে, আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি, তুমি ছাড়া অন্য কাউকেই ভালোবাসব না, তাহলে অন্যদের কেন ভালোবাসো। যে প্রিয়র থেকেও প্রিয়, তাঁকে স্মরণে আসা উচিত। তখনই অন্য সমস্ত দেহের সম্বন্ধ ভুলে যাবে। সবাইকে দেখে এই কথা মনে করো যে, আমরা এখন স্বর্গে যাচ্ছি। এ সবই হলো কলিযুগী বন্ধন। আমরা দৈবী সম্বন্ধে যাচ্ছি। আর কোনো মানুষের বুদ্ধিতে এমন জ্ঞান নেই। তোমরা যদি বাবার স্মরণে খুব ভালোভাবে থাকো তাহলে তোমাদের খুশীর পারদ চড়তে থাকবে। যতটা সম্ভব বন্ধন কম করতে থাকো। নিজেকে হালকা করে দাও। বন্ধন বৃদ্ধি করার প্রয়োজন নেই। এই রাজ্য লাভ করতে খরচের প্রয়োজন নেই। তোমরা খরচা ছাড়াই বিশ্বের রাজত্ব নাও। ওদের বারুদ, সৈন্য এর উপর কতো খরচ হয়। তোমাদের কিছুই খরচা নেই। তোমরা যা কিছুই বাবাকে দাও, তা দাও না বরঞ্চ তোমরা বাবার থেকে নাও। বাবা তো হলেন গুপ্ত। তিনি শ্রীমত দেন যে, মিউজিয়াম খোলো, হাসপিটাল, ইউনিভার্সিটি খোলো, যার থেকে তোমরা জ্ঞান প্রাপ্ত করতে পারো। যোগের দ্বারা তোমরা সর্বদার জন্য নিরোগী হয়ে যাও। ২১ জন্মের জন্য তোমাদের হেলথ, ওয়েলথ আর তার সঙ্গে হ্যাপিনেস তো আছেই। এক সেকেন্ডে কিভাবে মুক্তি আর জীবনমুক্তি পাবে, সেকথা এখানে এসে বোঝো। দ্বারেই তোমরা বোঝাতে পারো। দ্বারে যেমন ভিক্ষা চাইতে আসে। তোমরাও তেমনই ভিক্ষা দাও, যাতে মানুষ একদম ধনী হয়ে যায়। যে কেউই হোক না কেন, তোমরা জিজ্ঞেস করো, তোমরা কি ভিক্ষা চাও? আমরা তোমাদের এমন ভিক্ষা দেবো যে, জন্ম - জন্মান্তরে তোমরা ভিক্ষা চাওয়ার হাত থেকে উদ্ধার হয়ে যাবে। বেহদের বাবা আর সৃষ্টিচক্রকে জানলে তোমরা এমন হতে পারো।

তোমাদের এই ব্যাজও কামাল করতে পারে। এক সেকেন্ডে বেহদের বর্সা তোমরা এর দ্বারা যে কাউকেই দিতে পারো। তোমাদের সর্ভিস করার প্রয়োজন। বাবা তোমাদের এক সেকেন্ডে বিশ্বের মালিক বানান। এরপর সবকিছুই পুরুষার্থের উপর নির্ভর করে। ছোটো - বড় সবাইকেই বলা হয় যে, তোমরা বাবাকে স্মরণ করো। ট্রেনেও তোমরা ব্যাজের উপর সর্ভিস করতে পারো। ব্যাজ তোমরা সবসময় লাগিয়ে রাখো, এর উপর তোমরা বোঝাতে পারো যে, তোমাদের দুইজন বাবা। দুইজনের থেকেই তোমরা অবিনাশী উত্তরাধিকার পাও। ব্রহ্মার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার পাওয়া যায় না। তিনি হলেন মাধ্যম। এনার মাধ্যমেই বাবা তোমাদের শেখান আর অবিনাশী উত্তরাধিকার দেন। মানুষকে দেখে বোঝানো উচিত। যাত্রাতেও তো অনেকেই যায়। ওইসব হলো শরীরের যাত্রা। আর এ হলো আত্মিক (রুহানী)। এর দ্বারা তোমরা বিশ্বের মালিক হও। শরীরের যাত্রায় তো মানুষ ধাক্কা খেতে থাকে। তোমাদের সঙ্গে যেন সিঁড়ির চিত্রও থাকে। সর্ভিস করতে থাকলে তোমাদের

ভোজন ইত্যাদিরও কোনো প্রয়োজন থাকবে না। বলা হয়, খুশীর মতো খাবার নেই। ধন না থাকলে তাদের প্রতি মুহূর্তে খিদে পায়। ধনবান রাজাদের যেমন পেট ভরা থাকে। তোমাদের চলন খুবই রাজকীয় হওয়া উচিত। কথাবার্তাও ফার্স্টক্লাস হওয়া উচিত। তোমরা বুঝতে পারো যে, আমরা এখন কি হতে চলেছি। ওখানে থাওয়া - দাওয়া ইত্যাদি খুবই রাজকীয়ভাবে হয়। অসময়ে কেউই খায় না। অনেক রাজকীয়তা আর শান্তির সঙ্গে খায়। তোমাদের এই সমস্ত গুণই শেখা উচিত। নিরাকারের মহিমা, দেবতাদের মহিমা আর নিজের মহিমা, এই তিনকে পর্যবেক্ষণ করো। এখন তোমরা বাবার সমান গুণী তৈরী হচ্ছে এরপর দেবতাদের সমান গুণবান হবে। তাই সেই গুণ এখনই ধারণ করা উচিত। এখন তোমরা দৈবী গুণ ধারণ করছো। এ কথাটি খ্যাত আছে যে - শান্তির সাগর --- প্রেমের সাগর, বাবা যেমন পূজ্য, তেমনি তোমরাও পূজ্য। বাবা তোমাদের নমস্কার করেন। তোমাদের তো ডবল পূজা হয়। এই সব কথা বাবাই বুঝিয়ে বলেন। তোমাদের মহিমাও বোঝানো হয় যে, পুরুষার্থ করো, এমন হও। মন থেকে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে, আমরা এমন হয়েছি কি? আমরা যেমন অশরীরী এসেছি তেমনই অশরীরী হয়েই যেতে হবে। শাস্ত্রেও আছে যে, লাঠি ছাড়া। এতে কিন্তু লাঠির কথা নেই। এখানে তো শরীর ত্যাগ করার কথা। বাকি সবকিছুই হলো ভক্তিমার্গের কথা। এখানে কেবল বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। বাবা ছাড়া দ্বিতীয় আর কেউই নয়।

বাচ্চারা, তোমরা জ্ঞান পেয়েছ, তোমরা জানো যে, মানুষ কতটা গুরু শৃঙ্খলে আবদ্ধ। গুরু অনেক প্রকারের আছে। এখন তোমাদের না গুরুর প্রয়োজন আর না অন্যকিছু পড়ার। বাবা একটাই মন্ত্র দিয়েছেন --- "একমাত্র আমাকেই স্মরণ করো" ("মামেকম স্মরণ করো")। এই অবিনাশী উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো আর দৈবীগুণ ধারণ করো। গৃহস্থ জীবনে থেকে তোমাদের পবিত্র থাকতে হবে। তোমরা এখানে আসো রিফ্রেশ হওয়ার জন্য। এখানে তোমরা বুঝতে পারবে যে, আমরা বাবার সম্মুখে বসে আছি। ওখানে মনে করবে যে, বাবা মধুবনে বসে আছে। আমাদের আত্মা যেমন আসনে আসীন আছে, বাবার আত্মাও এই আসনে আসীন আছে। বাবা কোনো গীতা শাস্ত্র ইত্যাদি হাতে নেন না। এমনও নয় যে তিনি(ব্রহ্মাবাবা) কোনো কিছু কন্ঠস্থ করে শোনাচ্ছেন। সন্ন্যাসীরা তো অমন কন্ঠস্থ করে। ইনি(শিব বাবা) তো হলেন জ্ঞানের সাগর। ইনি ব্রহ্মার দ্বারা সমস্ত রহস্য বুঝিয়ে বলেন। শিববাবা কখনো কি কোনো স্কুলে বা সংসঙ্গে গিয়েছেন? বাবা তো সবকিছুই জানেন। কেউ কেউ বলে, সাইন্স নাকি সবকিছু জানে? বাবা বলেন যে, সাইন্স দিয়ে আমরা কি করবো। মানুষ আমাকে ডাকে যে, তুমি এসে পতিতদের পবিত্র বানাও, এতে সাইন্স কেন শিখবো। মানুষ বলবে, শিববাবা কি অমুক শাস্ত্র পড়েছেন? আরে, তাঁকে তো বলা হয় জ্ঞানের সাগর। ও সব তো হলো ভক্তিমার্গের শাস্ত্র। বিষ্ণুর হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম দিয়ে দিয়েছে। মানুষ এর অর্থ কিছুই বোঝে না। বাস্তবে এই অলংকার ব্রহ্মা আর ব্রাহ্মণদের দেওয়া উচিত। সূক্ষ্ম লোকে(বতনে) তো এই শরীর থাকে না। ব্রহ্মার সাক্ষাত্কারও ঘরে বসে অনেকেরই হয়। কৃষ্ণেরও সাক্ষাত্কার হয়। এর অর্থ হলো, এই ব্রহ্মার কাছে যাও তাহলে কৃষ্ণের সমান হতে পারবে বা কৃষ্ণের বংশে আসতে পারবে। সেটা তো কেবল প্রিন্সের সাক্ষাত্কার হয়। তোমরা যদি খুব ভালো করে পড়, তাহলে এমন হতে পারবে। এই হলো এইম অবজেক্ট। উদাহরণ তো একজনকেই বানানো হবে, তাই না। একে মডেল বলা হয়। তোমরা জানো যে, বাবা এসেছেন সত্যনারায়ণের কথা শোনাতে, নর থেকে নারায়ণ বানাতে। প্রথমে তো অবশ্যই প্রিন্স হবে। শাস্ত্রে দেখানো হয়েছিলো যে, কৃষ্ণ মাখন খেয়েছিলো, বাস্তবে এ হলো বিশ্বের বাদশাহীর গোলক (গ্লোব)। বাকি চাঁদ ইত্যাদি কিভাবে মুখে দেখাবে। বলা হয় যে, দুই বিড়াল নিজেদের মধ্যে লড়াই করছিল, কিন্তু মাঝখান থেকে সৃষ্টির যে মালিক তার মুখে মাখন দেখিয়ে

দিয়েছে। এখন তোমরা নিজেদের দেখো যে, আমরা এমন হয়েছি কি হইনি। এই পড়া হলো রাজপদের জন্য। প্রজা পাঠশালা বলবেই না। এ হলো নর থেকে নারায়ণ হওয়ার পাঠশালা। ঈশ্বরীয় ইউনিভার্সিটি। ভগবান এখানে পড়ান। বাবা বলেছেন যে, লেখো ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ব্র্যাকেটে লেখো ইউনিভার্সিটি, কিন্তু এই কথা লিখতে তোমরা ভুলে যাও। তোমরা যতই তাদের ব্রহ্মাকুমারীস এর পুস্তক ইত্যাদি দাও না কেন, তারা কিছুই বুঝবে না। সামনে বসে বোঝাতে হয়। অসীমের (বেহদের) বাবার থেকে অসীমের (বেহদের) অবিনাশী

উত্তরাধিকারী পাওয়া যায়। জন্ম - জন্মান্তর তোমরা জাগতিক সীমিত (হদের বর্সা) উত্তরাধিকার নিয়ে এসেছ। তোমরা ব্যাজের উপরেও বোঝাতে পার। কেউ কেউ তোমাদেরকে নিয়ে হাসাহাসিও করতে পারে। তোমরা দু'জন বাবার কথা সেই সময় বলতে পারবে। এমন অনেকেই আছে যারা নিজের বাচ্চাদের বোঝায়। বাচ্চারাও বাবাকে বোঝাতে পারে। স্ত্রী তার পতিকে নিয়ে আসে। কোথাও কোথাও আবার ঝগড়াও করে। এখন তোমরা জানো যে, তোমরা সব আত্মারা হলে সন্তান। তোমরাই অবিনাশী উত্তরাধিকারের অধিকারী। লৌকিক জগতে মেয়েরা বিয়ে করে অন্য বাড়িতে যায়, একে কন্যাদান বলা হয়। অন্যকে তো দিয়ে দেয়, তাই না। এখন তো ওই কাজ তোমরা করবে না। ওখানে স্বর্গেও কন্যারা অন্য গৃহে যায়, কিন্তু তারা পবিত্র থাকে। এ হল পতিত দুনিয়া আর ওই সত্যযুগ হল শিবালয়, পবিত্র দুনিয়া। বাচ্চারা, তোমাদের উপর এখন বৃহস্পতির দশা। তোমরা স্বর্গে তো অবশ্যই যাবে, এ তো সম্পূর্ণ পাকা। বাকি পুরুষার্থ করে উঁচু পদ পেতে হবে। নিজের মনকে জিঞ্জিষ করো, আমরা অমুকের মতো সার্ভিস করি তো? এমন নয় যে ব্রাহ্মণী (টিচার) চাই। নিজেই টিচার হও। আচ্ছা!

বাচ্চাদের পুরুষার্থ করতে হবে। বাকি বাবা কারোর থেকে অর্থ নিয়ে কি করবেন। তোমরা মিউজিয়াম ইত্যাদি খোলো। বাড়িঘর ইত্যাদি তো এখানেই শেষ হয়ে যাবে। বাবা তো ব্যবসায়ী, তাই না! তিনি হলেন শেয়ারের দালাল। তিনি দুঃখের শৃঙ্খল মুক্ত করে সুখ প্রদান করেন। এখন বাবা বলছেন, অনেক সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, অল্পই বাকি আছে --তোমরা দেখতে থাকবে, অনেক বিপর্যয় হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা ঔঁনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) ট্রাস্টি আর অনাসক্ত হয়ে থাক। কোনো ব্যর্থ খরচ করো না। নিজেদের দেবতার মতো পবিত্র হওয়ার পুরুষার্থ করতে থাকো।

২) একমাত্র সেই প্রিয়র থেকেও প্রিয় জিনিসকে (বাবাকে) স্মরণ করো। যতটা সম্ভব কলিযুগী বন্ধনকে হালকা করতে থাকো। বন্ধন বাড়িও না। তোমরা সত্যযুগী দৈবী সম্বন্ধে যাচ্ছ, এই খুশীতেই থাকো।

বরদান :-- নলেজফুল হয়ে সর্ব ব্যর্থ প্রশ্নকে যত্ততে স্বাধা করে নির্বিল্ল ভব

যখন কোনো বিঘ্ন আসে, তখন কি বা কেন -- এমন অনেক প্রশ্নে চলে যাও তোমরা, প্রশ্নচিত্ত হওয়া অর্থাৎ চিন্তিত হওয়া । নলেজফুল হয়ে যন্ত্রণতে সর্ব ব্যর্থ প্রশ্নকে স্বাহা করে দাও, তাহলে তোমাদেরও সময় বেঁচে যাবে আর অন্যদেরও সময় বাঁচবে । এতে সহজেই নির্বিঘ্ন হয়ে যাবে । দৃঢ় বিশ্বাস (নিশ্চয়) আর বিজয় হল জন্মসিদ্ধ অধিকার -- এই গর্বে থাকো তাহলে কখনোই বিচলিত হবে না ।

স্লোগান :-- সর্বদা উৎসাহে থাকা আর অন্যদেরও উৎসাহ দেওয়া - এটাই হল তোমাদের অক্যুপেশন (কাজ) ।

ব্রহ্মা বাবার সমান হওয়ার জন্য বিশেষ পুরুষার্থ

ব্রহ্মা বাবা যেমন সदा প্রেমমগ্ন (লাভলীন) স্থিতিতে থেকে "আমিহ্ব" ভাবের বৃত্তিকে ত্যাগ করেছিলেন, সকলকেই বাবার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলেন । এমনই বাবাকে অনুসরণ করো । জ্ঞানের আধারে বাবার স্মরণে এমনভাবে বিলীন হয়ে থাকো, এই স্থিতিই হল প্রেমমগ্ন স্থিতি ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - সর্বদা এই নেশাতেই থাকো যে ভগবান আমাদের পড়াচ্ছেন, আমাদের এই স্টুডেন্ট লাইফ হল সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ(দি বেস্ট), আমাদের উপর এখন বৃহস্পতির দশা রয়েছে"

প্রশ্ন :- কোন্ বাচ্চারা সকলের ভালবাসা প্রাপ্ত করে ?

উত্তর :- যারা অনেকের কল্যাণের নিমিত্ত হয়, যাদের কল্যাণ হয়েছে তারা বলে যে, তুমি হলে আমাদের মা। তাই নিজেরা নিজেদের দেখো যে আমরা কতজনের কল্যাণ করতে পারছি ? বাবার (ঈশ্বরীয় সন্দেশ) সন্দেশ(ম্যাসেজ) কত আত্মাদের দিতে পারছি ? বাবাও হলেন দূত(পয়গম্বর)। বাচ্চারা, তোমাদেরও বাবার সন্দেশ দিতে হবে। সবাইকে বলো যে দু'জন পিতা রয়েছে। বেহদের পিতাকে স্মরণ কর আর অবিনাশী উত্তরাধিকারকে (বর্সা) স্মরণ কর।

গীত :- তুমি প্রেমের সাগর ... তব প্রেমের এক বিন্দুর জন্য পিয়াসী মোরা.....(তু প্যায়ার কা সাগর....)

ওম শান্তি। আত্মাদের (রুহানী) পিতা বসে আত্মা রূপী (রুহানী) বাচ্চাদের রোজ-রোজ বোঝান যে "বাচ্চারা আত্ম-অভিমানী হয়ে বসো। এরকম যেন না হয় যে বুদ্ধি বাইরে এদিকে-ওদিকে ঘুরতে থাকে। একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। তিনিই জ্ঞানের সাগর, প্রেমের সাগর। কথিত আছে যে, জ্ঞানের এক ফোঁটাও অনেক"। বাবা বলেন, "মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা রুহানী বাবাকে স্মরণ করো, তবেই তোমরা এই অবিনাশী উত্তরাধিকার পেয়ে যাবে। অমরপুরী বৈকুণ্ঠে চলে যাবে"। এছাড়া এইসময় তোমাদের মাথার উপর যে পাপের বোঝা রয়েছে তা নামিয়ে ফেলতে হবে। নিয়ম অনুসারে, বিবেক অনুসারে বাচ্চারা, তোমাদের বোঝানো হয়। যিনি উচ্চ থেকে উচ্চে ছিলেন তিনিই অস্তিম্বে নীচে তপস্যা করছেন। রাজযোগের তপস্যা একমাত্র বাবাই শেখান। হঠযোগ হলো সম্পূর্ণ আলাদা। ওটা হলো হদের(পার্শ্ব জগতের), আর এ হলো বেহদের। ওটা হলো নিবৃত্তিমার্গ, এ হলো প্রবৃত্তিমার্গ। বাবা বলেন, তোমরা বিশ্বের মালিক ছিলে। রাজা-রানী যেমন হবে প্রজা তেমনই হবে। প্রবৃত্তিমার্গের পবিত্র দেবী-দেবতা ছিল পরে আবার দেবতার বাম-মার্গে(বিকারে) চলে যায়। সেসবেরও চিত্র রয়েছে। অত্যন্ত অশোভন (নোংরা) চিত্র বানায় যা দেখতেও লজ্জা করে, কারণ বুদ্ধিও সম্পূর্ণ ভ্রষ্ট হয়ে যায়। বাবার উদ্দেশ্যেই বলা হয় যে, তুমি হলে প্রেমের সাগর। এখন প্রেমের তো এক ফোঁটা হয় না। এ হল জ্ঞানের কথা। তোমরা বাবাকে জেনে বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নিতে এসেছ। বাবা সঙ্গতির-ই জ্ঞান দেন। শুধু শুনলেই কি সঙ্গতিতে আসতে পারবে, না পারবে না। বাচ্চারা, এখান থেকেই তোমাদের নতুন দুনিয়ায় যেতে হবে। তোমরা জানো যে আমরাই বৈকুণ্ঠের মালিক হই। এইসময় সমগ্র বিশ্বে রাবণের রাজত্ব। বাবা এসেছেন তোমাদের বিশ্বের রাজত্ব দিতে। তোমরা সকলেই বিশ্বের মালিক ছিলে। এখনও পর্যন্ত চিত্র রয়েছে। এছাড়া লক্ষ বছরের কোনো কথাই নেই। একথা সম্পূর্ণ ভুল। বাবাকেই সদা ন্যায়পরায়ণ(রাইটিয়স) বলা হয়। বাবার দ্বারাই সমগ্র বিশ্ব ধর্মনিষ্ঠ হয়ে যায়। এখন সব হল অধার্মিক(আনরাইটিয়স)। এখন বাচ্চারা, তোমরা বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নিচ্ছ। এও কিন্তু ড্রামায় ফিক্সড হয়ে রয়েছে। জ্ঞান শুনতে-শুনতে তারা আশ্চর্য রকমভাবে শুনন্তী(শোনে), কথন্তী(অন্যদের জ্ঞান শোনায়), ভাগন্তী(তারপর হাত ছেড়ে চলে যায়) হয়ে যায়। ওহো! আমার মায়া, তুমিও কত শক্তিশালী যে

বাবার কাছ থেকে বিমুখ করে দাও। শক্তিশালী কেন হবে না, আধাকল্প তো তার রাজস্বও চলে। রাবণ কি, তা তোমরা জানো। এখানেও কোনো কোনো বাচ্চারা বুদ্ধিমান, আবার কেউ কেউ অবুঝ।

তোমরা জানো যে এখন আমাদের উপর বৃহস্পতির দশা রয়েছে, তবেই তো আমরা স্বর্গে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি। মানুষের যে মৃত্যু হয়, কিন্তু তারা তো স্বর্গে যাওয়ার জন্য কোনো পুরুষার্থ করে না। শুধু এমনিই বলে যে, স্বর্গে গেছে। তোমরা জানো যে, সত্যি-সত্যিই স্বর্গে যাওয়ার জন্য আমরা পুরুষার্থ করছি অথবা স্বর্গের মালিক হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি। এমন কখনও কেউ বলে না যে ইনি স্বর্গে যাচ্ছেন। বরং তারা বলবে যে এটা কি বলছ, মুখ বন্ধ কর। মানুষ তো পার্থিব (হদের) জগতের কথা শোনায়ে। বাবা তোমাদের অসীমের (বেহদের) কথা শোনায়ে। বাচ্চারা, তোমাদের অনেক পুরুষার্থ করা উচিত। নেশায় অত্যন্ত বিভোর হয়ে থাকা উচিত। যারা কল্প পূর্বে পুরুষার্থ করেছিল, যে পদ প্রাপ্ত করেছিল, তাই-ই পাবে। বাচ্চারা, অনেকবার তোমাদের মায়ার উপর জয় প্রাপ্ত করিয়েছি। পুনরায় তোমরা পরাজয় বরণও করেছো। ড্রামা এইভাবেই তৈরী হয়ে রয়েছে। তাই বাচ্চাদের অত্যন্ত খুশী হওয়া উচিত। তোমরা মৃত্যুলোক থেকে অমরলোকে যাচ্ছ। স্টুডেন্ট লাইফ ইজ দি বেস্ট(ছাত্র-জীবনই শ্রেষ্ঠ জীবন)। এইসময়ই হলো তোমাদের শ্রেষ্ঠ জীবন, একে কোনও মানুষ জানে না। স্বয়ং ভগবান এসে তোমাদের পড়ান, এটাই হলো সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছাত্র-জীবন। আল্লাই পড়ায় আবার বলে যে এর নাম অমুক। আল্লাই শিক্ষক, তাই না। আল্লাই শুনে তা ধারণ করে। আল্লাই শোনে। কিন্তু দেহ-অভিমানের কারণে বুঝতে পারে না। সত্যযুগে বুঝতে পারবে যে আমরা অর্থাৎ আল্লাহ এই শরীর প্রাপ্ত করেছি আর এখন বৃদ্ধাবস্থা। অতি শীঘ্র সাক্ষাৎকার হবে যে - এখন আমরা এই পুরোনো বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন পড়ব। ভ্রমরীর উদাহরণও এখানকার। এখন তোমরা জানো যে আমরা হলাম ব্রাহ্মণী। ড্রামার পরিকল্পনা অনুসারে যারাই তোমাদের কাছে আসে তাদেরকে(জ্ঞানের) ভুঁ-ভুঁ করো, তাদের মধ্যেও আবার কেউ-কেউ কাঁচা থাকে, কেউ-কেউ নষ্ট(বিকারী)হয়ে যায়। সন্ন্যাসীরা তো এই উদাহরণ দিতে পারে না। ওরা কি কাউকে নিজের মতো তৈরী করবে, না করবে না। তোমাদের কাছে তো লক্ষ্যবস্তু (এইম অবজেক্ট) রয়েছে। এই সত্যনারায়ণের কথা, অমরকথা..... এসব তোমাদেরই। একমাত্র বাবা-ই সত্য কথা শোনান। এছাড়া আর সবই মিথ্যা। ওখানে তো সত্যনারায়ণের কথা শুনিye প্রসাদ খাওয়ায়। কোথায় তা হলো সীমিত জগতের (হদের) কথা, আর কোথায় এ হলো অসীমের (বেহদের) কথা। বাবা তোমাদের ডায়রেকশন দেন। তোমরা নোট করো, বাকী যত বই, শাস্ত্র ইত্যাদি রয়েছে, এইসবই শেষ হয়ে যাবে। পুরানো কোনো জিনিসই থাকবে না। মানুষ ভাবে যে কলিযুগ শেষ হতে এখনও ৪০ হাজার বছর বাকী রয়েছে, সেইজন্য বড় বড় ঘর-বাড়ী ইত্যাদি তৈরী করতেই থাকে। খরচ করতেই থাকে। সমুদ্র কি ছেড়ে দেবে? এক ঢেউ-য়েই সব গ্রাস করে নেবে। না এই বোম্বে ছিল, আর না থাকবে। এই ১০০ বছরের ভিতরে এখন এইসব কি না কি বেরিয়েছে। পূর্বে ভাইসরয়(ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি) ৪টি ঘোড়ায় টানা গাড়ীতে আসতেন। আর এখন অল্পসময়ের মধ্যে দেখো কি কি হয়েছে। স্বর্গ তো অনেক ছোট। নদীর ধারে তোমাদের মহল হবে।

বাচ্চারা, তোমাদের উপর এখন বৃহস্পতির দশা রয়েছে। বাচ্চাদের অত্যন্ত খুশী হওয়া উচিত যে আমরাই ধনবান হই। যখন কেউ সর্বস্বান্ত হয় তখন তাকে বলা হয় রাহুর দশা রয়েছে। তোমরা নিজেদের দশায় প্রফুল্ল থাকো। ভগবান অর্থাৎ বাবা আমাদের পড়ান। ভগবান আর কাউকে পড়ান কি? বাচ্চারা, তোমরাই জানো যে আমাদের এই ছাত্র-জীবনই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমরা নর থেকে

নারায়ণ, বিশ্বের মালিক হই। এখানে আমরা বাবণ রাজ্যে এসে আটকে(আবদ্ধ হয়ে) পড়েছি। পুনরায় যাই সুখধামে। তোমরা হলে সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপন হয়। একজনই কি হবে, না তা হবে না। অনেকেই হবে, তাই না। তোমরা খুদার(ভগবান) সেবাদারী (খিদমতগার) হও। খুদা স্বর্গ স্থাপনের জন্য যে সেবা করেন, তোমরা তাতে সাহায্য কর। যারা অনেক সাহায্য(সেবা) করবে তারা উচ্চপদ প্রাপ্ত করবে। না খেতে পেয়ে কেউ মরবে না। এখানে তো ফকিরদের কাছেও যদি খোঁজ কর তবে হাজার-হাজার টাকা বেরোবে। তাই ক্ষুধার্ত হয়ে কেউ-ই মারা যেতে পারে না। আর এখানে তোমরা বাবার হয়েছ। যদিও বাবা গরীব তবুও কিন্তু যতক্ষণ না পর্যন্ত বাচ্চারা খাবার পায় ততক্ষণ নিজেও খান না, কারণ বাচ্চারা হলো উত্তরাধিকারী(ওয়ারিশ)। তাদের প্রতি ভালবাসা রয়েছে ওখানে (স্বর্গ) তো গরীবের কোনো ব্যাপারই নেই। প্রচুর আনাজ (সন্নি) থাকে। অগাধ ধন থাকে। ওখানকার লালন-পালন দেখো কত সুন্দর। তাই বাবা বলেন যে যখনই অবসর পাবে তখনই লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্রের সামনে গিয়ে বসো। রাতেও বসতে পারো। এই লক্ষ্মী-নারায়ণকে দেখতে দেখতে শুয়ে পড়ো। ওহো! বাবা আমাদের এরকমই তৈরী করেন। তোমরা এরকম অভ্যাস করে দেখো যে কত আনন্দ হয়। তারপর আবার সকালে উঠে অনুভব শোনাও। লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র আর সিঁড়ির চিত্র সকলের কাছে থাকা উচিত। স্টুডেন্টরা জানে যে, আমাদের কে পড়াচ্ছেন। ওঁনার চিত্রও রয়েছে। সমগ্র বিষয়টিই হলো পড়ার উপর। স্বর্গের মালিক তো হবে। বাকী পদ প্রাপ্তির আধার হলো পঠন-পাঠনের উপর। বাবা বলেন, এই পুরুষার্থ করো যে - আমি হলাম আত্মা, শরীর নই। আমি বাবার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নিচ্ছি। বিশেষ কিছু কঠিন নয়। মাতাদের জন্য তো খুবই সহজ। পুরুষেরা তো কাজ-কর্মে চলে যায়। এই এইম- অবজেক্টের চিত্রের উপর তোমরা অনেক সার্ভিস করতে পার। অনেকের কল্যাণ করলে তারা তোমাকে অনেক ভালবাসবে, তারা বলবে যে তুমি তো আমাদের মা। জগতের কল্যাণের জন্য মাতা-রা, তোমরা নিমিত্ত হয়েছ। নিজেদের দেখতে হবে যে আমরা কতজনের কল্যাণ করেছি। কতজনকে বাবার সংবাদ দিয়েছি। বাবাও দূত(পয়গম্বর), আর কাউকে পয়গম্বর বলা যাবে না। বাবা তোমাদের ম্যাসেজ দেন যা তোমরা সকলকে শোনাও। অসীমের বাবা আর অবিনাশী উত্তরাধিকার স্মরণ কর, ৮৪-র চক্রকে স্মরণ কর। তোমরা হলে পয়গম্বর, বাবার সন্তান তাই সবাইকে বাবার সংবাদ দাও। সকলকে বলো তোমাদের দু'জন পিতা রয়েছে। অসীমের পিতা তো সুখ আর শান্তির আশীর্বাদ দিয়েছেন। আমরাই সুখধামে ছিলাম আর বাকী সবাই তখন শান্তিধামে ছিল। তারপরে আবার জীবনমুক্তিতে আসে। এখন আমাদের ফিরে যেতে হবে তারপর আবার সেখানে আমরাই বিশ্বের মালিক হব। কথাতেও রয়েছে, বাবা তোমার থেকে আমরা বিশ্বের রাজত্ব(বাদশাহী) পাই। সমগ্র ধরনী, সমুদ্র, আকাশ আমাদের হতে থাকবে। এইসময় আমরা বাবার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নিচ্ছি। তোমরা হলে গুপ্ত যোদ্ধা (ওয়ারিয়র্স), শিব-শক্তিসেনা। এ হল জ্ঞান কাটারী, জ্ঞান-বাণ। ওরা তো দেবীদের স্কুল হাতিয়ার দিয়ে দিয়েছে। ভক্তিমার্গে কত মন্দির বানানো হয়েছে, কত চিত্র ইত্যাদি রয়েছে, তবেই তো বাবা বলেন যে ভক্তিমার্গে তোমরা সব টাকা-পয়সা শেষ করে দিয়েছ। এখন এই সবই শেষ হয়ে যাবে, ডুবে যাবে। তোমাদের সাক্ষাৎকারও করিয়েছি যে ওখানে কিভাবে খনি থেকে হীরে-জহরত নিয়ে আসে কারণ সবকিছুই তো মাটির তলায় চাপা পড়ে যায়। বড়-বড় রাজাদের কাছে নীচে গুপ্ত রত্ন-ভান্ডার থাকে। ওই সবকিছুই নীচে চলে যাবে যা পরে তোমাদের কারিগররা গিয়ে নিয়ে আসবে। স্বর্গের দৃশ্য আজমীরে সোনী মন্দিরে গেলে দেখতে পাওয়া যাবে, তাই না। বাবা বলেছিলেন, মিউজিয়ামও এইরকমই তৈরী করো। স্বর্গের ফার্স্টক্লাস মডেল তৈরী করা উচিত। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে এখন আমরা নিজেদের রাজধানী স্থাপন করছি। পূর্বে কিছুই জানা ছিল না, এখন জানতে

পারছি। এমনও নয় যে আমরা প্রত্যেকের ভিতরে কি আছে তা জানি। কোনো কোনো ন বিকারীও আসত। তাদের বলা হত, কেন আসো ? তখন বলত যে এখানে আসব তবে তো বিকার থেকে মুক্ত হবো। আমি অত্যন্ত পাপী আত্মা। তখন বাবাই বলেন যে, আচ্ছা তোমার কল্যাণ হোক। মায়াও অত্যন্ত প্রবল। বাবা বলেন বাচ্চারা, তোমাদের এই বিকারের উপর বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে, তবেই জগৎজীত হবে। মায়াও কম নয়। এখন তোমরা পুরুষার্থ করে এইরকম লক্ষ্মী-নারায়ণের মতো হও। এঁাদের মতো সৌন্দর্য আর কারও হতে পারে না। এটাই হলো প্রকৃত সৌন্দর্য (ন্যাচারাল বিউটি)। প্রতি ৫ হাজার বছর পরে স্বর্গের স্থাপনা হয়, পুনরায় ৮৪ জন্মের চক্রতে আসতে হয়। তোমরা লিখতে পারো, এ হলো বিশ্ব-বিদ্যালয় তথা হাসপিটাল। একটি স্বাস্থ্যের(হেল্থ) জন্য আর একটি সম্পদের (ওয়েল্থের) জন্য। হেল্থ, ওয়েল্থ, হ্যাপিনেস - ২১ জন্মের জন্য এসে প্রাপ্ত করো। ব্যবসায়ীরাও নিজেদের বোর্ড লাগায়। ঘরেও বোর্ড লাগানো হয়। যারা সদা নেশায় বিভোর থাকবে তারাই এরকম লিখতে পারবে। যারাই আসবে তাদেরকেই বোঝাও - .তোমরা অসীমের (বেহদের) পিতার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নিয়েছিলে, পুনরায় ৮৪ জন্ম নিয়ে পতিত হয়েছে। এখন পবিত্র হও। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় কর। বাবাকে স্মরণ করো। বাবাও এমনই করেন। তিনি(ব্রহ্মা) হলেন প্রথম নশ্বরের পুরুষার্থী। অনেক বাচ্চারা লেখে যে, বাবা তুফান আসে, এমন এমন হয়। আমি লিখি, আমার কাছে তো সব তুফান প্রথমে আসে। আমি প্রথমে অনুভবী হই তবে তো বোঝাতে পারব। মায়ার কাজই তো হল এটা।

এখন বাবা বলছেন - মিষ্টি, অতি প্রিয় বাচ্চারা, এখন তোমাদের উপর বৃহস্পতির দশা রয়েছে। তোমাদের নিজেদের জন্মপত্রিকা(কোষ্ঠী) ইত্যাদি আর কাউকে দেখাবার প্রয়োজন নেই। বাবা সবকিছু বলে দেন। ওখানে আয়ুও বড় হয়। কৃষ্ণকেও যোগেশ্বর বলে। কৃষ্ণকে যোগ শিখিয়েছেন যোগেশ্বর, তাই এরকম হয়েছে। কোনো মানুষ, সন্ন্যাসী ইত্যাদিদের যোগেশ্বর বলা যাবে না। তোমাদের ঈশ্বর যোগ শেখান, তাই তোমাদের যোগেশ্বর-যোগেশ্বরী নাম রাখা হয়েছে। এইসময় জ্ঞানেশ্বর-জ্ঞানেশ্বরী হলে তোমরাই। পুনরায় ওখানে গিয়ে রাজ-রাজেশ্বরও তোমরাই হবে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা ওঁনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) লক্ষ্য-বস্তুকে (এইম- অবজেক্টকে) সামনে রেখে পুরুষার্থ কর। লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্রকে সামনে দেখতে-দেখতে নিজে নিজের সাথে কথা বল যে, ওহো! বাবা তুমি আমাদের এরকমই তৈরী করছ। আমাদের উপর এখন বৃহস্পতির দশা রয়েছে।

২) নিজের সমান বানানোর জন্য ভ্রমরীর মতো জ্ঞানের ভুঁ-ভুঁ কর। খুদার সেবাধারী হয়ে স্বর্গ স্থাপনে বাবাকে সাহায্য করো।

বরদান :- দেহ-ভানকে দেহী-অভিমানী স্থিতিতে পরিবর্তন করা বেহদের বৈরাগী ভব।

বিস্তার :- ঈশ্বরীয় পথে চলতে-চলতে যদি বৈরাগ্য-বৃত্তি খন্ডিত হয় তবে তার মুখ্য কারণ হল নিজেকে দেহ ভাবা (দেহ-ভান) । যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজেকে দেহ ভাবার থেকে বৈরাগ্য আসে ততক্ষণ পর্যন্ত অন্য কোনও বিষয়ে সদাকালের জন্য বৈরাগ্য আসতে পারে না। সম্বন্ধ থেকে বৈরাগ্য - এ কোনো বড় কথা নয়, সে তো দুনিয়াতেও অনেকের বৈরাগ্য চলে আসে, কিন্তু এখানে নিজেকে দেহ ভাবার ফলে যে ভিন্ন-ভিন্ন রূপের উৎপত্তি, প্রচ্ছন্ন রূপে উৎপন্ন হয়, সেগুলিকে জেনে, দেহে ভাবকে দেহী-অভিমানী স্থিতিতে পরিবর্তন করে দেওয়া - এটাই হল বেহদের বৈরাগী হওয়ার বিধি।

স্লোগান :- সঙ্কল্প-রূপী পা যদি সুদৃঢ়(মজবুত) হয় তবে কালো মেঘের মতো বিষয়ও পরিবর্তিত হয়ে যাবে।

ব্রহ্মাবাবার সমান হওয়ার জন্য বিশেষ পুরুষার্থ :-

যেকোনো হিসাব তা এই জন্মেরই হোক, বা পূর্ব জন্মের, বাবার প্রতি ভালোবাসায় মগ্ন, অগ্নি-স্বরূপ স্থিতি ব্যতীত তা ভস্ম হতে পারে না। এখন ব্রহ্মাবাবার মতো সর্বদা অগ্নি-স্বরূপ শক্তিশালী স্মরণের স্থিতি(অবস্থা), বীজরূপ, লাইট-হাউস, মাইট-হাউস স্থিতির উপর বিশেষ মনোযোগ (অ্যাটেনশন) দিয়ে সমস্ত হিসেব-নিকেশ ভস্ম কর।

"মিষ্টি বাচ্চারা - 'রুহানী-সার্জন' তোমাদের ফাস্টক্লাস ওয়ান্ডারফুল জ্ঞান ও যোগে পুষ্ট করেন।
তোমরাও এই রুহানী পুষ্টির দ্বারা একে অপরকে পরিপোষণ করতে থাকো"

প্রশ্ন :- বিশ্বের রাজ্য-ভাগ্য প্রাপ্তির জন্য কোন্ পুরুষার্থ করতে হবে ? কি কি অভ্যাসে অভ্যাসী হতে হবে ?

উত্তর :- জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন দ্বারা দেখার অভ্যাস করো অকাল সিংহাসনে আসীন (অকাল তথত-নসীন) আত্মা ভাইদেরকে। সকলকে ভাই-ভাই হিসাবে গণ্য করে তাদের জ্ঞান প্রদান কর। সর্বাগ্রে নিজেকে আত্মা ভেবে, তারপর অন্য ভাইদেরও বোঝাও। এই অভ্যাসে অভ্যাসী হতে পারলে বিশ্বের রাজ্য-ভাগ্য পদের প্রাপ্তি ঘটে। এই অভ্যাসের দ্বারা শরীরের ভাব কেটে যাবে ও মায়ার ঝড়-তুফান কিম্বা কোনও বাজে সংকল্প আসবে না। অন্যদেরকেও খুব ভালভাবে জ্ঞানের তীর লাগাতে পারবে।

ওঁম্ শান্তি! জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন প্রদানকারী ঈশ্বরীয় পিতা স্বয়ং বসে ওঁনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের বোঝাচ্ছেন - জ্ঞানের এই তৃতীয় নয়ন একমাত্র এই বাবা ছাড়া আর কেউই প্রদান করতে পারে না। "বাচ্চারা, তোমরা এখন জ্ঞানের সেই তৃতীয় নয়ন পেয়েছো। ফলে তোমরা জানতে পেরেছো, এবার এই দুনিয়ার বদল/পরিবর্তন হতে চলেছে। বেচারী সাধারণ লোকেরা তো এটাও জানে না, এই পরিবর্তন করার মূল কারিগরী কার এবং কিভাবেই বা এর বদল হয় - যেহেতু জ্ঞানের সেই তৃতীয় নয়ন নেই তাদের। বি.কে.-দের এই তৃতীয় নয়ন থাকার ফলে তোমরা সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তকেও জানো। এটাই জ্ঞানের (স্যাকারিন) নির্যাস। যেমন এক ফোঁটা স্যাকারিনে কত অধিক মাত্রায় মিষ্টি হয়, তেমনি জ্ঞানেরও একটি মাত্র শব্দ "মন্মনাভব"! নিজেকে আত্মা ভেবে পরমাত্মা বাবাকে স্মরণ করা। বাবাও তেমনি তাদের শান্তিধাম আর সুখধামের দিশা দেখান। বাবার আসার উদ্দেশ্যই হলো বাচ্চাদেরকে স্বর্গ-রাজ্যের অবিনাশী উত্তরাধিকার দেওয়া। বাচ্চাদের এতে কতই না আনন্দ হওয়া উচিত। প্রবাদ আছে - "খুশীর মতন পুষ্টি আর কিছুতেই নেই!" যে সদা হাসি-খুশীর আনন্দে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে পারে, তার অন্য কোনও পুষ্টির প্রয়োজন নেই। আগামী ২১-জন্ম আনন্দে থাকার এ এক সুন্দর উপায়। তাই তোমরাও শ্রীমৎ এর আধারে একে অপরকে এই পুষ্টি প্রদান করে ঈশ্বরীয় সেবা করতে থাকো। প্রকৃত খুশী তখনই আসে সঠিকভাবে যখন কাউকে বাবার পরিচয় দিতে পারা যায়। মিষ্টি বাচ্চারাও অবশ্য তাই বলে-"একমাত্র এই অসীমের বাবার দ্বারাই আমরা জীবনমুক্তির পুষ্টি পাই।" সত্যযুগে ভারত থাকে জীবনমুক্ত ও পবিত্র। বাবা বি.কে.দের এত উন্নত পুষ্টি দেন, তাই বলেন- অতীন্দ্রিয় সুখের কথা জানতে হলে গোপ-গোপিনীদের কাছে তা শোনো। এটাই জ্ঞান আর যোগের ফাস্ট-ক্লাস ওয়ান্ডারফুল পুষ্টি, যা এক ও একমাত্র এই রুহানী-সার্জনের কাছেই আছে। অন্য কেউ এই পুষ্টির বিষয়ে জানেই না।

এবার বাবা বলছেন- "মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের জন্য আমি হাতের মুঠোয় উপহার নিয়ে এসেছি। মুক্তি আর জীবনমুক্তির এই উপহার, যা কেবল আমার কাছেই থাকে। প্রতি কল্পেই আমি এসে তোমাদের তা দিয়ে থাকি, পরে রাবণ তা কেড়ে নেয়। অতএব বাচ্চারা খুশীতে তোমাদের আনন্দের পারদ অনেক উঁচুতে চড়া উচিত। তোমরা তো জানো, তোমাদের প্রকৃত বাবা এই একজনই - যিনি

প্রকৃত- বাবা, শিক্ষক ও সদগুরু। তোমাদের আবার সাথে করে প্রকৃত ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যান। প্রিয়তমের থেকেও প্রিয় এই বাবার থেকেই বিশ্বের রাজ্য-ভাগ্য পাওয়া যায় - এ কোনও সাধারণ ব্যাপার নয়। তাই আনন্দে সদা হর্ষিত থাকা উচিত। "গডলী স্টুডেন্ট লাইফ ইজ দ্য বেস্ট" (ঈশ্বরীয় পাঠন-পাঠনের জীবনটাই যে মজার) ! যা কেবল এই সময়কালের জন্যই। এরপর নতুন বিশ্বে তো কেবল খুশী আর আনন্দ। জাগতিক লোকেরা তো তা জানেই না প্রকৃত খুশী কখন পাওয়া যায়। সত্যযুগের ব্যাপারে লোকেদের কোনও জ্ঞানই যে নেই। তাই তারা এখানকার এই খুশীকেই কেবল খুশী ভেবে আনন্দ পালন করে। কিন্তু বর্তমানের এই জরাজীর্ণ পুরোনো দুনিয়ায় খুশী আসবে কোথেকে? বাস্তবে লোকেদের তো এখন গ্রাহি-গ্রাহি অবস্থা। সত্যি, কি দুঃখ-কষ্টের দুনিয়া এটা।

বাচ্চাদেরকে বাবা কত সহজ দিশা দেখাচ্ছেন-গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেই পদ্ম-ফুলের মতন পবিত্র থাকতে বলছেন। চাকুরী, ব্যবসা ইত্যাদি যেভাবেই রোজগার-পাতি করো না কেন, তা করার সাথে সাথে বাবাকেও স্মরণ করবে। প্রেমিক-প্রেমিকা যেমনটা করে থাকে, অর্থাৎ একে অপরকে স্মরণ করতেই থাকে। কিন্তু এই ব্যাপারটা ঠিক তেমন নয়, এখানে তোমরা সব বাচ্চারাই এই একজনেরই এত প্রেমিকা, যা আবার জন্ম-জন্মান্তরের। বাবা কিন্তু তোমাদের প্রেমিকা হন না। কেবল তোমরাই তাকে ডাকতে থাকো। যখন দুঃখকষ্ট বেশী হয়, তখন বেশী করে স্মরণ করতে থাকো। প্রবাদ আছে-"দুঃখে সবাই স্মরণ করে, সুখে করে না কেউ!" এই দুঃখের সময়ে একমাত্র সহায় এই বাবা, যিনি সর্বশক্তিমান। মায়াও দিন-প্রতিদিন তমোগুনের সর্ব-শক্তিমান হতে থাকে। তাই তো বাবা বারবার বাচ্চাদের বলতে থাকেন - "মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা দেহী-অভিমानी হও। নিজেদের আত্মা মনে করে কেবল আমাকেই স্মরণ করতে থাকো আর সাথে সাথে দৈবী-গুণগুলি ধারণ করতে থাকো, তাতে তোমরাও লক্ষ্মী-নারায়ণের মতনই হতে পারবে" । এই পঠন-পাঠনের মুখ্য বিষয়ই হলো স্মরণের যোগ। উচ্চতমেরও উচ্চ এই বাবাকে ভালবেসে স্নেহের সাথে স্মরণ করতে হয়। বাবা যে তোমাদের জন্য নতুন দুনিয়ার রচনা করেন। এবার বাবা বলছেন - "আমার আসার কারণ তোমাদেরকে বিশ্বের মালিক বানানোর উদ্দেশ্যে। অতএব এখন কেবলমাত্র আমাকে স্মরণ করতে থাকো, তবেই তোমাদের অনেক জন্মের পাপ ভুল হয়ে যাবে। লোকেরা আমাকে পতিত-পাবন বাবা বলে ডাকে। সেই বাবাকে তোমরা নিজের করে পেয়েছো, এবার তো অবশ্যই পবিত্র হতেই হবে। বাবা যে দুঃখ হর্তা - সুখ কর্তা। সত্যযুগের অর্থই তো পবিত্র দুনিয়া, সেখানে সবাই সদা খুশীতেই থাকে, অতএব শান্তিধাম আর সুখধামকে সর্বদাই স্মরণে রাখ। বর্তমানের এই সময়কালটা পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। এই ঈশ্বর পাটনী বাবা তোমার জীবন তরীকে ভব-সাগর পার করে দেবেন। এ কোনও স্থূল তরী (নৌকা) নয়, সমগ্র দুনিয়াটাই এক বিশাল জাহাজ, আর পার করাতে পারেন একমাত্র এই বাবা।"

মিষ্টি বাচ্চারা, একথা জেনে খুব আনন্দিত হওয়া উচিত - আগামীতে তোমাদের জন্য সদাকালের অফুরন্ত খুশী আর আনন্দ। যেহেতু অসীম-বেহদের বাবা স্বয়ং তোমাদের সেই জ্ঞানের পাঠই পড়াচ্ছেন। বাহ! এমন কথা কেউ কখনও শোনেওনি, পড়েওনি। ভগবান নিজেই তা বলছেন- "আমি স্বয়ং তোমাদের এই রাজযোগ শেখাচ্ছি! অতএব, তোমরা ঈশ্বরীয় বাচ্চারা যে রাজযোগ শিখছো, তা সম্পূর্ণ রীতি-নীতি মেনে শেখা উচিত ও পুরোপুরি ধারণ করা উচিত। জ্ঞানের পাঠও যথার্থ রীতিতে পড়া উচিত। পড়াশোনাতেও সদা নম্রের ক্রমিক অনুসার আছে। নিজেরটা নিজেকেই লক্ষ্য রাখতে হবে-আমি উত্তম, মধ্যম নাকি কনিষ্ঠ? নিজেই নিজেরটা বিচার করে দেখো-তুমি কেমন উচ্চ পদের অধিকারী হতে পেরেছো? কতটা ঈশ্বরীয় সেবা করছো? বাবা তো সবসময় তোমাদের বলতে

থাকেন -সেবাধারী হয়ে বাবাকে অনুসরণ করো। বাবা নিজেও তো এসেছেন সেবা করতেই। রোজই উনি তা করেন। তাই তো এই শরীর রথের সাহায্য নেন উনি। এনার এই রথ যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে, তখন এনাকে আধার করে বাবা মুরলী লিখতে থাকেন। যেহেতু তখন ওনার মুখের সাহায্য নিতে পারেন না, তাই তা লিখে দেন। কারণ, বাচ্চাদের যেন মুরলী শোনা বাদ না পড়ে, যেহেতু সেবা নিয়মিত করতেই হবে, এ যে অতি মহান ঈশ্বরীয় সেবা।

এইভাবে বাবা মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চাদের বোঝান-বাচ্চারা, তোমরাও বাবার এই সেবাতে নিজেদেরকে যুক্ত করো "অন গড-ফাদারলী সার্ভিসে"! বিশ্বের মালিক এই পিতা, তিনি স্বয়ং এসেছেন তোমাদেরকে বিশ্বের মালিক করে গড়ে তুলতে। যে খুব ভালরূপে পুরুষার্থ করে, সে 'মহাবীর'। সে সবও লক্ষ্য করা হয়, কে কে এমন মহাবীর যে সম্পূর্ণরূপে বাবার কথা অনুসারে চলছে। বাবার নির্দেশ, নিজেকে আত্মা ভেবে সবাইকে ভাই-ভাই হিসাবে দেখবে। এই স্থূল শরীরকে ভুলে যাও। (ব্রহ্মা) বাবা নিজেও ওনার শরীরকে ভুলে থাকেন। উনি নিজেকে কেবলমাত্র আত্মা স্বরূপেই দেখেন। যদিও এই জ্ঞান অবশ্যই থাকতে হবে, শরীর ছাড়া আত্মা কিছু বলতে বা প্রকাশ করতে পারে না। তাই তো আমি এনার শরীরকে আধার বানিয়েছি, অর্থাৎ লোন নিয়েছি। শরীর থাকলে তবেই তো আত্মা এই পাঠ পড়তে পারে। বাবা ওনার মস্তকে অবস্থান করেন। এ হল অকাল সিংহাসন (তথত) আর তাতে আত্মা হল অকাল মূর্তি। কোনও আত্মাই বড়-ছোট হয় না, বড়-ছোট হয় শরীর। সব আত্মাই নির্দিষ্ট স্থান এই তথত অর্থাৎ দুই ঝুঁকুটির মধ্যখানে। শরীর তো এক একজনের এক এক প্রকারের। এই অকাল তথতই পুরুষের শরীরে, নারীর শরীরে কিম্বা কোনও বাচ্চার শরীরে অবস্থান করে। বাবা বসে বাচ্চাদের সবাইকেই একই আধ্যাত্মিক (রহানী) ড্রিল শেখান। যখনই কারও সাথে কথা বলবে, নিজেকে আত্মা ভেবে। আমি আত্মা অমুক আত্মা ভাইয়ের সাথে কথা বলছি। শিববাবাকে স্মরণে রেখেই শিববাবার বাণী শোনাবে। এই স্মরণের যোগেই আত্মার কালিমা (জং/মরিচা) ভঞ্জন হয়। সোনাতে খাদ দিলে যেমন তার মূল্য কমে যায়, তেমনি আত্মাতেও কালিমার প্রলেপ পড়তে পড়তে আজ তোমাদের এমন মূল্যহীন অবস্থা। অতএব পবিত্র তোমাদের হতেই হবে। তোমাদের এখন জ্ঞানের তৃতীয় নয়নের উন্মোচন হয়েছে, সেই নেত্র দ্বারাই ভাইদেরকে দেখবে। ভাই যদি ভাইকে দেখে, কর্ম-ইন্দ্রিয় চঞ্চল হয় না। রাজ্য-ভাগ্যও তো পেতে হবে তোমাদের, বিশ্বের মালিকানা পেতে গেলে এমন তো হতেই হবে। ভাই-ভাই ভাবধারায় সবাইকে জ্ঞান দিতে থাকলে এই অভ্যাসে অভ্যাসী হতে পারবে। প্রকৃত অর্থে তোমরা কিন্তু একে অপরের ভাই।

বাবা যেমন অসীম-অনন্তের উপর থেকে এসেছেন, তোমরাও কিন্তু সেখান থেকেই এসেছ। এখন আবার বাবা আর তাঁর বি.কে.বাচ্চারা একসাথে মিলে সেবাকার্য করছ। এই সেবার করার জন্য বাবা বাচ্চাদেরকে সেই সাহসই জোগাচ্ছেন। মানুষ সাহস দেখালে বাবাও সহায়তা দিতে প্রস্তুত ("হিন্মতে মর্দা - মদতে বাপ")। এর অভ্যাস করতে হবে, আমি আত্মা, আমার আত্মা ভাইকে জ্ঞানের পাঠ পড়াচ্ছি। পাঠ পড়ে কিন্তু আত্মাই। একেই বলে আধ্যাত্মিক জ্ঞান, যা কেবলমাত্র এই বাবার থেকেই পাওয়া যায়। কল্পের এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগেই বাবা স্বয়ং এসে এই জ্ঞান বিতরণ করেন যে, নিজেদেরকে আত্মা স্বরূপে ভাবো। এখানে তোমরা অশরীরী অবস্থাতে এসে শরীর ধারণ করে ৮৪-জন্মের পাঠ ও কর্ম-কর্তব্য পালন করো। এখন আবার ঘরে ফেরার পালা, তাই নিজেকে আত্মা ভেবে অন্যদেরকে ভাই-ভাই দৃষ্টিতে দেখতে হবে। যদিও তা যথেষ্টই কষ্টসাধ্য। নিজের চেষ্টা নিজেকেই করতে হবে, অপরেরটা দেখে কি লাভ? শুরু তো নিজের ঘর থেকেই করতে হয়, অর্থাৎ

প্রথমে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে তারপর অন্য আত্মা-ভাইদের বোঝালে, তীর একেবারে নিশানায় লাগবে। নিজের ভিতর সেই শক্তি সঞ্চয় করতে হবে আগে। কষ্ট করলেই তো কষ্ট পাবে অর্থাৎ উচ্চ পদাধিকারী হতে পারবে। বাবা তো এসেছেন কর্মের ফল প্রদান করতে, তা পাবার জন্য কষ্ট তো তোমাকেই করতে হবে। অনেক কিছু সহ্যও করতে হবে।

কেউ উল্টো-পাল্টা কিছু বললেও, চুপ থাকবে তোমরা। চুপ থাকলে আর কি বা করবে। তালি তো দু-হাতে বাজে। একা হলে সে কেবল মুখেই তালি বাজাতে পারে, অন্যজন চুপ থাকলে সে নিজে নিজেই চুপ হয়ে যাবে। তালির সাথে তালি বাজলে আওয়াজ বাড়ে। বি.কে.-দের একে অন্যের কল্যাণ করতে হবে। বাবা বাচ্চাদের কে বোঝান - "বাচ্চারা, সর্বদা খুশীতে থাকতে চাইলে 'মন্মানাভব'। নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ কর। ভাই হিসাবে অন্যদেরকেও আত্মা রূপেই দেখো। আত্মারূপী ভাইদেরও এই জ্ঞান শোনাও। যোগ করার সময়ও নিজেকে যেমন আত্মা ভাববে, অন্য ভাইদেরও তেমনি আত্মা হিসাবে দেখার অভ্যাসে অভ্যাসী করাতে পারলে সেটাই হবে উন্নত সেবা। বাবা যেভাবে বোঝান, ঠিক সেই ভাবেই ভাইদেরও বোঝাবে। সব ভাই যেন বাবার এই অবিনাশী উত্তরাধিকার পেতে পারে। এই ঈশ্বরীয় জ্ঞান কল্পে কেবল একবারই বি.ক. ব্রাহ্মণরায় তা পেয়ে থাকে। এখন তোমরা ব্রাহ্মণ হয়েছো, আগামীতে তোমরাই দেবতা হবে। তাই এই মূল্যবান সঙ্গমযুগের সময়কে কিছুতেই নষ্ট হতে দিও না। তা হলে ভব-সাগর পার হবে কি করে! তা তো আর লাফিয়ে পার হওয়া যায় না। এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ সত্যি খুব চমৎকার। অতএব বাচ্চারা, তোমাদের বেশী করে আধ্যাত্মিক-যাত্রার (আত্মিক যাত্রা) অভ্যাসে অভ্যাসী হতে হবে। তাতে তোমরাই লাভবান হবে। বাবার কাছ থেকে পাওয়া এই শিক্ষা অন্য ভাইদেরও সেভাবেই দিতে হবে।

বাবা নিজে আত্মিক স্বরূপে তোমাদের আত্মাকেই এইসব জ্ঞান দেন। তোমাদেরকে যখন দেখেন, তাও কেবল আত্মাকেই দেখেন। কিন্তু মানুষ যখন অন্য মানুষের সাথে কথা বলে, তখন তো একে অপরের মুখের দিকেই তাকায়। আর তোমরা বি.কে.-রা তা আত্মা স্বরূপে দেখো। যদিও শরীরের দ্বারাই এই জ্ঞান দেওয়া হয়, কিন্তু শরীরের সেই ভাবকে ঝেড়ে ফেলতেই হবে। তোমাদের আত্মাও তা অনুভব করে যে পরম আত্মা বাবা, তিনিই আত্মাদেরকে এই জ্ঞান শোনাচ্ছেন। বাবা স্বয়ং তাই বলেন - "আমি তো কেবল আত্মাদেরই দেখি।" আত্মারাও তেমনি বলে - "আমরাও কেবল পরমাত্মা বাবাকেই দেখি। ওঁনার কাছ থেকেই জ্ঞান পেয়ে থাকি।" একেই বলা হয় আধ্যাত্মিক জ্ঞানের আদান-প্রদান। যা আত্মার সাথে আত্মার লেন-দেন। আত্মাই এই জ্ঞান ধারণ করে - আবার আত্মাই সেই জ্ঞান প্রদান করে। আত্মাই যে শক্তির আধার। তোমার জ্ঞানের আধারে এই জ্ঞানের শক্তিতে ভরপুর হয়ে গেলে, তখন অন্যকে বোঝানোর সাথে সাথে ঝট করে তার তীর লেগে যাবে। অভ্যাস করে পরীক্ষা করে দেখো তীর লাগাতে পারছো কিনা। এই নতুন স্বভাবে রপ্ত হতে পারলে শরীরের ভাব থেকে মুক্তি পাবে এবং মায়ার ঝড়-তুফান কম আসবে ও বাজে সংকল্প আসবে না, তেমনি আবার কুদৃষ্টিও আসবে না। তোমরা ৮৪-জন্মের চক্র পুরো করছো, নাটকও এখন অন্তিম লগ্নে। সুতরাং বেশী করে বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। এই স্মরণের যোগের দ্বারাই তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে আগামী সতোপ্রধান দুনিয়ার মালিক হবে। খুবই সহজ পন্থা। বাবা জানেন, বাচ্চাদের এই শিক্ষা দেওয়াটা ওনার কর্ম-কর্তব্যের পার্ট। যা কোনও নতুন ঘটনা নয়। প্রতি ৫-হাজার বছর বাদে-বাদে ওঁনাকে আসতে হয়। উনিও যে এই নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ। তাই তো মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চাদের সামনে বসে এই আত্মিক স্মরণের যাত্রা শেখান আর বলেন - "যেমন তোমার

অন্তিম ইচ্ছা - তেমনই হবে তোমার গতি।" বর্তমান সময় কালটা যে অন্তিম মুহূর্তের। বাবাকে স্মরণ করতে পারলে তোমার সদগতি হবেই হবে। বাচ্চারা, এই দেহী-অভিমানী হওয়ার শিক্ষা কল্পে মাত্র একবারই পায়। কত সুন্দর এই জ্ঞানের পাঠ। বাবা যেমন ওয়ান্ডারফুল ঔনার এই জ্ঞানও তেমনি ওয়ান্ডারফুল। আর কেউ এমন সুন্দর জ্ঞান দিতেই পারে না। এখন আত্মাদের আপন ঘরে ফিরে যাবার পালা। তাই তো বাবা বার-বার বাচ্চাদেরকে বলতে থাকেন-মিষ্ট-মিষ্টি বাচ্চারা, এসবের অভ্যাসে অভ্যাসী হও। নিজেকে আত্মা মনে করে অন্যদেরকেও আত্মা ভেবে জ্ঞান শোনাতে থাকো। জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন দ্বারা সবাইকে ভাই-ভাই রূপে দেখতে হবে, এতেই বড় পরিশ্রম। আত্মা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা ঔনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবা যেমন ঈশ্বরীয় সেবা করতে বাচ্চাদের কাছে এসেছেন, তেমনই বাবাকে ফলো করে ঈশ্বরীয় সেবা করতে হবে। বাবার ডাইরেকশন অনুসারে চলে নিজে খুশীর পুষ্টিতে পুষ্ট হতে হবে, আর অন্যদেরকেও পুষ্ট করতে হবে।

২) কেউ উল্টো-পাল্টা কথা বললেও চুপ থাকতে হবে। মুখের তালি বাজাবে না। সহনশীল হতে হবে।

বরদান :- সাইলেন্সকে মাধ্যম করে মায়াকে দূর থেকেই চিনে নিয়ে তাকে ভাগিয়ে মায়াজীত ভব

বিস্তার:- অন্তিম সময় পর্যন্ত মায়া আসবেই। মায়ার কাজই হলো আসা আর তোমার কাজ তাকে দূরে ভাগিয়ে দেওয়া। মায়া এসে তোমাকে নড়বড়ে করার পরে তাকে ভাগালে, তাতে তো তোমারই সময় নষ্ট হল। তাই সাইলেন্স কে মাধ্যম করে দূর থেকেই তাকে চেনো - এ সেই মায়া। তাকে কাছে ঘেঁসতেই দেবে না। আর যদি ভাবতে থাকো, কি করি - কিভাবে কি করবো, এখনও তো আমি পুরুষার্থী... তবে তো মায়াকে খাতির করে আহ্বান করলে। হয়রান তো তখন হতেই হবে। তাই দূর থেকেই তাকে চিনে নিয়ে ভাগাতে পারলেই মায়াজীত হতে পারবে।

স্লোগান :- শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের রেখাগুলিকে সামনে নিয়ে এসো, তবে পুরোনো সংস্কারের রেখাগুলি সুপ্ত হয়ে যাবে।

. ব্রহ্মা বাবার সমান
. হবার জন্য বিশেষ পুরুষার্থ

বৃক্ষের রচয়িতা যেমন বীজ এবং সেই বৃক্ষ যখন অন্তিম পর্যায়ে আসে, বীজও তখন উপরে উঠে আসে। তেমনই মনে করো অসীম বেহদের মাস্টার রচয়িতা সদা কল্প-বৃক্ষের উপর অবস্থান করছেন। তেমন বাবার সাথে সাথে নিজেও মাস্টার বীজরূপ হয়ে - শক্তির, গুণের, শুভ ভাবনার - শুভ কামনার, স্নেহের ও সহযোগের কিরণ ছড়িয়ে দাও।

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা যেমন তোমাদের শৃঙ্গার (সুসজ্জিত) করেন, তোমাদেরও সেইরকমভাবে অন্যদেরও সুসজ্জিত করতে হবে, সারা দিন সেবা (সার্ভিস) করো, যারা আসবে তাদেরকে বোঝাও, চিন্তার কোন ব্যাপার নেই।

প্রশ্ন:- এই জ্ঞান (নলেজ) শুধু মাত্র কোটির মধ্যে কেউ বোঝে বা ধারণ করে - এরকম কেন ?

উত্তর :- কারণ তোমরা সবাই নতুন কথা শোনাও। তোমরা বল পরমাত্মা বিন্দুর মতো, আর এটা শুনেই সব বিহ্বল হয়ে পড়ে, তারা শাস্ত্রে তো এসব কথা শোনেইনি। এত কাল ধরে যে ভক্তি করেছে তা আকর্ষণ করে, তাই এই জ্ঞান তাড়াতাড়ি বোঝে না। আবার এমনও দৃষ্টি গোচর হয় যে কেউ-কেউ যেন বহুপতঙ্গ সম, যারা বলে - বাবা আমরা অবশ্যই বিশ্বের অধিপতি হব। এরকম বাবাকে পেয়ে আমরা কি ভাবে ছেড়ে দিতে পারি ? সব কিছু উজার করে দেওয়ার জন্য উদ্দীপনার সঞ্চার হয়।

গীত :- দূর দেশের নিবাসী

ওম্ শান্তি। মিষ্টি মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চারা ভালো করেই জানে যে আমরা হলাম যাত্রী। এটা আমাদের দেশ নয়। এই অসীমের নাটক হয় বৃহৎ মঞ্চে, কত বড় বড় আলো সেখানে সর্বদা জ্বলে। আত্মারা জানে যে আমরা সবাই হলাম অভিনেতা (এক্টর) আর নম্বর অনুযায়ী নিজের ভূমিকা অনুসারে নির্দিষ্ট সময় এখানে আসি - ভূমিকা মঞ্চস্থ করতে। প্রথমেই তোমরা ঘরে ফিরে গিয়ে আবার এখানে আসো। এটা খুব ভালো ভাবে বোঝার আর ধারণ করার ব্যাপার। নাটকে অ্যাক্টর থাকে, তারা একে অপরের বৃত্তিকে না জানলে তাদের কি বলবে ? তোমরা এরকম হতে পেরেছ ড্রামার আদি-মধ্য-অন্ত জেনেছ বলে। তাই এই পড়া সব থেকে আলাদা। বাবা হলেন বীজরূপ, নলেজফুল। যে রকম ওখানে কমন বীজ আর গাছ (ঝাড়) হয় তাকে তো জান। সর্বপ্রথম ছোট-ছোট পাতা নির্গত হয় তারপর বড় হতে হতে বৃক্ষ কত বৃদ্ধি পায়, কত সময় লেগে যায়। তোমাদের বুদ্ধিতে এই জ্ঞান আছে। বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা, হেভেনলি গডফাদার। স্বর্গ (হেভেন) স্থাপন করার জন্য বাবাকে আসতে হয়। গাওয়াও হয় দূর দেশের নিবাসী... এই রাবণ রাজ্য অন্যের। রাবণ রাজ্যে রামকে আসতে হয়। তোমাদের বুদ্ধিতেই জ্ঞান আছে। আত্মাদেরকে বাবা বোঝান যে তোমরা সবাই হলে যাত্রী, এক সঙ্গে তো পার্ট করতে আসবে না। তোমাদের জানা আছে সবার প্রথমে আসে দেবতারা, ঐ সময় আর কেউ ছিল না। খুবই কম হয় প্রথমে, তারপর বৃদ্ধি পেতে থাকে। তোমরা আত্মারা সবাই শরীর ছেড়ে ওখানে (পরমধামে) আসো। বাবা-ই এই বুদ্ধি দেন। তোমাদের আত্মাদের এখন জ্ঞান(নলেজ) প্রাপ্ত হয়েছে। আমরা বীজ আর বৃক্ষের আদি-মধ্য-অন্তকে জানি। বীজ হল উপরে আর নীচে সমগ্র বৃক্ষ বিস্তৃত। এখন সম্পূর্ণ ভাবেই বৃক্ষ জরাজীর্ণ। তোমরা বাচ্চারা এই বৃক্ষের আদি-মধ্য-অন্তকে জেনে গেছ। পূর্বে ঋষি-মুনিদের জিজ্ঞাসা করা হত তারা রচয়িতা আর রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে জানে কি না, আর তারা বলে দিত যে তারা না এটা জানে না ওটা জানে, রচয়িতা-রচনা কোনোটাই না। যখন তারা এত সব জানেই না তবে কিভাবে পরস্পরায় তাদের অস্তিত্ব থাকবে ? এই সব কথা ভালো ভাবে ধারণ করতে হবে। ভুলে গেলে চলবে না। পড়াশুনা তো করতে হবে। পড়াশুনা আর যোগবল দ্বারাই তোমরা পদ প্রাপ্ত

করো। পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। বাবা ব্যতীত আর কেউই পবিত্র করে তুলতে পারে না। বিনাশী ধন দান করলে তো রাজবংশে অথবা ভালো বংশে জন্ম নেয়। বাচ্চারা, তোমাদের অনেক বড় পরিবারে জন্ম হয়। নতুন দুনিয়া তো খুবই ছোট হয়ে থাকে। সত্যযুগে হল যেন দেবতাদের এক গ্রাম। প্রথমে বশ্বে কত ছোট ছিল। এখন দেখ কত বর্ধিষ্ণু। আত্মারা সবাই নিজেদের ভূমিকা পালন করে, সবাই যেন যাত্রী। বাবা এক বারের জন্য যাত্রী হন। যদিও তোমরাও একই বারের যাত্রী। তোমরাও একই বার আসো। আবার বারংবার পুনর্জন্ম নিয়ে ভূমিকা পালন করতেই থাকো। এখন তোমরা অমরলোকে যাওয়ার জন্য অমর কথা শুনছ, যাতে ২১ জন্ম উঁচু পদ প্রাপ্ত করো। ২১ প্রজন্ম বলে না ! প্রজন্ম অর্থাৎ বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত। আবার নতুন শরীর স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে নেবে। অকাল মৃত্যু হবে না। ওটা হলই অমরলোক। কালের(অকাল) নামও নেই। হঠাৎ মৃত্যু হবে না। তোমরা এক শরীর ছেড়ে দ্বিতীয় শরীর ধারণ করো। দুঃখের কোন ব্যাপার নেই। সার্পদের কি দুঃখ হয়? আরোই খুশীতে থাকে। এখন তোমাদের আত্ম-জ্ঞান প্রাপ্তি হয়েছে। আত্মাই সব কিছু করে। শরীর তো সম্পূর্ণ আলাদা। ওতে আত্মা না থাকলে তো শরীর চলতে পারত না। কিভাবে শরীর তৈরী হয়, আত্মা কিভাবে প্রবেশ করে। সব কিছুই হল বিস্ময়কর (ওয়াল্ডারফুল)।

বাবা বলেন মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা, তোমাদের স্বর্গ হল বিস্ময়কর দুনিয়া (ওয়াল্ডারফুল ওয়াল্ড)। রাবণ রাজ্যে সপ্তম আশ্চর্য (ওয়াল্ডার) দেখানো হয়। রাম রাজ্যে বাবার একটাই আশ্চর্য, যেটা অর্ধ-কল্প স্থায়ী হয়। মানুষ দেখেও নি, তবুও সকলের মুখ থেকে স্বর্গের নাম অবশ্যই নির্গত হয়। এখন তোমরা বুদ্ধি দ্বারা সেটা জান, কেউ-কেউ আবার সাক্ষাৎকারও করেছে। ব্রহ্মাবাবাও বিনাশ আর নিজের (শ্রীকৃষ্ণের) রাজধানী দেখেছিলেন। এখন এ হল যথার্থ গীতার উপাখ্যান (এপিসোড)। বাবা সর্বদা বলতে থাকেন - বাচ্চারা এটা হল পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ, যেখানে আমি এসে তোমাদের, অর্থাৎ বাচ্চাদের রাজযোগের শিক্ষা দিই আর এত উঁচু বানাই। দুনিয়াতে এই কথা কেউ জানে না। তোমরা খুব আরামে থাকো। এখানে মানুষের মৃত্যু হলে প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখে, যাতে আত্মার অন্ধকার না হয়। সত্যযুগে এরকম ব্যাপার হয় না। সত্যযুগে সব আত্মাদের দীপ প্রজ্জ্বলিত থাকে। ঘরে ঘরে আলো থাকে। এখানে আবার মানুষ ঘরে ঘরে বাতি জ্বালায়। বাবা বলেন এই সব কথা বুদ্ধিতে ভালো ভাবে ধারণ করতে হবে। বাবা আর রাজধানীকে স্মরণ করতে থাকো। তোমরা জানো এতটা সময় আমরা রাজত্ব করেছি। যারা দীর্ঘকাল বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিল তাদের সাথেই বাবা বার্তালাপ করেন, পড়ান। বাচ্চারা জানে এই সময়ের (সত্যযুগের) কথা নিয়েই উৎসব পালিত হয়। শিব জয়ন্তী ভারতেই পালন করা হয়। শিব হলেন উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ ভগবান। উনি ভারতে কিভাবে আসেন, উনি স্বয়ং বলেছেন যে আমাকে প্রকৃতির আধার নিয়ে আসতে হয়, তবে তো বক্তব্য রাখতে পারি। তা না হলে কি ভাবে বাচ্চাদের জ্ঞান শৃঙ্গার করাবো ? এখন তোমাদের শৃঙ্গার হচ্ছে। তোমরা আবার আরেক জনকে করাচ্ছ - মানুষ থেকে দেবতা করার জন্য। এটা খুবই সহজ। কিন্তু মানুষের বুদ্ধি এত নিস্তেজ হয়ে গেছে যে কিছুই বোঝে না। সময় লাগে। তোমরা প্রদর্শনীতে সব কথা ব্যাখ্যা করো। যারা এসেছে, তাদের যে ভাবে বোঝান হয়েছে, সবই ড্রামা। চিন্তার কোন ব্যাপার নেই। বাচ্চারা বলে, বাবা কত মাথা ঠুকি (কঠোর প্রচেষ্টা), বেরোয় কোটির মধ্যে কেউ। সে তো হবে। তোমরা বলো পরমাত্মা হলেন বিন্দু। শাস্ত্রে এইরকম কোনো কথাই নেই, মানুষ তাই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। তোমরাও প্রথমে মানতে না। কারো তো বুঝতে দু বছরও লেগে যায়। চলে যায় আবার আসে (জ্ঞান মার্গে)। এত সহজে ভক্তি ছাড়তে পারে না, সেই দিকেই টানতে থাকে। এও ড্রামার অঙ্গ। তোমরা ব্রাহ্মণরা ছাড়া আর কেউই তা জানে না। বিশ্বরূপ (বিরাট রূপ) দর্শনের অর্থও

বুঝেছ তোমরা। এ সব হলই তোমাদের ডিগবাজি খেলা । তোমরা চক্রে ঘুরতে থাকো। একে বিরাট নাটক বলা হয়। এর গুণানও তোমাদের আছে। লৌকিক কলেজে তো কত কিছুই পড়ানো হতে থাকে, সত্যযুগে এরকম হয় না। সাইন্স বৃদ্ধি হতে থাকে, ওতে বিনাশ হবে। যদিও এখন তোমরা বোঝাবে কিন্তু বিরলই কেউকে পাবে যে বলবে এটা তো খুব ভালো কথা। এ তো রোজই বোঝা উচিত। যতই কাজ থাকুক তবুও তোমরা বলবে - আমাদের তো বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধীকার অবশ্যই নিতে হবে। এ তো অপারিসীম, অগুণিত উপার্জন।

বাবা বলেন - বাচ্চারা, আমার বুদ্ধিতে সমগ্র বৃক্ষের (কল্প বৃক্ষের) নলেজ আছে, তাই তোমরাও এখন বুঝছ। বাবা যা বোঝান সেটা খুবই যথার্থ (এক্যুরেট)। একটা সেকেন্ড মেলে না দ্বিতীয় সেকেন্ডের সাথে, কতো সূক্ষ্ম ব্যাপার এ সব । তোমরা কতো চক্রে ঘুরেছ, এই ড্রামা উকুনের মতো চলতে থাকে (ধীর চলন)। একটা চক্রেই ঘুরতে ৫ হাজার বছর লাগে। এতে সমস্ত খেলা চলতে থাকে। তোমাদের এটাও জানতে হবে। সেখানে গরুও ফার্স্টক্লাস হবে। তোমাদের যেমন পদ, তেমন আসবাবপত্র, তেমন অটালিকা। অনেক আড়ম্বর থাকে। খুশীও আত্মারই হয়। আমাদের আত্মা তৃপ্ত হল। তৃপ্ত পরমাত্মা তো বলা হয় না। বলে তোমার আত্মা তৃপ্ত হল ? হ্যাঁ বাবা, তৃপ্ত হল। এই সব খেলা তো চলে এসেছে। বাবা যা বোঝান সেটাও হল ড্রামার খেলা। এখন বাবা তোমাদের পূর্ণযৌবন (রিজুবিনেট) দেন। তোমাদের কায়া কল্প বৃক্ষ সম হয়ে যায়। নামই হল অমরলোক। আত্মাও অমর, মৃত্যু গ্রাস করতে পারে না। বাবা তোমাদের আত্মাদের সাথে কথা বলেন। অকাল আত্মা যে এই(ক্রকুটি) সিংহাসনে বসে আছে, তার সাথে কথা বলেন। আত্মা এই কান দ্বারা শোনে। আমাদের আত্মাদেরই বাবা পড়াতে আসেন। বাবার দৃষ্টি সর্বক্ষণ আত্মাদের উপর থাকে। তোমাদেরকেও বাবা বোঝান সর্বদা ব্রাহ্ম পূর্ণ দৃষ্টি রাখো। আমার ভাই-এর সাথে আমি কথা বলছি। সে ক্ষেত্রে অপরাধমূলক (ক্রিমিনাল) দৃষ্টি যেন না হয়। খুব ভালো করে এই অভ্যাসের দরকার। আমরা হলাম আত্মা, আমরা এতো জন্ম নিয়ে ভূমিকা পালন করেছি। আমরা পূণ্য আত্মা ছিলাম। আমরাই পবিত্র আত্মা হয়েছি। সোনাতেও খাদ পড়ে। যে আত্মারা পরে আসবে তাকে কি বলবে। অল্প বিস্তর সোনার হবে। যদিও পবিত্র হয়ে যায়, কিন্তু পাওয়ার তো কম, তাই না! একটি বা দুটি জন্ম নিলে, এতে কি হবে।

বাবা যে মুরলী চালান সেটি হল খাজানা । যতক্ষণ বাবা দেন ততক্ষণ তোমরা বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। স্মরণের দ্বারাই তোমরা এভার হেল্ডি হও। চুপ(সাইলেন্সে থাকা) করে বসে থাকতেও অনেক লাভ আছে। মন্মানাভব, এর অর্থও কেউ জানে না। বাবা-ই সব কথার অর্থ বোঝান। এখানে সব হল অনর্থ। সবচেয়ে বড় অনর্থ হয় একে অপরের উপর কাম কাটারি চালালে, যার কারণে আদি-মধ্য - অন্ত দুঃখ পায়। সবচেয়ে ঘৃণ্য হিংসা এখানে, সেইজন্য একে নরক বলা হয়। স্বর্গ আর নরকের অর্থও বোঝে না। ওখানে (স্বর্গে) হল নম্বর ওয়ান, নরক হল নম্বর লাস্ট। তোমরা জানো যে আমরা হলাম এই বিশ্ব নাটকের অ্যাক্টার্স। তোমরা "নেতি নেতি" (এটা জানিনা, ওটা জানিনা) - বলবে না। তোমরা শ্রীমতের দ্বারা কত সুন্দর চিত্র তৈরী করো, যা মানুষ দেখলেই খুশী হয়ে যায় আর সহজেই বুঝে যায়। এই চিত্র তৈরী করাও ড্রামাতে স্থির হয়ে আছে। শেষ পর্যন্ত তোমরা স্মরণ করতেই থাকবে। সৃষ্টি চক্রেও বুদ্ধিতে চলে আসবে। নতুন দুনিয়া কে তৈরী করে আর পুরানো দুনিয়া কে তৈরী করে, এ সবই তোমরা জান। সত্যো রজো তমোতে সবাইকে আসতেই হয়। এখন হল কলিযুগ। এটা কারোর জানা নেই যে বাবা এসে স্বর্গের মালিক করবেন। কারোরই বুদ্ধিতে

আসে না। এখন তো তোমাদের সমস্ত সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের নলেজ আছে। রচয়িতা বাবা এতে (ব্রহ্মার ব্রুকুটিতে) বসে বোঝাচ্ছেন যে আমি হলাম তোমাদের, অর্থাৎ আত্মাদের পিতা। অসীমের টিচার আমি। এই সঙ্গম যুগ হল পুরুষোত্তম যুগ। সত্যযুগ বা কলিযুগকে পুরুষোত্তম বলা হবে না। সঙ্গম-এর মধ্যেই তোমরা পুরুষোত্তম হয়ে ওঠো, যখন বাবা এসে রাজযোগ শেখাতে থাকেন। দিনে দিনে বাচ্চারা, তোমাদের বোঝানো খুব সহজ হবে। বৃক্ষের বৃদ্ধি হতে থাকবে। বহির উপর অনেক পতঙ্গ আসতে থাকে সমর্পিত হতে। এরকম বাবাকে কে ছেড়ে যেতে চাইবে। বলবে বাবা ব্যস, আমরা তো আপনার কাছেই বসে থাকব। এই সব কিছু হল আপনার। এমন বাবাকে আমরা কেন ছাড়ব? অনেকের মধ্যেই উদ্দীপনা আসে। বাবার থেকে বিশ্বের বাদশাহী প্রাপ্ত হয়, তো আমরা কেন ছেড়ে দিয়ে যাব? যেখানে আমরা স্বর্গে গিয়ে বসব। যেখানে কোনো কালও (অকাল মৃত্যু) আসতে পারে না, কিন্তু বাবার শ্রীমত নিতে হবে। বাবা বলবেন এরকম করতে নেই। উদ্যম তো আসবে কিন্তু ড্রামাতে এরকম নেই যে সবাই এখানে মধুবনে এসে বসে যাবে। বাচ্চাদের মধ্যে উদ্দীপনা জাগে, কারণ জানা আছে যে সব কিছু শেষ হয়ে যাবে। যার পাট আছে সে শুনতে থাকবে। বাবা বলেন তোমরা এল.এল.বি...আই.সি.এস পড়ে কি পাও ? কাল শরীর ছেড়ে দিলে কি প্রাপ্ত হবে ? কিছুই না। ওটা হল বিনাশী বিদ্যা আর এটা হল অবিনাশী বিদ্যা, যে অবিনাশী বিদ্যা বাবা দেন। টাইম আর অল্গই আছে। তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান তোমরা এই জন্মেই হয়ে ওঠো, আর সেটা স্মরণের দ্বারাই হবে। তাই দেহের সকল ধর্ম ছেড়ে একমাত্র আমাকে (মামেকম্) স্মরণ করো। শরীরের কোনো ভরসা নেই। এই পাঠ পড়তেও কারো কারো মৃত্যু হয়। তাই বাবার কাজ হল বোঝানো। ঐ পড়াতে কি উপার্জন আর এই পড়াতে কি উপার্জন, সে তো তোমরা জানোই। শিববাবার ভান্ডারা সর্বদা ভরপুর থাকে। এত সব বাচ্চারা প্রতিপালিত হয়, চিন্তার কিসের। না খেয়ে মরতে পারে না। লৌকিক বাবাও যখন দেখে বাচ্চা খেতে পাচ্ছে না তখন নিজেও খায় না। বাচ্চাদের দুঃখ বাবা সহ্য করতে পারেন না। প্রথমে বাচ্চা, পরে বাবা - মা সবার পরে খায়, বাসি, তলানি যা বেঁচে থাকে তা-ই খায়। আমাদের ভান্ডারাও ওরকম। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা ওঁনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) ভাই-ভাই এর দৃষ্টি পাক্ষা করতে হবে। আমরা আত্মা, আত্মা ভাইয়ের সাথে কথা বলছি - এই অভ্যাস করে ক্রিমিনাল দৃষ্টিকে পরিবর্তন করতে হবে।

২) বাবা যখন জ্ঞানের খাজানা দেন, স্মরণে বসে বুদ্ধি রূপী বুলিতে সেই খাজানা ভরতে হবে। চূপ করে বসে অবিনাশী উপার্জন জমা করতে হবে।

বরদান :- ত্রিকালদর্শীর আসনে(সিটে) স্থিত(সেট) হয়ে সমস্ত কর্ম করতে সক্ষম শক্তিশালী আত্মা ভব

যে বাচ্চারা ত্রিকালদর্শীর সিটে স্থিত হয়ে সব সময় সব কার্য করে, সে জানে যে পরিস্থিতি তো অনেক রকমের হয়ে থাকে আর হবেও, সেটা নিজের দ্বারাই হোক, বা অন্য কারোর দ্বারা, মায়ার দ্বারাই হোক কিন্বা প্রকৃতির দ্বারা, সমস্ত প্রকারেরই পরিস্থিতি আসবে। এসেছেও, কিন্তু স্ব-স্থিতি

শক্তিশালী হলে পর-স্থিতি তার সামনে কিছুই না। শুধু প্রত্যেক কর্ম করার আগে তার আদি-মধ্য-অন্ত তিন কালকে চেক করে (মিলিয়ে নিয়ে) বুঝে নিয়ে তারপর যা কিছু করবে তা শক্তিশালী হয়ে পরিস্থিতিকে পার করে নেবে।

শ্লোগান:- সর্ব শক্তি সম্পন্ন এবং জ্ঞান সম্পন্ন হয়ে ওঠাই সঙ্গম যুগের প্রালঙ্ক।

ব্রহ্মা বাবার সমান হওয়ার জন্য বিশেষ পুরুষার্থ

ব্রহ্মা বাবা যেমন বিস্তারকে সারে গুটিয়ে নিয়ে নিজেকে সম্পন্ন করে তুলেছেন, সেই রকম সার স্বরূপ স্থিতিতে থেকে ব্যর্থ থেকে মুক্ত হও। বীজরূপ স্থিতিতে স্থিত হয়ে অনেক আত্মাদের মধ্যে সময়ের পরিচিতি আর বাবার পরিচিতির বীজ ঢালো, তবে ঐ বীজের সহজেই ভালো ফল নির্গত হবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এখন তোমাদের শুনানি হয়, বাবা তোমাদের দুঃখ থেকে বের করে সুখ-এ নিয়ে যান, এখন তোমাদের সবার বাণপ্রস্থ অবস্থা, ঘরে ফিরে যেতে হবে"

প্রশ্ন :- সদা যোগ যুক্ত থাকার এবং শ্রীমৎ অনুসারে চলার আশ্রয় বার বার প্রতিটি বাচ্চাকে কেন দেওয়া হয় ?

উত্তর :- কারণ এখন অস্তিম বিনাশের দৃশ্য সামনে আছে। কোটি কোটি মানুষ মরবে, প্রাকৃতিক দুর্ভোগ (ন্যাচারাল ক্যালামিটিজ) হবে। সেই সময় স্থিতি যাতে একরস থাকে, সব দৃশ্য দেখেও "কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ" (মিরুয়া মৌত মলুকা শিকার" = শিকার ধরা পড়লে শিকারীর যেমন আনন্দ হয়) অনুভব হবে, তার জন্যে যোগযুক্ত হতে হবে। যে বাচ্চারা শ্রীমৎ অনুযায়ী চলবে তারা আনন্দে থাকবে। তাদের বুদ্ধিতে থাকবে আমরা তো পুরানো শরীর ত্যাগ করে নিজের সুইট হোমে ফিরে যাব।

ওম্ শান্তি । আত্মাদের (রুহানী) বাবা বসে আত্মা রূপী (রুহানী) বাচ্চাদের সঙ্গে কথোপকথন (রুহরিহান) করেন বা আত্মাদের (রুহ-কে) বোঝান, কারণ আত্মারা ভক্তি মার্গে অনেক স্মরণ করেছে। সবাই প্রেমিকা এক প্রিয়তমের। সেই প্রিয়তম শিববাবার চিত্র নির্মিত আছে। মানুষ তাঁর পূজো করে। তাঁর কাছে কি চাইবার আছে, তাও জানা নেই। পূজো তো সবাই করে, শঙ্করাচার্য-ও পূজো করতেন। সবাই তাঁকে অনেক বড় ভাবে। যদিও ধর্ম স্থাপকরাও আছে, কিন্তু তারাও পুনর্জন্ম নিয়ে নীচে নেমে আসে। এখন সবাই শেষ জন্মে এসে পৌঁছেছে। বাবা বলেন ছোট হোক বা বড়, তোমাদের সবার বাণপ্রস্থ অবস্থা হয়েছে। আমি তোমাদের সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যাই। আমাকে ডাকা হয়েছে যে পতিত দুনিয়ায় এসো। কতখানি সম্মান দেওয়া হয়। পতিত দুনিয়া পরের রাজ্যে আসুন। নিশ্চয়ই দুঃখী হবে তবেই তো ডাকবে। গাওয়া হয়ে থাকে, দুঃখ হর্তা সুখ কর্তা যখন, তখন নিশ্চয়ই ছিঃ ছিঃ পুরানো দুনিয়া, পুরানো শরীরে আসতে হবে। তাও তমোপ্রধান শরীরে। সতো প্রধান দুনিয়ায় আমাকে কেউ স্মরণও করে না। ড্রামা অনুযায়ী আমি সবাইকে সুখী করি। বুদ্ধি দ্বারা বুঝে নিতে হবে যে সত্যযুগে নিশ্চয়ই আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম হবে , অন্য সংসঙ্গে তো শুধু শাস্ত্র পাঠ করে নীচে নামতে থাকে। পাঁকে পড়ে দুঃখী হয়। এটা হল দুঃখধাম। ওটা হল সুখধাম। বাবা কত সহজ করে বোঝান, কারণ অবলা নারীরা কিছুই জানে না। কেউ তো এই কথাও জানে না যে ফিরেও যেতে হবে অথবা সর্বদা পুনর্জন্ম নিতে হবে। এখন সব ধর্মের মানুষ আছে। সর্বপ্রথমে স্বর্গ ছিল তো একটি ধর্ম ছিল। সম্পূর্ণ চক্র তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। অন্য কারো বুদ্ধিতে এইসব কথা থাকবে না। তারা তো কল্পের আয়ু লক্ষ বছর বলে দিয়েছে। একেই বলে ঘোর অন্ধকার। জ্ঞান হল সম্পূর্ণ আলোক । এখন বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধি আলোকপ্রাপ্ত হয়েছে । তোমরা কোনো মন্দির ইত্যাদিতে যাবে তো তোমরা বলবে আমরা শিববাবার কাছে যাই। এই লক্ষ্মী নারায়ণ স্বরূপে আমরা পরিণত হই। এইসব কথা অন্য সংসঙ্গে হয়না। সেসব হল ভক্তিমার্গের কথা। এখন তোমরা রচয়িতা ও রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে জেনেছ। মুনি ঋষিরা বলতেন আমরা জানি না। তোমরাও প্রথমে জানতে না। এই সময় সমগ্র বিশ্বে ভক্তি আছে। এ হল পুরানো দুনিয়া, অসংখ্য মানুষ এখানে। সত্যযুগ নতুন দুনিয়ায় তো একটি মাত্র অদ্বৈত ধর্ম ছিল, তারপরে হয় দ্বৈত ধর্ম। অনেক ধর্ম থাকলে মতভেদ (তালিও বাজবে) হয়। একে অপরের সঙ্গে খিট-খিট লেগেই আছে। ড্রামা অনুযায়ী

এটাই নিয়ম । যাকে পৃথক করবে তো যুদ্ধ হবে, পার্টিশন হবে। মানুষ নিজের পিতাকে না জানার দরুণ পাথর বুদ্ধি হয়েছে। এই সময় বাবা বোঝান দেবী দেবতা ধর্ম প্রায় লুপ্ত হয়েছে। এমন একজনও কেউ নেই যে জানে ঐদেরও রাজত্ব ছিল। তোমরা এখন বুঝেছ আমরা এখন দেবতায় পরিণত হচ্ছি। শিববাবা হলেন আমাদের ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট। বিশিষ্ট ব্যক্তির চিঠিতে নীচে লিখে থাকেন ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট। বাবাও বলেন আমি হলাম ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট তো দাদাও বলেন আমি ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট। আমি পুনরায় ৫ হাজার বছর বাদে প্রতি কল্পের পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে আসি। বাচ্চাদের এসে সেবা করি। আমায় বলা হয় দূর দেশ নিবাসী এর অর্থও কেউ জানে না। এত শাস্ত্র ইত্যাদি পড়ে কিন্তু অর্থ বোঝে না। বাবা এসে সব বেদ শাস্ত্রের সার তত্ত্ব বুঝিয়ে দেন।

তোমরা বাচ্চারা জানো যে এই সময় হল রাবণ রাজ্য। মানুষ পতিত হয়। এও ড্রামাতে আছে। বাচ্চারা, তোমাদের নরক থেকে বের করে স্বর্গে নিয়ে যাওয়া হয়। যাকে "গার্ডেন অফ আল্লাহ" বলা হয়। কলিযুগে হল কাঁটার জঙ্গল, সঙ্গম যুগে ফুলের বাগান তৈরি হচ্ছে। তারপরে তোমরা সেখানে সত্যযুগে সদা সুখী থাক। এভারহেলদি (সদা সুস্থ), এভারওয়েলদি (সদা ধনী) হয়ে যাও। অর্ধকল্প সুখ তারপরে অর্ধকল্প দুঃখ, এই চক্র ঘুরতেই থাকে। এর কোনো শেষ নেই। সবচেয়ে বড় হলেন বাবা, তিনি আসেন শান্তিধাম - সুখধামে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। তোমরা যখন সুখধামে যাও বাকিরা সবাই শান্তিধামে থাকে। অর্ধকল্প হল সুখের, অর্ধকল্প হল দুঃখের। তাতেও সুখই বেশি। যদি অর্ধেক অর্ধেক হত তাহলে তাতে টেস্ট কি করে থাকত । তোমরা ভক্তি মার্গেও খুব ধনী ছিলে। এখন তোমাদের স্মরণে এসেছে যে আমরা কত ধনী ছিলাম ! ধনী ব্যক্তি যখন দেউলিয়া হয় তখন স্মরণ করে যে আমাদের কাছে কি কি ছিল, কত ধন ছিল। বাবা বোঝান ভারত বিতশালী (সাহকার) ছিল। প্যারাডাইস(স্বর্গ) ছিল। এখন দেখো কত গরিব হয়েছে। গরিবদের উপরে দয়া হয়। এখন একেবারেই কাণ্ডাল হয়ে গেছে। ভিক্ষা চাইছে। যারা সলভেন্ট ছিল এখন ইন-সলভেন্ট হয়েছে। এও তো নাটক, বাকি যে ধর্ম আসে সব হল বাই-প্লট। কত ধর্মের মানুষ বুদ্ধি পায়। ভারতবাসীদেরই ৮৪ জন্ম আছে। একজন আত্মা রূপী বাচ্চা সব ধর্মের হিসাব লিখে পাঠিয়েছিল। কিন্তু এইসব কথায় বেশি মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। এও তো সময় নষ্ট করা হল। এত সময় যদি বাবার স্মরণে থাকতে তো কিছু জমা হত। আমাদের মুখ্য কথা হল - আমরা পুরো পুরুষার্থ করে বিশ্বের মালিক হই। বাবা বলেন তোমরাই সত্যপ্রধান ছিলে, তোমরাই তমোপ্রধান হয়েছে। ৮৪ জন্মও তোমরা নিয়েছ, এখন ফিরে যেতে হবে। বাবার কাছে বর্সা নিতে হবে। তোমরা অর্ধকল্প বাবাকে স্মরণ করেছ, এখন বাবা এসেছেন তোমাদের শুনানী হয়। বাবা পুনরায় তোমাদের সুখ ধামে নিয়ে যান। ভারতের উত্থান ও পতনের কথা যেন একটি কাহিনী। এখন এ হল পতিত দুনিয়া। সম্বন্ধও হল পুরানো। এখন পুনরায় নতুন সম্বন্ধে যেতে হবে। এই সময় অ্যাক্টররা সবাই হাজির আছে। এটা অবশ্যম্ভাবী । আত্মা তো হল অবিনাশী। আত্মার সংখ্যাই তো কত । তাদের কখনও বিনাশ হয় না। এত কোটি কোটি আত্মাদের প্রথমে ফিরে যেতে হবে। বাকি শরীর তো সবার শেষ হয়ে যায় তাই হোলিকা উৎসব পালন করা হয়।

তোমরা জানো আমরা পূজ্য ছিলাম পুনরায় পূজ্য হই। সেখানে এই জ্ঞান থাকবে না, না এই শাস্ত্র ইত্যাদি থাকবে। সব শেষ হয়ে যাবে। যারা যোগযুক্ত হবে, শ্রীমৎ অনুযায়ী চলবে তারা সব কিছু দেখবে। কিভাবে ভূমিকম্প সব শেষ হয়। খবরের কাগজেও ছাপা হয়, কিভাবে গ্রামের পর গ্রাম শেষ হয়ে যায়। বম্বে এমন ছিল না। সমুদ্রকে শুকিয়ে গড়ে উঠেছে আবার

সমুদ্র হয়ে যাবে। এই ঘর বাড়ি ইত্যাদি কিছুই থাকবে না। সত্যযুগে মিষ্টি জলের উপরে মহল থাকবে। নুন জলের উপরে হয় না। অর্থাৎ এইসব থাকবে না। সমুদ্রে এক বিশাল ঢেউ এলেই সব শেষ হয়ে যাবে। অনেক উপদ্রব হবে। কোটি কোটি মানুষ মরবে। খাদ্য বস্তু আনাজ ইত্যাদি কোথা থেকে আসবে। তারাও জানে বিপদ তো আসবেই। মানুষ মরবে তখন যারা যোগযুক্ত থাকবে তারা সেই সময় আনন্দে থাকবে। "কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ"

("মিরুয়া মউং মলুকা শিকার") । বরফের বৃষ্টি হলে অনেক মানুষের মৃত্যু হয়। অনেক প্রাকৃতিক দুর্যোগ (ন্যাচারাল ক্যালামিটিজ) হবে। এইসব শেষ হয়ে যাবে। একে বলা হয় ন্যাচারাল ক্যালামিটিজ, গডলি ক্যালামিটিজ বলা হবে না। গডকে দোষ কিভাবে দেবে। এমনও নয় শঙ্কর চোখ খোলেন তো বিনাশ হয়। এইসবই হল ভক্তিমার্গের কথা। শাস্ত্রে মুশলের কথা লিখেছে । তোমরা জানো এই সব মিসাইন্স দ্বারা কিভাবে বিনাশ করা হয়। কিভাবে আগুন, বিস্মাক্ত গ্যাস সব তার মধ্যে দেওয়া থাকে। বাবা বোঝান - শেষ সময় যাতে সবাই নিমেষের মধ্যে মারা যায় কোনো বাস্তব যেন দুঃখ না হয়, তাই ন্যাচারাল ক্যালামিটিজে সবাই মরবে। এইসব পূর্ব নির্ধারণ ড্রামা। আত্মা তো অবিনাশী, কখনও বিনাশ হয় না, আর না ছোট বা বড় হয়। শরীর সব এখানেই শেষ হবে। বাকি আত্মারা সব সুইট হোমে চলে যাবে। বাবা কল্প কল্প আসেন সঙ্গমযুগে, তোমরাও এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগেই উঁচু থেকে উঁচু হও। বাস্তবে শ্রী শ্রী শিববাবাকে এবং শ্রী দেবতাদের বলা হয়। আজকাল তো দেখো সবাইকে শ্রী-শ্রী বলা হয়। শ্রীমতী অমুক, শ্রী অমুক । এবারে শ্রীমং তো একমাত্র বাবা-ই দেন। বিকারে গমন, এইটি কি শ্রীমং হতে পারে ? এ হল ব্রষ্টাচারী দুনিয়া।

এখন মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদের বাবা বলেন আমাদের স্বরণ করো, তবে খাদ্য দূর হবে। গৃহস্থ থেকে পদ্ম ফুলের মতন পবিত্র থাক। স্ব -এর এখন বিশ্বের আদি-মধ্য-অন্তের চক্র সম্বন্ধে জ্ঞান হয়েছে। কিন্তু এই অলঙ্কার তোমাদের দেওয়া যাবে না। আজ তোমরা নিজেদের স্ব দর্শন চক্রধারী ভাবো কাল মায়া চড় লাগিয়ে দিলে জ্ঞান উড়ে যাবে তাই ব্রাহ্মণদের অর্থাৎ তোমাদের মালাও তৈরি হতে পারে না। মায়া চড় লাগিয়ে অনেককে পতিত করে দেয় , তো মালা তৈরি হবে কিভাবে। দশার পরিবর্তন হতে থাকে। রুদ্র মালা ঠিক আছে। বিষ্ণুর মালাও আছে। বাকি ব্রাহ্মণদের মালা তৈরি হতে পারে না। বাবা বাচ্চাদের ডাইরেকশন দেন যে, দেহ সহ দেহের সব ধর্ম ত্যাগ করে একমাত্র আমাদের (মামেকম্) স্বরণ করো। বাবা তো হলেন নিরাকার। তাঁর নিজস্ব শরীর তো নেই। এবং তিনি এসেছেন ব্রহ্মাবাবার বাণপ্রস্থ অবস্থায়। যখন তাঁর ৬০ বছর বয়স । বাণপ্রস্থ অবস্থায় গুরুর কাছে দীক্ষা নেয় মানুষ । আমি হলাম সদগুরু, কিন্তু গুপ্ত বেশে। তারা হল ভক্তির গুরু, আমি হলাম জ্ঞান মার্গের। প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে দেখো অনেক বাচ্চা আছে। বুদ্ধি সীমিত থেকে বেরিয়ে অসীমে চলে গেল। মুক্তিতে গিয়ে তারপরে জীবনমুক্তিতে আসে। তোমরা প্রথমে আসো অন্যরা পরে পিছনে আসে। প্রত্যেককে প্রথমে সুখ, পরে দুঃখ ভোগ করতে হয়। এ হল ওয়ার্ল্ড ড্রামা। তবেই তো বলা হয়, অহো প্রভু তোমার লীলা.....। তোমাদের বুদ্ধি উপর থেকে নীচে পর্যন্ত পরিক্রমা করে । তোমরা হলে লাইট হাউস, পথ বলে দিয়ে থাক তোমরা। তোমরা বাবার বাচ্চা, তাইনা ! বাবা বলেন আমাদের স্বরণ করো, তবে তোমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে। ট্রেনে যাত্রার সময়ে তোমরা বোঝাতে পারো - অসীমের (বেহদের) বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা, ভারতে স্বর্গ ছিল। বাবা আসেন ভারতে। শিব জয়ন্তীও ভারতে পালন করা হয়। কিন্তু কখন হয়, সে'কথা কেউ জানে না। তিথি তারিখ কোনোটাই নেই। কারণ তিনি গর্ভ দ্বারা জন্ম নেন না। বাবা বলেন নিজেকে আত্মা ভাবো।

তোমরা অশরীরী এসেছিলে, পবিত্র ছিলে তারপরে অশরীরী হয়ে যাবে। একমাত্র আমাকে (মামেকম্) স্মরণ করো তো পাপ কেটে যাবে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা ঔঁনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) লাইট হাউস হয়ে সবাইকে পথ বলে দিতে হবে। বুদ্ধি সীমিতের প্রতি না রেখে অসীমের প্রতি রাখতে হবে। স্বদর্শন চক্রধারী হতে হবে।

২) এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে তাই এই বাণপ্রস্থ অবস্থায় সত্বোপ্রধান হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। নিজের সময় নষ্ট করবে না।

বরদান :- ভেবে চিন্তে প্রতিটি কর্ম সম্পাদনকারী অনুশোচনা মুক্ত জ্ঞানী আত্মা ভব

ব্যাখা: জগতেও এইরকম বলা হয় ভেবে চিন্তে কর্ম করো। যারা ভেবে চিন্তে করেনা, কর্ম করে তারপর চিন্তা করে তখন অনুশোচনা হয় । পরে চিন্তা করা, এ হল অনুশোচনার রূপ আর চিন্তা ভাবনা করে করা হল জ্ঞানী আত্মার গুণ। দ্বাপর-কলিযুগে তো অনেক রকমের অনুশোচনাই করা হয় কিন্তু সঙ্গমে এমন ভেবে চিন্তে সঙ্কল্প ও কর্ম করো যাতে মনে কখনও, এক সেকেন্ডের জন্যও অনুশোচনা না থাকে, তবেই বলা হবে তুমি জ্ঞানী আত্মা।

স্লোগান - যে ক্ষমাশীল হয়ে সর্ব গুণ ও শক্তির দান দেয়, সে-ই হল মাস্টার দাতা ।

ব্রহ্মা বাবা সম হওয়ার বিশেষ পুরুষার্থ

ব্রহ্মা বাবার মতন বিশেষ অমৃতবেলায় পাওয়ারফুল স্টেজ অর্থাৎ বাবা সম বীজরূপ স্থিতিতে স্থিত থাকার অভ্যাস কর। যেমন শ্রেষ্ঠ সময়, তেমনই শ্রেষ্ঠ স্থিতি হওয়া উচিত। তো এ হল বিশেষ বরদানের সময়। এই সময়কে যথার্থ রীতিতে ব্যবহার কর তাহলে সারা দিনের স্মরণের স্থিতিতে তার প্রভাব থাকবে।

স্নেহী, সহযোগী, শক্তিশালী বাচ্চাদের তিন অবস্থা

বাপদাদা স্নেহী, সহযোগী এবং শক্তিশালী সকল বাচ্চাকে লক্ষ্য করছেন। স্নেহী বাচ্চাদের মধ্যেও আবার স্নেহের বিভিন্নতা আছে। এক, অন্যদের শ্রেষ্ঠ জীবন দেখে এবং অন্যদের পরিবর্তন দেখে প্রভাবিত হয়ে স্নেহী হওয়া। দ্বিতীয়তঃ, অন্য কোনও গুণের, তা' সুখ বা শান্তির যে কোনটার সামান্য অনুভবের স্পর্শ পাওয়ার পরে স্নেহী হওয়া। তৃতীয়তঃ, যারা সঙ্গ অর্থাৎ সংগঠন এবং শুদ্ধ আত্মাদের আনুকূল্য অনুভব করে স্নেহী আত্মা। চতুর্থতঃ, পরমাত্মার প্রতি অনুরাগ আছে এমন স্নেহী আত্মারা। স্নেহী সবাই কিন্তু তাদের স্নেহ নস্বরানুক্রমিক। প্রকৃত স্নেহী আত্মা অর্থাৎ বাবাকে যথার্থরূপে জেনে স্নেহী হওয়া।

একইভাবে, সহযোগী আত্মাদের মধ্যেও বিভিন্ন ধরনের সহযোগী আত্মা আছে। এক, ভক্তির সংস্কার অনুযায়ী যারা সহযোগী। এখানে সব বিষয় ভালো, স্থান ভালো, এই সমস্ত লোকের জীবন ভালো, ভালো স্থানের জন্য কিছু করে ভালো ফল লাভ করে, এই ভাবনার আধারে আকৃষ্ট হয়ে সহযোগী হওয়া অর্থাৎ তাদের তন, মন, ধন অল্পবিস্তর ব্যবহার করে তারা সহযোগী হয়। দুই, জ্ঞান বা যোগের ধারণার দ্বারা কিছু প্রাপ্তি লাভের আধারে সহযোগী হওয়া। তিন, এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নয়। শুধুই এক বাবা, সর্বপ্রাপ্তির এক স্থান। বাবার কার্যই আমার কার্য। এইভাবেই নিজের বাবা, নিজের ঘর, নিজের কার্য, শ্রেষ্ঠ ঈশ্বরীয় কার্য মনে করে সদা সহযোগী হওয়া। সুতরাং, প্রভেদ তো হয়েই গেল, তাই না !

একইভাবে শক্তিশালী আত্মাদের মধ্যেও বিভিন্নরকম স্টেজ আছে। শুধু জ্ঞানের আধারে, 'আমি শক্তিস্বরূপ আত্মা, সর্বশক্তিমান বাবার বাচ্চা', এটা জেনে শক্তিশালী স্থিতিতে স্থিত হওয়ার চেষ্টা করে। যতোই হোক, এটা শুধু তাদের জানা পর্যন্ত, সেই কারণে যে সময়ে তাদের স্মৃতিতে জ্ঞানের এই পয়েন্টস থাকে, সেই সময় তাদের পাওয়ারফুল পয়েন্ট থাকার ফলে অল্প সময়ের জন্য তারা শক্তিশালী হয়, কিন্তু পয়েন্ট ভুলে যাওয়ার সাথে সাথে তারা তাদের পাওয়ার হারিয়ে ফেলে। মায়ার সামান্যতম প্রভাব জ্ঞান ভুলিয়ে দিয়ে তাদের শক্তিহীন করে দেয়। দুই, যারা জ্ঞান চিন্তন করে, জ্ঞানের বর্ণন করে, অন্যদের শক্তিশালী বিষয়ে শোনায়, সেই সময় সেবার ফল লাভ করার কারণে নিজেকে সেই সময় শক্তিশালী অনুভব করে, কিন্তু সেটা শুধু তাদের চিন্তন করাকালীন অথবা বর্ণন করাকালীন, সদা নয়। এক, তাদের চিন্তনের স্থিতি, দুই, তাদের বর্ণনের স্থিতি। তিন, যারা সদা শক্তিশালী আত্মা। তারা শুধু চিন্তন অথবা বর্ণন করেনা বরং মাস্টার সর্বশক্তিমান স্বরূপ হয়ে যায়। প্রতিমূর্তি হওয়া অর্থাৎ সমর্থ হওয়া। তাদের প্রতিটা কর্ম, প্রতিটা পদক্ষেপ আপনা থেকেই শক্তিশালী হয়। তারা স্মৃতিস্বরূপ হয়, সেইজন্য তাদের সদা পাওয়ারফুল স্থিতি থাকে। শক্তিশালী আত্মা সদা নিজেকে সর্বশক্তিমান বাবার সাথে কন্সাইন্ড অনুভব করবে এবং সদা সুরক্ষার ছত্রছায়ারূপে শ্রীমতের হাত অনুভূত হবে। শক্তিশালী আত্মা সদা দৃঢ়তার চাবির অধিকারী হওয়ার কারণে সাফল্য-ভান্ডারের মালিক রূপে অনুভব করে। সদা সর্বপ্রাপ্তির দোলায় দুলতে থাকে। সদা নিজেদের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের মনে গীত গাইতে থাকে। সদা রুহানী নেশাতে থাকার কারণে তারা সহজভাবে পুরানো দুনিয়ার আকর্ষণের উর্ধ্বে থাকে। তাদের পরিশ্রমের দরকার হয় না। শক্তিশালী আত্মার সব কর্ম, বোল আপনা থেকেই সহজে সেবা করাতে থাকে। স্ব পরিবর্তন অথবা বিশ্ব পরিবর্তন শক্তিশালী হওয়ার কারণে তাদের সাফল্য নিশ্চিত, তারা সদা এই অনুভব করে। কোনও কার্যের ক্ষেত্রে কি করবো, কি হবে এই সঙ্কল্প

মাত্র তাদের থাকবে না । নিজেদের জীবনে তারা সদা সফলতার মালা পড়ে থাকে - আমি বিজয়ী, আমি বিজয়মালার অংশ । বিজয় জন্মসিদ্ধ অধিকার, এই অটল নিশ্চয় নিজে থেকেই সবসময় থাকে । বুঝেছো তোমরা ! এখন নিজেকে জিজ্ঞাসা করো, আমি কে ? শক্তিশালী আত্মারা মাইনরিটিতে অর্থাৎ সংখ্যাগুরু । সুতরাং এখন কি করবে ? শক্তিশালী হও । সঙ্গমযুগের শ্রেষ্ঠ সুখ অনুভব করো । বুঝেছো তোমরা ! এই ব্যাপারে শুধু অবধান নয় অর্থাৎ মনোযোগ দিয়ে শুধু শোনা নয়, অর্জনকারী হতে হবে । আচ্ছা -

তোমরা নিজের ঘরে এসেছ বা বাবার ঘরে এসেছ, এখানে পৌঁছে গেছ, এটা দেখে বাপদাদা খুশি হয়েছেন । তোমরাও খুব খুশি হয়েছো, তাই না ! এই খুশি সদা বজায় রাখতে হবে, শুধু মধুবনে নয়, বরং সারা সঙ্গমযুগ এই খুশি যেন তোমাদের সঙ্গে থাকে । বাচ্চাদের খুশিতে বাবাও খুশি । কতো দূর-দূরান্ত থেকে, কতো কী সহন করে অবশেষে তোমরা পৌঁছেই গেছ ! ঠান্ডা-গরম, খাদ্যাভ্যাস সবকিছু সহন করে তোমরা পৌঁছেছ । ধূলো-ঝড়ও হয়েছ । পুরানো দুনিয়ায় এইসব তো হয়েই থাকে । তবুও তোমরা আরাম পেয়েছ, তাই না ! আরাম করেছে ? যদি তিনফুট নাও হয়, অন্ততঃ দু'ফুট জায়গা তো তোমরা পেয়েছ । তবুও নিজের বাড়ি দাতার বাড়ি, মিষ্টি লাগে, তাই না! ভক্তিমার্গের যাত্রা থেকে তো ভালো স্থান ! সুরক্ষার ছত্রছায়ায় তোমরা এসে গেছ । ভালোবাসার পালনায় এসেছ । এই যন্ত্রের শ্রেষ্ঠ ভূমিতে পৌঁছান, যন্ত্রের প্রসাদের অধিকারী হওয়া, কতো মহত্বপূর্ণ ! এক কণার অনেক মূল্য ! এটা তো সবাই জান, তাই না! তারা প্রসাদের এক কণা পাওয়ার জন্য তৃষ্ণার্ত, সেক্ষেত্রে এখানে তোমরা পেট ভরে ব্রহ্মা-ভোজন পাবে । সুতরাং কতো ভাগ্যবান তোমরা ! এই মাহাত্ম্যের সাথে ব্রহ্মা-ভোজন খাও, তবে সবসময়ের জন্য মনও মহৎ হয়ে যাবে ।

আচ্ছা- সবচেয়ে বেশি সংখ্যক এসেছে পাঞ্জাব থেকে । এইবার এত বেশি কেন এখানে দৌড়ে এসেছে ? এর আগে কখনো এত সংখ্যক আসেনি । এখন তোমরা সচেতন হয়েছ ! তবুও পাঞ্জাবে তারা সৎসঙ্গ এবং অমৃতবেলার গুরুত্ব কিভাবে দেয়, বাপদাদা সেই শ্রেষ্ঠ বিশেষত্ব দেখেন । খালি পায়েই তারা কিভাবে অমৃতবেলায় পৌঁছে যায়! বাপদাদাও পাঞ্জাব নিবাসী বাচ্চাদেরকে, যারা অমৃতবেলার গুরুত্বকে বোঝে, তা দেখে তাদেরকে মহান দৃষ্টিতে দেখেন । পাঞ্জাব নিবাসী বাচ্চারা সদা সঙ্গের আধ্যাত্মিক (রহানী) রঙে রঙিন হয়ে থাকে । তারা সদা সত্যের সঙ্গে থাকে । তোমরা তো সেইরকমই, তাই না ? পাঞ্জাবের তোমরা সবাই অমৃতবেলায় শক্তিদ্র হয়ে মিলনের উদযাপন করো ? তোমরা যারা পাঞ্জাবের, তাদের অমৃতবেলার বিষয়ে অলসতা নেই তো ? তোমরা তন্দ্রাচ্ছন্ন হও না, তাই না ? অতএব, সবসময় পাঞ্জাবের বিশেষত্ব মনে রেখো । আচ্ছা -

ইস্টার্ন জোন থেকেও এসেছে । ইস্টার্ন বিশেষত্ব কি ? (সানরাইজ) সূর্য সদা ইস্টে উদয় হয় । সূর্য অর্থাৎ আলোক পুঞ্জ । সুতরাং যারা ইস্টার্ন জোনের, তারা মাস্টার জ্ঞান সূর্য । সকলে তোমরা অন্ধকার নিরসন করে আলো দাও, তাই না ? এই বিশেষত্ব তোমাদের আছে, তাই নয় কি ? কখনও তোমরা মায়ায় অন্ধকারে প্রবিস্ট হও না । অন্ধকার নিরসনকারী মাস্টার দাতা হয়ে গেছ, তাই না! সূর্য দাতাই হয়, নয় কি?

সুতরাং সকলে তোমরা মাস্টার সূর্য অর্থাৎ মাস্টার দাতা হয়ে বিশ্বকে আলোকিত করার কার্যে ব্যস্ত থাকো, তাই না! যারা বিজি থাকে, যাদের কোনরকম ফুরসৎ থাকে না, তাদের জন্য মায়াও কোনো সময় হয় না । তাহলে ইস্টার্ন জোনের সবাই তোমরা কি মনে কর ? ইস্টার্ন জোনে মায়া আসে ? যদি বা আসে, তবে নমস্কার করতে আসে, নাকি তোমাদের মিকি মাউস বানায়? মিকি মাউসের খেলা

তোমাদের ভালো লাগে ? ইস্টার্ন জোনের গদি বাবার গদি । তাহলে সেটা রাজগদিই তো হয়ে গেল, নয় কি ? সুতরাং, যাদের রাজগদি থাকে তারা রাজা হবে নাকি মিকি মাউস ? সুতরাং, সকলে তোমরা জ্ঞানসূর্য ? জ্ঞানসূর্য ওখানেই তো উদয় হয়েছেন, তাই না ?

ইস্ট থেকেই উদ্ভিত হয়েছে । তোমাদের বিশেষত্ব বুঝেছো তোমরা ? শিব বাবার সঙ্কৃত হওয়ার (কলকাতায় ব্রহ্মা বাবার হিরে জহরতের দোকান ছিল) শ্রেষ্ঠ গদির(ব্রহ্মা তনে) অর্থাৎ বরদানী স্থানের শ্রেষ্ঠ গদির শ্রেষ্ঠ আত্মা তোমরা । এই বিশেষত্ব অন্য কোনও জোনে নেই । সুতরাং সদা নিজের বিশেষত্ব বিশ্ব সেবায় নিয়োজিত কর । কোন্ বিশেষত্ব দেখাবে ? সদা মাস্টার জ্ঞানসূর্য । সদা আলো প্রদানকারী মাস্টার দাতা । আচ্ছা- তোমরা মিলন উদযাপন করতে এসেছ, সদাসর্বদা শ্রেষ্ঠ মিলনের উদযাপন করো । মেলা অর্থাৎ মিলনোৎসব । এক সেকেন্ডও মিলন মেলা থেকে নিজেকে বঞ্চিত কোরো না । এখান থেকে ফিরে যাওয়ার পূর্বে নিরন্তর যোগীর অনুভব পাকা করে যেও ।
আচ্ছা -

সদা এক বাবার স্নেহে থাকা স্নেহী আত্মাদের, প্রতি পদে ঈশ্বরীয় কার্যের সহযোগী আত্মাদের, সদা শক্তিস্বরূপ শ্রেষ্ঠ আত্মাদের, সদা বিজয়ের অধিকার অনুভবকারী বিজয়ী বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

গ্রুপের সাথে :- এক বল, এক ভরসায় সদা উন্নতি করতে থাকো । সদা এক বাবার হয়ে নিরন্তর বাবার শ্রীমং তোমাদের অনুসরণ করে চলতে হবে । এই পুরুষার্থ দ্বারা সদা অগ্রচালিত হও । শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের প্রতিমূর্তি এবং মহান যোগী হওয়ার অনুভব করো । গভীরে প্রবিষ্ট হও । যত তোমরা জ্ঞানের গভীরে যাবে, ততই মূল্যাভীত অনুভবের রত্ন প্রাপ্ত করবে । একাগ্র বুদ্ধি হও । যেখানে একাগ্রতা আছে, সেখানে সর্বপ্রাপ্তির অনুভব আছে । অল্পকালীন প্রাপ্তিতে আকৃষ্ট হয়োনা । অবিনাশী প্রাপ্তি কর । বিনাশী বিষয়ে আকৃষ্ট হয়োনা সদা নিজেকে অবিনাশী ভান্ডারের মালিক মনে করে বেহদে গমন কর । সীমিত পরিসরের (হদে) মধ্যে থেকো না । অসীম (বেহদের) আনন্দ আর সীমিত (হদের) আকর্ষণের আনন্দের মধ্যে রাত-দিনের ফারাক ! সেইজন্য সচেতন হয়ে বুঝেসুঝে সবকিছু করো এবং তোমার বর্তমান তথা ভবিষ্যৎ শ্রেষ্ঠ বানাও ।

বাছাই করা বিশেষ অব্যক্ত মহাবাক্য - প্রীতবুদ্ধি বিজয়ী রত্ন হও
প্রীত বুদ্ধি অর্থাৎ যে সদা অলৌকিক অব্যক্ত স্থিতিতে আল্লাহর দিকেই থাকে । যাদের প্রতিটি সঙ্কল্প, প্রতিটি কার্য অলৌকিক হয়, ব্যক্ত দেশ আর কর্তব্য-কর্মে থেকেও কমল পুষ্পসম নির্লিপ্ত এবং এক বাবার নিকটতম প্রিয় হয়ে থাকা, এটাই প্রীত বুদ্ধি হওয়া । প্রীত বুদ্ধি অর্থাৎ বিজয়ী । তোমাদের স্লোগানও তো এটাই, বিনাশকালে প্রীতবুদ্ধি বিজয়ী (বিজয়ন্তী) আর বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি বিনাশী (বিনশ্যন্তী) । যখন এই স্লোগান অন্যকে শোনাও যে বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি হয়ো না, প্রীত বুদ্ধি হও, তখন নিজেকেও দেখ, সবসময় আমি প্রীত বুদ্ধি থাকি ? বিপরীত বুদ্ধিতে থাকি না তো কখনো ?

যাদের প্রীত বুদ্ধি থাকে, তারা কখনো শ্রীমতের বিপরীত একটা সঙ্কল্পও করতে পারে না । যদি তোমার কোনও সঙ্কল্প, বচন অথবা কর্ম শ্রীমতের বিপরীতে হয়, তবে তোমাকে প্রীত বুদ্ধির বলা হবে না । সুতরাং, চেক করো, 'আমার প্রতিটা সঙ্কল্প, বচন কি শ্রীমং অনুসারে হয় ?' প্রীত বুদ্ধি অর্থাৎ বুদ্ধির আকর্ষণ বা একনিষ্ঠা নিরন্তর এক প্রীতমের সাথে যুক্ত থাকবে । যখন তোমার একের জন্য

প্ৰীতি তথা অনুরাগ থাকবে, তখন অন্য কোনও ব্যক্তি বা বৈভবের প্ৰতি তোমার প্ৰীতি থাকবে না, কারণ প্ৰীতি বুদ্ধি অৰ্থাৎ সদা বাপদাদাকে নিজের সমুখে অনুভব করা । যারা সদাসৰ্বদা বাবার সামনে থাকে তারা কখনো অন্যদিকে মুখ ফিৰিয়ে নিতে পারে না ।

যাদের প্ৰীতি বুদ্ধি থাকে, তাদের মুখ থেকে, হৃদয় থেকে সদাই এই বোল নিৰ্গত হবে - 'তোমার সাথে আহাৰ করি, তোমার সাথে বসি, তোমার সাথেই কথা বলি, তোমার থেকেই শুনি, তোমার সাথে আমার সৰ্ব-সম্বন্ধ পৰিপূৰ্ণ করি, আমার সৰ্বপ্ৰাপ্তি তোমার থেকে' । এমনকি, যখন তারা ভাষায় প্ৰকাশ করে না, তাদের নয়ন আর মুখমন্ডল বলে । সুতরাং, চেক করো, 'বিনাশ কালে এইভাবে আমি প্ৰীতি বুদ্ধি হয়েছি অৰ্থাৎ আমি কি একনিষ্ঠ, একরস স্থিতিতে স্থিত হয়েছি ?'

সূৰ্যকে দেখলে যেমন তার রশ্মিও অবশ্যই তোমার সামনে প্ৰতিভাত হয়, ঠিক একইভাবে তুমি যদি নিরন্তর জ্ঞানসূৰ্য বাবার সামনে থাকো, অৰ্থাৎ তুমি যদি প্ৰকৃতই প্ৰীতিবুদ্ধি হও, তবে জ্ঞানসূৰ্যের সৰ্ব গুণের কিৰণ নিজের মধ্যে অনুভব করবে । এইরকম প্ৰীতি বুদ্ধি বাচ্চাদের মুখমন্ডলে অন্তৰ্মুখীতার ঝলক এবং সেইসঙ্গে সঙ্গমযুগ ও ভবিষ্যতের সৰ্বরকম স্বপ্নানের নেশা থাকে ।

যদি সদা এই স্মৃতি থাকে যে তোমার দেহ যেকোনো সময় শেষ হয়ে যেতে পারে, তবে এই বিনাশকাল স্মৃতিতে থাকায় নিজে থেকেই তোমার প্ৰীতিবুদ্ধি বিকশিত হবে । যখন বিনাশকাল উপস্থিত হয়, তখন অজ্ঞানীও (বাবার জ্ঞান যে পায়নি) বাবাকে স্মরণ করার অবশ্যই চেষ্টা করে, কিন্তু তাঁর পৰিচয় না থাকার কারণে তাঁর সাথে প্ৰীতি জুড়তে তারা অপারগ হয় । যদি সদা তোমরা এটা স্মৃতিতে রাখো যে এই মুহূৰ্তই অন্তিম মুহূৰ্ত, তখন এটা স্মরণ হওয়ার কারণে আর কিছুই স্মরণে আসবে না ।

যাদের সবসময় প্ৰীতি বুদ্ধি থাকে তাদের মন্মাতেও ব্যৰ্থ সঙ্কল্প বা বিকল্প শ্ৰীমতের বিরুদ্ধে যায় না । যাদের এমন প্ৰীতি বুদ্ধি থাকে তারা বিজয়ী রত্ন হয় । কোথাও কোনভাবে কোনও দেহধাৰীৰ প্ৰতি প্ৰীতির উল্লেখ ঘটতে দিও না, নয়তো, তুমি বিপৰীত বুদ্ধির লিষ্টে এসে যাবে । যে বাচ্চারা প্ৰীতি বুদ্ধি হয়ে প্ৰীতির সম্পর্ক সবসময় প্ৰতিপালন করে, তাদের সদাকালের জন্য বিশ্বে সৰ্বরকম সুখের প্ৰাপ্তি হয় । বাপদাদা প্ৰীতির দায়িত্ব পালনকারী এমন বাচ্চাদের দিনরাত গুণগান করেন । অন্য সকলকে মুক্তিধামে বসিয়ে, প্ৰীতির দায়িত্ব পালন করে এমন বাচ্চাদের তিনি বিশ্বের রাজ্যভাগ্য প্ৰাপ্ত করান ।

এক বাবার সাথে তোমাদের হৃদয়ের প্ৰকৃত প্ৰীতি হতে দাও, তবে মায়া কখনো ডিস্টার্ব করবে না । তার ডিস্টাকশন (বিনাশ) হয়ে যাবে । যাই হোক, যদি হৃদয়ের প্ৰকৃত প্ৰীতি না থাকে, যদি শুধু বাবার হাত ধরে থাকো, কিন্তু তাঁর আনুকূল্য লাভ না করো, তাহলে মায়া দ্বারা তোমাদের আঘাত হতে থাকবে । যখন মরজীবা হয়েছ (পুরানো জীবনে নতুন জীবন পেয়েছ), নতুন জন্ম, নতুন সব সংস্কার ধারণ করেছে, তবে পুরানো সংস্কারৰূপী বস্ত্ৰের প্ৰতি প্ৰীতি কেন ? যে জিনিস বাবার প্ৰিয় নয়, সেই জিনিস বাচ্চাদের কি প্ৰিয় হওয়া উচিত ? এইজন্য প্ৰীতি বুদ্ধি হয়ে ভিতরের দুৰ্বলতা, ঘাটতি, শক্তির অভাব এবং কোমলতার পুরানো হিসেবনিকেশ সদাকালের জন্য সমাপ্ত করে দাও । রত্নখচিত বস্ত্ৰ সৰিয়ে পুরানো জরাজীৰ্ণ বস্ত্ৰের প্ৰতি প্ৰীতি রেখো না ।

কোনো কোনো বাচ্চা বাবার সাথে প্রীতির সম্পর্কে জুড়ে যায়, কিন্তু নস্বরানুক্রমে তা পালন করে। সেই দায়িত্ব পালন অনুযায়ী তাদের লাইন বদল হয়ে যায়। তাদের লক্ষ্য এক থাকে, কিন্তু যোগ্যতার তারতম্য ঘটে। যদি এক সম্বন্ধে তোমার দায়িত্ব পরিপূরণে কিছু ঘাটতি থেকে যায়, মনে করো, শতকরা পঁচাত্তর ভাগ সম্বন্ধ বাবার সাথে আর পঁচিশ ভাগ সম্বন্ধ কোনো এক আত্মার সাথে, তবুও যারা দায়িত্ব পালন করে তাদের লিস্টে তুমি আসতে পারবে না। দায়িত্ব পরিপূরণ করার অর্থ দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে পূরণ করা। যে কোনও পরিস্থিতি হোক না কেন, তা তোমার মন, তন বা সম্পর্কের, কিন্তু কোনও আত্মা তোমার সঙ্কল্পেও স্মরণে না আসে। সঙ্কল্পে যদি কোনো আত্মার স্মৃতি আসে, তবে সেই সেকেন্ডেরও হিসেব তৈরি হয়, এটাই কর্মের গুহ্য গতি।

কোনো কোনো বাচ্চা এখনো পর্যন্ত প্রীতির সম্বন্ধ জুড়তে চেষ্টা করে যাচ্ছে, সেইজন্য তারা বলে যোগ লাগাতে তারা অপারগ। যাদের অল্প সময়ের জন্য যোগযুক্তি ঘটে আর তারপরে ভেঙে যায়, তাদের ক্ষেত্রে বলা হবে, তাদের প্রীতি বিকাশশীল। যারা প্রীতি প্রতিপালন করে তারা প্রীতিতে হারিয়ে যায়। তারা দেহের এবং দেহ-সম্বন্ধীয় সকলের ক্ষেত্রে বোধাতীত অবস্থায় উপনীত হয়। সুতরাং, তোমরাও বাবার সাথে এমন প্রীতি লালন করো, তবে দেহ আর দেহের সম্বন্ধ স্মরণে আসবে না।

বরদান:- সময় আর সঙ্কল্পরূপী ভান্ডারের প্রতি অ্যাটেনশন দিয়ে জমার হিসেব বর্ধিত করে পদমাপদমপতি হও

বাস্তবে, তোমাদের অনেক ভান্ডার আছে, কিন্তু সময় আর সঙ্কল্প - বিশেষ এই দুই ভান্ডারের প্রতি তোমাদের অ্যাটেনশন দিতে হবে। প্রতি মুহূর্তে সঙ্কল্প শ্রেষ্ঠ আর শুভ হতে দাও, তোমাদের জমার হিসেব বাড়তে থাকবে। এই সময় এক জমা করলে লক্ষ -কোটি (পদম) লাভ করবে। এটাই হিসেব। এই ব্যাঙ্ক তোমাদের একের লক্ষ-কোটি গুণ (পদমগুণ) ফিরিয়ে দেয়। অতএব, যা কিছুই হোক, এমনকি তোমাদের যদি কিছু ত্যাগও করতে হয়, তপস্যা করতে হয়, নিরহঙ্কারী (নির্মান) হতে হয়, যা কিছুই ঘটে যাক, এই দুটো বিষয়ে অ্যাটেনশন দাও, তবে পদমাপদমপতি হয়ে যাবে।

স্লোগান:- মনোবল দ্বারা সেবা করলে তার প্রালব্ধ তোমরা অনেক গুণ বেশি লাভ করবে।

ব্রহ্মাবাবার সমান হওয়ার জন্য বিশেষ পুরুষার্থ

ব্রহ্মাবাবা যেমন স্মরণের শক্তি এবং অব্যক্ত শক্তি দ্বারা তাঁর মন ও বুদ্ধি উভয়ই কন্ট্রোল করেছেন, পাওয়ারফুল ব্রেক দ্বারা মন-বুদ্ধিকে কন্ট্রোল করে বীজরূপ স্থিতির অনুভব করেছেন, সেইভাবে, বাচ্চারা তোমাদেরও ব্রেক এবং পরিচালনার শক্তি প্রয়োগ করতে হবে, তবেই বুদ্ধির শক্তি ব্যর্থ হবে না। তোমার যত এনার্জি জমা হবে ততই পরখ করার এবং নির্ণয় করার শক্তি বৃদ্ধি পাবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমাদের এখন শান্তিধাম ও সুখধামে যাওয়ার উপায় মিলেছে, তোমরা বাবাকে স্মরণ করতে-করতে পবিত্র হয়ে, কর্মজীত হয়ে নিজের শান্তিধাম চলে যাবে"

প্রশ্ন:- বাবার স্নেহ ভালোবাসা কোন্ বাচ্চাদের প্রাপ্ত হয় ? বাবাকে সকলের কাছে প্রত্যক্ষ করাবে কিভাবে ?

উত্তর :- যে বাচ্চারা বিশ্বস্ত, সার্ভিসেবল এবং খুব মিষ্টি স্বভাবের, কখনও কাউকে দুঃখ দেয় না, এমন বাচ্চাদেরকে বাবার স্নেহপূর্ণ স্পর্শ প্রাপ্ত হয়। বাচ্চারা যখন তোমাদের নিজেদের মধ্যে অনেক অনেক স্নেহ থাকবে, কখনও ভুল হবে না, দুঃখ দায়ী কথা বলবে না, সদা ভাই-ভাই এর আত্মিক (রুহানী) স্নেহ থাকবে তখন বাবাকে শো' করতে পারবে ।

গীত :- আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন যিনি

ওম্ শান্তি । এই গীত তো বাচ্চারা অনেকবার শুনেছে। বাচ্চারা বুঝতে পেরেছে যে এই আবাগমনে আমরা কত পরিশ্রান্ত হয়েছি। ড্রামার প্ল্যান অনুযায়ী এক শরীর ত্যাগ করে অন্য ধারণ করেছি। সুখধামে নিজে থেকেই এক শরীর ত্যাগ করা হত, অন্যটি ধারণ করা হত - খুশীর অনুভূতি সহকারে। এখন বাবা খুশী সহকারে শরীর ত্যাগ করার জন্য বোঝাচ্ছেন। বাচ্চারা বুঝেছে আমরা আত্মারা পরম ধাম থেকে এসেছি, আমরা আত্মারা এখানে নিজ নিজ ভূমিকা পালন (পার্ট প্লে) করি। সর্বপ্রথমে আত্মার দৃঢ় বিশ্বাস (নিশ্চয়) হওয়া উচিত যে আমরা হলাম অবিনাশী আত্মা। বাচ্চাদের বোঝানো হয় সাহারা বা আশ্রয় একমাত্র বাবা-ই প্রদান করেন। বাবাকে স্মরণ করলে অনেক খুশীর অনুভূতি হয়। এইসব হল বোঝার বিষয় । প্রথমে সবাই থাকে শান্তিধামে, তারপরে সর্বপ্রথমে আসে সুখধামে। বাবা তোমাদের সাহারা প্রদান করেন। বাচ্চারা তোমাদের শান্তিধাম, সুখধাম এই এলো বলে। এটা তো নিশ্চিত যে আমরা আত্মারা এক শরীর ত্যাগ করে অন্যটি ধারণ করি। প্রথম থেকেই অবিনাশী পার্ট প্রাপ্ত হয়েছে। তোমাদের এই ৮৪ জন্মের পার্ট প্লে করতে হবে। বাবা বাচ্চাদের সঙ্গেই কথা বলেন, কারণ এই কথা গুলি তোমরা বাচ্চারা ছাড়া আর কেউ জানেনা। এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগেই পুরুষোত্তম হওয়ার জন্যে বাবা পথ বলে দেন। আত্মার কোনো রকম ভয় থাকা উচিত নয়। আমরা তো অনেক উঁচু পদ প্রাপ্ত করি। তোমরা সবাই জন্ম গুলি জেনেছ। এটা হল শেষ জন্ম। আত্মা বুঝেছে আমরা সাহারা প্রাপ্ত করেছি শান্তিধাম-সুখধামে যাওয়ার জন্যে, তো খুশী ও আনন্দে যাওয়া উচিত। কিন্তু এখন এই জ্ঞানও প্রাপ্ত হয়েছে যে আত্মা হল পতিত, আত্মার উড়ে যাওয়ার পাখা ভেঙে গেছে । মায়া পাখা ভেঙে দিয়েছে তাই ফিরে যেতে পারেনা। পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। সেখান থেকে নীচে তো এসে গেছে কিন্তু এখন নিজে নিজে ফিরে যেতে পারে না। সবাইকে পার্ট প্লে করতেই হয়। তোমাদেরও এমন বুঝতে হবে, আমরা হলাম অনেক উঁচু কুলের । এখন আমরা পুনরায় উঁচু বংশের রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত করি। তখন আমরা এই শরীর নিয়ে কি করব। আমাদের তো সেখানে নতুন শরীর প্রাপ্ত হবেই। এইরূপ নিজের সঙ্গে কথা বলো। বাবা নিজের পরিচয় দিয়েছেন, রচনার আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বোঝান যে আত্মা-ই সতোপ্রধান সতো রজো তমো স্থিতিতে আসে। এখন আবার আত্মা অভিমানী হতে হয়। আত্মাকেই পবিত্র হতে হবে। বাবা বলেছেন শুধুমাত্র এক আমাকেই স্মরণ করো আর অন্য কাউকে স্মরণ করো না। ধন-সম্পদ,

বাড়ি, সন্তান ইত্যাদিতে বুদ্ধি বিচরণ করলে কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত করতে পারবে না। তখন পদ মর্যাদা কম হয়ে যাবে এবং সাজা ভোগও করতে হবে। এখন আমরা আত্মারা ফিরে যাব। পবিত্র হয়ে ফিরতে হবে। বাবা এসেছেন পবিত্র করতে তো আমরা আনন্দের সাথে বাবাকে স্মরণ করব যাতে আমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যায়। নিজেরা স্মরণ করলে তবেই অন্যদের বললে তীর লাগবে। একেই বিচার সাগর মন্থন বলা হয়। সকাল বেলায় বিচার সাগর মন্থন ভালো হয় কারণ বুদ্ধি ভালো থাকে, রিফ্রেশ হয়। ভক্তিও সেই সময়েই করা হয়। গীত আছে রাম নাম স্মরণ করো প্রভাতে আমার মন ভক্তিমার্গে তো গান গাওয়া হত। এখন বাবার ডাইরেকশন হল সকাল-সকাল উঠে আমাকে স্মরণ করো। সত্যযুগে তো রাম নাম স্মরণ করা হয় না। এইসব ড্রামাতে নির্ধারিত হয়ে আছে। বাবা এসে জ্ঞান ও ভক্তির রহস্য বোঝান। প্রথমে তোমরা জানতে না তাই পাথরবুদ্ধি বলা হয়। সত্যযুগে এমন কথা বলবে না। এই সময়েই বলা হয় ঈশ্বর তোমাদের সদ্‌বুদ্ধি দিন। এখানকার গায়ন ভক্তিমার্গে প্রচলিত হয়। তো বাবা বাচ্চাদের খুব স্নেহ সহকারে বোঝান যে বাচ্চারা -- তোমরা আমাকে, বেহদের পিতাকে ভুলে গেছ। আমি-ই তোমাদের অর্ধকল্পের জন্যে অসীম অবিনাশী উত্তরাধিকার অর্থাৎ স্বর্গের অধিকার দিয়েছিলাম। তোমাদের অসীমের সন্ধ্যাস আমি-ই করিয়ে ছিলাম, আমি-ই বলেছিলাম যে এই সম্পূর্ণ পুরানো দুনিয়া কবরে পরিণত হবে। যা শেষ হয়ে যাবে তোমরা সেসব কেন স্মরণ কর । আমাকে তোমরা আহবান কর যে, বাবা আমাদের পতিত দুনিয়া থেকে মুক্ত করে পবিত্র দুনিয়ায় নিয়ে চলো। পতিত দুনিয়ায় কোটি কোটি মানুষ আছে। পবিত্র দুনিয়ায় সংখ্যায় খুব কম থাকে। তো কালের কাল মহাকালকে আহ্বান করা হয়, তাই না ! ভক্তরা ভগবানকে ডাকে যে এসে ভক্তির ফল দিন। আমরা অনেক পরিশ্রান্ত। অর্ধকল্পের এই অভ্যাস ত্যাগ করতে পরিশ্রম লাগে। এইসবও ড্রামাতে নির্ধারিত রয়েছে। বাচ্চারা নম্বর অনুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী নিজের কর্মাতীত অবস্থাকে প্রাপ্ত করে - কল্প পূর্বের মতন। তারপরে বিনাশ হয়ে যাবে। এখন তো থাকবার জায়গাও নেই। আনাজ নেই, খাবে কি ভাবে। আমেরিকাতেও বলা হয় কোটি কোটি মানুষ খাদ্যের অভাবে মারা যাবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ (ন্যাচারাল ক্যালামিটিজ) তো হবেই। যুদ্ধ লাগলে আনাজ আসবে কোথা থেকে। যুদ্ধ বিগ্রহও খুবই ভয়ঙ্কর হয়। যা কিছু তাদের কাছে তৈরি আছে তারা সব বাইরে বের করবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগও কিছুটা সাহায্য করবে। তার আগেই কর্মাতীত অবস্থাকে প্রাপ্ত করতে হবে। শ্যাম থেকে গৌর বর্ণে পরিণত হতে হবে। কাম চিতায় বসে শ্যাম বর্ণ হয়েছে সবাই । এখন বাবা সুন্দর করছেন। আত্মাদের থাকার ঠিকানা তো একটাই, তাই না ! তোমরা এখানে এসে পার্ট প্লে কর। রাম রাজ্য ও রাবণ রাজ্য ক্রস কর।

এখন বাবা বলছেন পুরানো দুনিয়ার শেষ সময়, আমি আসি-ই শেষ সময়ে। যখন বাচ্চারা আহ্বান করে। পুরানো দুনিয়ার বিনাশ অবশ্যই হবে। কথায়ও আছে - "কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ" (মিরুয়া মউং, মলুকা শিকার), কিন্তু বাবার শ্রীমং অনুসারে না চললে সেই খুশী অনুভব হবে না। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো আমাদের এই শরীর ত্যাগ করে অমরপুরীতে যেতে হবে। তোমাদের নামই হল শক্তি দল, শিব শক্তি। তারপরে তোমরা হলে প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার ও কুমারী। শিবের তো সন্তান তোমরা, পরে(ব্রহ্মার সন্তান) হলে ভাই বোন । প্রজাপিতা ব্রহ্মা দ্বারা রচনা হয়। ব্রহ্মাকে গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার বলা হয়। তো বাবা বসে আত্মাদের বোঝান। আত্মা-ই শরীর দ্বারা সবকিছু করে । আত্মার শরীরকে আহত করা হয়। তো আত্মা বলবে আমি এই শরীর দ্বারা অমুক আত্মার শরীরকে আহত করেছি। বাচ্চারা পত্রে লেখে - আমি আত্মা এই শরীর দ্বারা এই ভুল কাজ করেছি। পরিশ্রম আছে, তাই না ! এর উপরেই বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। পুরুষদের জন্যে খুব সহজ।

বোম্বাইতে সকালে অনেকে ঘুরতে যায়, তোমাদের তো একান্তে বসে বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। বাবার মহিমা বর্ণনা করতে থাকো। বাবা সবই আপনার মহিমা। দেহধারীদের মহিমা কীর্তিত হয় না। বিদেহী উঁচু থেকে উঁচু হলেন ভগবান, তিনি কখনও নিজের দেহ ধারণ করেন না। নিজেই বলেন আমি সাধারণ দেহে প্রবেশ করি। ইনি নিজের জন্মগুলি জানেন না। তোমরাও জানতে না। ইনি এখন আমার দ্বারা জেনেছেন তো তোমরাও জেনেছ। সুতরাং এও হল প্র্যাক্টিস। বাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের অনেক খুশী হবে। যখন নিজেদের আত্মা নিশ্চয় করব তখন আত্মাকেই দেখতে থাকব। তখন বিকারের কোনো কথা উঠতেই পারে না। বাবা বলেন অশরীরী ভব। তাহলে ক্রিমিনাল সঙ্কল্প উৎপন্ন হয় কেন। শরীর দর্শন করলেই পতন হয়। দেখতে হবে আত্মাকে। আমরা হলাম আত্মা, আমরা এই পার্ট প্লে করি। এখন বাবা বলেছেন অশরীরী ভব। আমাকে স্মরণ করো তো পাপ কেটে যাবে এবং স্মরণের যাত্রায় থাকলে পুণ্য ধন জমা হবে। সকালের সময়টি হল খুব ভালো। বাবা ব্যতীত আর কাউকে দেখবে না। এই লক্ষ্মী নারায়ণ হলেন এইম অবজেক্ট। "মনমনাভব" , "মধ্যাজি ভব" - এর অর্থ কেউ জানে না।

তোমরা বোঝাতে পারো - ভক্তি হলই প্রবৃতি মার্গের মানুষদের জন্য। তারা নিবৃতি মার্গের মানুষরা জঙ্গলে কি আর ভক্তি করবে। পূর্বে তো তারাও সতোপ্রধান ছিল, সেই সময় তাদের কাছে সবকিছু জঙ্গলে পৌঁছে যেত। এখন তো দেখো কুটির গুলি খালি পরে আছে কারণ তমোপ্রধান হওয়ার দরুণ তাদের কাছে আর কিছুই পৌঁছায়না। ভক্তদের শ্রদ্ধা নেই। তাই এখন ব্যবসা ইত্যাদিতে ব্যস্ত হয়েছে। কোটি পতি, পদম পতি। এখন এইসবই তো শেষ হবে। এমন তো নয় এই সোনা দিয়ে কোনো বাড়ি ইত্যাদি তৈরি হবে। সেখানে তো সবকিছু হবে নতুন। আনাজও হবে নতুন, নতুন দুনিয়ায় ফাস্ট ক্লাস জিনিস থাকে। এখন তো ভূমি নষ্ট হয়েছে ফলে আনাজও পুরোপুরি উৎপন্ন হয় না। সেখানে তো সম্পূর্ণ ভূমি তোমাদের, সাগরও তোমাদেরই থাকে। সেখানে কত শুদ্ধ ভোজন খাওয়া হয়। এখানে তো দেখো পশুদেরও ভোজন রূপে স্বীকার করা হয়। সেখানে এমন কোনো ব্যাপার নেই। অতএব বাচ্চারা, তোমাদের বাবাকে অনেক ধন্যবাদ করা উচিত। তোমরা বাবাকে জানো আর তারপরে অন্যদেরও বল যে বাবা বলেছেন আমি সাধারণ বৃদ্ধ দেহে, এনার(ব্রহ্মা বাবার) বাণপ্রস্থ অবস্থায় প্রবেশ করি। বাণপ্রস্থ অবস্থায়-ই ফিরে যেতে হবে , এইটিই হল নিয়ম, ভক্তিমার্গেও এই নিয়মই চলছে। এইসব হল ধারণ করার কথা। কেউ তো ভালো ভাবে নোট করে ধারণ করে অন্যদের বলে দেয়। শুনতে খুবই আনন্দ অনুভব হয় কারণ এখন আশ্রয় বা সাহারা প্রাপ্ত হয়েছে।

তোমরা জানো প্রত্যেকটি আত্মা ব্রহ্মকুটি আসনে বিরাজিত। আত্মার উদ্দেশ্যই বলা হয় ব্রহ্মকুটির মাঝে জ্বলজ্বল করে আশ্চর্য এক নক্ষত্র। এমন তো বলা হয় না পরমপিতা পরমাত্মা শিব জ্বলজ্বল করে। কিন্তু আত্মা জ্বলজ্বল করে। আত্মা আত্মা হল ভাই-ভাই, তাই বলা হয় হিন্দুস্তানী, পাকিস্তানী, বৌদ্ধ সবাই হল ভাই-ভাই। কিন্তু ভাই কথাটির অর্থ বোঝে না। তোমাদের নিজেদের মধ্যে কতখানি স্নেহ থাকা উচিত। সত্যযুগে পশুদের নিজেদের মধ্যেও অনেক স্নেহ থাকে। তোমরা হলে ভাই-ভাই তো কতখানি স্নেহ থাকা উচিত। কিন্তু দেহ অভিমানে এলে একে অপরের প্রতি বিরক্ত হয়ে যায়। তারপরে একে অপরের গ্লানি করে। এই সময় তো বাচ্চারা, তোমাদের নিজেদের মধ্যে ক্ষীরখন্ড হয়ে চলতে হবে। এই সময় যে তোমরা এইরূপ পুরুষার্থ কর ফলে - ২১ জন্ম ক্ষীরখন্ড হয়ে চলে। যদি কোনো উল্টো কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় তো অবিলম্বে বলা উচিত আই এম সরি কারণ আমাদের বাবার আদেশ আছে যে খুব মিষ্টি হয়ে থাকতে হবে। যারা আদেশ মানবে না তাদের বলা হবে

ঈশ্বরের অবজ্ঞাকারী। কখনও কাউকে দুঃখ দেবে না। বাকি বাবা জানেন যদি সৈনিকের সার্ভিস হয় তাহলে সত্য কর্ম করতে কাউকে মারতেও হয়। মিলিটারি তে যারা থাকে তাদের যুদ্ধ করতে হয়। শুধুমাত্র নিজেকে আত্মা ভেবে মামেকম্ স্মরণ করো তো ভব সাগর পার হয়ে যাবে। এই পুরানো দুনিয়াতে কি আর দেখবে। আমাদের তো নতুন দুনিয়া দেখতে হবে। এখন তো শ্রীমৎ দ্বারা নতুন দুনিয়া স্থাপন হচ্ছে, এর জন্য আশীর্বাদের কোনো কথা নেই। টিচার কখনও আশীর্বাদ করেন না। টিচার তো পড়ান। যে যত পড়ে, সহবত্ (ম্যানার্স) ধারণ করে, তেমন পদ প্রাপ্ত করে। এতেও এমন আছে। নিজের রেজিস্টার নিজেকেই দেখতে হবে যে আমরা কিভাবে চলি। কেউ তো খুব মিষ্টি হয়ে চলে। সব কথায় রাজি থাকে। বাবা বলেছেন তোমরা নিজেদের মধ্যে কাছারী করে পরামর্শ করো যে কোনো ভুল তো হয় না ? কিন্তু যারা কাছারী করবে তাদের বুঝতে হবে - আমরা আত্মা, আমরা নিজের ভাইকে জিজ্ঞাসা করি এই শরীর দ্বারা কোনো ভুল হয় নি তো ? কাউকে দুঃখ দাও নি তো ? বাবা কখনও দুঃখ দেন না। বাবা তো সুখধামের মালিক করেন। বাবা তো হলেন দুঃখ হর্তা সুখ কর্তা। অতএব তোমাদেরও সবাইকে সুখ দিতে হবে। উল্টো কথা কখনও বলবে না। কখনও আইন নিজের হাতে নেবে না। তোমাদের কাজ হল রিপোর্ট করা। খুব মধুর হতে হবে। যত মধুর হবে তত বাবাকে প্রত্যক্ষ করবে। বাবা হলেন স্নেহের সাগর, তোমরাও স্নেহ ভাব দিয়ে বোঝাবে তবে তোমাদের বিজয় হবে। বাবা বলেন আমার প্রিয় বাচ্চারা কখনও কাউকে দুঃখ দেবে না। এমন অনেকে আছে যারা উল্টো পাল্টা ভুল কাজ করে, এর কথা ওকে লাগায়, ঈর্ষা করে, অন্যদের সাথে প্রতিযোগিতা করে... এই সবই হল বিকর্ম, তাইনা।

বাবা বলেন যারা খুব বিশ্বস্ত, সার্ভিসেবল বাচ্চা হবে তাদেরকে অবশ্যই আমার মিষ্টি লাগবে, আমি তাদের স্নেহ স্পর্শও দেব। অন্যদের নয়। তখন বলবে এদের বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়। তারা বড় লোক। এমনভাবে অনেক ক্ষতি করে। উল্টো পাল্টা কাজ করে অন্যের দোষ ধরে। বাবার কাছে সমাচার আসে অমুকে বিড়ি খাওয়া ছাড়ছে না বাবা বলেন তাদেরও বোঝাতে হয় যে তোমরা যোগ বল দ্বারা বিশ্বকে পবিত্র করতে পারো তবে এই সব ছাড়তে পারো না ? বাবাকে স্মরণ করো। বাবা হলেন অবিনাশী সার্জেন। এমন ওষুধ দেবেন যে সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা ঔঁনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) দেহ অভিমানে এসে একে অপরকে বিরক্ত করবে না, সব কথায় আনন্দে থাকতে হবে। কখনও অন্যের কথা লাগবে না, ঈর্ষা, বা প্রতিযোগিতা করবে না। কাউকে দুঃখ দেবে না। নিজেদের মধ্যে খুব মিষ্টি, ক্ষীরখন্ড হয়ে থাকতে হবে।

২) সকাল সকাল উঠে ভালোবেসে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। নিজের সঙ্গে কথা বলতে হবে, বিচার সাগর মন্ডন করে বাবাকে ধন্যবাদ জানাতে হবে।

বরদান :- হৃদয় এবং মন দুইয়ের ব্যালাপ্স দ্বারা সেবা কার্য সম্পন্নকারী সদা সফলতার প্রতিমূর্তি ভব

ব্যাখা: অনেকবার বাচ্চারা সেবায় শুধুমাত্র বুদ্ধি ব্যবহার করে কিন্তু হৃদয় এবং মন উভয়কে মিলিয়ে সেবা কর, তাহলে সেবায় সফলতার প্রতিমূর্তি হয়ে হবে। যারা শুধু বুদ্ধি দিয়ে করে তাদের বুদ্ধিতে কিছুক্ষণ বাবার স্মরণ থাকবে যে হ্যাঁ বাবা-ই করাবেন কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আবার সেই আমিষ ভাব এসে যাবে। আর যারা হৃদয় এবং মনের ভারসাম্য রেখে সেবা করে, তাদের হৃদয়ে সদা বাবার স্মরণ থাকে। অন্তর দিয়ে সেবা করার ফল তো প্রাপ্ত হয়ই আর যদি দুইয়ের ভারসাম্য থাকে, তাহলে তো সদা সফলতা থাকবে ।

স্লোগান - সীমার উর্ধ্বে (বেহদে) থাকো, তাহলে সীমিত (হদের) বিষয় স্বতঃতই সমাপ্ত হয়ে যাবে ।

ব্রহ্মা বাবা সম হওয়ার পুরুষার্থ

যেমন ব্রহ্মা বাবা মাস্টার জ্ঞান সূর্য হয়ে নলেজের লাইট দেওয়ার সাথে যোগের কিরণের মাইট দ্বারা প্রত্যেক আত্মার সংস্কার রূপী কিটাণু নাশ করার কর্তব্য করেছেন। তেমনই তোমরা বাচ্চারাও ললাট দ্বারা চলতে ফিরতে লাইটের গোলক রূপে দৃশ্যমান হবে এবং আচার আচরণ দ্বারা, বাণীর দ্বারা নলেজ রূপী মাইটের গোলক দৃশ্যমান হবে অর্থাৎ বীজ দৃশ্যমান হবে। মাস্টার বীজ রূপ, লাইট ও মাইটের গোলক হও তবেই সাক্ষাৎ বা সাক্ষাৎকার মূর্তি হতে পারবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের এখন শান্তি এবং সুখের স্তম্ভে (টাওয়ার) যেতে হবে, তাই নিজের স্বভাব এবং চরিত্রকে সংশোধন করো এবং পুরানোকে পরিবর্তন করো"

প্রশ্ন :-- বুদ্ধি রিফ্রেশ রাখার যুক্তি কি ?

উত্তর :-- বাবা যা শোনান তার মন্বন করো, বিচার সাগর মন্বন করলে বুদ্ধি সবসময় রিফ্রেশ হয়ে যায়। যে সর্বদা রিফ্রেশ থাকে, সে অন্যেরও সেবা করতে পারে। তার ব্যাটারি সবসময় চার্জড হতে থাকে, কেননা বিচার সাগর মন্বন করলে সর্বশক্তিমান বাবার সঙ্গে কানেকশন জুড়ে যায়।

গীত :-- নয়নহীনকে পথ দেখাও

ওম্ শান্তি। এই গানও মানুষেরই গাওয়া। মানুষ কিন্তু এর অর্থ কিছুই জানে না। তারা যেমন অন্য সব প্রার্থনা করে, তেমনই এও এক প্রার্থনা মনে করে। পরমাত্মাকে তারা জানে না। পরমাত্মাকে যদি তারা জানতে পারে তাহলে সবকিছুই জেনে যায়। তারা কেবল পরমাত্মা বলে দেয় কিন্তু তাঁর জীবনের কিছুই জানে না। তাহলে তো নেত্রহীনই হলো, তাই না। তোমরা এখন জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন পেয়েছো তাই তোমাদের ত্রিনেত্রী বলা হয়। দুনিয়ার মানুষ যদিও ত্রিনেত্রী, ত্রিকালদর্শী, ত্রিমূর্তি এমন শব্দ বলে থাকে, কিন্তু তারা অর্থ কিছুই জানে না। তারা যেমন বলে, সাইন্স আর সাইলেন্সের নিজেদের মধ্যে কি সম্বন্ধ আছে ! তারা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে কিন্তু উত্তর নিজেরাই জানে না। তারা বলে এই পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন হোক, কিন্তু তা কবে হয়েছিলো ? কে এই শান্তি স্থাপন করেছিলেন ? কিছুই তারা জানে না। তারা কেবলই জিজ্ঞেস করে, তাহলে সব জানে এমন কেউ তো চাই, যিনি জানাবেন। বাচ্চারা, তোমাদের বাবা বুঝিয়েছেন যে, এইসব খেলাই বানানো আছে। টাওয়ার অফ পিস, সুখের টাওয়ার, সবারই টাওয়ার হয়, শান্তির টাওয়ার হল মূলবতন, যেখানে আমরা আত্মারা থাকি তাকে বলা হবে টাওয়ার অফ সাইলেন্স। এরপর সত্যযুগে থাকবে টাওয়ার অফ সুখ, টাওয়ার অফ শান্তি এবং সম্পদ। মুখে এমন কেউই বলবে না যে, আমাদের আত্মাদের ঘর মুক্তিধাম। এইসব কথা বাবাই বুঝিয়ে বলেন, টিচার হলে এমনই হওয়া উচিত। তিনি হলেন টাওয়ার অফ নলেজ। তিনি তোমাদেরও শান্তি আর সুখের টাওয়ারে নিয়ে যান। এ হলো টাওয়ার অফ দুঃখধাম। সমস্ত বিষয়েই এখন মানুষ দেউলিয়া। পবিত্রতা, সুখ, শান্তির অবিনাশী উত্তরাধিকার তোমরা এই সাময়ি পাও। বাহ রে এই সঙ্গম যুগ, একে কল্যাণকারী যুগ বলা হয়। কলিযুগের পরে আবার সত্যযুগ আসে। সে হলো সুখের টাওয়ার। আর পরমধাম হল শান্তির টাওয়ার। এ হল দুঃখের টাওয়ার। এখানে অথৈ দুঃখ। সমস্ত দুঃখ এসে এখানে একত্রিত হয়েছে। মানুষ বলে না, দুঃখের পাহাড় ভেঙ্গে পড়লো, যখন ভূমিকম্প ইত্যাদি হয়, তখন মানুষ কতো গ্রাহি গ্রাহি করতে থাকে।

বাবা বুঝিয়েছেন যে, এখন অল্প সময় বাকি আছে। স্মরণের যাত্রাতে বাচ্চাদের সময় লাগে। অনেকেই আছে যারা সম্পূর্ণ বোঝে না। বিন্দু বোঝালে, কি বোঝে। আরে, আত্মা যেমন, পরমাত্মাও ঠিক তেমনই। আত্মাকে তো তোমরা জানো, আত্মা হল ভাগ্যবান(লাকি) নক্ষত্র। আত্মা সম্পূর্ণ সূক্ষ্ম। আত্মা এই চোখ দিয়ে দেখা যায় না। এইসব কথা বাবা বুঝিয়ে বলেন। এইসব কথায় বিচার সাগর মন্বন করলেও বুদ্ধি রিফ্রেশ হয়ে যায়। যেখানেই যাও মনে করবে টাওয়ার অফ শান্তি, টাওয়ার অফ

সুখ, টাওয়ার অফ পবিত্রতা আছেই ওই নতুন পৃথিবীতে। তোমাদের পুরানো স্বভাব, চরিত্রের পরিবর্তন করে বাবা তোমাদের নতুন দুনিয়ার মালিক করেন। মানুষ যদিও গুনগান করে, বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি পড়ে তবুও কিছুই বুঝতে পারে না। সিঁড়িতে তো নীচে নেমেই এসেছে। যদিও নিজেকে শাস্ত্রের অর্থটি মনে করে, তবুও তাদের নামতেই হবে। সকলের আত্মাই প্রথমে সত্যপ্রধান থাকে, তারপর ধীরে ধীরে ব্যাটারি শেষ হয়ে যায়, এইসময় সকলের ব্যাটারি শেষ। এখন আবার ব্যাটারি চার্জ করতে হবে। বাবা বলেন "মনমনাভব।" নিজেকে আত্মা মনে করো। বাবা হলেন সর্বশক্তিমান, তাঁকে স্মরণ করলে তোমাদের পাপ কেটে যাবে আর ব্যাটারিও পূর্ণ হয়ে যাবে। তোমরা এখন অনুভব করছো যে আমাদের ব্যাটারি পূরণ হচ্ছে। কারোর কারোর এই পূরণও হয় না। শুধরানোর পরিবর্তে আরো খারাপ হয়ে যায়। বাবার কাছে প্রতিজ্ঞাও করে যে, বাবা আমরা কখনো বিকারে যাবো না, আপনার থেকে ২১ জন্মের অবিনাশী উত্তরাধিকার তো অবশ্যই নেব, তবুও তারা নেমে যায়। বাবা বলেন যে, কাম বিকার জয় করলে তোমরা জগতজিত হয়ে যাবে। তবুও যদি বিকারে যাও তাহলে সমস্ত জ্ঞানই নষ্ট হয়ে যাবে। এই কাম হলো মহাশত্রু। একজন অন্যজনকে দেখলে কামের আগুন জ্বলে ওঠে। বাবা বলেন যে তোমরা কাম চিতায় বসে কালো হয়ে গেছো, এখন তোমাদের সুন্দর (গোরা) হতে হবে। বাচ্চারা, এই বাবা-ই তোমাদের বুদ্ধিতে বলেন। এই পড়াতেই তোমাদের বুদ্ধির বিকাশ হয়। বাবা সৃষ্টি রূপী কল্পবৃক্ষেরও (ঝাড়ের) বর্ণনা করেন। এ হল কল্প বৃক্ষ। মনুষ্য সৃষ্টির নানা গাছ। একে উল্টো বৃক্ষ বলা হয়। কতো বিভিন্ন ধরনের ধর্ম। এতো কোটি আত্মা এই অবিনাশী পার্ট পেয়েছে। একজনের অপরজনের মতো পার্ট হয় না। এখন তোমরা জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন পেয়েছ। তোমরা বিচার করো যে, এখানে কতো আত্মা। মাছেদের যেমন এক খেলনা হয়, তারের উপর থেকে নীচে নামতে থাকে, এও তেমনই। আমরাও এই নাটকের সূত্রে বাঁধা। এমনই নামতে নামতে এই কল্প এসে সম্পূর্ণ হয়েছে, এরপর আবার উপরে যাবে। এই জ্ঞানও বাচ্চারা এখনই পায়। উপর থেকে আত্মারা আসে তারপর নম্বর অনুসারে যুক্ত হয়ে যায়। এই খেলায় তোমরা হলে পার্টধারী। মুখ্য তো ক্রিয়েটর, ডায়রেক্টর এবং অ্যাক্টর। মুখ্য তো হলেন শিববাবা। এরপর কোন্ অ্যাক্টর? ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্কর। ভক্তিমার্গের মানুষ অনেক চিত্র বানিয়েছে কিন্তু অর্থ কিছুই জানে না। তারা লাখ বছর বলে দেয়। বাবা এখন এসে সম্পূর্ণ জ্ঞান দেন। এখন তোমরা বুঝতে পারো যে, সত্যযুগে এই জ্ঞান আমাদের থাকবে না। এখানে যেমন কারবার চলে, ওখানে তেমন পবিত্রতা, সুখ, শান্তির রাজধানী চলবে। বাবাও কতো আশ্চর্য, এত ছোটো বিন্দু। তোমাদের আত্মার মতো এনার (ব্রহ্মা বাবা) আত্মাও বাবার থেকে সম্পূর্ণ জ্ঞান নিচ্ছে। বাবা কখনোই বড় হবেন না। তিনিও বিন্দু। তোমাদের আত্মা, যা বিন্দু, তাতে এখন সম্পূর্ণ জ্ঞান ধারণ হচ্ছে। এই জ্ঞান আবার পরের কল্পে বাবা দেবেন। রেকর্ড যেমন ভরা থাকে, তা আবার রিপিট হয় তেমনই আত্মার মধ্যেও সম্পূর্ণ পার্ট ভরা আছে। খুব আশ্চর্যের কোনো ঘটনা ঘটলে তাকে প্রকৃতির অদ্ভুত ঘটনা বলা হয়। এই অনাদি ড্রামার পার্ট থেকে কেউই মুক্ত হতে পারে না। সকলকেই এই অভিনয় করতে হবে। এ খুবই আশ্চর্যের কথা, যে খুব ভালোভাবে বুঝে ধারণ করতে পারে তার খুশীর পারদ উর্ধ্বমুখী হতে থাকে। তোমরা কতো স্কলারশিপ পাও। তাই তোমাদের খুব ভালোভাবে পুরুষার্থ করা উচিত। অন্যদেরও নিজের মতো বানাতে হবে। তোমরা সকলেই টিচার। টিচার তোমাদের পড়িয়ে নিজের তুল্য টিচার বানান। এমন নয় যে তোমাদের গুরু হতে হবে। তা নয়। তোমরা টিচার হও কারণ তোমরা রাজযোগ শেখাও এরপর তোমরা চলেও যাবে। এও তোমরা জানো। ওরা তো জানেও না তাই সঙ্গতিও দিতে পারে না। সকলের সঙ্গতি দাতা তো এক বাবাই, তাই না। তিনিই উদ্ধারকর্তা এবং গাইড। তোমরা যখন ওখান থেকে আসো, তখন বাবা কিন্তু গাইড হন না। বাবা এখনই তোমাদের

গাইড হন। তোমরা যখন ঘর থেকে আসো, তখন সেই ঘরকেই ভুলে যাও। এখন তোমরাও হলে গাইড, পান্ডা। তোমরা সকলকেই পথ বলে দাও। অশরীরী ভব। তোমাদের নামও হলো পাণ্ডব সেনা। তোমরা তো শরীরধারী, তাই না। যখন একা থাকবে, তখন সেনা বলবে না। শরীরের সঙ্গে সঙ্গে তোমরা যখন মায়ার উপর জয়লাভ করো তখন তোমাদের সেনা বলা হয়। ওরা লড়াইয়ের কথা লিখে দিয়েছে। এ হলো অসীমের (বেহদের) কথা। ওরা সম্মেলন ইত্যাদি করে, সংস্কৃত ইত্যাদির কলেজ খোলে। কত খরচ করে। খরচ করতে করতে যেন খালি হয়ে গেছে। সোনা, রূপা, হীরে সব শেষ হয়ে গেছে। তোমাদের জন্য আবার সব নতুন করে হবে। তাই বাচ্চারা, চলতে ফিরতে তোমাদের খুব খুশীতে থাকার প্রয়োজন। বাবাকে আর তাঁর অবিনাশী উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে হবে। তোমাদের পার্টও চলতে থাকবে। কখনোই বন্ধ হবে না। বাবা বোঝান যে, তোমরা নিজের জন্মকে জানো না। ৮৪ জন্মের হিসেবও বাবা তাদেরই বলেন যারা প্রথমে দিকে আসে। বাচ্চারা, তোমরা অগাধ সুখ পাও। টাওয়ার অফ হেল্থ, ওয়েলথ এবং হ্যাপিনেস, তাই কত নেশা থাকা উচিত। বাবা আমাদের বেহদের অবিনাশী উত্তরাধিকার দেন। যতো তোমরা কাছে আসতে থাকবে, ততই সমস্যা আসবে। সৃষ্টি রূপী বৃক্ষ তো বৃদ্ধি হতেই থাকবে। গাছ যদি দুর্বল হয়, তাহলে ঝড় এলেই সহজেই পড়ে যায়। এ তো হতেই হবে।

তোমাদের এইম অবজেক্টের চিত্র সামনে দাঁড়িয়ে। তোমরা আর কোনো চিত্র রাখতে পারো না। ভক্তিমার্গে মানুষ অনেক চিত্র রাখে। জ্ঞানমার্গে হলো একজন। সেই জ্ঞানও তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। বাকি বিন্দুর চিত্র কি বের করা হবে। আত্মা তো তারা তাই না। এও বোঝার কথা। আত্মাকে এই দুই চোখে দেখতে পারে না। অনেকেই বলে যে বাবা আমার যেন সাক্ষাৎকার হয়, বৈকুণ্ঠ যেন দেখতে পাই কিন্তু এই দেখলেই মালিক হওয়া কখনো সম্ভব হয় না। মানুষ বলে থাকে, অমুকে স্বর্গে গেছেন কিন্তু স্বর্গ কোথায়, তা কেউই জানে। যে আত্মারা স্বর্গে গেছে তারাই বলতে পারবে। আত্মার তো সব স্মরণে থাকে, তাই না। এখন তোমাদের উঁচুর থেকেও উঁচু বাবা পড়াচ্ছেন, যাতে তোমরা উঁচুর থেকেও উঁচু পদ পাচ্ছ। পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে তোমরা অবশ্যই নর থেকে নারায়ণ হবে।

যারা শান্তি চাইছে, তোমাদের কাজ হলো তাদের বোঝানো। কেউ কেউ আবার বোঝেও যে এরা ঠিক বলছে। সেই সময়ও একদিন আসবে, যেমন লেখা ছিলো কুমারীরা ভীষ্ম পিতামহকে জ্ঞানের বাণ মেরেছিল। বাকি এমন নয় যে, অর্জুন বাণ মেরে গঙ্গা বের করেছিলেন। মানুষ এমন এমন গল্প শুনে বলে দেয় যে এখান থেকে গঙ্গা নির্গত হয়েছিলো। তারা গোমুখও বানিয়েছিলেন। বাচ্চারা, এখন তোমরা দেখতে পাচ্ছো যে তোমাদের স্মরণও রয়েছে। সে হলো জড় দিলওয়াল মন্দির আর এ হল চৈতন্য। ওখানে ওপরে বৈকুণ্ঠ দেখানো হয়েছে। নীচে তপস্যারত মানুষ আর উপরে রাজত্বের চিত্র, তাই সবাই মনে করে স্বর্গ উপরে। যারা বোম্বস বানিয়েছে তারাও মনে করে, এ আমাদের বিনাশের জন্যই নির্মাণ করা হয়েছে। তারা বলে, এমন করলে অবশ্যই বিনাশ হবে। এমন লেখাও আছে যে, মহাভারী লড়াইতে এমন হয়েছিলো, সব ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। সত্যযুগে হলোই এক ধর্ম, তাহলে নিশ্চই অন্য সব ধর্ম শেষ হয়ে যাবে। বাচ্চারা এ কথাও জানে যে, ড্রামার নিয়ম অনুসারে ভক্তি করতে করতে মানুষ নীচে নেমেই আসে। বাস্তবে এখানে কোনো আশীর্বাদ ইত্যাদির কথা নেই। ড্রামাতে যা বানানো আছে, তাই হয়। এমন অদ্ভুত কোনো ঘটনা ঘটে গেলে মানুষ বলে দেয়, যা ঈশ্বরের ইচ্ছা। তোমরা এমন কথা বলবে না। তোমরা তো বল, এ হলো ড্রামার ভবিতব্য। তোমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা বলবে না। ঈশ্বরেরও এই ড্রামাতে পার্ট আছে। সৃষ্টিচক্র কিভাবে ঘোরে একথা বাবাই

বুঝিয়ে বলতে পারেন। বাবাই তো পূর্ণ জ্ঞানী। মানুষ মনে করে যে, তিনি সকলের মনের কথা জানতে পারেন কিন্তু আমরা যা করি তার দণ্ড তো অবশ্যই আমাদেরই ভোগ করতে হবে। বাবা কখনোই বসে দণ্ড দেবেন না। এ অটোমেটিক বানানো এক ড্রামা, যা চলেই আসছে। এর আদি - মধ্য এবং অন্তের রহস্য বাবাই বুঝিয়ে বলেন। তোমরা আবার অন্যদেরও বুঝিয়ে বলো। বাবা এখন বলছেন, বাচ্চারা, তোমাদের অবস্থা যেন এমন হয় যে, শেষ সময়ে কিছুই মনে না আসে। নিজেদের আত্মা মনে কর, একেই বলা হয় কর্মজীত অবস্থা। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা ওঁনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) স্কলারশিপ পাওয়ার জন্য খুব ভালো করে পুরুষার্থ করো। টিচার হয়ে অন্যদেরও রাজযোগ শেখাও। গাইড হয়ে সবাইকে ঘরের রাস্তা দেখানোর সেবা করো।

২) সর্বশক্তিমান বাবার স্মরণে নিজের ব্যাটারি চার্জ করতে হবে। বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করার পরে কখনোই কামের কাছে পরাজিত হবে না।

বরদান :-- হজুরকে সদা সাথে রেখে কন্সাইন্ড স্বরূপের অনুভব করে বিশেষ পার্টধারী ভব

বাচ্চারা যখন মন থেকে বলে, বাবা তো দিলারাম, তিনি হাজির হয়ে যান, তাই বলা হয়, হজুর হাজির আর আর বিশেষ আত্মারা তো কন্সাইন্ড থাকেই। মানুষ বলে, যেদিকে দেখি সেদিকে তুমিই তুমি আর বাচ্চারা বলে আমরা যা-ই করি, যেখানেই যাই, বাবা সাথেই থাকে। বলা হয় করণকরাবনহার(নিজে করেন এবং অন্যদেরও করতে প্রেরণা দেন), তাই করণহার আর করাবনহার(যে করে) কন্সাইন্ড হয়ে গেল। এই স্মৃতিতে থেকে যে ভূমিকা পালন করে, সে বিশেষ অভিনেতা (পার্টধারী) হয়ে যায়।

স্লোগান :-- নিজেকে এই পুরানো দুনিয়ায় গেস্ট মনে করে থাকলে পুরানো সংস্কার আর সঙ্কল্পকে গেট আউট করতে পারবে।

ব্রহ্মা বাবার সমান হওয়ার জন্য বিশেষ পুরুষার্থ

সময় অনুযায়ী এখন ব্রহ্মা বাবার সমান সদা অচল - অনড়, সর্ব সম্পদে সম্পন্ন হও। সামান্য টলমল করলেও সর্ব সম্পদের অনুভব হবে না। বাবার কাছে কত সম্পদ পেয়েছ, সেই সম্পদকে বজায় রাখার উপায় হল সদা অচল - অনড় থাকা। অচল থাকলে সদা খুশীর অনুভূতি হতে থাকবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা হল রাজাধি। কিন্তু তা প্রাপ্ত করার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে
নিজেদেরকেই, আর তার সাথে আবশ্যিক দৈবী-গুণ ধারণ করা"

প্রশ্ন :- উত্তম পুরুষ হওয়ার জন্য কি ধরনের পুরুষার্থের প্রয়োজন ? কোন্ বিষয়ের প্রতি খুব
মনোযোগী হতে হবে ?

উত্তর :- উত্তম পুরুষ হতে চাইলে পঠন-পাঠনের প্রতি মুখভার করে থাকা চলবে না। পড়াশোনার
সাথে লড়াই-ঝগড়ার কোনও সম্পর্ক নেই। লেখাপড়া করলেই তো হতে পারবে নবাব....। অতএব
নিজের উন্নতির চিন্তা মাথায় রাখবে সদা। চাল-চলন আচার-ব্যবহারেও যথেষ্ট সাবধানতা দরকার।
তোমরাই দেবতা হতে চলেছ, তাই খুব রাজকীয় চাল-চলন হওয়া উচিত তোমাদের। খুবই মিষ্টি-
স্বভাবের হতে হবে। মুখ থেকে এমন শব্দই যেন বেরোয়, যাতে সবার তা মিষ্ট লাগে। কেউ যেন
দুঃখ না পায় তোমার কোনো কথায়।

ওঁ শান্তি! মিষ্টি-মিষ্টি ঈশ্বরীয় সন্তানদের সামনে বসে বাবা বোঝাচ্ছেন এবং জিজ্ঞাসা করছেন -
বাচ্চারা, বুদ্ধি তোমাদের কোথায় টিকে আছে ? লোকেদের বুদ্ধি যে সর্বদাই এদিক ওদিক ভ্রমিত হতে
থাকে, কখনও এখানে - কখনও ওখানে। বাবা বলছেন - বুদ্ধির এই ঘোরা-ফেরাকে বন্ধ কর।
বুদ্ধিকে এক দিশায় চালিত কর। অসীম-বেহদের বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। তোমরা ঈশ্বরীয়
সন্তানেরা তো জানো, বর্তমানে সমগ্র দুনিয়াটাই এখন তমোপ্রধান। এই আত্মারাই তাদের পুরুষার্থের
ক্রমানুসারে একদা সতোপ্রধানই ছিল। আজ তাদেরই এমন তমোপ্রধান অবস্থা। তাই বাবা বলছেন-
আবারও সতোপ্রধান হতে হবে। অতএব নিজের বুদ্ধিকে বাবার সাথে যোগযুক্ত করো। এখন যে
আপন ঘরে ফিরে যাবার পালা, যা অন্যেরা একেবারেই তা জানে না। অন্যদেরকে এমনভাবে দিশা
দেখাবার কেউ নেই যে বলবে, বাচ্চারা, তোমরা এই বাবাকে এভাবে স্মরণ করো। অথচ, কত সহজ
ভাবে বোঝান তিনি। কেবলমাত্র বাবাকে স্মরণ করলেই বিকর্মগুলির বিনাশ হয়ে যায় - এমন ভাবে
আর কেউই জোরের সাথে তা বলতে পারেন না, একমাত্র এই বাবা তা বলতে পারেন। যার শরীরে
প্রবেশ করেন, তিনিও এসব কথাবার্তা শোনেন। পতিত থেকে পবিত্র হবার দিশা আর সেই অনুসারে
চলার এমন সুন্দর মত (শ্রীমৎ) একমাত্র এই বাবাই দিয়ে থাকেন। বাবা বলেন- "ওহে বাচ্চারা,
তোমরা বি.কে.-রাই একদা সম্পূর্ণ সতোপ্রধান ছিলে, আবার ঠিক তেমনই হতে হবে। তোমরাই আদি
সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের ছিলে, কিন্তু ৮৪-জন্মের কর্ম-কর্তব্য করতে করতে এখন তোমরা
কানা-কড়ির তুল্য হয়ে গেছো। তোমরা যেমন হীরে তুল্য ছিলে, আবারও তেমনটিই হতে হবে।

বাবা খুব সহজ কথাই শোনান- নিজেকে কেবল আত্মা মনে কর। আত্মারাই তো তাদের আপন ঘরে
ফিরে যাবে, শরীর তো আর যাবে না। অতএব খুশী মনেই যাওয়া উচিত বাবার ঘরে। বাবা যে
শ্রীমৎ দেন, তার দ্বারাই তোমরা শ্রেষ্ঠ হতে পারবে। একমাত্র পবিত্র আত্মারাই সেই মূল-বতনে গিয়ে,
আবার ফিরে এসে নতুন শরীর ধারণ করে। এই বিষয়ে নিশ্চয়তা থাকলে, তবেই ভালোবাসায় মগ্ন
থাকবে। দৈবী-গুণ ধারণ করলে তাতে যেমন উপকৃত, তেমনি লাভবানও হওয়া যায়। যে বি.কে.-
রা খুব মনোযোগ সহকারে এই জ্ঞানের পাঠ পড়ে, সে উচ্চপদের অধিকারী অবশ্যই হয়। জ্ঞানের
পাঠ-ও যে পঠন-পাঠনই। তোমরা প্রতি কল্পে এভাবেই তা করে আসছ। তেমনি বাবাও কল্প-কল্প

ধরে তোমাদের এভাবেই পড়িয়ে চলেছেন। যে সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে, তা হল ড্রামা । ড্রামা অনুসারেই বাবার আর বাচ্চাদের পার্ট চলছে। বাবা তো সঠিক রায়-ই দেবেন, তাই না ! অবশ্য বাচ্চারও তা উপলব্ধি করে বলেও দেয়- বাবা, আমরাই মুহূর্তে-মুহূর্তে তোমাকে ভুলে যাই।" এটাই হল মায়ার ঝড়-তুফান। মায়া বার বার বাচ্চাদের জ্ঞানের প্রদীপ নিভিয়ে দেয়। বাবাকে বহিঃশিখাও বলা হয়, সর্ব-শক্তিমান, অথরিটিও বলা হয় । যত বেদ এবং অন্যান্য শাস্ত্রাদি যা কিছু আছে, সবকিছুর সারকেই ব্যক্ত করেন তিনি। একমাত্র তিনিই এমন নলেজফুল, যিনি সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের রহস্যকেই বোঝান । এই ব্রহ্মা-বাবাও ওঁনারই সন্তান, তিনি ওঁনার কাছ থেকে তা শুনে অন্যদেরকে তার ব্যাখ্যা শোনান। বাবা যখন কিছু শোনান, তখন অন্যান্য বাচ্চাদের সাথে ব্রহ্মাবাবাও যে তা শোনেন। এতে মুমূর্ষু পড়ার কোনও ব্যাপার নেই। এই রাজযোগ খুবই সহজ। আর তোমরা হলে রাজঋষি, পবিত্র আত্মাকে ঋষি বলা হয়। আবার তোমাদের মতন এমন (গৃহী) ঋষি আর কেউ হতে পারে না। আত্মাকে উদ্দেশ্য করেই ঋষি বলা হয়, যা শারীরিক ব্যাপার নয়। এই আত্মাই হতে পারে ঋষি বা রাজঋষি। কিন্তু রাজ্য-ভাগ্যের পদ তোমরা পাও কোথেকে? তাও কিন্তু সেই বাবার থেকেই। অতএব বাচ্চারা, তোমাদের কত খুশীতে থাকা উচিত। তোমরা বি.কে.-রা সরাসরি শিববাবার কাছ থেকে সেই রাজ্য-ভাগ্য লাভ করো। বাবা তোমাদেরকে সেই স্মৃতিই এনে দিচ্ছেন, একদা তোমরা বি.কে.-রই সমগ্র বিশ্বের মালিক ছিলে, পুনর্জন্মের চক্রে ৮৪-বার জন্ম নিতে নিতে ক্রমান্বয়ে অবরোহনের নিয়মে নিম্নগতিতে এসে পৌঁছেছ। দেবতাদের চিত্রও রয়েছে। লোকেরা ভাবে, আত্মা যেহেতু জ্যোতি স্বরূপ, তাই হয়তো পরমাত্মার পরম-জ্যোতিতে তা বিলীন হয়ে যায়। বাবা বলেন, কোনও মনুষ্যের জ্যোতি অন্য কোনও জ্যোতির সাথে বিলীন হয় না। মুক্তি ও জীবনমুক্তিও কেউ পায় না। বাচ্চারা, সারাদিন তোমাদের মনে এইসবের বিচার-সাগর মন্বন করা উচিত। স্মরণের যোগে যত থাকতে পারবে, ততই আনন্দে থাকবে। সত্যি, এটাই ভাববার বিষয়, তোমাদেরকে এই জ্ঞানের পার্ট পড়াচ্ছেন কে !

লোকেরা তো কৃষ্ণকে 'লর্ড-কৃষ্ণ'ও বলে। ভগবানকে 'লর্ড' বলা যায় না। ওঁনাকে গড-দের ফাদার) 'গড-ফাদার'-ই বলা হয়। তিনি হলেন 'হেভেনলী গড-ফাদার'! এখন তোমরা মনে-প্রাণে মানতে পারছ একমাত্র উনিই 'হেভেনলী গড-ফাদার'! হেভেন অর্থাৎ যিনি দৈবী-রাজধানীর স্থাপনা করছেন। সত্যযুগে আর অন্য কোনো ধর্ম থাকে না। চিত্রেও কেবল দেবতাদেরকেই দেখানো আছে। দেবতাদের ধর্মকেই প্রকৃত 'আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম' বলা হয়। দেবতারাই তখন সমগ্র বিশ্বের মালিক থাকে। সেই সময়-কালকে বলা হয় সত্যযুগ, আর তোমরা এখন অবস্থান করছো পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে। তোমরা এটাও বুঝে ফেলেছো, বাবা তোমাদেরকে রাইটিয়াস (পবিত্রতার সঠিক দিশায়) করে গড়ে তুলছেন, তোমরা সঠিক ভাবধারায় রাইটিয়াস হচ্ছে। আর বিকারকে আনরাইটিয়াস বলা হয়। দেবতার পবিত্র থাকেন। তাই ওঁনাদের দেহের চতুর্দিকে আলোর আভা থাকে, যা দর্শায় পবিত্রতার চিহ্ন। তেমনি আনরাইটিয়াস অর্থাৎ যার প্রতিটি পদক্ষেপই বৈঠক। যেহেতু একদা যারা ছিল শিবালয়ে, তাদেরই পতনের ফলে, আজ তারা বেশ্যালয়ে। নতুন যারা তারা এর সঠিক অর্থ বুঝে উঠতে পারবে না। যতক্ষণ না পর্যন্ত আরও বেশী বিস্তারে সুন্দর করে বাবার পরিচয় দিতে না পারবে, উনিই সেই 'হেভেনলী গড-ফাদার।' 'হেভেন' আর 'হেল' এই দুটি শব্দ হলো একে অপরের বিপরীত। যেমন সুখ আর দুঃখ, তেমনি স্বর্গ আর নরক। তোমরা জানো, একদা এই ভারত ভূ-খণ্ডেই ছিল অপার সুখ, যা এখন দুঃখের ভূখণ্ড। বাবা এসে আবার তাকে সুখের ভূখণ্ডে পরিণত করেন। সেই দুঃখের দিন অবসান হলো বলে। বাবা দু-হাতে মুঠো করে নিয়ে আসেন সুখের

উপহার। সবাইকে কত সুখ-শান্তি দেন, তাই তো সবাই এত বন্দনা করে বাবার। এমনকি ত্যাগী-সন্ন্যাসীরাও ওনার তপস্যা করে। ওনার প্রতি সবারই কিছু না কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকে। অবশ্য সত্যযুগে এসবের প্রশ্নই ওঠে না। যেহেতু তখন আর অন্য কোনও ধর্মই থাকে না। তোমরা এখন সেই লক্ষ্যেই পুরুষার্থ করছো সেই নতুন দুনিয়ায় যাবার উদ্দেশ্যে। যেহেতু তোমরা তা জেনেছো, সেটাই প্রকৃত শান্তিধাম-সুখধাম। আর বর্তমানের দুনিয়াটা হল দুঃখধাম। তোমরা বি.কে.-রা আছো পুরুষোত্তম-সঙ্গমযুগে, অর্থাৎ উত্তম-পুরুষ হবার লক্ষ্যেই তোমাদের এই পুরুষার্থ। অতএব তা খুবই ভাল রীতিতে করা উচিত। জ্ঞানের এই পড়ায় কখনও বিমুখ হবে না যেন। কারও সাথে মনোমালিন্য হলেও অমূল্য এই জ্ঞানের পাঠ যেন ছেড়ে দিও না। পড়াশোনার সাথে লড়াই-ঝগড়ার কোনও সম্বন্ধ নেই। লেখাপড়া করলেই তো হতে পারবে নবাব....কিন্তু লড়াই-ঝগড়াতেই ব্যস্ত থাকলে তা হবে কি করে - তাতে তো তোমোপ্রধান চাল-চলন এসে যাবে। প্রত্যেকেরই নিজের-নিজের চাল-চলনের উন্নতির প্রতি খেয়াল রাখা উচিত।

বাবা বলছেন- "হে আল্লামা, তোমরা এই নিরাকার পরমাত্মা বাবাকে স্মরণ করলেই তোমাদের যাবতীয় বিকর্মগুলির বিনাশ (ভঙ্গ) হয়ে যাবে, তার সাথে সাথে দৈবী-গুণগুলিকেও ধারণ হবে। আর যদি লক্ষ্মী-নারায়ণের মতন এত সুন্দর হতে চাও, তবে মনে রাখবে তাদেরও এমন ভাবেই গড়ে তুলেছিলেন এই বাবা-ই। বাবা জানাচ্ছেন, তোমরা বি.কে.-রাই তখন সেখানে রাজত্ব করেছিলে, যা আবারও তোমাদেরকেই তেমনি হতে হবে। এই রাজযোগ বাবা কেবল এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগেই শিথিয়ে থাকেন। কল্প কল্প ধরে তোমরাই তা হতে থাকো। কল্পের পুরো সময়টাই যেন কলিযুগ চলবে, এমনটা তো আর হতে পারে না। সৃষ্টি চক্রের আবর্তনের অবিনাশী নিয়মে কলিযুগের পর সত্যযুগ আসবেই। সত্যযুগে মানুষ সংখ্যায় থাকে অনেক কম। অতএব আবারও লোকসংখ্যা কম হতেই হবে। তা তো সহজেই বোঝা যায়। পূর্বে যেমনটা ঘটেছিল তেমনটাই শোনাচ্ছেন বাবা। খুব ছোট এই কাহিনি। যদিও বাস্তবে তা অনেক বড়, কিন্তু এই ছোট কাহিনিতেই মূল ধারণা এসে যায়। ৮৪-জন্মের কর্ম-কর্তব্যের রহস্যে মোড়া এই কাহিনি। যা ইতিপূর্বে তোমরাও জানতে না। যেহেতু এই জ্ঞানের পাঠ পড়ছো, তাই তোমরা তা বুঝতে পারছো ধীরে ধীরে। এই জ্ঞানের পাঠই যে সঙ্গমযুগের প্রকৃত পাঠ। অবিনাশী ড্রামার চিত্রপটও ঘুরতে-ঘুরতে আবারও সেই নির্দিষ্ট স্থানে আসছে, যেখান থেকে আবার নতুন সত্যযুগের সূচনা হবে। অতএব এই পুরনো সৃষ্টিরও বদল হবে। কলিযুগের এই নোংরা-আবর্জনা জঙ্গলের বিনাশ হয়ে সত্যযুগী সুগন্ধী ফুলের বাগান স্থাপিত হবে। দৈবী-গুণকে ফুলের সাথে তুলনা করা হয়। আর কাঁটাকে বলা হয় আসুরী-গুণ। নিজেকে বিচার করে দেখতে হবে, আমার মধ্যে তেমন কোনও অবগুণ আর নেই তো। এখন তোমরা দেবতা হবার লক্ষ্যে যোগ্যতা অর্জন করছো, অতএব দৈবী-গুণগুলি অবশ্যই ধারণ করতেই হবে। বাবা, টিচার ও সদগুরু হয়ে এসেছেন তিন, নিজেদের চরিত্রের সংশোধন তো করতেই হবে। লোকেরা বলে, মানুষের চরিত্র এখন একেবারেই খারাপ হয়ে গেছে। অবশ্য ভাল-চরিত্র কাকে বলে, সেটা তাদের জানা নেই। তোমরা তাদের শেখাতে পারো, দেবতাদের চরিত্র কত সুন্দর ছিল। দেবতার কখনই কারওকে কোনও প্রকার দুঃখ-কষ্ট দিত না। কোনও নারীর চাল-চলন খুব ভাল হলে লোকেরা বলে এই নারী যেন দেবীর প্রতিমূর্তি। কি মিস্টি এর কথাবার্তা। তাই তো বাবা বলেন-যেখানে তোমাদেরকে দেবতা করে গড়ে তুলছি, সেখানে তোমাদেরও কত মিষ্ট-স্বভাবের হওয়া উচিত। দৈবী-গুণ ধারণ করা উচিত। আসলে, যে নিজে যেমন হয় সে অপরকেও তেমনই তো বানাবে। তেমনি তোমরাও সবাই টিচার-ই হবে। টিচারের সন্তান টিচার। তোমরাই আবার পাণ্ডব সেনাও। পাণ্ডাদের কর্ম-কর্তব্যই হলো সবাইকে

সঠিক দিশা দেখানো। দৈবী-গুণ ধারণ করানো। ঘর-গৃহস্থীতে থেকে কর্ম-কর্তব্য পালন করা। ঘরে থেকেও নানাভাবে সেবাকার্য করা যায়। যে কেউ আসুক না কেন, তাকে এই জ্ঞানের শিক্ষা দিতে থাকবে। এমন অনেকেই আছে, যারা নিজেদের ঘরে গীতা পাঠশালা খুলে অনেকে এই জ্ঞানের পাঠ পড়িয়ে সেবা করেন। এমন নয় যে সবাইকে এখানে এসেই পড়তে হবে। এই সেবা কন্যাদের জন্য খুব সহজ। মাস দুই নানা জায়গায় ঘুরে, নিজের ঘরে গিয়ে থাক। নিজের ঘরের সল্ল্যাস (ত্যাগ) করতে নেই। যেমন ঘর থেকে ডেকে পাঠালে, তখন তো যেতেই হয়। ঘরে যেতে নিষেধ নেই তোমাদের। এতে কোনও লোকসানের ব্যাপারও নেই, উল্টে উদ্যম-উৎসাহ বাড়ে। তোমরা এখন যথেষ্ট বুদ্ধিমানও হয়েছ। বাড়ীর অন্যদেরকেও নিজের মতো করে গড়ে তুলে সাথে করে নিয়ে যাবে। এমন অনেকেই আছে, যারা ঘরে বসেই পাঠদানের সেবা করতে করতে বেশ চালাক-চতুর হয়ে ওঠে।

এবার বাবা মুখ্য বিষয়টি বোঝাচ্ছেন - নিজেকে আত্মা মনে করে পরমাত্মা বাবাকে স্মরণ করো। তোমার নিজের উন্নতি তোমাকেই করতে হবে। এখানে থেকে যেমনটা উন্নতি করতে পারবে, ঘর-গৃহস্থ থেকে তার চাইতেও বেশী উন্নতি হতে পারে। ঘরে যাওয়ার জন্য তোমাদের প্রতি কোনও বাধা-নিষেধ নেই। তাদেরও কল্যাণ করতে হবে যে। কল্যাণ ব্রতের যে ব্রতী হবে, সে এক জায়গায় থাকতেই পারবে না, সে তো সবারই কল্যাণ চাইবে। জ্ঞান আর যোগে পরিপক্বকে কেউ অপমান করতে পারে না। কিন্তু যোগের বল না থাকলে মায়া তাকে চড়-থাপ্পড়ও লাগায়। অতএব ঘর-গৃহস্থ থেকেও পদ্ম-ফুলের মতন পবিত্র থাকতে হবে অবশ্যই। বাবা তো সর্ব-প্রকারের স্বাধীনতা দেন ঘরে থাকার জন্য। এখানেই সবাই থাকবে কি করে। তোমরা যত বেশী সংখ্যায় আসবে, তোমাদের থাকার জন্য তত সংখ্যায় ঘরবাড়িও বানাতে হবে যে। অবশ্য পূর্ব কল্পে যেমনটি হয়েছিল, ঠিক তেমনটি ঘটে চলেছে পুনরায়। বি.কে.-র সংখ্যা বৃদ্ধি তো পেতেই থাকবে। ড্রামার বাইরে কিছুই যে হবে না। এই যে যুদ্ধ-বিগ্রহ বাধে, এত লোক মরে- এ সবই ঘটে ড্রামার চিত্রপট অনুসারে। যা অতীত হয়, পুনরায় সেই ঘটনাই ঘটে আবার। তেমনি বাবা-ও কল্প-কল্প ধরে যেমন ভাবে বুঝিয়েছেন, এখনও ঠিক তেমন ভাবেই তোমাদেরকে বোঝাচ্ছেন। যদিও লোকেরাও তাদের নিজেদের মতন করে অনেক কিছুই ভাবে, কিন্তু বাবা যে কর্ম-কর্তব্যের উদ্দেশ্যে এসেছেন তা তো করবেনই, ঠিক যেমনটি নিহিত রয়েছে অবিনাশী ড্রামায়। যা ড্রামা অনুসারে এক-চুলও এদিক-ওদিক হয় না। কল্প পূর্বে যারা যতখানি জ্ঞানের পাঠ নিয়েছিল, তারা ততটাই নেবে। প্রত্যেকেরই চাল-চলনের সাক্ষাৎকারও হতে থাকবে। দেখেই বোঝা যায় কে কেমন পড়ছে এবং কি ধরনের পদের-প্রাপ্তি হতে পারে তার। খুব সুন্দর সেবা-কার্য করতে করতে দুর্ঘটনায় মারা গেলে, খুব ভাল বংশে জন্ম হয় তার। খুব সুখেই থাকবে সে। অন্যদেরকে যত সুখ ও খুশী বিলিয়েছে, তা সবই পাবে সে। অর্জিত পুণ্য কখনও বিফলে যায় না। সত্যযুগে যে যেমন কর্ম করে জিতবে, তার তেমন ঘরেই জন্ম হবে। অনেকেই খুশী করে থাকলে এমন ঘরে জন্ম হবে যেখানে সোনার চামচ মুখে পাবে। এর পরের ধাপে যারা-তাদের জন্য রূপার চামচ, তার পরের ধাপের জন্য পীতলের চামচ। এবার নিশ্চয় বুঝতে পেরেছো। তুমি যেমন যোগী সেই হিসাবে রাজা, রানী, প্রজা ইত্যাদি ইত্যাদি নানান রকমের হবে। মনোযোগ সহকারে পঠন-পাঠন না করলে, দৈবী-গুণ ধারণ না করলে পদের প্রাপ্তি কম তো হবেই। তোমার ভাল বা খারাপ কাজের ফল তো তুমিই পাবে। প্রত্যেকের আত্মাই তা উপলব্ধি করতে পারে, কে কেমন সেবা করেছে। এই মুহূর্তেই যদি আত্মা তোমার শরীর ছেড়ে বেরিয়ে আসে, তবেই বা কেমন পদ পেতে পারো, তাও অনুভব করে তোমার আত্মা। তাই তো তোমরা এই জ্ঞানের পাঠ পড়ে নিজেদেরকে যথাযথ সংশোধন করার সুযোগ পাচ্ছে। কেউ কেউ আবার অবহেলায় তা নষ্ট করে

বলতে থাকে ভাগ্যে যা আছে তাই তো হবে। যা নেই তার জন্য বৃথা চেষ্টা কেন। বাবা তোমাদের কত উল্লত করে গড়ে তুলছেন। এ ঠিক তেমনই, ভগবানের কাছে এসে কেউই যেমন খালি হাতে ফেরে না। সেই ভগবান স্বয়ং এখন বি.কে.-দের সামনে উপস্থিত। কারওকে মাত্র দুটি শব্দ শোনালেও, নিদেনপক্ষে প্রজাতে অবশ্যই স্থান হবে তার। আর যারা দেবী-দেবতা ধর্মের হবে, তারা তো দৌড়ে দৌড়ে আসতেই থাকবে। যারা পতিত তারাই নিজেদেরকে হিন্দু বলে পরিচয় দেবে। তোমাদের মন-বুদ্ধিতেও যেন এমনই ভাব থাকে যে, তোমরা বাবার (ভগবানের) কাছেই বসে আছে। বাবা যে জ্ঞানের-সাগর। একমাত্র উনিই সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে সৃষ্টির হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি বলতে পারেন, কিভাবে তার পুনরাবৃত্তি হয়।

টিচার কিন্তু স্টুডেন্ট-এর পড়ার ধরণ দেখেই বুঝতে পারেন, সে কত নশ্বর পেয়ে পাশ করবে। প্রত্যেকেই নিজেরাও তা বুঝতে পারে। কেউ যেমন দৈবী-গুণ ধারণে কাঁচা, কেউ আবার যোগবলে, কেউ বা আবার জ্ঞানে কাঁচা থাকে। আর কাঁচা থাকলে তো পাশ করতে পারবে না। তবে তা বলে এমন নয় যে, আজ কাঁচা বলে আগামীতে পাক্ষা-বাচ্চা হতে পারবে না। যে চাইবে সে লাফিয়ে লাফিয়েও (গ্যালপ করে) এগিয়ে যেতে পারে। সে নিজে থেকেই বুঝতে পারে আমি অমুক অমুক ক্ষেত্রে ফেল হতে পারি, অমুকে আমার থেকেও অনেক এগিয়ে, তখন সে তা শুধরে নিয়ে সেও এগিয়ে যেতে পারে। কিন্তু দেহ-অভিমাণে থাকলে সে কিছুই শিখতে পারবে না। আমি আত্মা এই ধারণায় একেবারে পাক্ষা হতে হবে। সেই স্মৃতিই তো বাবা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। তাই বাবা আবারও সেই একই কথা বলছেন-“আমাকে স্মরণ দ্বারা, তোমাদের বিকর্মগুলিকে বিনাশ করে দৈবীগুণগুলি ধারণ করো। নিজেরাই নিজেদের নাড়ী ধরে বুঝতে পারবে, কে কতটা কিসের উপযুক্ত হতে পেরেছে। বাচ্চারা, সৃষ্টিচক্রের আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান তোমরা পাচ্ছ।” রাজযোগের এই জ্ঞান একমাত্র এই বাবা ছাড়া আর কেউই তা শেখাতে পারে না। সেইমতন বাচ্চারাও তা শিখছে। কোনও কোনও বাচ্চা বাবার কাছে জানতে চায়, এই ঈশ্বরীয় কুলে ব্রাহ্মণের সংখ্যা কত ? কিভাবে তার হিসেব পাবে। যেহেতু আসা-যাওয়া তো চলতেই থাকে। নতুনেরা অনেকে এসেই আবার চলেও যায়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা ও সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা ঔনার ঈশ্বরীয় সন্তানদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) নিজের চরিত্রকে দৈবতা সম্পন্ন বানাও। দৈবী-গুণ ধারণ করে নিজের ও সকলের কল্যাণ করতে হবে। সবাইকে সুখ দিতে হবে।

২) সতাপ্রধান হওয়ার লক্ষ্যে বুদ্ধির যোগ একমাত্র বাবার সাথেই রাখতে হবে। বুদ্ধি যেন এদিক-ওদিক না যায়। বাবার সমান টিচার হয়ে সবাইকে সঠিক দিশা জানাতে হবে।

বরদান :- খুশীর সম্পদে সম্পন্ন হয়ে দুঃখী আত্মাদেরকে খুশীর দান দিয়ে পুণ্য-আত্মা ভব

ব্যাখ্যা :- এই সময় দুনিয়াতে চিরন্তন দুঃখ বিরাজমান কিন্তু বি.কে.-দের কাছে রয়েছে চিরন্তন খুশী । অতএব, দুঃখী আত্মাদেরকে খুশী দেওয়া - এটাই বড় পুণ্যের কাজ। লোকেরা তো খুশীর জন্য

কত সময়, সম্পত্তি ইত্যাদি খরচ করে কিন্তু তোমরা তো অবিনাশী খুশীর খনি পেয়েছো। অতএব যা পেয়েছ অন্যদের তা বিতরণ করতে থাক। যত বিতরণ করবে ততই বাড়বে। তোমার সামনে যে-ই আসবে, সে যেন অনুভব করে, এনার নিশ্চয়ই এমন কোনও শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি হয়েছে যে কারণে তিনি এত খুশী ।

স্লোগান :- অনুভবী আত্মা কখনও কোনও কথায় ধোকা খায় না, সে সদা বিজয়ী থাকে।

- . ব্রহ্মা বাবার সমান হবার জন্য
- . বিশেষ পুরুষার্থ

ব্রহ্মা বাবার সমান নিজের স্থিতিকে অচল অটল বানাবার জন্য যে কোনও পরিবেশে বা বায়ুমণ্ডলে থেকেও, প্রত্যেকের মতামতকে সম্মান জানাও। কখনও কারও যুক্তি শুনে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ো না। কারণ যে নিমিত্ত হয়েছে সেও তো অনুভবী। যদি তার দেখানো কোনও দিশা স্পষ্ট না হয়, তবুও তাতে অস্থির হয়ো না। ধৈর্যশীল হয়ে বল, তা বোঝার চেষ্টা করছি। তবেই তোমার স্থিতি একরস অচল, অটল থাকবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- দেহী-অভিমানী হও, তবেই ব্যর্থ সঙ্ঘ(বিকল্প) সমাপ্ত হয়ে যাবে, কোনো বিষয়েই ভয় লাগবে না, তোমরা চিন্তা(ফিকর) থেকে মুক্ত(ফারিং) হয়ে যাবে"

প্রশ্ন:- নতুন বৃক্ষের বৃদ্ধি কিভাবে হয় এবং কেন ?

উত্তর :- নতুন বৃক্ষের বৃদ্ধি অত্যন্ত ধীরে-ধীরে আর উকুনের মতো হয়, যেমন ড্রামা উকুনের মতো চলছে, ঠিক তেমনই ড্রামা অনুসারে এই বৃক্ষও ধীরে-ধীরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, কারণ এতে মায়ার সাথেও অনেক যুদ্ধ করতে হয়। তাই বাচ্চাদের দেহী-অভিমানী হওয়ার জন্য পরিশ্রম করতে হয়। দেহী-অভিমানী হলে অত্যন্ত খুশী থাকে। সেবাও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বাবা আর অবিনাশী উত্তরাধিকার স্মরণে থাকলেই তরী পার হয়ে যাবে।

ওম্ শান্তি। অসীমের (রুহানী) পিতা বসে আত্মা রূপী (রুহানী) বাচ্চাদের বোঝান। অসীমের বাবাও অকাল মূর্তি। অসীমের বাবা বলা হয় পরমপিতা পরমাত্মাকে। বাচ্চারা, তোমরা হলে অকাল মূর্তি, তোমরা শিখ-ধর্মাবলম্বীদেরও ভালভাবে বোঝাতে পারো। যদিও যেকোনো ধর্মের মানুষকেই বোঝাতে পার। এও বাবা বলেছেন যে, এই সৃষ্টি রূপী বৃক্ষ ধীরে-ধীরে বৃদ্ধি পায়। যেমন ড্রামা উকুনের মতো চলে তেমনই বৃক্ষও(ঝাড়) উকুনের মতো বৃদ্ধি পায়। সম্পূর্ণ কল্পই লাগে বৃদ্ধি পেতে। এখন এ হলো তোমাদের বৃক্ষ। বাচ্চারা, তোমাদেরও আয়ু কল্পের আয়ুর সমান হয়ে যায়। ৫ হাজার বর্ষ ধরে তোমরা পরিক্রমা কর, এই চক্র উকুনের মতো চলে। সর্বপ্রথমে তো আত্মাকে বুঝতে হবে। এটিই কঠিন(ডিফিকাল্ট) বিষয়। বাবা জানেন যে ড্রামা অনুসারে বৃক্ষ ধীরে-ধীরে বৃদ্ধি পায়, কারণ মায়ার সাথে মোকাবিলা(যুদ্ধ) হয়, এই সময় তার(মায়া রাবণ) রাজত্ব তারপরে তো আর রাবণ থাকেই না। বাচ্চারা, প্রথমে দেহী-অভিমানী হতে হবে। দেহী-অভিমানী বাচ্চারাই সার্ভিস ভাল মতন করতে পারবে আর অত্যন্ত খুশীতে থাকবে। বুদ্ধিতে অযথা ব্যর্থ(বিকল্প) কথা আসবে না। যদিও তোমরাই মায়ার উপর বিজয় লাভ কর তখন তোমাদের কেউ নাড়াতে পারে না। অঙ্গদের দৃষ্টান্ত তো রয়েছে, তাই না। তাই তোমাদের নাম মহাবীর রাখা হয়েছে। এখন তো একজনও মহাবীর নেই। মহাবীর সর্বশেষ হবে, সেও নশ্বরের ক্রমানুসারে। যারা ভাল সার্ভিস করে তাদেরকেই মহাবীরের সারিতে(লাইন) রাখবে। এখন বীরে-রা রয়েছে, মহাবীর শেষে হবে। এতটুকুও সংশয় আসা উচিত নয়। কারো কারো তো অতি অহংকার চলে আসে। কাউকে পরোয়া করে না। এখানে তো অতি নম্রতার সাথে কাউকে বোঝাতে হয়। অমৃতসরে শিখদের কাছে গিয়ে তোমরা সার্ভিস করতে পারো। সমাচার তো সকলকে একই দিতে হবে। বাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের আত্মায় যে মরচে পড়েছে তা কেটে(নষ্ট) যাবে। ওরা তো বলে, জপো সাহেবকে..... সাহেবের মহিমাও রয়েছে। এক ওঁকার সত্যনাম, অকালমূর্তি। এখন কথা হলো অকালমূর্তি কে? তারা বলে সত্ত্বগুরু অকাল। আত্মাও তো অকালমূর্তি, তাই না। তাকে কখনো কাল গ্রাস করতে পারে না। আত্মা তো পাঁট পেয়েছে, তাই তাকে তা করতেই হবে। তাকে(আত্মা) কাল কিভাবে গ্রাস করবে। শরীরকে গ্রাস করতে পারে। আত্মা তো অকালমূর্তি। তোমরা শিখ-ধর্মাবলম্বীদের কাছে গিয়েও ভাষণ করতে পার। যেমন গীতা-জ্ঞানীরাও ভাষণ করে। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে ভক্তিমার্গের সামগ্রী তো প্রচুর। কিন্তু জ্ঞান এতটুকুও নেই। একমাত্র বাবাই হলেন জ্ঞানের সাগর। মনুষ্যকে তো জ্ঞানবান বলা যাবে না। দেবতারাও মানুষ, তাই না। কিন্তু দিব্যগুণ থাকার কারণে দেবতা বলা হয়। তারাও বাবার নিকট

থেকেই অবিনাশী উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন। তোমরাও এই রাজযোগের দ্বারা বিশ্বের মালিক হচ্ছে। সতগুরু-কে অকাল বলে, তাই না। একমাত্র বাবাই হলেন সত্য। তিনিই পতিত-পাবন। দুইজন পিতার পরিচয় দিতে হবে। ভাষণ দেওয়ার জন্য তোমরা যদি দু-মিনিটও পাও, সেও অনেক। এক মিনিট এক সেকেন্ড পাওয়া যায়, তাও অনেক। কল্প-পূর্বে যাদের তীর লেগেছিল তাদের এখনো লাগবে, এ কোনো বড় কথা নয়। শুধু সকলকে সমাচার দিতে হবে। বাবা বোঝান -- এই যেমন গুরুনানক এসেছেন কিন্তু তিনি কোন ম্যাসেজ দেন না যে তোমাদের এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে, তার জন্য পবিত্র হও। উপর থেকে যারা আসে, তারা তো পবিত্র আত্মা। তাদের ধর্ম বৃদ্ধিলাভ করে, আসতেই থাকে। বাস্তবে সঙ্গতিদাতা কোন মনুষ্য হতে পারে না। একমাত্র বাবাই সঙ্গতিদাতা। মনুষ্য তো মনুষ্যই হয় তাও আবার বোঝান হয় যে এরা অমুক- অমুক ধর্মের মানুষ। বাবা বোঝান -- - তোমরা নিজেকে আত্মা নিশ্চয় কর, পবিত্র হও, গুরুনানক বলেছেন, তিনি মলমূত্র যুক্ত কাপড় ধুয়ে পরিস্কার করেন (মৃত পলীতি কাপড়ে ধোয়ে) একথাও পরবর্তী কালে যারা শাস্ত্র বানিয়েছে তারাই লিখেছে। প্রথমে তো অনেক কম ছিল। তাদের বসে কি শোনাব। বাবা এই জ্ঞানও তোমাদের এখনই দেন আর শাস্ত্র তো পরে তৈরী হয়। সত্যযুগে তো শাস্ত্র থাকে না। প্রথমে বোঝাতে হবে যে, বাবাকে স্মরণ কর তবেই বিকর্ম বিনাশ হবে। বিনাশ তো হতেই হবে। জিজ্ঞাসা করা উচিত যে সর্বব্যাপী কাকে বল, যার মহিমা গায়ন কর এক ওঁকার..... তিনি হলেন পিতা, তাই না। তাঁর বাচ্চারা অর্থাৎ আমরাও অকালমূর্তি। আমাদের আসন(তখত) হলো এখানে। আমরা এক আসন পরিত্যাগ করে অন্য আসনে গিয়ে বসি। এভাবে ৮৪টি আসনে(ক্রকুটি)গিয়ে বসি। এখন এ হলো পুরোনো দুনিয়া, কত হউগোল(হাস্যামা) হয়। নতুন দুনিয়ায় এইসবের কোন কথাই থাকে না। সেখানে তো একটিই ধর্ম। বাবা তোমাদের বিশ্বের বাদশাহী(রাজত্ব) দিয়ে দিয়েছেন। তোমাদেরকে কেউ আক্রমণ করতে পারে না। দ্বাপর থেকে ধর্ম-স্থাপকেরা আসে নিজ-নিজ ধর্ম স্থাপন করতে। যখন তাদের ধর্ম বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, ক্ষমতায় আসে তখনই লড়াইয়ের কথা আসে। ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা প্রথমে সংখ্যায় অনেক কম হবে। তোমাদের ধর্ম তো এখানেই স্থাপিত হয়। ওরা তো আসেই দ্বাপরে। সেইসময়ই ওদের ধর্ম স্থাপন হয়। এরপর তারা একে-অপরের পিছনে পর-পর আসতেই থাকবে। এ হলো অত্যন্ত বোঝার মত বিষয়। কেউ-কেউ তো ড্রামা অনুসারে কিছুই ধারণ করতে পারে না। বাবা বোঝান, অবশ্যই তার পদ কম হবে। এ কোন অভিশাপ নয়। মালা তো মহাবীরেদের তৈরী হয়। ড্রামা অনুসারে সকলেই তো একইরকমের পুরুষার্থ করতে পারে না। পূর্বেও নিশ্চই করে নি। তাই তারা বলে, তাহলে আমাদের দোষ কোথায়। বাবাও বলেন, তোমাদের কোনো দোষ নেই। ভাগ্যে যদি না থাকে তবে বাবা আর কিবা করতে পারেন। তিনি বোঝেন যে কে-কে কোন্-কোন্ পদের যোগ্য। শিখদেরও বোঝাতে হবে যে যদি সাহেবের(ভগবান) জপ করো তবেই সুখ-শান্তি পাবে। তারা সুখ তখনই পায় যখন তাদের ধর্মের স্থাপনা হয়। এখন তো সকলেই নীচে এসে গেছে। তোমরা মানো যে সঙ্গুরু অকাল.....তাহলে গুরু আবার কাকে বল? সঙ্গতিদাতা গুরু তো একজনই। ভক্তি শেখানোর গুরু তো অনেক চাই। আর জ্ঞান শেখানোর জন্য একমাত্র বাবাই রয়েছেন। তাই মাতারা, তোমরা শিখ ধর্মের লোকেদের বোঝাও যে এই কঙ্গন(শিখদের বালা), যা তোমরা পড়ে থাকো, সেটাও হল পবিত্রতার চিহ্ন। তোমাদের কথা তারা মান্য করবে কারণ তোমরা অর্থাৎ মাতারাই স্বর্গের দ্বার খুলবে। মাতারা, তোমরা এখন জ্ঞান কলস পেয়েছো, যার দ্বারা সকলের-ই সঙ্গতি হয়ে যায়।

বাচ্চারা, তোমরা এখন নিজেদের মহাবীর বল। তোমরা বলতে পারো যে আমরা গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও স্বর্গের স্থাপনা করছি। রাত-দিনের পার্থক্য। এই জটাও পবিত্রতার চিহ্ন। অকালমূর্ত, পতিত-পাবন বাবার সম্পূর্ণ মহিমা করা উচিত। সাধু-সন্ন্যাসীরা 'পরমাত্মা নমঃ' বলে, আবার সর্বব্যাপীও বলে। এটা ভুল। তোমরা বাবাকে অত্যন্ত মহিমাম্বিত কর। বাবার মহিমার দ্বারা তোমাদের তরী পার হয়ে যায়। যেমন কথিত আছে যে, 'রাম-রাম' বললেই পার হয়ে যাবে। বাবাও বলেন, বাবাকে স্মরণ করলে বিষয় সাগর অতিক্রম করে যাবে। তোমাদের সকলকেই মুক্তিতে যেতে হবে। তোমরা অমৃতসরে গিয়ে ভাষণ কর যে তোমরা আহ্বান(ডাকো) কর যে, সদ্ধরু অকালমূর্ত..... কিন্তু তিনি বলেন যে এখন দেহ-সহিত দেহের সর্ব ধর্মকে পরিত্যাগ করে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় কর। বাবাকে স্মরণ করলে পাপ ভস্ম হয়ে যাবে। অন্তিম সময়ে যেমন মতি হবে তেমনই গতি(অন্ত মতি সো গতি) হবে। শিববাবা হলেন অকালমূর্ত, নিরাকার। তোমরা আত্মারাও নিরাকার। বাবা বলেন, আমার তো শরীর নেই। আমি ধার(লোন) নিই। আমি আসিই পতিত-দুনিয়ায় --- রাবণের উপর বিজয় লাভ করতে। তাই ডায়রেকশনও তো এখানেই দেব কারণ পতিত হয়ই পুরোনো দুনিয়ায়। নতুন দুনিয়ায় তো শুধু এক দেবী-দেবতা ধর্মই ছিল, সেইসময় আর সব শান্তিধামে থাকে। পুনরায় নশ্বরের ক্রমানুসারে সতো, রজো, তমো-তে আসে। যারা অতি সুখ লাভ করে, তারাই আবার অত্যন্ত দুঃখভোগও করে।

তোমাদেরই সকলকে বাবার সমাচার দিতে হবে যে বাবাকে স্মরণ কর তাহলেই নিজ নিকেতনে পৌঁছে যাবে। সকলের সঙ্গতি তখনই হয় যখন কল্পবৃক্ষের বৃদ্ধি সম্পূর্ণ হয়, তখন সকলেই চলে আসে। এইভাবে তোমরাও কাউকে অত্যন্ত প্রেমের এবং ধৈর্যের সাথে বোঝাও। তোমাদের কোনো চিত্র দেখানোর প্রয়োজনে নেই। বাস্তবে চিত্র হলো নতুনদের জন্য। তোমরা যে কোনো ধর্মাবলম্বীদের বোঝাতে পার। কিন্তু বাচ্চাদের এতো যোগ না থাকার কারণে তীর সঠিক লাগে না। তারা বলে, বাবা আমরা পরাজিত হয়েছি। মায়া মুখ একদম কালো করে দেয়, তাই তারা জানতেও পারে না যে আমরাই দেবতা ছিলাম। এইসময় অসুর হয়ে গেছি।

এখন বাবা বলেন, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ কর। বাবার ম্যাসেজ সকলকে দিতে থাকো। বাইসস্কোপের স্লাইডসের উপরেও লেখো যে ত্রিমূর্তি পরমপিতা পরমাত্মা শিব বলেন, 'মামেকম' স্মরণ কর তবেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। তোমরা মুক্তি-জীবনমুক্তি পেয়ে যাবে। সমাচার তো সকলকে দিতেই হবে, তাই না। স্লাইডসও তৈরী করা উচিত। তারমধ্যে 'মন্মানাভব'-- এই বশীকরণ মন্ত্র লিখে সকলকে দাও। এই পড়ায় দীর্ঘ সময় লাগে না। ভবিষ্যতে সব বুঝতে পারবে। চিন্তার কোন কারণ নেই। চিন্তামুক্ত তো হতেই হবে। দেখো মানুষ -- মৃত্যুকে কত ভয় পায়। এখানে ভয়ের তো কোন ব্যাপারই নেই। তোমরা তো বল যে এখন যেন মৃত্যু না আসে। এখনও আমরা পরীক্ষা কোথায় সম্পূর্ণ করতে পেরেছি। এখনো তো আমরা যাত্রা সম্পূর্ণ করিনি, তাই আমাদের কি শরীর ত্যাগ করা উচিত। এইধরনের মিষ্টি মিষ্টি বার্তালাপ বাবার সঙ্গে করা উচিত। এতে অভ্যাস অত্যন্ত ভালো হয়ে যাবে। এখানে চিত্রের সন্মুখে এসে বসো। তোমরা জানো যে, আমরা বাবার কাছ থেকে বিশ্বের রাজত্ব পাই। তাই এমন পিতাকে নিরন্তর স্মরণ করা উচিত, তাই না ! স্মরণ না করলে শাস্তি ভোগ করতে হবে। ব্রহ্মা বাবার তো স্মরণে এসে গেছে যে আমিই এই (নারায়ণ) হতে চলেছি। তাই অত্যন্ত খুশীতে থাকেন যে আমি এই (নারায়ণ) হবো। দেখলেই নেশায় বিভোর হয়ে যায়। তোমাদেরও তেমনই হতে হবে। বাবা আমরা তোমাকে স্মরণ করে অবশ্যই এমন হব । আর

কোনো কাজ না থাকলে এখানে এসে চিত্রের সম্মুখে বসে পড়। বাবার থেকে আমরা এই অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি। এটাই একদম পাকা করে নাও। এই যুক্তিও কম নয়। কিন্তু ভাগ্যে নেই তাই স্মরণ করে না। বাবা বলেন, এখানে যখন আসো তখন এটি অভ্যাস কর। তাহলে যদি কিছু গ্রহের দশা থাকেও তা কেটে যাবে। সিঁড়ির চিত্রের দ্বারা এই সবকিছু বিচার কর। কিন্তু ভাগ্যে যদি না থাকে তবে শ্রীমত অনুসারে চলতে পারে না। বাবা পথ দেখান আর মায়া সেই পথ কেটে দেয়। বাবা অনেক যুক্তি বলেন। বাবা আর অবিনাশী উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে থাক। বলা হয় যে, অতীন্দ্রিয় সুখ কি তা গোপ-গোপীদেরকে জিজ্ঞাসা কর, যাদের দৃঢ় বিশ্বাস (নিশ্চয়) রয়েছে আমরা বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার অবশ্যই নেব। বাবা স্বর্গের স্থাপনা করে আমাদের ওখানকার মালিক করে দেন। চিত্রও এমনই বানানো রয়েছে। তোমরা যুক্তি দিয়ে প্রতিপন্ন করে তাদের বুঝিয়ে দাও যে ব্রহ্মা, বিষ্ণুর মধ্যে সম্পর্ক কি। আর কেউ-ই এ সব জানে না, ব্রহ্মার চিত্র দেখে মুগ্ধ পড়ে। স্থাপনা করতে তো অবশ্যই সময় লাগে, কর্মাতীত অবস্থা হতেও সময় লাগে। প্রতি মুহূর্তে ভুল হয়ে যায়। এই অভ্যাস করতে হবে। প্রগাঢ়(নৌধা) ভক্তি যারা করে তারাও চিত্রের সামনে বসে - - তারাও সাক্ষাৎকারের আশা রাখে। তোমরা তো এইরকম(দেবী-দেবতা) হও, তাই তোমাদের স্মরণ করা উচিত। ব্যাজও তোমাদের কাছে আছে। বাবা নিজের ভক্তিমার্গের উদাহরণ দেন যে, নারায়ণের মূর্তির প্রতি আমার অত্যন্ত প্রেম ছিল। সেসব হলো ভক্তিমার্গ। এখন বাবা বলেন, একমাত্র আমাকে (মামেকম্) স্মরণ কর আর কিছুই করতে হবে না। বাবা বলেন, আমি তো আঞ্জাকারী সেবক (ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট)। তোমরা আমার কাছে কেন মাথা নত কর। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা ঊঁনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) নিরহঙ্কারিতার গুণ ধারণ করতে হবে। এতটুকুও যেন অহংকার না আসে। এমন মহাবীর হতে হবে যেন মায়া নাড়াতে না পারে।

২) সকলকে 'মল্লনাভব'-র বশীকরণ মন্ত্র শোনাতে হবে। অত্যন্ত প্রেম এবং ধৈর্য সহকারে সকলকে জ্ঞানের কথা শোনাতে হবে। বাবার বার্তাও সকল ধর্মাবলম্বীদের দিতে হবে।

বরদান :- প্রতিটি শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্পকে কর্মে রূপায়িত করতে সক্ষম মাস্টার সর্বশক্তিমান ভব

বিস্তার:- মাস্টার সর্বশক্তিমান অর্থাৎ যার সঙ্কল্প আর কর্ম সমান। যদি সঙ্কল্প অতি শ্রেষ্ঠ হয় আর কর্ম সঙ্কল্প অনুসারে শ্রেষ্ঠ না হয় তবে তাকে মাস্টার সর্বশক্তিমান বলা যাবে না। তাই পরীক্ষা(চেক) কর যে, যে সমস্ত শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প কর তা কি কর্মে আনতে পার, কি পার না। মাস্টার সর্বশক্তিমানের চিহ্ন হল এই যে -- যে শক্তি যে সময়ে প্রয়োজন, সেই শক্তি সেই সময়েই যেন কার্যে আসে। স্থূল আর সূক্ষ্ম -- সব শক্তিগুলিই যেন এতটাই নিয়ন্ত্রণে (কন্ট্রোলে) থাকে যে, যখন যে সময়ে যে শক্তির আবশ্যক তাকে সেসময় সেই কার্যেই প্রয়োগ করতে পারে।

স্লোগান :- জ্ঞানী বাচ্চাদের মধ্যে যদি ক্রোধ থাকে তবে তাতে বাবার নামের গ্লানি হয়।

ব্রহ্মাবাবার সমান হওয়ার জন্য বিশেষ পুরুষার্থ :-

ব্রহ্মাবাবার সমান বিঘ্ন-বিনাশক, অচল- অনড় হয়ে প্রত্যেকটি বিঘ্নকে অতিক্রম কর। এমন অনুভব কর যে, এ যেন কোন বিঘ্ন নয়, এ এক খেলা। পাহাড় সর্ষে তুল্য(ক্ষুদ্র) অনুভূত হয়। কারণ নলেজফুল আল্লামারা প্রথম থেকেই জানে যে এসব তো আসবেই, হবেই। কখনও কেন, কি -- এইসব প্রশ্নের মধ্যে জড়িয়ে পড়বে না।